পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৩

বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা ঃ বিশেষত তফসীরে নূরুল কোরআন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উপস্থাপনায়

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিঃ নং-৪৬/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অক্টোবর-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা ঃ বিশেষত তফসীরে নূরুল কোরআন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উপস্থাপনায়

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিঃ নং-৪৬/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

c Z¨qb c Î

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর **“বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা ঃ বিশেষত তফসীরে নূরুল কোরআন”** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার জানামতে এ শিরোনামের উপর অভিসন্দর্ভ কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয় নি। গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সন্তোষজনক। গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্ত তার রচিত এ অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়া যেতে পারে।

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

†NvlYv cÎ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা ঃ বিশেষত তফসীরে নূরুল কোরআন”** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী / ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করি নি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং- ৪৬/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যার অশেষ মেহেরবানীতে **"বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চাঃ বিশেষত তফসীরে নূরুল কোরআন"** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। যথাযথ সম্মান পূর্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার এ গবেষণাকর্মের জন্য তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং অভিসন্দর্ভটির অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তাঁর আন্তরিক পরামর্শ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর এ ঋণ কোনদিন শোধ করা সম্ভব হবে না।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত দেশী বিদেশী সম্মানীয় লেখকগণের বিভিন্ন মূল্যবান রচনার সাহায্য নিয়েছি। এ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটীকা' এবং 'উদ্ধৃতিতে' সে সব স্বনামধন্য লেখকের নাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তাঁদের সবার প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যাদের দু'আ ও পরামর্শ আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে তাঁদের মধ্যে আমার সম্মানীয় বাবা আলহাজ্জ মোঃ আব্দুল হাকিম এবং মা আলহাজ্জা মুহতারামা শাফিয়া বেগম উল্লেখযোগ্য। এ মুহূর্তে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ফরিদগঞ্জ কামিল মাদরাসার সম্মানীয় অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, সরকারী আলিয়া মাদরাসা, ঢাকার তাফসীর বিভাগের সহকারী

অধ্যাপক ড. মো: হুসাইন মাহমুদ ফারুক ও আমার সম্মানীয় মামা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মোঃ আবদুল আলিম-এর কথা। যাদের পরামর্শ ও সহযোগীতা এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নসহ আমার জীবনের আরো অনেক কর্মেরই অনুপ্রেরণার উৎস।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যারা আমাকে বিশেষ ভাবে সহযোগীতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ধামরাই নান্নার দারুল ইসলাম ফাজিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মোহাম্মদ শরীফ উল্যাহ, সাভার সিন্দুরিয়া দারুল ইসলাম ফাজিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মো: নিজামুদ্দীন, কুমিল্লা কালাকচুয়া ফাজিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মো: শরিফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের সহকারী অফিসার খন্দকার আবু তাহের ও নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' বিভাগের ছাত্র মো: মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখযোগ্য।

এ গবেষণাকর্মে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘদিন পারিবারিক অনেক দায়িত্ব যথানুরূপ পালন করা সম্ভব হয় নি। এ সময় আমরা সহধর্মিণী মোসা: শামীমা আক্তার হাসিমুখে সকল ঝামেলা একা শামলে নিয়ে আমাকে এ কাজে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ জন্য তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

সর্বোপরি আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীসহ যে সব লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেছি সে সব লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পি এইচ.ডি. গবেষক
রেজি: নং-৪৬/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শব্দ সংক্ষেপ

শব্দ সংক্ষেপ	পূর্ণ শব্দসমূহ
তা.বি.	তারিখ বিহীন
অনু	অনুবাদ
অনূ	অনূদিত
আ.	‘আলাইহিস সালাম
ই.ফা.বা.	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	খণ্ড
খৃ.	খৃষ্টাব্দ
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
জ.	জন্ম
মৃ.	মৃত্যু
র.	রাহমতুল্লাহি আলাইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সং	সংস্করণ
হি.	হিজরী
বি.দ্র.	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য/বিশেষ দ্রষ্টব্য
প্রাগুক্ত	পূর্বোল্লেখিত
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Ed.	Edition / Editor / Edited
Ibid	Ibidem (used when footnote refers to the same work and the same page as the previous footnote).
i.e.	'id est'; that is
op.cit.	'Open Cito/ opera citarae'; in the work cited (used when refrence is made to the same work as a preceeding but not immediately preceeding refrence;abbreviation follows author's name but precedes page refrence).
P.	Page
PP.	Pages
Trans.	Translation; translated;translator
Vol.	Volume

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। যা থেকে মানবজাতি তার চলার পথের দিক নির্দেশনা লাভ করে থাকে। বিশ্বমানবতার পথ চলার নির্ভুলতম দিশা দানকারী হিসেবে এ মহাগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও চর্চা ইতোমধ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআনের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অর্ন্তভুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জন করাই ছিল রাসূল (সা.) ও তাঁর সাবাহাগণের জীবনোদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার সূচনা থেকেই এর সংরক্ষণ, সংগ্রহ, সংকলন ও সম্প্রচারে অতীব সুশৃংখল ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়। ফলে তা সকল যুগে অবারিতভাবে মানব জাতিকে সরল-সঠিক ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার প্রতি পথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎভাবে এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। একে যথাযথ ভাবে বুঝা এবং তা বাস্তবে আমলে পরিণত করার প্রয়োজনে এর ব্যাখ্যা জানাও জরুরী হয়ে পড়েছিল। তাই কুরআন কারীমের যাবতীয় অস্পষ্টতা দূরীকরণের নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা নিজেই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের এক অংশকে অন্য অংশ দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। এরপরও কুরআন মাজীদের যে অংশের ব্যাখ্যা সাহাবাগণের বুঝতে কষ্ট হত তাঁরা রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে তার ব্যাখ্যা জেনে নিতেন।

পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.) কেই প্রদান করেছিলেন। তাই বলা যায় তিনিই হলেন পবিত্র কুরআনের একমাত্র মুফাসসির। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে- وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم 'এবং আপনার কাছে আমি স্মরনিকা অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'। (আল কুরআন, ১৬:৪৪)। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একখানা হাদীসে এসেছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহ করে আমাদের নিকট হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন।

আমরা কিছুই জানতাম না; বরং প্রিয় নবী (সা.) কে যা করতে দেখতাম তা শিখে নিতাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা কাজে পরিণত করতাম।'

রাসূল (সা.) এর তিরোধানের পর সাহাবাগণ দ্বীন সম্প্রসারের কাজে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন। আর তখন বাস্তবতার আলোকে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যদি তাঁরা কুরআন ও হাদীসে খুঁজে না পেতেন তখন তাঁরা নিজস্ব ইলমের আলোকে সে আয়াতের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হতেন। আর এটা রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে অনুমোদিতও ছিল। তবে এ কাজটি সব সাহাবাই করেছেন ব্যাপারটি এমন নয়; বরং তাঁদের মধ্যে যারা ইলমে কুরআনের ব্যাপারে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন শুধু তাঁরাই এ কাজে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমনঃ হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আযারবাইযান, আর্মানিয়া, সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধরত মুসলিম মুজাহিদগণকে ইলমে কুরআন শিক্ষা দিতেন। আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরে, মু'আজ ইবনুল জাবাল (রা.) সিরিয়ায়, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইরাকে ইলমে কুরআন শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাহাবাগণের সাহচর্যে থেকে তাবিঈগণের মাঝেও ইলমে কুরআন চর্চার অদম্য প্রেরণা তৈরী হয়। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) এর শিষ্যগণ এ ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) এর ছাত্রগণের মধ্যে সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরামা, তাউস, আতা বিন রাবাহ (র.) এবং ইবনে মাসউদ (রা.) এর শিষ্যগণের মধ্যে আলকামা, মাসরূক, আসওয়াদ, মুররা, আমর বিন শুরাহিল, হাসান আল বসরী, কাতাদাহ, শুরাইহ, ইব্রাহীম ও উবায়দা আস সালামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তাবিঈগনের নিকট হতে তাবি-তাবিঈগণ ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন। তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনা সমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পর্যায়ে যে সকল মনীষির নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হলেন- হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (মৃ. ১৯৮হি.), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.), শুবা ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ.১৬০ হি.), ইয়াজিদ ইবনে হারুন (মৃ. অজানা) ও আবদ ইবনে হুমাইদ (মৃ. ২৪৯ হি.)।

তারপর তৃতীয় হিজরী শতকে আবু উবায়েদ কাসেম ইবনে সালাম (মৃ. ২২৩ হি.), বাকী ইবনে মোখাল্লাদ কুরতুবী (মৃ. ২৭৩ হি.) ও আবু মোহাম্মদ সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ আত্‌তাসতারী (মৃ. ২৮৩) প্রমুখ ইলমে তাফসীর চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। অতপর চতুর্থ হিজরী শতকে ইবনে জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.), আবুল হাসান আশ'আরী (মৃ. ৩২৪ হি) ও আবু মানসূর মাতুরিদী (মৃ. ৩৩৩ হি.) ইলমে তাফসীর চর্চায় এগিয়ে আসেন। হিজরী পঞ্চম শতকে আবু আব্দুর রহমান মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন (মৃ. ৪১২ হি.) ও আবু ইসহাক আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইব্রাহীম আস্‌সা'লাবী (মৃ. ৪২৭ হি.) তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। অতপর হিজরী ষষ্ঠ শতকে আবু মোহাম্মদ হোসাইন ইবনু মাসউদুল কোররা আল বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হি.) ও মাহমুদ ইবনে ওমর জামাখশারী (মৃ. ৫২৮ হি.) এবং সপ্তম হিজরী শতকে ইমাম ফখরুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে ওমর রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.), আবু বকর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (মৃ ৬৩৬ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবি বাকর আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১হি.) ও কাজী নাসির উদ্দীন বায়যাবী (মৃ. ৬৮২ হি.) ইলমে তাফসীর চর্চায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন।

তারপর পর্যায়ক্রমে তাফসীর শাস্ত্র গবেষণার ধারা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রতিভার আলোকে ইলমে কুরআনের খেদমতে আঞ্জাম দিতে থাকেন। রচিত হয় তাফসীর শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার। আরবী ভাষায় রচিত এ তাফসীর গ্রন্থগুলো অনারবদের কুরআনের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে নি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী পণ্ডিত মনীষিগণ নিজ নিজ ভাষায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আর বাংলা ভাষাও এ ধারার বাহিরে থাকে নি। তবে ঠিক কখন থেকে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা শুরু হয় তার দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে বলা অত্যন্ত কঠিন। ধারণা করা হচ্ছে, তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খৃ. রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্মৌ থেকে বিতাড়িত করলে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষা চর্চার পথ উন্মুক্ত হয়। তাঁর বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলমানগণ এ দেশে মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বীন প্রচারের প্রয়োজনে তখন থেকেই বাংলা ভাষায় দ্বীনি গ্রন্থাবলী রচনা শুরু হয়। তবে এ ভাষায় তাফসীর শাস্ত্র চর্চা শুরু হয় আরো অনেক পরে। ১৪শ শতকের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'য়ুসুফ জলিখা' কাব্যে সর্ব প্রথম তাফসীর চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তিনি এ কবিতায় সূরা ইউসুফের ৩১ নং আয়াতের ভাব ভিত্তিক ব্যাখ্যা চর্চায় ব্রতী হন। মূলত উনিশ শতকের প্রথমার্ধ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে বাঙ্গালী মুসলিম পণ্ডিতবর্গ কুরআনের বঙ্গানুবাদ, টীকা-টিপ্পনী, তাফসীর ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য রচনা, ইসলামী প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়ে কিছু অমুসলিম মনীষিও কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) কর্তৃক ১৮৮১-১৮৮৫ খৃ. সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় টীকা-টিপ্পনীও সংযুক্ত করেন। তার অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হলেও সংস্কৃত শব্দের প্রভাব মুক্ত ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ের বঙ্গানুবাদিত কুরআন হিসেবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী কর্তৃক তাঁর এ কর্মটি প্রশংসিত হলেও তা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় কিছুটা সমালোচিতও হয়েছিল। বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে মাওলানা নঈমুদ্দীনই (১৮৩২-১৯০৮) সর্ব প্রথম কুরআনের বঙ্গানুবাদসহ ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর অনূদিত কুরআন ১ম থেকে ৯ম পারা পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৮৭-১৯০৮ খৃ. মধ্যে প্রকাশিত হয়। অতপর তাঁর পুত্রগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২৩ পারা পর্যন্ত কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য লিখে ১৯০৯ খৃ. প্রকাশ করেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে গদ্যে ও পদ্যে কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চা শুরু হয়। অখণ্ড ভারতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চায় যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯২৩), মাওলানা তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০), আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭), মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম (১৮৮৭-১৯৫৭), মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), নকীব উদ্দিন খাঁ (জ. ১৩০১ ব.), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯) ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য লিখেন। তাঁর অনূদিত এ কুরআন ও ভাষ্যটি প্রকাশিত হয় এ শতাব্দীর শেষার্ধে। তার এ তফসীরটি তৎকালীন ওলামাগণের নিকট যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। এছাড়াও উনবিংশ শতকে শাহ কমরজ্জামান , মোহাম্মদ তাহের, খাঁন বাহাদুর আব্দুর রহমান খাঁ ও শামছুল হক ফরিদপুরী পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন ।

তবে উল্লেখিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর কোনটিই বিস্তারিতভাবে রচিত হয় নি। যার কারণে এ ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর পঠনের আকাঙ্খা অপূর্ণই থেকে যায়। আর এ শূণ্যতাটি উপলব্ধি করে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (১৯৩২-২০০৭) ১৯৮০ খৃ. বাংলা ভাষায় মৌলিক, প্রামাণ্য ও বিস্তারিত একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ খৃ. থেকে তিনি তাফসীর রচনা শুরু করেন। ১৯৮১ খৃ. সেপ্টেম্বর থেকে 'মাসিক আল বালাগ' পত্রিকায় তা ছাপা হতে থাকে এবং ১৯৮৪ খৃ. 'তফসীরে নূরুল কোরআন' শিরোনামে এ তাফসীর গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে সুদীর্ঘ ১৭ বছর পরিশ্রম করে তিনি ১৯৯৮ খৃ. ৩০ খণ্ড বিশিষ্ট ১১,১০২ পৃষ্ঠার বিশাল এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করেন।

এছাড়াও বাংলা ভাষাভাষী আলিমগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ সমূহের বাংলা অনুবাদ করে এ ভাষায় মানুষের পবিত্র কুরআনের জ্ঞান আহরণের চাহিদা মেটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আমার রচিত এ পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ **"বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা ঃ বিশেষত তফসীরে নুরুল কোরআন"** এ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বিন্যাস যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোচনার মৌলিক বিষয়বস্তু সমূহকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ ইলমুত তাফসীর : পরিচিতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-আল কুরআন পরিচিতি, কুরআন এর শাব্দিক বিশ্লেষণ, কুরআন এর পারিভাষিক পরিচয়, তাফসীরুল কুরআন পরিচিতি, তাফসীর এর শাব্দিক বিশ্লেষণ, তাফসীর এর পারিভাষিক পরিচয়, তা'বীলের পরিচয়, তা'বীল এর শাব্দিক বিশ্লেষণ, তা'বীল এর পারিভাষিক পরিচয়, তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য, তাফসীরের প্রকারভেদ, বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর, বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর, রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআন তাফসীর, কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর, হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর, সাহাবা যুগে কুরআন তাফসীর, তাবিঈ যুগে কুরআন তাফসীর, তাবিঈ পরবর্তী যুগে তাফসীর শাস্ত্রের গতিধারা, মুসাফসিরের গুণাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চাঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চার স্বরূপ, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা, বাংলা ভাষায় পরিত্র কুরআনের **আংশিক তাফসীর চর্চা-** আকবর আলী, নঈম উদ্দীন, আবদুল ছাত্তার সূফী, মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা, এয়ার আহমেদ এল,টি, মাওলানা আবু বকর,

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা দিদার বখশ, মাওলানা আহমদ আলী, মুহাম্মদ আবদুল আযীয হিন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর, মুহাম্মদ আবু বকর, মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ তৈমুর, মীজানুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ শামসূল হুদা, মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াফী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা মনীর উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবুল ফজল, মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহমান, সৈয়দ আবু সাইদ হায়দার, মাওলানা মাহমুদুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজহারী, মোহাম্মদ হোসাইন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মাওলানা আ.ন.ম রুহুল আমিন চৌধুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ গোলামুন্নবী. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মাজীদ, মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার, মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন, মৌলভী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী, আবুল হাশিম, নুরুল ইসলাম, সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী, মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম, মোঃ শামসূল হক দৌলতপুরী, **টীকা ভিত্তিক তাফসীর চর্চা-** গিরিশ চন্দ্র সেন, শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস, মোহাম্মদ আব্বাছ আলী, রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক, শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ, খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম, মুহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ, ফজলুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, মাওলানা আবদুল ওয়াসেক, আলী হায়দার চৌধুরী, মাওলানা মুহীউদ্দীন শামী, এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী, ড. ওসমান গণি, মাজহার উদ্দীন আহমদ। **পূর্ণাঙ্গ তাফসীর চর্চা-**মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, শাহ কমরজ্জামান, মোহাম্মদ তাহের, খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসান।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা- তাফসীরে সূরা ইউসুফ, কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফসীর, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাজেদী শরীফ, ফী যিলালিল কুরআন, তাফসীর-ই-তাবারী শরীফ, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে কাবীর, তাফহীমুল কুরআন, তাফসীরে জালালাইন, উম্মুল কুরআন, আহকামুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : জীবন ও কর্ম- ভূমিকা, জন্ম ও বংশ পরিচয়, পিতার দিক থেকে, মাতার দিক থেকে, মাওলানার পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, ওয়াজ-মাহফিল, বিদেশ সফর, হজ্জ ও ওমরার যিয়ারত, ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন, রেডিও-টেলিভিশনে বক্তৃতা প্রদান, গ্রন্থাবলী রচনা, শিক্ষকতা, পত্রিকার সম্পাদনা, পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা, আধ্যাত্মিক জীবন, পারিবারিক জীবন, ইন্তিকাল।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ তফসীরে নূরুল কোরআন : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী- ভূমিকা, 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর নাম করণের তাৎপর্য, 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর গঠন কাঠামো ও রচনাশৈলী, 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর খণ্ড ভিত্তিক পর্যালোচনা, 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর বৈশিষ্ট্য। অতপর উপসংহার ও 'গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে এ অভিসন্দর্ভে যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সে গুলোর তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়

ইলমুত তাফসীর : পরিচিতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	**১৭-১০১**
আল কুরআন পরিচিতি	১৭
কুরআন এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	১৮
কুরআন এর পারিভাষিক পরিচয়	২০
তাফসীরুল কুরআন পরিচিতি	২৪
তাফসীর এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	২৪
তাফসীর এর পারিভাষিক পরিচয়	২৫
তা'বীলের পরিচয়	২৯
তা'বীল এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	২৯
তা'বীল এর পারিভাষিক পরিচয়	৩০
তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য	৩২
তাফসীরের প্রকারভেদ	৩৭
বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর	৩৭
বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর	৪২
তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি	৫৩
রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআন তাফসীর	৫৭
কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর	৫৮
হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর	৬৫
সাহাবা যুগে কুরআন তাফসীর	৬৯
তাবিঈ যুগে কুরআন তাফসীর	৮৪
তাবিঈ পরবর্তী যুগে তাফসীর শাস্ত্রের গতিধারা	৯৪
মুফাসসিরের গুণাবলী	৯৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১০২-২০২

ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চার স্বরূপ ১০২

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা ১০৬

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের আংশিক তাফসীর চর্চা- ১০৭

আকবর আলী ১০৭

নঈম উদ্দীন ১০৯

আবদুল ছাত্তার সূফী ১১২

মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমিন ১১৪

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ১১৬

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা ১১৮

এয়ার আহমদ এল,টি ১২১

মাওলানা আবু বকর ১২২

মোল্লা দিদার বখশ ১২২

মাওলানা আহমদ আলী ১২২

মুহাম্মদ আবদুল আযীয হিন্দী ১২৩

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর ১২৩

মুহাম্মদ আবু বকর ১২৪

মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী ১২৫

মাওলানা মুহাম্মদ তৈমুর ১২৬

মীজানুর রহমান ১২৭

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১২৭

মুহাম্মদ শামসুল হুদা ১২৮

মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াফী ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	১২৯
মাওলানা মনীর উদ্দীন আহমদ	১৩১
অধ্যাপক আবুল ফজল	১৩১
মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফুল্লাহ	১৩২
মাওলানা আবদুর রহমান	১৩২
সৈয়দ আবু সাইদ হায়দার	১৩৩
মাওলানা মাহমুদুর রহমান	১৩৩
আলাউদ্দীন আল আজহারী	১৩৪
মোহাম্মদ হোসাইন	১৩৪
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	১৩৫
মাওলানা আ.ন.ম রূহুল আমিন চৌধুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ গোলামুন্নবী	১৩৭
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ	১৩৮
মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার	১৩৯
মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান	১৪১
মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন	১৪৫
মৌলভী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৪৬
মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী	১৪৬
আবুল হাশিম	১৪৮
নুরুল ইসলাম	১৪৯
সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী	১৫১
মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম	১৫১
মোঃ শামসুল হক দৌলতপুরী	১৫৩
বাংলা ভাষায় টীকা ভিত্তিক তাফসীর চর্চা-	১৫৫-
১৮৫	
গিরিশ চন্দ্র সেন	১৫৫
শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস	১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আব্বাছ আলী ১৬০
রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্‌ডাস্যাক ১৬৩
শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ ১৬৭
খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম ১৭০
মুহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ ১৭৪
ফজলুর রহমান চৌধুরী ১৭৫
মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী ১৭৬
মাওলানা আবদুল ওয়াসেক ১৭৭
আলী হায়দার চৌধুরী ১৭৮
মাওলানা মুহীউদ্দীন শামী ১৭৮
এ,কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী ১৭৮
ড. ওসমান গনী ১৮১
মাজহার উদ্দীন আহমদ ১৮৪

বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ তাফসীর চর্চা ১৮৬-

২০২

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৮৬
শাহ কমরজ্জামান ১৯০
মোহাম্মদ তাহের ১৯৩
খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ ১৯৬
মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী) ১৯৭
মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান ১৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা ২০৩-

২২৯

তাফসীরে সূরা ইউসুফ ২০৩
কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফসীর ২০৪
তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ২০৫
তাফসীরে ইবনে কাসীর ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরে মাজেদী শরীফ	২১৩
ফী যিলালিল কুরআন	২১৫
তাফসীর-ই-তাবারী শরীফ	২১৭
তাফসীরে মাযহারী	২১৯
তাফসীরে ইবনে আব্বাস	২২১
তাফসীরে উসমানী	২২২
তাফসীরে কাবীর	২২২
তাফহীমুল কুরআন	২২৩
তাফসীরে জালালাইন	২২৭
উম্মুল কুরআন	২২৭
আহকামুল কুরআন	২২৭
বয়ানুল কুরআন	২২৮

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : জীবন ও কর্ম ২৩০-২৫৯

ভূমিকা	২৩০
জন্ম ও বংশ পরিচয়	২৩১
পিতার দিক থেকে	২৩১
মাতার দিক থেকে	২৩২
মাওলানার পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য	২৩৩
শিক্ষা জীবন	২৩৩
কর্ম জীবন	২৩৫
ওয়াজ-মাহফিল	২৩৬
বিদেশ সফর	২৩৯
হজ্জ ও ওমরার যিয়ারত	২৪৫
ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন	২৫১

Dhaka University Institutional Repository

রেডিও-টেলিভিশনে বক্তৃতা প্রদান	২৫২
গ্রন্থাবলী রচনা	২৫৩
শিক্ষকতা	২৫৫
পত্রিকার সম্পাদনা	২৫৬
পুরস্কার ও স্বীকৃত লাভ	২৫৭
বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা	২৫৭
আধ্যাত্মিক জীবন	২৫৮
পারিবারিক জীবন	২৫৮
ইন্তিকাল	২৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

তফসীরে নূরুল কোরআন : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী	**২৬০-৩৭১**
ভূমিকা	২৬০
‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর নামকরণের তাৎপর্য	২৬১
‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর গঠন কাঠামো ও রচনাশৈলী	২৬৩
‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর খণ্ড ভিত্তিক পর্যালোচনা	২৬৮
‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর বৈশিষ্ট্য	৩৫১
উপসংহার	৩৫৮
গ্রন্থপঞ্জি	৩৬০

প্রথম অধ্যায়

ইলমুত তাফসীর : পরিচিতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আল কুরআন পরিচিতি

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, তুলনাহীন, অবিকৃত ও চিরন্তন অলৌকিক গ্রন্থ। যা ৬১০ খৃ. থেকে ৬৩২ খৃ. পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাযিল হয়েছিল। বিশ্বমানবতার হিদায়াত তথা সঠিক পথ প্রদর্শনই এ গ্রন্থ নাযিলের একমাত্র লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان

'রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।'[১]

মানব জীবনে প্রকৃত সফলতা লাভের সঠিক পন্থার বর্ণনা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃংখলা বিধানের রীতি এবং মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশসহ মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দিক ও বিভাগের পুংখানুপুংখ উল্লেখ ও তার সঠিক সমাধান রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। মহান আল্লাহ বলেন-

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ و هدى ورحمة وبشرى للمسلمين

'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।'[২]

ইহা এমনই এক অলৌকিক কিতাব যার আশ্চর্য শব্দ ভাণ্ডার, গাম্ভীর্যপূর্ণ উপস্থাপনা ও বিস্ময়কর বর্ণনাশৈলী বিশ্বের সকল কবি সাহিত্যিককে হতবাক করে দিয়েছে। এর একটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

১. আল কুরআন, ২ : ১৮৫ (আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত আয়াত সমূহের অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

২. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

'বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবেনা।'[৩]

এ মহাগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য এতটাই বিস্ময়কর যে আরবের জনৈক বিখ্যাত কবি স্বীকার করেছিলেন যে, ليس هذا من كلام البشر 'এটা মানব রচিত কালাম নয়'। বিখ্যাত কবি খালিদ বিন উকবাহ্ পবিত্র কুরআন শুনে বলে উঠেন-

والله ان له لحلاوة وان عليه لطراوة وان اسفله لمغدق و ان اعلاه لمثمر و ما يقول هذا بشر

'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় এতে আছে মাধুর্য ও সঞ্জিবনী শক্তি, নিশ্চয় এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক। আর এটি মানুষের রচনা নয়।'[৪]

যুগে যুগে অনেক কবি সাহিত্যিক কুরআনের মত আরেকটি কিতাব রচনার বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা সফল হতে পারে নি। বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফফা (মৃ.৭৭২ খৃ.) কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস গবেষণা চালিয়ে কুরআনের অনুরূপ একটি লাইনও লিখতে পারেননি। তাঁর এ অপারগতাকে মূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওলাষ্টন মন্তব্য করেছেন -[৫]

æThat Muhammad's boast as to the Literary excellence of the Quran was not unfounded is further evidenced by a circumstance. which occurred about a century after the estabelisment of Islam."

قرآن (কুরআন) এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

قران (কুরআন) শব্দটি আরবী قرن (কারনুন) বা قرء (কারউন) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।[৬] قرن থেকে এর শাব্দিক অর্থ হবে- قرنت الشيئ بالشيء অর্থাৎ কোন একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা । যেহেতু পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহ একে অপরের সাথে সংযুক্ত, তাই কুরআনকে কুরআন বলা হয়[৭]।

৩. আল কুরআন, ১৭: ৮৮
৪. অধ্যাপক আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৬, (সং-২, খণ্ড-১) পৃ. ১২৩
৫. Mr. Wollaston. Muhammad his Life & doctrine. P. 143 (উদ্ধৃত: মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ঢাকা: ১৯৮৬ খৃ. পৃ. ২৫)
৬. আব্দুল মালেক বিন আব্দিল কাদের, *কামূসুল মুসতালেহাত*, নিজস্ব প্রকাশনা, কুমিল্লা: ১৯৯৭ খৃ. পৃ. ১৭৪
৭. মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৮৮ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

আর قرء থেকে এর অর্থ হবে الجمع বা একত্রিত করা। যেহেতু পবিত্র কুরআন ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের আধার, তাই কুরআনকে কুরআন বলে নামকরণ করা হয়েছে [৮]। আবার قران শব্দটি قراءة শব্দ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। যা مقروء (মাকরূউন) এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পঠিত বিষয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর কিতাব নাযিল হয়েছিল লিখিত ভাবে, কিন্তু তাঁর উপর নাযিল হয়েছিল পঠিত ভাবে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রত্যাদেশ পড়ে শুনাতেন।[৯] এ প্রসঙ্গে আল্লামা যারকানী বলেন-[১০] কুরআন মাজীদ দুনিয়ার সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাকে কুরআন বলা হয়।

قران শব্দটির পঠন রীতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়।[১১] ইমাম শাফেঈ, ফাররা ও আবুল হাসান প্রমুখ قران শব্দটিকে হামযা বিহীন তিলাওয়াত করতেন।[১২] আল্লামা আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনুস সারী আল হাজ্জায, আবুল হাসান আলী ইবনুল হায লুগাবী আল লিহয়ানী এবং আলিমগণের একটি বৃহত্তর অংশ قران শব্দটিকে হামযাসহ তিলাওয়াত করতেন। আল্লামা যুজাযের মতে قرأن শব্দটি فعلان শব্দের সম ওযন। তাঁর দৃষ্টিতে এটা قرأ (কারাআ) থেকে উদ্ভূত। আল্লামা আল- লিহয়ানী قرأن শব্দকে হামযা যুক্ত এবং قرأ (কারাআ) ক্রিয়ার মাসদার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে قرآن শব্দটি غفران শব্দের সম উচ্চারণ ভুক্ত।[১৩]

---

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী বলেন- اما القرآن فاختلف فيه فقال جماعة: هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز و به قرأ ابن كثير و هو مروي عن الشافعي- اخرج البيهقي و الخطيب و غيرهما عنه انه كان يهمز قراءة و لا يهمز القرآن و يقول : القرآن اسم و ليس بمهموز ولم يوخذ من قراءة و لكنه اسم لكتاب الله مثل التورات و الانجيل وقال قوم منهم الاشعري : هو مشتق من قرنت الشئ بالشئ : اذا ضممت احدهما الى الآخر- و سمي به القرآن والسور والآيات و الحروف فيه و قال الفراء : هو مشتق من القرآن لان الآيات منه يصدق بعضها بعضا و يشابه بعضها بعضا وهي قرائن- وعلى القولين بلاهمز ايضا و نونه اصلية و قال الزجاج : هذا القول سهو و الصحيح ان ترك الهمز فيه من باب التخفيف و نقل حركة الهمز الى الساكن قبلها-
(জালালুদ্দীন সুয়ুতী, আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, কুতুবখানা এশায়াতে ইসলাম, দিল্লী: তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮)

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৫, সং-১, পৃ. ২

১৩. আবদুল আযীম আল যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২-৩

قرآن (কুরআন) এর পারিভাষিক পরিচয়

পবিত্র কুরআনের পারিভাষিক পরিচয় বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশ করেছেন। তার্কিকগণের (মুতাকাল্লিমূন) মধ্যে কুরআন এর সংজ্ঞা সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

এক. ان القرآن علم اي كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الالهي

'আল কুরআন হল 'আলাম' অর্থাৎ তা হচ্ছে আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধরনের বাণী'।[১৪]

দুই. انه كلام الله قديم غير مخلوق فيجب تنزهه عن الحوادث و اعراض الحوادث

'আল কুরআন হল আল্লাহর কালাম বা বাণী তবে এ কালাম শাশ্বত, সৃষ্ট নয়। সুতরাং একে সৃষ্টির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে।'[১৫]

কুরআন কারীমের সংজ্ঞা সম্পর্কে মুতাকাল্লিমূনের আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা ফিক্হ ও উসূলবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। আর পবিত্র কুরআনের সংজ্ঞা সম্পর্কে ফিক্হ ও উসূলবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি হল-

اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة

'কিতাব হল কুরআন, যা রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, মাসাহিফের মধ্যে লিখিত, রাসূল (সা.) থেকে এমন ভাবে পর্যায়ক্রমে নকল করা হয়েছে, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।'[১৬] মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-

انه اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه و سلم من اول الفاتحة الى اخر سورة الناس

'নবী করীম (সা.) এর উপর অবতীর্ণ সূরা 'ফাতিহা' থেকে সুরা 'নাস' পর্যন্ত বাণীই হল কুরআন।'[১৭] মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 'কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, যার মুকাবিলায় সবাই অক্ষম। হযরত জিবরাঈল আমিনের মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসূলের উপর এটি অবতীর্ণ হয়। মাসহাফ সমূহে এটি লিপিবদ্ধ।

---

১৪. আবদুল আযীম আল যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৬. মোল্লা জিয়ূন, *নূরুল আনওয়ার ফী শরহিল মানার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা: তা. বি. পৃ. ৭-৮

১৭. আব্দুল আযীম যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত। এর প্রারম্ভ সূরা ফাতেহা দ্বারা এবং সমাপ্তি সূরা নাস এর মাধ্যমে।'[১৮] সর্বোপরি বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কিতাবই হল আল কুরআন।

পবিত্র কুরআন কারীমে কুরআনের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এভাবে-

আল-কুরআন : 'চির সন্দেহাতীত গ্রন্থ'।[১৯] 'মুত্তাকিদের জন্য পথ নির্দেশক'।[২০] 'আল্লাহর বাণী'। [২১] 'চির অবিকৃত গ্রন্থ।'[২২] 'চির সুরক্ষিত ও সম্মানিত গ্রন্থ'।[২৩] 'বিশ্ব প্রতিপালকের কিতাব।'[২৪] 'মানব জাতির জন্য দলিল।'[২৫] 'মানব জাতির জন্য উপদেশ গ্রন্থ।'[২৬] 'মানুষের জন্য শেষ উপদেশ গ্রন্থ।'[২৭] 'মানব জাতির জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ।'[২৮] 'অনুসরণীয় কিতাব।'[২৯] 'আলোক বর্তিকা ও সুস্পষ্ট কিতাব।'[৩০] 'বরকতময় কিতাব।'[৩১]

পবিত্র কুরআনের অপর নাম 'ফুরকান'। আর এটা فرق (ফারকুন) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ-পার্থক্য করা। কুরআনকে এ জন্য 'ফুরকান' বলা হয় যে, এটা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

---

১৮. هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء و المرسلين بواسطة الامين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول الينا بالتواتر لمتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس

(মুহাম্মদ আলী সাবুনী, *আত তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, রিয়াদ: তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৮)

১৯. আল কুরআন, ২: ২

২০. আল কুরআন, ২ : ২

২১. আল কুরআন, ২ : ২৩-২৫

২২. আল কুরআন, ৬ : ৩৪, ১১৫

২৩. আল কুরআন, ৫৬ : ৭৭

২৪. আল কুরআন, ৫৬ : ৮০, ৮১

২৫. আল কুরআন, ৪৫ : ২০

২৬. আল কুরআন, ২১ : ১০

২৭. আল কুরআন, ৩৩ : ৪৪

২৮. আল কুরআন, ১৭ : ৮২

২৯. আল কুরআন, ৬ : ১৫৬

৩০. আল কুরআন, ৫ : ১৫,১৬

৩১. আল কুরআন, ৬ : ১৫৬

এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন- আল কিতাব,[৩২] আয্ যিকর,[৩৩] আল হুদা,[৩৪] ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনের রয়েছে আরো অনেকগুলো গুণবাচক নাম। যেমনঃ 'আল হাকীম'[৩৫] আল 'হিকমাহ'[৩৬], 'আল হুক্‌ম,'[৩৭] 'আল মাওয়িজাহ,'[৩৮] 'আল মুবিন',[৩৯] 'আশশিফা',[৪০] 'আল মাজীদ,'[৪১] 'আন নূর',[৪২] 'আল বুরহান',[৪৩] 'আত তানযীল,'[৪৪] 'আল বায়ান,'[৪৫] 'আল ওয়াহয়্‌,'[৪৬] 'আল বায়্যিনাহ',[৪৭] 'কালামুল্লাহ',[৪৮] 'আল মুহাইমিন'[৪৯] ও 'আল হাক্ক'[৫০] ইত্যাদি। কোন কোন আলিমের মতে পবিত্র কুরআনের এ ধরণের গুণবাচক নামের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। আবার কেউ কেউ নিরানব্বই এর কাছাকাছি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫১]

---

৩২. আল কুরআন, ২ : ২

৩৩. আল কুরআন, ৪৩ : ৪২

৩৪. আল কুরআন, ২: ১৮৫

৩৫. আল কুরআন, ৩৬ : ১-২

৩৬. আল কুরআন, ১৭ : ৩৯

৩৭. আল কুরআন, ১৩ : ৩৭

৩৮. আল কুরআন, ১০ : ৫৭

৩৯. আল কুরআন, ১২ : ১

৪০. আল কুরআন, ১০: ৫৭

৪১. আল কুরআন, ৫০ : ১

৪২. আল কুরআন, ৪ : ১৭৪

৪৩. আল কুরআন, ৪ : ১৭৪

৪৪. আল কুরআন, ২৬ : ১৯২

৪৫. আল কুরআন, ৩ : ১৩৮

৪৬. আল কুরআন, ২১ : ৪৫

৪৭. আল কুরআন, ৬ : ১৫৭

৪৮. আল কুরআন, ৯ : ৬

৪৯. আল কুরআন, ৫ : ৪৮

৫০. আল কুরআন, ১০ : ১০৮

৫১. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে ৮৬ টি মাক্কী ও ২৮ টি মাদানী। পবিত্র কুরআনে ৭ টি মানযিল ও ১৪ টি তিলাওয়াতে সাজদাহ রয়েছে। আর এর আয়াত সংখ্যা নিয়ে অনেকগুলো মতামত পরিলক্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। একটি ৬৬১৬ আর অন্যটি ৬২১৬।[৫২] মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৮১৬।[৫৩] ইবনে কাসীর (র.) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,০০০ (ছয় হাজার) হওয়ার ব্যাপারে উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারপর কেহ ২০৪টি, কেহ ১৪টি, কেহ ২১৯ টি, কেহ ২২৫টি, ২২৬টি , কেহ ২০০টি, কেহ ২৩৬টি ছয় হাজারের সাথে যোগ করেছেন।[৫৪] তবে এর আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ হওয়ার বিষয়টি বহুল পরিচিত। তাবিউন ও তাবি তাবিউন এবং আলিমগণের একটি বৃহত্তর অংশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে ৭৭৪৩৭ টি শব্দ ও ৩২৩৬৭১ টি বর্ণ রয়েছে।[৫৫]

পবিত্র কুরআন বর্তমানে আমাদের কাছে যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে তা আমরা কিভাবে পেয়েছি এর ধারা পরম্পরা বর্ণনা করে ড. ওসমান গণী বলেন-

> "বর্তমানের কুরআনকে আমরা পাই প্রথম আল্লাহ তা'আলা হতে জিবরাঈল, জিবরাঈল হতে মহানবী (সা.) মহানবী হতে সাহাবাগণ, সাহাবাগণের সংরক্ষণ হতে হযরত আবু বকরের একত্র করা একখণ্ড কুরআন। পরে আবু বকরের একখণ্ড হতে হযরত ওসমানের বহু খণ্ড কুরআন। পরে ওসমানের বহু খণ্ড হতে আজকের সারা বিশ্বের অসংখ্য ও অগণিত খণ্ড কুরআন ।"[৫৬]

---

৫২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত. প. ৮৯

৫৩. আমীমুল ইহসান, *ইযাহুত তানবীর ফী উসূলিত তাফসীর* , আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৯৫, পৃ.২০

৫৪. ইসমাইল ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, দারুল গাদ্দীল জাদীদ, মিশর, কায়রোঃ ২০০৭ খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ.৭

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৫৬. ড. ওসমান গণী অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৯৯৫, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭২

তাফসীরুল কুরআন পরিচিতি

تفسير তাফসীর এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

পবিত্র কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যে গুলো তিলাওয়াত করার সাথে সাথেই পাঠক তার অন্তর্নিহিত ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আবার এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যে গুলো একটু জটিল ও দুর্বোধ্য, যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাকে ইসলামী পরিভাষায় تفسير القران বলা হয়। নিম্নে তাফসীরুল কুরআনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

تفسير (তাফসীর) শব্দটি ف س ر শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এটি এক বচন, বহু বচন تفاسير (তাফাসীর)। এ শব্দটি বাবে তাফঈলের ক্রিয়ামূল।[১]

---

১. تفسير শব্দের উৎস বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ থেকে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যেমন-

ক. আল্লামা সুয়ূতীর মতে–

التفسير تفعيل من الفسر و هوالبيان و الكشف ويقال هو مقلوب السفر- تقول اسفر الصبح : اذا اضاء و قيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض

অর্থাৎ তাফসীর শব্দটি বাবে তাফঈলের الفسر ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। বলা হয়ে থাকে فسر শব্দটি سفر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। কেউ কেউ বলেছেন- এ শব্দটি تفسرة শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। (সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১)

খ. মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতার মতে-

التفسير في اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الابانة والكشف و اظهار المعنى المعقول- فعله : كضرب و نصر- يقال فسر الشيئ يفسر بالكسر و يفسره بالضم فسرا و فسره : ابانه و التفسير والفسر : الابانة كشف المغطى

অর্থাৎ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীর শব্দটি বাবে তাফঈল এরالفسر ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। ক্রিয়ারূপে তাফসীর শব্দটি বাবে ضرب ও نصر এতদুভয় থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (মান্না আল কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, মাকাতাবা আল মা'আরিফ, রিয়াদ: ১৯৯৯ খৃ. ২য় সংস্করণ, *পৃ. ৩৩৪)*

(গ) ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালিদী বলেন-

التفسير مصدر على وزن تفعيل فعله الثلاثي – فَسَرَ والفعل الماضي من المصدر تفسير مضعف بالتشديد وهو فَسَّرَ

অর্থাৎ তাফসীর শব্দটি বাবে তাফঈলের ওজনের শব্দমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিন অক্ষর বিশিষ্ট বাব থেকে এর ক্রিয়া হল ফাসারা। আর তাফসীর মাসদার থেকে অতীত কালের ক্রিয়ারূপ হলো ফাস্‌সারা, যার মধ্যের হরফ দ্বিত্ব হবে। (ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালিদী, *আত্ তাফসীরুল মাওদাঈ*, দারুন নাসাফিয়া, জর্দান: ১৯৯৭, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১)

(ঘ) আল্লামা রাগিব এর মতে- فسر শব্দটিسفر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। (রাগিব ইস্পাহানী, *মুফরাদাত*, মাকতাবা মুরতাযা, লাহোর: তা.বি. পৃ. ৩৩০*)*

(ঙ) আল্লামা যারকাশী বলেন- تفسير শব্দটি التفسرة শব্দমুল থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে রোগীর পেশাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে রোগ নির্ণয় করা। এ কারণে মুফাসসির কর্তৃক অর্থ ও বিধান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করাকে تفسرة বলা হয়। (যারকাশী, *আল বুরহান*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ২০০১ খৃ. পৃ. ১৪৭)

এর অর্থ হচ্ছে- খোলা, উন্মুক্ত করা, বিশ্লেষণ করা, প্রকাশ করা, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ইত্যাদি।[২] তাফসীরের মাধ্যমে যেহেতু পবিত্র কুরআনের বিষয়াবলী উন্মুক্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়, এজন্য একে تفسير বলে অভিহিত করা হয়।

তাফসীর এর পারিভাষিক পরিচয়

تفسير এর পারিভাষিক পরিচয় নিম্নরূপ:[৩]

انه علم يبحث عن كيفية النطق بالفاظ القرآن و مدلولاتها واحكامها الافرادية التركيبية و معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب و تتمات لذالك

---

২. তাফসীর শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে মনীষিগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। যেমন-

(ক) আল্লামা সুয়ূতী বলেন- تفسير শব্দের অর্থ الكشف বা উন্মুক্ত করা। নারী যখন তার মুখ মণ্ডল থেকে উড়না সরিয়ে ফেলে তখন আরবরা বলে- سفرت المرأة سفورة (সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১)

(খ) আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন গ্রন্থকার বলেন- التفسير هو الايضاح و التبيين

(ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, এদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান: ১৯৯৭ খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩)

(গ) আল্লামা ইবনু মানযুর বলেন-

الفسر البيان : فسر الشيئ يفسره بالكسر و يفسره بالضم فسرا فسره ابانه- والتفسير مثله و الفسر كشف المغطى و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل

(ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত: ১৯৯৫ খৃ. ১ম সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬১)

(ঘ) আল্লামা ফিরোজাবাদী এর মতে–التفسير هو الابانة و كشف المغطى

(মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামূসুল মুহিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০)*

(ঙ) মু'জামু মাকায়িস আল লুগাহ গ্রন্থকার বলেন-

الفاء و السين و الراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء و ايضاحه من ذلك الفسر يقال فسرت الشيئ فسرته

অর্থাৎ ফা, সিন ও রা (ف-س-ر) একটি শব্দ। যা কোন বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(ইবনে ফারিস, *মু'জামু মাকায়িস আল লুগাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪)

(চ) মানাহিলুল ইরফান প্রণেতা বলেন-

التفسير في اللغة الايضاح و التبيين "আভিধানিক অর্থে তাফসীর অর্থ স্পষ্ট করা, বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা।"

(যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪)

৩. আবু হাইয়্যান আসীরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত*, দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৯৯২ খৃ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬)

Dhaka University Institutional Repository

'ইহা এমন একটি বিষয় যাতে আল কুরআনের শব্দ সমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি, সে গুলোর তাৎপর্য, শব্দ ও বাক্যের গঠনগত নিয়ামাবলী, বাক্য গঠনের অবস্থা, এর ভাবার্থ সমূহ এবং এসব বিষয়ের পরিপূরক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।'

* আল্লামা আল জাযায়িরী বলেন-[৪]

التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل والتأويل رد احد المحتملين الى ما يطابق الظاهر

'জটিল শব্দের তাৎপর্য উদঘাটন করার নাম তাফসীর, আর আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য নির্দেশে দুটি তাৎপর্যের যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করার নাম তা'বীল।'

* মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন প্রণেতা বলেন-[৫]

هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

'তাফসীর এমন এক বিজ্ঞান যা আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মানুষের সামার্থনুযাঈ আল কুরআনের বিভিন্ন অবস্থানের আলোচনা করে।'

* আল্লামা খালিদ ইবনে ওসমান আসসাবত এর মতে-[৬]

علم يبحث في عن احوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

'তাফসীর এমন ইলম যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আল কুরআনের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।'

* আল্লামা আমীমুল ইহসান লিখেছেন- [৭]

علم التفسير علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العزيز القرآن المجيد من حيث نزوله و سنده و ادابه والفاظه ومعانيه المتعلقة بالنظم والاحكام و غير ذلك

'ইলমুত তাফসীর ঐ ইলম যাতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতীর্ণের ধারা, সনদ এবং আদাব, শব্দ, মূল শব্দের সাথে সংশিষ্ট তাৎপর্য ও হুকুম আহকাম ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।'

৪. নূরুদ্দীন ইবন নিয়ামাতুল্লাহ আল- হুসাইনী আল মুসাভী আল জাযায়িরী, *ফরকুল লুগাত ফিত তামঈযে বাইনা মাফাদিলিল কালিমাত*, মাকতাবা নাশরিস সাফাকাতিল ইসলামিয়্যা, তেহরান: ১৪০৮ হি. ২য় সং, পৃ. ৯০

৫. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩

৬. আসসাবত, *কাওয়ায়িদুত তাফসীর*, দারু ইবনে আফফান, কায়রো: ১৪২১ হি. ১ম সংস্করণ, খণ্ড-১, পৃ. ২৯

৭. আমীমুল ইহসান, *আততানবীর ফি উসূলিত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

* আল্লামা তাফতাযানী বলেন-[৮]

هو العلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الدلالة على المراد

‘তাফসীর এমন একটি ইলমের নাম যাতে আল্লাহর কালামের তাৎপর্য উদঘাটনের মূলনীতি সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।’

* আল্লামা যারকাশী বলেন- [৯]

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه و حكمه

‘তাফসীর হল এমন একটি ইলম যা দ্বারা নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তার আহকাম ও হিকমত সমূহের তথ্য উদঘাটন করা যায়।’

* আল্লামা জুরজানীর মতে- [১০]

التفسير في الشرع توضيح معنى الآية و شانها و قصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة

‘শরীয়তের পরিভাষায় তাফসীর হলো- আয়াতের অর্থ, অবস্থা, কাহিনী ও শানে নুযূল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা।’

* আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন- [১১]

علم نزول الآيات و شئونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها و مدنيها و محكمها و متشابهها و ناسخها و منسوخها و خاصها و عامها و مطلقها و مقيدها ومجملها و مفسرها و حلالها و حرامها وعدها و وعيدها وامرها و نهيها و عبرها و امثالها

‘তাফসীর এমন বিদ্যাকে বলে, যার মধ্যে কুরআনের আয়াত সমূহের অবতরণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং নাযিলের কারণ, এমনকি মাক্কী, মাদানী, মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসিখ, মানসূখ, খাস, আম, মুতলাক, মুকাইয়্যাদ, মুজমাল, মুফাসসার, হালাল, হারাম, ওয়াদা, ওঈদ, আমর, নাহী, ইবরাত ও আমছাল ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা হয়।’

---

৮. আশফাকুর রহমান, *মিরআতুত তাফসীর*, কুতুব খানা রাহীমিয়্যা, দিল্লী তা:বি: পৃ. ৩

৯. যারকাশী, *আল বুরহান*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত ২০০১, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

১০. শরীফ আলী, *কিতাবুত তা'রিফাত*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৯৫, পৃ. ৬৩

১১. সুয়ূতী, *আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, (২য় খণ্ড), পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

* আল্লামা মাতুরিদী বলেন-[১২]

التفسير القطع على ان المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله انه عني باللفظ هذا

'তাফসীর হল মুফাসসিরের একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যে, এ শব্দের অর্থ এটাই, আল্লাহ তা'আলা এ শব্দ দ্বারা এটাই বুঝিয়েছেন।'

* তাফসীরে বায়যাবী গ্রন্থকার বলেন- [১৩]

هو علم بيحث فيه معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية و بحسب ما يقتضي القواعد العربية

'তাফসীর এমন একটি বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুযাঈ আরবী নিয়ম কানুন এর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার বাণী কুরআনের আয়াত সমূহের তাৎপর্য ও মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।'

সামগ্রীক অর্থে কুরআন মাজীদের বাহ্যিক তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন করে আল্লাহ তা'আলার কালামের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য যে ইলম অনন্য ভূমিকা পালন করে তা-ই ইলমুত তাফসীর।

১২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২২১

১৩. কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী, *তাফসীর বায়যাবী*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুতঃ খণ্ড-১, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

তা'বীলের পরিচয়

পবিত্র কুরআনের মর্ম উদঘাটনের আরেকটি প্রক্রিয়ার নাম তা'বীল। আর এ প্রক্রিয়াটিও ওলামায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত একটি পন্থা। নিম্নে তার পরিচিতি তুলে ধরা হল।

تاويل (তা'বীল) এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

تاويل (তা'বীল) শব্দটি বাবে তাফঈলের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এটি اَلاَوْلُ (আল আওলু)[১] বা اَلاِيَالَةُ (আল ইয়ালাতু)[২] শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। ইবনে মানযুরের মতে[৩] اَلاَوْلُ শব্দের অর্থ হল الرجوع বা প্রত্যাবর্তন করা। ال الشئ يؤول اولا و مالا অর্থ প্রত্যাবর্তন করানো। والت عن الشئ অর্থ ফিরে আসা। যেমন হাদীসে এসেছে- من صام الدهر فلا صام ولا ال এখানে ولاال অর্থ সে কল্যাণের দিকে ফিরে আসেনি।

* কামূস গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-[৪] ال اليه اولا و مالا এর অর্থ হচ্ছে-ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা।

اول الكلام تاويلا و تاوله অর্থ হচ্ছে- পরিমাপ, ব্যাখ্যা।

* আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী লিখেন-[৫] التأويل : الرجوع الى الاصل ومنه المؤول للموضع الذي يرجع اليه و ذلك هو رد الشئ الى الغاية و المراد منه علما كان و فعلا

'তা'বীল অর্থ ফিরে আসা। মুওয়াউয়াল (مؤول) ঐ স্থানকে বলে যার দিকে ফিরে আসা হয়। কোন বস্তুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া, নাম বা কাজকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উন্নীত করা।'

* মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-[৬] هو الرجوع الى الاصل 'মূলের দিকে ফিরে আসাকে تأويل বলে।'

আর تاويل শব্দটি الايالة শব্দমূল থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে- السياسة বা রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি।[৭]

* আল্লামা যামাখশারী বলেন-[৮] ال الرعية يؤولها ايالة حسنة وهو حسن الايالة

১. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪
২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
৩. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, ৩৩-৩৪
৪. ফিরোজাবাদী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৩১
৫. রাগিব আল ইস্পাহানী, *আল মুফরাদাত*, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত: তা. বি. পৃ.৩১
৬. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৭. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
৮. যামাখশারী, *আসাসুল বালাগাহ*, দারুল কলম, বৈরুত: তা.বি. ১ম খণ্ড, পৃ.১৫

'তিনি প্রজা সাধারণের উপর চমৎকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর তিনিই হচ্ছেন উত্তম প্রজাবৎসল প্রশাসক।'

* আর تأويل الكلام এর অর্থ হচ্ছে- প্রকাশ করা, বলা।[৯] আবার স্বপ্নের ব্যাখ্যাকেও তা'বীল বলা হয়।[১০]

তবে تاويل শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ১. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অর্থে।[১১] ২. শুভ পরিণতি অর্থে।[১২] ৩. স্বপ্নের ব্যাখ্যা অর্থে।[১৩] ৪. সংবাদ অর্থে।[১৪] ৫. কর্ম সম্পাদন অর্থে।[১৫] ৬. খাদ্যের বর্ণনা অর্থে।[১৬] ৭.অপব্যাখ্যা অর্থে।[১৭]

تاويل (তা'বীল) এর পারিভাষিক পরিচয়

تاويل (তা'বীল) এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপনে মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী আলিমগণ এবং মুতাআখখেরীন তথা পরবর্তী আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। মুতাকাদ্দিমীন আলিমগণ তা'বীলকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

এক. هو تفسير الكلام و بيان معناه سواء وافق ظاهره او خالفه অর্থাৎ তা'বীল হচ্ছে কালামের ব্যাখ্যা ও অর্থের বর্ণনা করা। চাই তা প্রকাশ্য কালামের সপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক।[১৮] এ ক্ষেত্রে তা'বীল ও তাফসীর সমার্থবোধক হবে।

* প্রখ্যাত তাবিঈ মুজাহিদ বলেন-ان العلماء يعلمون التاويل 'আলিমগণ কুরআনের তা'বীল জানেন।' এখানে তা'বীল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাফসীর।

* আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরে বলেছেন- القول في تاويل قوله تعالى كذا كذا 'অমুক আয়াতের তা'বীল এরূপ এরূপ'।

৯. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১৩, পৃ.৩৩
১০. ফিরোজাবাদী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১
১১. আল কুরআন, ৩:৭
১২. আল কুরআন, ৪:৫৯
১৩. আল কুরআন, ১২ : ৬, ১২: ৩৭
১৪. আল কুরআন, ৭ : ৫৩
১৫. আল কুরআন, ১৮ :৮২
১৬. আল কুরআন, ১২ : ৩৭
১৭. আল কুরআন, ৩ : ৭
১৮. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭

তিনি আরো বলেছেন' واختلف اهل التأويل في هذه الاية 'আহলে তা'বীল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেছেন।' এসব ক্ষেত্রে তিনি তা'বীল দ্বারা তাফসীরকেই বুঝাতেন।[১৯]

দুই. هو نفس المراد بالكلام অর্থাৎ কোন কালামে যে অর্থ উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য তা-ই তা'বীল। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে মুতাআখখেরীন আলিমগণের দৃষ্টিতে তা'বীলের সংজ্ঞা হচ্ছে- هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح 'প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করে দূর্বল অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বীল বলে।'[২১]

* মান্না আল কাত্তান বলেন-[২২] هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح 'কোন দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে কোন একটি শব্দের বলিষ্ঠ অর্থকে বাদ দিয়ে দূর্বল অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বীল বলে।'

* আল্লামা সুয়ূতীর মতে-[২৩] সম্ভাবনাময় অনেকগুলো বিষয়ের কোন একটিকে গ্রহণ করার নাম তা'বীল। তবে আল কুরআনের ব্যাখ্যায় সম্ভাবনাময় বিষয়কে নিশ্চয়তাসহ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তা'বীলের মূল ভিত্তি নেই; বরং 'আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত' ব্যাখ্যা শেষে এ ধরণের ইঙ্গিত করা উচিৎ।

* আল্লামা যারকাশী এর মতে-[২৪] তা'বীল হল আল কুরআনের আয়াতের মর্মার্থের কয়েকটি অভিমতের কোন একটির প্রতি প্রত্যাবর্তন করানো। যাতে এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে মর্ম উদঘাটন করা যায়।

* মা'আলিমুত তানযীল প্রণেতা বলেন-[২৫] বহু মতামত থেকে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়ে আল কুরআনের ব্যাখ্যা করাকে তা'বীল বলে।

---

১৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

২০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

২১. জামউল জাওয়ামে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬

২২. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত-পৃ. ৩৩৭

২৩. সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩

২৪. যারকাশী, *আল বুরহান*,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬

২৫. আবু মুহাম্মদ আল বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ইদারা তালীফাত, মুলতানঃ তা.বি. ১ম খণ্ড, পৃ.৭

তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য

তাফসীর ও তা'বীল উভয়টিরই লক্ষ্য হল পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। তবে এতদুভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান।[১] আর এ পার্থক্য নিরূপন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক প্রাজ্ঞ মুফাসসিরও উভয়কে সমার্থবোধক শব্দের মত ব্যবহার করেছেন।[২]

এ প্রসঙ্গে ইবনে হাবীব নিশাপুরী বলেন-[৩]

في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير و التأويل ما اهتدوا اليه

'আমাদের সময়ে এমনো অনেক মুফাসসির ছিলেন, তাঁদেরকে তা'বীল ও তাফসীরের মধ্যকার পার্থক্য জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা কোন সদুত্তর করতেন না'।

তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য নিয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে তার কিয়দংশ তুলে ধরা হল।

শব্দগত পার্থক্য

تفسير শব্দটি فسر -سفر বা تفسرة শব্দমূল থেকে বাবে تفعيل এর ক্রিয়ামূল।[৪] আর تأويل শব্দটি الاول বা الايالة শব্দমূল থেকে বাবে تفعيل এর ক্রিয়ামূল।[৫]

অর্থগত পার্থক্য

তাফসীর শব্দের অভিধানিক অর্থ- ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, উন্মুক্ত করা, বর্ণনা করা, ও প্রকাশ করা ইত্যাদি।[৬] আর তা'বীল শব্দের আভিধানিক অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা, ফিরানো, ও পরিমাপ করা ইত্যাদি।[৭]

---

১. কাযী সানাউল্লাহ পানি পথী, *তাফসীরে মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৭ খৃ. ১ম

খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৪

২. ত্বাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ: তা. বি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬

৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩

৪. ইবনে মানযুর, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯

৫. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

৬. ড. গুসাইন আয যাহাবী, *আত্ তাফসীর ওয়াল মাফাসসিরুন*, এদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান: ১৯৯৭ খৃ. পৃ. ১৩

৭. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

পারিভাষিক পার্থক্য

তাফসীরের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো-

هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

‘তাফসীর এমন একটি ইলম যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আল কুরআনের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[৮] আর তা’বীল হল- صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل

‘কোন কার্যকরণের ভিত্তিতে শব্দের বলিষ্ঠ অর্থ থেকে দূর্বল অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে তা’বীল বলে’।[৯]

ব্যবহারিক পার্থক্য

১. আল্লামা যারকাশী বলেন-[১০] তাফসীর প্রকাশ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়, পক্ষান্তরে তা’বীল অপ্রকাশ্য বিষয়াদিতে করা হয়, যার সুস্পষ্ট তাফসীর পাওয়া যায় না। যেমন- আল্লাহর বাণী: تخرج الحي من الميت ‘তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন।’ [১১] এখানে বাহির করার ব্যাখ্যা যদি ডিম থেকে বাচ্চা বের করা দ্বারা করা হয়, তাহলে তা তাফসীর। আর যদি মুমিন কে কুফর থেকে বের করার অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা তা’বীল হিসেবে স্বীকৃত।[১২]

২. আল্লামা সুয়ূতী বলেন-[১৩] তাফসীর হল বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে আল কুরআনের ব্যাখ্যা, কেননা এতে কোন রূপ গবেষণামূলক অভিমত প্রদানের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে তা’বীল হল সঠিক ভাবে কর্ম সম্পাদনকারী আলিমগণের উদঘাটিত অর্থ সমূহ, যা আল কুরআন অনুধাবনের জন্য প্রকাশ করা হয়।

৩. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন-[১৪] তাফসীর ব্যাপক, আর তা’বীল নির্দিষ্ট ও সীমিতভাবে অর্থ প্রকাশ করে, তাফসীরের ক্ষেত্র বিশেষত ভাষা ও ভাষার প্রয়োগে। আর তা’বীলের ব্যবহার অর্থ সমূহে সীমিত।

---

৮. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪
৯. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
১০. যারকাশী, *আল বুরহান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০
১১. আল কুরআন, ৩ : ২৬
১২. বাগাভী, *মা’আলিমুত তানযীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৩. সুয়ূতী, *ইতকান*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০
১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *দাইরাহ মা’আরিফুল ইসলামিয়্যাহ*, লাহোর: ১৯৮৯ খৃ. ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯১

৪. আবু উবায়দা ও আলিমগণের একটি দলের মতে,[১৫] তাফসীর ও তা’বীল। এ দু’টো সমার্থবোধক শব্দ। মান্না আল কাত্তান তাঁর গ্রন্থে[১৬] শব্দ দুটিকে مترادفان ও

متقاربان তথা সমার্থবোধক ও কাছাকাছি অর্থের বলেছেন। আল্লামা যারকানী বলেন-[১৭] শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। কাজেই উভয়ের মধ্যে النسبة التساوي সম্পর্ক বিদ্যমান।

৫. আল্লামা আলূসী বলেন-[১৮] মূল নির্দেশিকার আলোকে যা বুঝা যায় তার বর্ণনা হল তাফসীর, পক্ষান্তরে ইঙ্গিতের মাধ্যমে যা বুঝা যায় এর বিশ্লেষণ হল তা'বীল।

৬. আল্লামা মাতুরিদী বলেন-[১৯] অকাট্যভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে জানা যায় তা-ই তাফসীর। এক্ষেত্রে তাফসীরকারকে নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে হয় যে, عنى باللفظ هذا 'শব্দের অর্থ এটাই'। আল্লাহর তা'আলা এ অর্থই বুঝিয়েছেন এরূপ কথার সমর্থনে নিশ্চিত দলীল পাওয়া গেল তা সঠিক তাফসীর। আর তা-না হলে সেটা হবে নিজস্ব অভিমতের তাফসীর।

৭. আল্লামা বাগভী বলেন-[২০] তা'বীল হল এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা যাতে তদনুরূপ ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা আয়াতের পূর্বের অংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। তাতে কোনভাবে কুরআন ও সুন্নাহের বিরোধী তথ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তাফসীর হল- রিওয়ায়াত ভিত্তিক বাণীর আলোকে আয়াত অবতরণের উপলক্ষ্য, ঘটনাবলী এবং সংশিষ্ট বিধানের বিশ্লেষণ।

৮. ইমাম যাহাবী এর মতে,[২১] তা'বীল এর মাধ্যমে মূল তাফসীর অর্জিত হয়না, মূল নিশ্চিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন তথ্যও পাওয়া যায় না; বরং বলা হবে এ বিষয়টি এরূপ-এরূপ পদ্ধতি সমূহের প্রতি ইঙ্গিত বাহক। তন্মধ্যে যে কোন একটি অথবা অনির্দিষ্টভাবে সব ক'টি অর্থ গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে তাফসীর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি অর্থ বা ব্যাখ্যাই প্রদান করে।

---

১৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, খৃ. ২২১

১৬. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

১৭. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭

১৮. আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুতঃ তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ.৫

১৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১

২০. বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮

২১. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০

৯. ইমাম মাতুরিদী এর মতে,[২২] তাফসীর সাহাবাগণ (রা.) থেকে গৃহীত। পক্ষান্তরে তা'বীল ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিক্হ)বিদগণ থেকে প্রাপ্ত। অর্থাৎ সাহাবাগণ (রা.) নবী

কারীম (সা.) থেকে তাফসীর শিক্ষা করেছেন, আল কুরআনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জেনেছেন। তা'বীল দ্বারা সম্ভাবনাময় বণ্ড অর্থ থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় অর্থ সম্পর্কে তা'বীল দ্বারা কোনরূপ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, তাফসীরের নির্দিষ্ট একটি ব্যাখ্যা থাকে, আর তা'বীলের অনির্দিষ্ট বহু ব্যাখ্যা থাকে।

১০. আল্লামা রাগিব বলেন-[২৩] তাফসীর শব্দটি তা'বীল শব্দের চেয়ে ব্যাপকার্থবোধক। সাধারণত তাফসীর শব্দটি শব্দাবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়, আর তা'বীল শব্দটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাফসীর একক শব্দাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর তা'বীল বাক্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১১. আল্লামা সুয়ূতী বলেন-[২৪] বিরল ও দুর্লভ শব্দ মালার ক্ষেত্রে তাফসীর, আর কখনো আম ও কখনো খাস শব্দের ক্ষেত্রে তা'বীল ব্যবহৃত হয়।

১২. উলামা মুতাআখখেরীনের প্রসিদ্ধ মত-[২৫] তাফসীর হল এমন অর্থ বর্ণনা করা যা প্রকাশ্য ইবারত দ্বারা বোধগম্য হয়। আর তা'বীল হল এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা বোধগম্য হয়। উভয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

১৩. আবু তালিব সা'লাবী এর মতে-[২৬] শব্দের মৌল ও রূপকার্থ বর্ণনা করাকে তাফসীর বলে। আর শব্দের ভেতরগত অর্থ বর্ণনা করাকে তা'বীল বলে। আর দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য প্রকাশ করাকেও তাফসীর বলে।

১৪. আবু নাসর আল কুরাইশী বলেন-[২৭] অনুসরণ ও নির্ভর ব্যাখ্যা হলো তাফসীর,পক্ষান্তরে গবেষণা ভিত্তিক ব্যাখ্যা হলো তা'বীল।

---

২২. যাহাবী প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮

২৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯

২৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২

২৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

২৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

২৭. প্রাগুক্ত

১৫. আল্লামা আলূসী বলেন-[২৮] ইবারাত তথা রচনা থেকে যে অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় তা বর্ণনা করাকে তাফসীর বলে। অপর দিকে ইবারত থেকে যে অর্থ ইঙ্গিতে বুঝা যায় তা বর্ণনা করাকে তা'বীল বলে।

১৬. আল আসবাহানীর মতে-[২৯] আলিমগণের পরিভাষায় তাফসীর হল কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা করা, প্রকাশ্য ও কঠিন শব্দাবলীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। আর তা'বীল হল সংক্ষিপ্ত অর্থ বোধক শব্দের ব্যাখ্যা করা।

১৭. কোন কোন আলিম বলেন-[৩০] যা কুরআনে বিদ্যমান ও যার সমথর্ন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তা-ই তাফসীর। কেননা তার অর্থ প্রকাশ্য ও বিবৃত। এখানে কারো কোন ওযর আপত্তি কিংবা গবেষণার প্রয়োজন নেই। আর তা'বীল হল- বিভিন্ন প্রকার ইলম এর উপর নির্ভর করে কুরআনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

১৮. আল্লামা যারকাশী বলেন-[৩১]

وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول المستنبط

ليحل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط

অর্থাৎ তাফসীর ও তা'বীলের মাঝে যে পার্থক্য তৈরী হয়েছে, তার কারণ হল তাফসীর করার ক্ষেত্রে বর্ণনা সূত্রের উপর নির্ভর করা হয়। আর তা'বীলের ক্ষেত্রে গবেষণার উপর নির্ভর করা হয়।

---

২৮. আলূসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪

২৯. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরের প্রকারভেদ

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, হুকুম আহকাম ও হিকমত সমূহের উদঘাটন সাধারণত দু'ভাবে হয়ে থাকে। বর্ণনা ভিত্তিক ও বুদ্ধি ভিত্তিক। আর এটাকেই التفسير بالرواية ও التفسير بالدراية বলা হয়ে থাকে।

বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالرواية)

সূত্র পরম্পরা ভিত্তিক তাফসীরকে আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ বা বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর বলে।[১] অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাগণের কথামালার উপর ভিত্তি করে যে তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হয় তা-ই বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর।[২] এরূপ তাফসীরকে মানকূল তাফসীরও বলা হয়। ইহা তাফসীর বিল মাছূর হিসেবেও পরিচিত।[৩] সর্ব প্রথম জনসমক্ষে এরূপ তাফসীরই প্রকাশিত হয়। এ ধরণের তাফসীরে জ্ঞানবুদ্ধি বা ইজতিহাদের প্রয়োগ থাকে না। তাই তা থাকে যাবতীয় বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহের শর্তানুযাঈ সনদ ভিত্তিক পবিত্র কুরআনের তাফসীরও সংগ্রহ করেন। অতপর মুফাসসিরগণ মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অবলম্বন করে সনদ ভিত্তিক তাফসীর চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কুরআন কারীমের আয়াত সমূহের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, সংক্ষিপ্ত শব্দমালা, কঠিন ও দুর্বোধ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ সূত্র পরম্পরা ভিত্তিক তাফসীর কালক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভিন্ন মনীষীও এ জাতীয় তাফসীর গ্রন্থ সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর শাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ পদ্ধতিতে প্রণীত তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বর্ণনা নিম্নরূপ-

১. তানভীরুল মিকইয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)

এ গ্রন্থটি আবু সালেহ এর সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সনদের উপর নির্ভর করে ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। সনদটি হচ্ছে عن ابي صالح عن معاوية بن صالح عن على بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما আল্লামা ফিরোজাবাদী (র.) এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।[৪]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯০ খৃ. খণ্ড-১২, পৃ. ১৮৫

২. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ.১৪

৩. যারকানী, প্রাগুক্ত,

৪. ড. আবদুর রহমান আনোয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০২, পৃ. ১৫৫

২. তাফসীরু মুজাহিদ (تفسير مجاهد)

প্রখ্যাত তাবিঈ আল্লামা মুজাহিদ (মৃ. ১০৩ হি.) এর তাফসীর সমূহ সাত খণ্ডে রচিত। এর একটি পাণ্ডুলিপি মিশরের দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত ছিল, যার কেটালগ নং-১০৭৫। ১৯৬৪ খৃ. পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রতিষ্ঠিত মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যার উদ্যোগে মিসর থেকে ফটোকপি করে নিয়ে এসে শায়খ আবদুর রহমান তাহির ইবন মুহাম্মদ আস সুরতী এ কিতাবটি সম্পাদনা করেন।[৫]

৩. তাফসীরুল হাসান আল বসরী (تفسير الحسن البصري)

প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত হাসান আল বসরী (মৃ. ১১০ হি.) একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তা হারিয়ে যায়। ১৯৯২ খৃ. হাসান আল বসরীর তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম। এ সংকলনটি কায়রোর জামে আল আযহারের নিকটস্থ দারুল হাদীস প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।[৬]

৪. তাফসীরু সুফিয়ান আস সাওরী (تفسير سفيان الثوري)

সাইয়্যিদিল হুফফায হযরত সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবন মাসরাক আস সাওরী (৯৭-১৬১ হি.) হাদীস থেকে তাফসীরকে আলাদা করে তাফসীর আস সাওরী নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দুস্তানের রামপুরের মাকতাবা রিদার লাইব্রেরীয়ান উস্তাজ ইমতিয়ায আলী আরশী এটির সম্পাদন করে সম্প্রতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বৈরুতে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকেও ঐ সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে ১৯৮৩ খৃ. একটি নতুন সংস্করণ বের করা হয়।[৭]

৫. তাফসীরু আবদির রাযযাক (تفسير عبد الرزاق)

ইহা ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফিঈ আসসামআনী আল ইয়ামেনী (১২৬-২১১ হি.) রচিত তাফসীর গ্রন্থ। হাদীস থেকে আলাদা করে সর্বপ্রথম যে সব তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। এ গ্রন্থের দু'টি পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। একটি মিশরের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যার লাইব্রেরীতে, অন্যটি তুরস্কের আঙ্কারার কুল্লিয়াতুল ইলাহিয়্যার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ পাণ্ডুলিপিদ্বয়কে সমন্বয় করে অভিসন্দর্ভ তৈরী করার মাধ্যমে ড. মাহমুদ মুহাম্মদ আবদুহু জামে আল আযহারের দাওয়াহ অনুষদ থেকে

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। আর সে থিসিসসহ তাফসীর গ্রন্থটি ১৯৯৯ খৃ. বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মহানবী (সা.), তাঁর সাহাবীগণ (রা.) ও তাবিঈগণের ৩৭৫৫ টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[৮]

৬. তাফসীরুন নাসাঈ (تفسير النسائي)

ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আইব ইবন আলী আন নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি.) হলেন হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ নাসাঈ শরীফের সংকলক। তাঁর লিখিত একটি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। যার নাম তাফসীরুন নাসাঈ, এটির একটি ফটোকপি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। কেটালগ নং ৪৯৭। এটি সাবারী আব্দুল খালিক আশ শাফিঈ ও সায়্যিদ ইবন আব্বাস আল জালীসী সম্পাদনা করেন, যা বৈরুতের মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা থেকে ১৪১০ হি./ ১৯৯০ খৃ. দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দুই খণ্ডে রচিত এ গ্রন্থে ৭৩৫টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[৯]

৭. জামি'উল বয়ান ফী তা'বীলিল কুরআন (جامع البيان في تاويل القرآن)

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী (র.)[১০] সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন।[১১] এ তাফসীরটি রিওয়ায়াত নির্ভর। এর শুরুতে একটি মূল্যবান ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। সনদসহ বর্ণিত এই তাফসীরটিতে ক্বিরাআতের তারতম্য বর্ণনা, ইজমার স্বীকৃতি, ইসরাঈলী রিওয়ায়াত উপস্থাপন, ইলমুল কালাম বিষয়ক মাসআলা, ফিকহী মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, শানে নুযূল বর্ণনা, কাওয়ায়িদের বর্ণনাসহ অসংখ্য বিষয় শামিল করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি তাফসীর বিল মাছূর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। তাই ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেনঃ মাছূরের মাঝে যত তাফসীর আছে তাফসীর ইবনি জারীর তার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তাফসীর ইবন আতিয়্যা, কুরতুবী, সা'লাবী ইত্যাদি থেকেও এটি বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ।[১২]

---

৮. ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফিঈ আসসামআনী, *তাফসীরু আবদির রাযযাক*, দারু কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুতঃ ১৯৯৯ খৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯

৯. ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

১০. তিনি ২২৪/২২৫ হি. মুতাবিক ৮৩৮/৮৩৯ খৃ. অষ্টম আব্বাসী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী সাবেক তাবারিস্তান বর্তমান মাযাদারান প্রদেশের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭ বছর বয়সে কুরআনুল কারীমের হাফিজ হন, ১২ বছর বয়সে ২৩৬ হি. সনে জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে সফর করেন। পরিশেষে ৩১০ হি. মুতাবিক ৯২৩ খৃ. বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

১১. জালালউদ্দীন, সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, লেডেনেঃ ১৮৩৯ খৃ. পৃ. ৯৭

১২. ইবনু তায়মিয়াহ, *মাজমুউ ফাতাওয়া*, তার রু'আসাতুল আম্মাহ, রিয়াদঃ তা.বি. খণ্ড- ১৩, পৃ. ৩৬১, ৩৮৮

আবদুল হামীদ ইসফারাঈনী (র.) এ তাফসীর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন: "যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাফসীরু ইবনি জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করেন এটা তার জন্য বাড়াবাড়ির কিছু হবে না"।[১৩]

৮. তাফসীরু আবী হাতিম (تفسير ابي حاتم)

ইমাম হাফিজ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আর-রাযী ইবনু আবু হাতিম (২৪০ হি.) ইরানের প্রাচীন রেই বর্তমান শাহ আব্দুল আজীম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার সবচেয়ে বড় অবদান হল এ তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরের পূর্ণনাম- 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম মুসনিদান 'আন রাসূলিল্লাহি ওয়াস সাহাবাতি ওয়াত্ তাবিঈন।'

(تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين)

ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন ঃ كان بحرا لاتكدره الدلاء 'তিনি ছিলেন এমন সাগর, যাকে বালতি দিয়ে ঘোলাটে করা যেত না।'[১৪]

৯. তাফসীরু বাহরিল উলূম (تفسير بحر العلوم)

আবুল লাইস ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আল-খাত্তাব আস সামারকান্দী আত্তুযী আল-বালখী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহারের বিখ্যাত ফকীহ। তিনি ৩০১ মতান্তরে ৩১০ হি. জন্ম গ্রহণ করেন।[১৫] তাঁর রচিত বাহরুল উলূম তাফসীর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কায়রোর দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৬] এ তাফসীরের ভূমিকায় باب الحث على طلب التفسير বা তাফসীর অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে তিনি বলেন: আরবী শব্দমালার ভাবব্যঞ্জনা রীতি ও কুরআনের আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট না জেনে কারো পক্ষে শুধু নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা জায়িয নয়। উক্ত শর্তটি যার ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে না তার উচিত তাফসীর শিক্ষা করা ও মুখস্ত করা। তাফসীর করতে যাওয়া উচিৎ নয়।[১৭]

---

১৩. ইয়াকুত আল হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, মাত্বা'আতু ঈসা আল- হালাবী, কায়রো: ১৯৩৬ খৃ. খণ্ড- ১৮, পৃ. ৪২

১৪. ইমাম যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, দিল্লী: তা. বি. খণ্ড-৩, পৃ. ৮৩১

১৫. খায়রুদ্দীন আয-যিরিকানী, *আল-আলাম*, কায়রো: ১৯৫৪ খৃ. খণ্ড-৮, পৃ.৩৪৮

১৬. আবুল লায়স সামারকান্দী (র.), *বাহরুল উলূম*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৪১৩ হি. খণ্ড-১, পৃ. ৭৩

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১০. আল কাশফ ওয়াল বায়ান ‘আন তাফসীরিল কুরআন (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)

আবু ইসহাক আহমদ ইবন ইবরাহীম আস-সা‘লাবী আন্ নিশাপুরী (মৃ. ৪২৭ হি.) রচিত ‘আলকাশফ ওয়াল বায়ান ‘আন তাফসীরিল কুরআন’ সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান লিখেন :

الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور كان اوحد زمانه في علم التفسير و صنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير

‘সা‘লাবী নিশাপুরী (র.) ছিলেন মশহুর মুফাসসির। তিনি ইলমুত তাফসীরে তাঁর যামানায় একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং এমন একটি তাফসীর রচনা করেন যা অন্য তাফসীরের চেয়ে উঁচু মানের।’[১৮]

১১. আল ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ (الوسيط في تفسير القرآن المجيد)

আল্লামা ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ আল ওয়াহিদী আন নিশাপুরী আশ শাফিঈ (৩৯৮-৪২৭ হি.) রচিত ‘আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ’ গ্রন্থটি তাফসীর বিল মাছূর ও তাফসীর বিল মা‘কূল এর সমন্বয়ে রচিত। এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ. বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৯]

১২. মা‘লিমুত তানযীল (معالم التنزيل)

ইমাম আবূ মুহাম্মদ আল-হোসাইন ইবন মুহাম্মদ আল-ফাররা আল বাগাভী (মৃ.-৫১০ হি.) রচিত মা‘আলিমুত তানযীল (معالم التنزيل) কিতাবটি মওযূ ও বিদ‘আত মুক্ত তাফসীর।[২০]

১৩. তাফসীরু ইবনি আতীয়্যাহ (تفسير ابن عطية)

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক ইবন গালিব ইবন আতীয়্যাহ আল আন্দালুসী আল মাগরিবী আল গারনাথী (৪৮১-৫৪৬ হি.) রচিত ‘আল মুহাররুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয’ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) তাফসীরটি দশ খণ্ডে লিখিত একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। যা তাফসীরু ইবনি আতীয়্যাহ (تفسير ابن عطيه) নামে পরিচিত।[২১] ইবনে খালদুনের মতে এ তাফসীরটি মরক্কো ও স্পেনীয় অঞ্চলে বহুল প্রসিদ্ধ এক তাফসীর গ্রন্থ ।

---

১৮. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ- ১, পৃ. ৭৯

১৯. আল্লামা সামসুদ্দীন দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, দামেস্ক: ১৩৭০ হি. খ-১, পৃ. ৩৯৫

২০. ইবন তায়মিয়্যাহ, *মাজমুউ ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ- ১৩, পৃ. ৩৫৪

২১. আবু হাইয়্যান-*আল বাহরুল মুহীত*, দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৯৯২ খৃ. খ-১৩, পৃ. ৯

১৪. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (تفسير القرآن العظيم)

আল্লামা আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭০০ হি./১৩০০ খৃ.) রচিত তাফসীরুল কুরআনিল আজীম চার খণ্ডে লিখিত একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। এটি তাফসীরে তাবারীর পরই বৃহত্তম তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এ তাফসীরকে উম্মুত তাফাসীর বলা হয়। [২২]

১৫. আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)

ইমাম সা'আলাবী (র.) রচিত 'আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন' গ্রন্থটি চার খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম আয-যাহাবী বলেন: فان الكتاب مفيد جامع لخلاصات كتب مفيدة و ليس فيه ما في غيره من الحشو و المخل والاستطراد الممل

'নিশ্চয় এ কিতাবটি খুবই উপকারী। অন্যান্য উপকারী গ্রন্থ সমুহের সার সংক্ষেপে পরিপূর্ণ। আর এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সমূহ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ত্রুটি, সংশয় ও বিড়ম্বনা মুক্ত'।[২৩]

১৬. তাফসীরু ফাতহিল কাদীর (تفسير فتح القدير)

আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী আল ইয়ামেনী (মৃ. ১২৫০ হি.) রচিত 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থটি جامع بين الرواية و الدراية বা রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সমন্বিত তাফসীর গ্রন্থ। ১২২৯ হি. সনে এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে এটি বৃহৎ পাঁচটি খণ্ডে ছাপা হয়।[২৪] এছাড়াও ইমাম ইবনু মাজাহ (র.), ইমাম ইবনু হাব্বান (র.) ও ইমাম ইবনে আবি শায়বা (র.) সহ আরো অনেকেই বর্ণনা মূলক তাফসীর সংকলন করেছেন।

বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالدراية)

আর তাফসীরের দ্বিতীয় প্রকার হল বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসী। সূত্র পরম্পরা বিহীন ধারণা প্রসূত ও গবেষণা মূলক তাফসীরকে আত্ তাফসীর বিদদিরায়াহ বলা হয়।[২৫]

---

২২. ইবন খালদুন, *আল মুকাদ্দামা*, আর শারফিয়্যা, মিশর: ১৩২৭ হি. খ-২, পৃ. ২৫১

২৩. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ২৫২

২৪. ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৫. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

এরূপ তাফসীর দূর্বোধ্য এবং মতামতের ভিত্তিতে রচিত। তাফসীর বিদদিরায়াতে তা'বীলের প্রাধান্য থাকে।[২৬] আর এটি হচ্ছে তাফসীর গ্রন্থ রচনার দ্বিতীয় ধারা। এ ধারায়

Dhaka University Institutional Repository

রচিত তাফসীর গ্রন্থে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীরও হাদীস দিয়ে কুরআনের তাফসীরের সাথে সাথে পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। এসব গ্রন্থে উলূমুল কুরআনের শর্ত মুতাবিক মুফাসসির নিজের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা কাজে লাগিয়ে অর্জিত ইলমের মাধ্যমে যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানও পেশ করে থাকেন। এসব তাফসীর গ্রন্থাবলীর কোনটিতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, কোনটিতে নাহু-ছরফ, আবার কোনটিতে ঐতিহাসিক আলোচনা ব্যাপক আকারে স্থান পেয়েছে। আবার কোনটিতে কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ও রহস্য উদঘাটন প্রাধান্য পেয়েছে।

আল কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর গ্রহণীয় কি-না এ বিষয়ে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। একদল আলিম মনে করেন- পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীরের কোন অবকাশ নেই। আরেক দল আলিমের মতে- বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর সহজবোধ্য করার সুবিধার্থে শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণসহ গবেষণা মূলক তাফসীর করার প্রয়োজন রয়েছে।[২৭]

বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীরের বিপক্ষ অবলম্বনকারীগণ তাঁদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলেন- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برايه فاصاب فقد أخطأ

'রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল কুরআনের ব্যাপারে ধারণা প্রসূত কথা বলল, তাতে সে যদি ঠিকও করে তবুও সে ভুল করল।'[২৮]

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন- من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

'যে ব্যক্তি না জেনে কুরআনের ব্যাপারে কথা বলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে রাখে'।[২৯]

আর তাফসীর বিদদিরায়াহ এর পক্ষাবলম্বনকারীগণ তাফসীর বিদদিরায়াহ এর বিরোধীতাকারীদের অভিযোগের জবাবে বলেন- ধারণা প্রসূত বা বুদ্ধি-ভিত্তিক তাফসীর করার নিষেধাজ্ঞা আল কুরআনের অতি দূর্বোধ্য অংশ এবং আয়াতে মুতাশাবিহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নবী কারীম (সা.) ও সাহাবাগণের সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত তাফসীর করা যায় না।

---

২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫

২৭. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

২৮. তিরমিযী, *আল জামি*, দারুল কলম, বৈরুতঃ তা. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭

২৯. প্রাগুক্ত

আর তাফসীর বির রায়ের নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে সত্য ও বিশুদ্ধ পন্থা জেনেও তা উপেক্ষা করে এবং ধারণা প্রসূত ভ্রান্ত দিককে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রাধান্য দেয়।[৩০] দলীল হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন- বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর যদি সকল ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হত, তাহলে ইজতিহাদের অবকাশ থাকত না এবং সাহাবাগণ (রা.) থেকেও একই শব্দের বিভিন্ন ধরণের তাফসীর পাওয়া যেত না। সাহাবাগণের তাফসীরের মধ্যে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যেগুলোর একটি আরেকটির সাদৃশ্য নয়।[৩১] এ ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে রাসূল (সা.) দু'আ করে বলেন- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 'হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে দ্বীনি বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করুন এবং তাকে তা'বীল শিক্ষা দিন।'[৩২] এ হাদীসে তা'বীল দ্বারা রিওয়ায়াত ভিত্তিক বর্ণনাকে বুঝানো হয়নি; বরং গবেষণা ও সূক্ষ্মজ্ঞান বুঝানো হয়েছে।[৩৩] পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন- افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[৩৪] উল্লেখিত বিতর্কের সমাধানে ইমাম যাহাবী (র.) বলেন-[৩৫] বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হল- মাহমুদ বা প্রশংসিত, আরেক প্রকার হল- মাযমূম বা নিন্দনীয়। মাহমুদ পর্যায়ের বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর তা'বীল রূপে গৃহিত। এ জাতীয় তাফসীরে বিশেষত ভাষাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল তাফসীরকে সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপন করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো- সঠিক তাফসীর বাদ দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার আলোকে কুরআনের তাফসীর উপস্থাপন করা। আর এটাকে হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

---

৩০ অধ্যাপক হারীরী, *তারীখে তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩১. ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

৩২. উদ্ধৃত: গাযালী, *এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন*, দিল্লী: তা.বি. ৩য় খণ্ড, পৃ.১৩৬

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, *দাইরাতুল মা'আরিফ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০১

৩৪. *আল কুরআন*, ৪৭ : ২৪

৩৫. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬

মাহমুদ পর্যায়ের তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। নিম্নে কয়েকটির পরিচয় তুলে ধরা হল :

১. আননুকাতু ওয়াল ‘উয়ূন ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম- (النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم): আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী আল-বসরী আশ্-শাফিঈ (র.) -[৩৬] বিরচিত তাফসীর গ্রন্থ ‘আননুকাতু ওয়াল ‘উয়ূন ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম’ এর একটি পাণ্ডুলিপি তুরস্কের ইস্তাম্বুল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, যা সম্প্রতি বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে বৃহৎ ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৭]

২. তাফসীরু মাফাতীহিল গাইব (تفسير مفاتيح الغيب)

ইমাম ফখরুদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন হোসাইন ইবন হাসান আলী আর-রাযী (র.) ২৫ রমযান ৫৪৪ হি. মতাবিক ১১৪৯ খৃ. ইরানের প্রাচীন রেই শহর বর্তমান শাহ আবদুল আজীমে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৮] আট খণ্ডে রচিত তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরুল মাফাতীহিল গাইব’ সমগ্র বিশ্বে তাফসীরে কাবীর (تفسير كبير) নামে খ্যাত। ৫৫৯ হি. তিনি এ তাফসীর গ্রন্থ লেখা শুরু করেন এবং সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আল ফাত্হ পর্যন্ত লেখার পর তিনি ইন্তিকাল।[৩৯] ইবন হাজার আসকালানী (র.) এর মতে আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল মাখযূমী (র.) ফখরুদ্দীন রাযীর অসম্পূর্ণ তাফসীরটিকে সম্পূর্ণ করেন।

---

৩৬. আবুল হাসান আলী ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাবিব আশ্-শাফিঈ ৩৬৪ হি. মুতাবিক ৯৭৪ খৃ. বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশের লোকজন গোলাপজলের ব্যবসা করতেন। এ জন্য তাঁকে মাওয়ারদী বলা হত। বাল্যকালেই তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কোন কোন ঐতিহাসিক আল্লামা মাওয়ারদী (র.) কে মু‘তাযিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন বলে অভিযোগ করেন । আল্লামা খাতীব আল-বাগদাদী (র.) এবং ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.) সহ অনকে মুহাদ্দিস তাঁকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেনঃ لا ينبغي ان يطلق عليه اسم الاعتزال ‘মু‘তাযিলা নামে তাঁকে অবহিত করা উচিত নয়’। তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর রচিত আল আহকামুস সুলতানিয়া, আদাবুল ওযীর, আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন, আলামুন নাবুওয়াহ, আদাবুল কাযী, নসীহাতুল মুলক, আল হাভিউল কাবীর ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্যে অনন্য স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লামা মাওয়ারদী (র.) ৪৫০ হি. রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদের বাবে হারব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (ইবন হাজার আল আসকালানী (র.), লিসানুল মিযান, দারুল ফিকর, বৈরুতঃ তা.বি. সং-২, খ-৪, পৃ. ২৬০.)

৩৭. (উদ্ধৃতঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদ্দী (র.) কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আরবার তাফসীর গ্রন্থ (পিএইচ,ডি, অভিসন্দভ- ২০০৪), পৃ. ২০৫,

৩৮. ড. হুসাইন আয যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০

৩৯. ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিইয়াতুল আ‘ইয়ান ফী আম্বাউ আবনাইয যামান*, দারু কিতাবিল আরাবী, বৈরুতঃ ১৪১৪ হি. খ-৪, পৃ. ২৫২

কাশফুয যুনূন গ্রন্থকার হাজী খলিফা (র.)[৪০] এর মতে শিহাব উদ্দীন ইবন খলীল এ অসম্পূর্ণ কাজটি সমাপ্ত করেন।[৪১] বিশ্ববিখ্যাত এ তাফসীর গ্রন্থে দর্শন, গণিত শাস্ত্র, মু‘তাযিলা দর্শন ও তার জবাব, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইলমুল ফিক্হ, উসূল, ক্বিরাআত, নাহু, বালাগাতসহ

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মাধ্যমে শব্দের তাৎপর্য উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বক্তব্যকে সহজে অনুধাবন যোগ্য করে তোলার চমৎকার শব্দ ভাণ্ডারের সমাহার হয়েছে। ইবন খাল্লিকান (র.) এ গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন:

انه اي الفخر الرازي جمع فيه كل غريب و غريبة

'তিনি অর্থাৎ ফখরুর রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।'[৪২]

৩. যাদুর মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর (زاد المسير في علم التفسير)

আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল জাওযী আল কুরাশী আল-বাগদাদী (মৃ. ৫৯৭ হি.) রচিত-যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর গ্রন্থটি ৯ খণ্ডে লিখিত এক অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরে রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের সম্মিলিত বর্ণনা সালফি সালিহীনের মতামতের ভিত্তিতে সহজবোধ্য ও স্পষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে।
ইবনুল জাওযী রচিত তিন শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার এ তাফসীর পূর্ব ও পরবর্তীকালের মুফাসসিরগণের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করেছে। সত্যিই এ গ্রন্থ 'যাদুল মাসীর' বা সহজ পাথেয়।[৪৩]

৪. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল (انوار التنزيل و اسرار التأويل)

আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খাইর আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বায়যাবী (র.)[৪৪] রচিত 'আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল' তাফসীর গ্রন্থটি বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। তিনি এ গ্রন্থে আল-কাশশাফ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত মু'তাযিলা আকীদা সমূহ খণ্ডন করে কাশশাফ থেকে উদ্ধৃত করে আরবী ব্যাকরণ ও বালাগাতের বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান পেশ করেন।

---

৪০. হাজী খলীফা: আল্লামা আশ শায়খ মুস্তফা আল- আফিন্দী হাজী খলীফা নামে প্রসিদ্ধ। ১০১৭ হি. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। কাশফুয যুনূন ফী আসামীল কুতুবে ওয়াল ফুনূনে (كشف الظنون في اسامي الكتب و الفنون), কিতাবুল খারায়িত (كتاب الخرائط) বা মানচিত্র গ্রন্থ এবং কিতাবু তাকবীমি ওয়াত তাওয়ারিখ (كتاب تقويم والتواريخ) গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা সত্যিই অনন্য। ১০৬৮ হি. এ মহান মনীষী বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইন্তিকাল করেন। (*ইসমাইল পাশা আল বাগদাদী, হাদিয়াতুল আরিফীন ওয়া আসমাউল মুয়াল্লিফীন ওয়া আসারুল মুসান্নিফীন*, দারু এহ ইয়াই তুরাসিল আরাবী, বৈরুত: তা.বি. খ-২, পৃ. ৪৪১

৪১. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন, দারুল ফিকর, দামেশক: ১৪০২ হি. পৃ. ১৭৫৬

৪২. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খ-৪, পৃ. ১৮৭

৪৩. মুহাম্মদ যুহায়ের আশ-শাওয়াশ, *মালিক*, আল মাকতাব/ আল ইসলামী, দামেস্ক: ১৯৬৪ খৃ. পৃ.৫

৪৪. **কাজী নাসির উদ্দিন বায়যাবী:** তাফসীর জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ইমাম বায়যাবী (র.) ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী সিরাজের অর্ন্তগত বায়যা শহরের এক অভিজাত পরিবারে আতাবেকী শাসনকর্তা আবু বকর সাদ (৬১৩-৬৫৮হি.) এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম উমার। তিনি কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী নামে সমধিক পরিচিত। পিতামাতা দু'জনের পাণ্ডিত্যে খ্যাতি থাকার কারণে বায়যাবীর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই সমাপ্ত হয়। সমকালীন প্রখ্যাত

দর্শন ও যুক্তির-ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (র.) রচিত তাফসীর আল-কাবীর গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। ইলমুল ক্বিরাআতের বর্ণনা, আরবী ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, মাঝে মাঝে আরবী কবিতা উপস্থাপন, ফিকহী মাসায়িলের আলোচনা তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাগত বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম ও গোপন তত্ত্বগুলো বর্ণনায় ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) এর আলমুফরাদাত গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। তবে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে নিজস্ব মতামতের মিশ্রণ ঘটিয়ে তাতে তত্ত্বের গভীরতা ও প্রসরতা বিধান করেছেন।[৪৫] বিজ্ঞানের সূত্র সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা নিজস্ব আংগিকে তুলে ধরেছেন। ইসরাঈলী বর্ণনা এনে অতীত ঘটনা প্রবাহের বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। আয়াতের তাফসীরে ব্যাপকভাবে হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে হাজী খলীফা (র.) লিখেন:

هذا كتاب عظيم الشان غني عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالاعراب والمعاني والبيان و من التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق و غوامض الحقائق و لطائف الاشارات

'এই কিতাব এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ যার বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন নেই। ই'রাব, মা'আনী ও বয়ান সংক্রান্ত বিষয়ে কাশশাফ থেকে, বিজ্ঞান ও আকাঈদ সম্পর্কে তাফসীর আল-কাবীর থেকে আর শাব্দিক সুক্ষ্ম ও গূঢ় রহস্য উদঘাটনে ইমাম রাগিবের আলমুফরাদাত থেকে সহযোগীতা নেয়া হয়েছে।'[৪৬] এক কথায় বলা যায়, কুরআন মজীদের তথ্য, তত্ত্ব এবং গূঢ় রহস্য উদঘাটনে তাফসীরে বায়যাবী অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

আলিমগণের সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি তাবরীযে গমন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথিতযশা জ্ঞানবিদদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর তিনি সিরাজের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ৬৮৩ হি. সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম বায়যাবী জীবনের শেষ দিকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর আনওয়ারুত তানযীল রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুযাঈ জানা যায়, ইমাম বায়যাবীকে পদচ্যুত করা হয়নি; বরং তিনি তাঁর শায়খ মুহাম্মদ আল কাতহাতাইর আদেশক্রমে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন। ইমাম বায়যাবী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তা'বীল' গ্রন্থখানি তাফসীর অভিজ্ঞানে ব্যতিক্রমধর্মী মুল্যবান সংযোজন। গ্রন্থের শুরুতে আল কুআনের ইজায ও গুঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বায়যাবী তাঁর গ্রন্থটিকে স্বতন্ত্র পদ্ধতির তাফসীর হিসেবে পরিচিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থটি কুরআনের অতুলনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। এ তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও ইমাম বায়যাবী (র.) আলমিনযাহ, আততাওয়ালি নামক অনবদ্য দু'টি গ্রন্থ রেখে গেছেন যা সর্বজন স্বীকৃত। তিনি ৬৮৫ মতান্তরে ৬৯১ হিজরীতে ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী তাবরিযে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযাঈ তাঁকে তাঁর শায়খের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। (ড.যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ২৯৬-২০৩)

৪৫. মুহিউদ্দিন শায়খ যাদাহ, *হাশিয়া শায়খ যাদাহ আলা তাফসীরি বায়যাবী*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৯৯ খৃ. ১৪১৯ হি., খ-১, পৃ. ৪

৪৬. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, *আলকাযী নাসির উদ্দিন আল বায়যাবী ওয়া আসরুহু ফী তাফসীরিল কুরআন*, মারকাযুল বুহুসিল ইসলামিয়া, রাজশাহী: পৃ. ১২০

৫. মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকুত তা'বীল (مدارك التنزيل و حقائق التأويل)

ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নাসাফী আল হানাফী[৪৭] ছিলেন মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলে ফিক্হ এ পারদর্শী অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিরচিত কানযুদ দাকাইক, আলমানার, উমদাহ গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববিখ্যাত। তবে তাফসীর বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

'মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল' (مدارك التنزيل و حقائق التاويل) গ্রন্থটি সর্বজন স্বীকৃত। এতে ক্বিরাআত, ই'রাব, ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়িল ও ইসরাইলী বর্ণনা সমূহের মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে কাশশাফ গ্রন্থকার যে মাওযূ বা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে।[৪৮] লাহোরের দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যা ও বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে তা ৩ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

৬. তাফসীরুল খাযিন (تفسير الخازن)

ইমাম আলাউদ্দীন আবুল হাসান আঈ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আলী বাগদাদী (৬৮০-৭৪১ হি.) রচিত লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল (لباب التاويل في معاني التنزيل) গ্রন্থটি তাফসীরে খাযিন হিসাবে পরিচিত। এ তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে ইলমুত তাফসীর ও উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত একটি অতীব মূল্যবান ভূমিকা সংযোজন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সূরা ও আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়, গুঢ়রহস্য, আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, হাদীস বর্ণনার আধিক্য, ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা এ গ্রন্থখানি চির সমুজ্জল হয়ে আছে।[৪৯]

৪৭. **ইমাম আননাসাফী (র.):** ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মাহমূদ আল হানাফী আননাসাফী তুর্কিস্থানের মাওরাউন্নাহারের সাগদীয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত নাসাফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। হানাফী ফকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সে কালের একজন খ্যাতিমান পুরুষ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিমগণের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কিরমানের আলকুতবিয়্যা আসসুলতানিয়্যা মাদরাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এখানে তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রেই বেশী ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত আলমানার ও কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে তাঁর প্রমাণ মিলে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া এই গ্রন্থে লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখালেখি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত বই সমূহের মধ্যে রয়েছে- ১. মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল, ২. আলমানার, ৩. কাশফুল আসরার, ৪. কানযুদ দাকাইক, ৫. আলকাফী, ৬.আলওয়াফী, ৭. আলমানাফী, ৮. আলমুসাফফা, ৯. আল ইতিকাদ ফিল ইতিফাদ, ১০. আলমুসতাশফা প্রভৃতি। তবে এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে মাদারিকুত তানযিল ও হাকায়িকুত তীবিল। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদার আলোকে রচিত এ তাফসীরকে বায়যাবী ও কাশশাফের সংক্ষিপ্তসার মনে করা হয়। এ গ্রন্থে মু'তাযিলী আকিদার তীব্র সমালোচনা রয়েছে। চরিতকারদের ভাষ্যমতে, তিনি ৭১০হি./১৩১০ খৃ. বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বাগদাদের আইয়াজ নাম স্থানে দাফন করা হয়। (*তাফসীর মাদারিকুত তানযীল*, ভূমিকা, পৃ. ৭-৯; ড. যাহাবী, *তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৭)

৪৮. ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৭

৪৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩১০

৭. তাফসীরুল জালালাইন (تفسير الجلالين)

আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ মহল্লী (মৃ.৮৬৪ হি.) এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) এর সমন্বিত অবদান তাফসীরুল জালালাইন।

Dhaka University Institutional Repository

জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) সূরা আল-কাহাফ হতে সূরা আননাস পর্যন্ত এবং সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর করেন। এ জন্যই এ তাফসীর গ্রন্থে সূরা আল ফাতিহার তাফসীর সর্বশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫০] পবিত্র কুরআনের বাকী অংশটুকু তাফসীর করেন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)। শানে নুযূল বর্ণনা, শাব্দিক ব্যাখ্যা, আরবী ব্যাকরণের উপস্থাপনা, ক্বিরাআত সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সর্বোপরি এর উঁচু স্তরের তাফসীর পাঠকদের জন্য স্মরণিকা বা গাইডবুকের কাজ করে। সহজ সরল বক্তব্য উপস্থাপন ও মাসূর ও মা'কুল উভয় ধারার সমন্বিত তাফসীর হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে এ তাফসীর গ্রন্থ সমধিক গ্রহণযোগ্য।[৫১]

৮. তাফসীরু আবীস সা'উদ (تفسير ابي السعود)

আল্লামা আবূ সা'উদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুস্তাফা তাহাভী আল আমাদী আল হানাফী (র.) রচিত তাফসীরু আবিস সা'উদ একটি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। এ মহান মনীষী কনস্টান্টিনোপলের সন্নিকটে ৮৯৩ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তুরস্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে জ্ঞানী মনীষী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমে রওসা এলাকায় পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপলের বিচারক হিসেবে ৮ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর প্রায় ত্রিশ বছর ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।[৫২] অতপর ৯৮২ হি. কনস্টান্টিনোপল শহরে ইন্তিকাল করলে হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বিরচিত তাফসীর গ্রন্থের পূর্ণ নাম 'ইরশাদুল আকলিস সালীম ইলা মাযাইয়াল কিতাবিল কারীম (ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم)। এ গ্রন্থের নাম থেকেই বুঝা যায় তাঁর এ কিতাবখানা তাফসীর মা'কূল বা বুদ্ধি ভিত্তিক গবেষণার ফসল। আরবী ব্যাকরণগত পর্যালোচনা, আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক উপস্থাপন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ফলে এ গ্রন্থ কুরআন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর এ অনন্য অবদানের জন্য তুর্কী সুলতান সুলায়মান তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[৫৩]

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২-৩৩৪

৫১. প্রাগুক্ত.পৃ.310

৫২. ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৫০

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৫০

৯. তাফসীরু রূহিল বায়ান (تفسير روح البيان)

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির শায়খ ইসমাইল (র.) তুরস্কের এড্রিন শহরের নিকটবর্তী আইডোস শহরে ১০৩৬ হি. জন্মগ্রহণ করেন।[৫৪] তাঁর পিতার নাম ছিল মুস্তফা আফিন্দী। শায়খ ইসমাইল আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, আকাইদ, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ এবং ইলমুল মা'রিফাতে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে তুরস্কের উসকুব

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় পরবর্তীতে বুসরায় দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১০৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ৬০ খানা তুর্কী আর বাকীগুলো আরবী ভাষায় রচিত। এর মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল: এক. রূহুল বায়ান (روح البيان) দুই. রূহুল মাসনবী (روح المثنوي) তিন. ফারাহুর রূহ (فراح الروح) চার. কানযুল মাখফী (كنز المخفي) পাচঁ. কিতাবুন নাতীজা (كتاب النتيجة)।

তিনি রাশিয়া, রোমান অঞ্চলসহ বিভিন্ন দ্বীনি দাওয়াতী কেন্দ্রে আল কুরআনের যে তাফসীর পেশ করেন তাঁর ছাত্রগণ তা লিপিবদ্ধ করলে পরবর্তীতে এসব পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারে সংকলিত হয়ে 'তাফসীরে রূহিল বায়ান' আকারে প্রকাশিত হয়। এ সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হয় ১১১৭ হি. ১৪ই জমাদিউল 'উলা বৃহস্পতিবার। দশ খণ্ডে এ গ্রন্থটি ছাপা হয়।[৫৫] এ তাফসীর গ্রন্থে আরবী কাওয়ায়িদের ব্যাপক আলোচনা, কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাপক ভাবে স্থান পেয়েছে। সমৃদ্ধ এ তাফসীর গ্রন্থখানা সকল শ্রেণীর কুরআন গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১০. আত তাফসীরুল মাযহারী (التفسير المظهري)

হযরত উসমান জিন্নুরাইনের অধ:স্তন বংশধর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) [৫৬] রচিত তাফসীরুল মাযহারী (التفسير المظهري) গ্রন্থখানা তাফসীর বিল মাসূর ও মা'কূল তথা বর্ণনা ও বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীরের সমন্বিত রূপ।

৫৪. ~~The Encyclopadia of Islam (Leiden. 1978~~). Vol.IVp.191.

৫৫. শায়খ ইসমাইল, *তাফসীরু রূহিল বয়ান*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত: তা.বি. খ-১০ পৃ. ৫৫২

৫৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) পূর্ব পানজাব এর পানিপথ এলাকায় ১১৪৩/১৭৩০-৩১খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। অতপর দর্শন, বিজ্ঞান ও কুরআন -হাদীসের শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই উপলক্ষে তিনি দিল্লী গমন করেন। সেখানে তিনি শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী (মৃ. ১১৭৬ হি./১৭৬২ খৃ.) এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতপর তিনি মীরযা মাজহার জানে জানা দিহলাবী (১১১১-১১৯৫হি./১৬৯৯-১৭৮১ খৃ.) 'র খিদমতে হাযির হয়ে তরীকতের ছবক গ্রহণ করেন। মীরয়া মাজহার তাঁর মেধায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আলামুল হুদা' (হিদায়াতের ঝাণ্ডা) উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পানিপথে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দিহলাবী তাঁকে সমকালীন 'বায়হাকী' উপাধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। সাত খণ্ডে রচিত তাফসীরে মাযহারী তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এ মহান মানীষী ১ রাজাব- ১২২৫ হি./ ২ আগষ্ট- ১৮১০ খৃ. ইন্তিকাল করেন। (সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১১, পৃ. ৫৮)

আধ্যাত্মিক জগতের বহু তত্ত্ব ও তথ্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মর্যাদা সম্পর্কীয় বহু বিরল বর্ণনা এবং প্রচুর ফিক্‌হী মাসাইল এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুহাদ্দিস সুলভ বর্ণনাভঙ্গি, হানাফী মাযহাবের মতকে দলীল প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, অভিধানিক ব্যাখ্যা, ক্বিরাআতের বিশদ বর্ণনা, ঘটনা প্রবাহ ও শানে নুযূলের বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থকে সর্বজন গ্রাহ্য গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ইলম ও তাঁর তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় বলা হয়েছে- ‘কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) মুজাদ্দিদিয়া তরিকার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ‘আরিফ হযরত মাজহার জানে জানার প্রিয় মুরিদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাকে করেছিলেন অধীত বিদ্যা (علم حصولي) এবং সত্ত্বা সজাত বিদ্যা (علم حضوري) এর অবাক সমাহার। তাই তাঁর বিবরণে রয়েছে একই সঙ্গে রহস্যের সুধা, বুদ্ধির ঝলক এবং সুসিদ্ধান্তের সংশ্লেষ। তাফসীর শাস্ত্রের জগতে তিনি এনেছেন বর্ণনা পরম্পরার (رواية) সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির (دراية) সম্মিলিত নির্ভরতা। তার সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তদৃষ্টির (فراسة) নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। তাই তিনি কালজ হয়েও কালোত্তর। অন্তরাল হয়েও স্মরণ মুখর’।[৫৭]

১১. তাফসীরু রূহিল মা‘আনী : (تفسير المعانى)

আল্লামা আবুস সানা শিহাবুদ্দিন আস সাইয়্যিদ মাহমুদ আফিন্দী আল আলূসী আল বাগদাদী (মৃ. ১২৭০ হি.) রচিত ‘তাফসীরু রূহিল মা‘আনী’ তাফসীর জগতে এক অনন্য সর্বজন গ্রাহ্য গ্রন্থ। তাফসীর সাহিত্যের এ বিশ্বকোষ ত্রিশ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থের নাম ‘রূহুল মা‘আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবঈল মাসানী’ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني) বার শত বছরের ইতিহাসে তাফসীর সাহিত্যে রচিত হাজার হাজার গ্রন্থের সমন্বয় ও সার নির্যাস এ গ্রন্থ।[৫৮] বর্ণনা ও বুদ্ধি ভিত্তিক ধারার সমন্বয়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদাকে দলীল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক জগতের তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ফিক্হী মাসায়িলের উপস্থাপনা, আরবী ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ক্বিরাআতের পার্থক্য নির্ণয়, সূরা ও আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা, শানে নুযূলের উপস্থাপনাসহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে ভরপুর এ গ্রন্থ তাফসীর সাহিত্যের এক বিশ্বকোষ। আকাঈদ, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ তথা কুরআনের গোপন রহস্যের উদঘাটন ও রূহের খোরাক দানে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে অনন্য এ তাফসীর গ্রন্থটি।

ড. যাহাবী (র.) বলেন-[৫৯] وجملة القول- فروح المعاني للعلامة الا لوسي ليس الاموسوعة تفسيرية قيمة- جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الحر والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن و صفاء القريحة

৫৭. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *তাফসীরে মাজহারী*, (বঙ্গানুবাদ), খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, হাকিমাবাদঃ ১৯৯৮, ভূমিকা, পৃ. ৩

৫৮. ড. যাহাবী, খ-১, পৃ. ৩৬১

৫৯. প্রাগুক্ত

‘মূলকথা হল, আল্লামা আলূসী রচিত রূহুল মাআ'নী গ্রন্থটি তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান বিশ্বকোষ বৈ কিছু নয়। তিনি পূর্ববর্তী তাফসীর বিশারদগণের অধিকাংশের মত একত্রিত করে মুক্ত সমালোচনা করেছেন। নিজ চিন্তাশক্তি, প্রজ্ঞা ও নিষ্কলুষ প্রতিভা বলে যে মতটি প্রাধান্য পাবার তা তুলে ধরেছেন।’ এ গ্রন্থটি কুরআন গবেষকদের নিকট জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত তাফসীর সমূহ ব্যতীত দিরায়াহ এর ভিত্তিতে লিখিত আরো কিছু তাফসীর গ্রন্থ আলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আর এ গুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

১. আবদুল কাহির ইবন তাহির আল বাগদাদী (মৃ. ৪২৯ হি.) রচিত 'তাফসীরু আবিল মানসুর'। ২. আবু জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আত তুসী (মৃ. ৪৫৮ হি.) রচিত 'আত্ তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন'। ৩. আবুল মা'আলী আল জুওয়াইয়ানী (মৃ. ৪৭৮ হি.) রচিত 'তাফসীরু ইমামিল হারামাইন।' ৪. শায়খ মহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আত্ তাঈ আল আন্দালুসী (মৃ. ৬২৮ হি.) রচিত 'তাফসীরু ইবন আরাবী।' ৫. শায়খ তাকী উদ্দিন সুবকী (মৃ. ৭৫৬ হি.) রচিত 'আদ দুররুন নাযীম ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম'। ৬. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আস সাওভী (মৃ. ১২১৪ হি.) রচিত 'হাশিয়াতুস-সাওভী'। ৭. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃ. ১২৩০ হি.) রচিত 'তাফসীরু ফাতগুল আযীয'। ৮. সাইয়্যেদ কুতুব (র.)[৬০] রচিত 'ফী যিলালিল কুরআন'। ৯. মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী দেহলবী (র.) রচিত 'তাফসীরু হাক্কানী' বা 'ফাতহুল মান্নান'। ১০. মাওলানা মওদুদী (র.) রচিত 'তাফহীমুল কুরআন'। ১১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) রচিত 'বায়ানুল কুরআন'। ১২. মুফতী শফী (র.) রচিত 'মা'আরিফুল কুরআন'। ১৩. আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ (র.) রচিত 'আল মিযান ফী তাফসীরিল কুরআন'। ১৪. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রচিত 'তফসীরে নূরুল কুরআন'। উল্লেখিত তাফসীর গ্রন্থ সমূহ ছাড়াও আরো শত শত তাফসীর গ্রন্থ দিরায়াহ এর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। যে গুলো সমগ্র বিশ্বজুড়ে আলিম সমাজের নিকট ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে।

৬০. **সাইয়্যেদ কুতুব (র.)**: সমকালীন বিশ্বের সাড়া জাগানো ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত মুফাসসির শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (র.) মিসরের আসিউত-এর অন্তর্গত 'মুশাহ' নামক পল্লীতে ১৯০৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায়তনে তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি ঘটে। মায়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে শৈশবেই তিনি কুরআন মুখস্থ করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মেধা, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি সমকালীন আলিমদেরকে বিস্মিত করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কায়রোস্থ দারুল উলূমে ভর্তি হন। এখানে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, কালাম, দর্শন, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি এ প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি ১৯৫১ খৃ. ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এরপর কর্ণেল নাসের সরকার তাঁর উপর যুলুম নির্যাতন শুরু করে। তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তারই এক সহকর্মী বলেন:"নির্যাতনের পাহাড় তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁকে আগুনে ছেঁকা দেয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, তাঁর মাথার উপর কখনো অত্যন্ত গরম পানি ঢেলে দেয়া হতো।" অবশেষে ২২/০৮/১৯৬৬ খৃ. রোজ রবিবার সাইয়্যেদ কুতুব (র.) এর বিরুদ্ধে ফাঁসীর হুকুমজারী করা হয় এবং ২৯/০৮/১৯৬৬ খৃ. তাহাজ্জুদের সময় তাঁকে ফাঁসী দেয়া হয়।

(সাইয়্যেদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, মুহরাত প্রকাশনী, তেহরান: তা.বি. ভূমিকা)

তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের সাথে সাথেই তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনের প্রথম মুফাসসির। তিনি পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের

তাফসীর আরেক আয়াত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের কোন কোন জায়গায় শব্দকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে ভিন্ন জায়গায় তিনি আবার ঐ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) বলেন-[১] কুরআনের কোন কোন আয়াত কোন কোন ক্ষেত্রে একটি আরেকটির ব্যাখ্যা করে। যেমন- সূরা ফাতেহাতে এসেছে- ‘আমাদের সরল পথ দেখাও, সে সকল লোকের পথ যাদেরকে তুমি নি‘আমাত দান করেছ’।[২] এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নি‘আমাত প্রাপ্ত লোকদের সুস্পষ্ট কোন পরিচয় প্রদান করেননি। কিন্তু অন্য একটি আয়াতে নি‘আমাত প্রাপ্ত লোকদের পরিচয় তুলে ধরে বলেন- ‘তাঁরা হলেন- নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।’[৩]

ঠিক একই ভাবে সূরা তাওবায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন- ‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।’[৪] এ আয়াতে সত্যবাদীগণের পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু সূরা বাকারার একটি আয়াতে সত্যবাদীদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে- ‘সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকর্ম হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা কারী, যাকাত দান কারী এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে, শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী, তারাই হল সত্যবাদী, আর তারাই পরহেযগার।’[৫]

---

১. সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫

২. আল কুরআন, ১:৫,৬ (اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم)

৩.আল কুরআন, ৪:৬৯ (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين)

৪. আল কুরআন, ৯:১১৯ (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين)

৫. আল কুরআন, ২:১৭৭,

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولـكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولـئك الذين صدقوا وأولـئك هم المتقون)

অনুরূপভাবে সূরা বাকারার একটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন- ‘অতপর আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন।’[৬] এ আয়াতে কয়েকটি কথা বলতে কী বুঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। কিন্তু সূরা আ‘রাফে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলা

হয়েছে- 'তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।'[৭]

আল্লাহ তা'আলা নিজেই যে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করে থাকেন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق و احسن تفسيرا

'তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।'[৮] সূরা কিয়ামাতে আল্লাহ বলেন-

ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه

'তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।'[৯] এভাবে تفسير القرآن بالقرآن তথা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন মুফাসসির এ বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনুল জাওযির অবদান অনস্বীকার্য।[১০] সাম্প্রতিককালে শায়খ মুহাম্মদ আমিন ইবনু মুহাম্মদ মুখতার শানকীতি লিখিত 'আদওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন' নামে আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[১১] আর রাসূলুল্লাহও (সা.) স্বীয় পবিত্র কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করেছেন। পবিত্র কুরআনের সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ দায়িত্বে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিখিয়েছেন। তাই তাঁর পক্ষেই কুরআনে সঠিক তাফসীর করা সম্ভব।

---

৬. আল কুরআন, ২:৩৭, (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)

৭. আল কুরআন, ৭:২৩, (قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين)

৮. আল কুরআন, ২৫:৩৩

৯. আল কুরআন, ৭৫:১৬

১০. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫

১১. মুখতার শানকীতি, *আদওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো: ১৯৯৫ খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ.৭

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث 'এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন।'[১২]

সূরা আল-ইমরানে এসেছে-

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথ ভ্রষ্ট।'[১৩] এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) নিজেও বলেছেন- الا اني اوتيت القرآن ومثله معه 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আমাকে আল কুরআন এবং অনুরূপ (তাফসীর) এর সাথে দেয়া হয়েছে।'[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দেখানো পদ্ধতি ও সাবলীল বর্ণনা থেকে সাহাবাগণ (রা.) পবিত্র কুরআনকে এবং এর তাফসীরকে আয়ত্ত্ব করতেন ও এর পূর্ণ অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু আবদির রহমান আসসুলামী বলেন- 'সাহাবগণ (রা.) যখন নবী (সা.) এর থেকে দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতেন তখন এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও কর্ম প্রণালী সম্পর্কেও অবহিত হতেন, যা তাঁরা বাস্তবে পালন করার প্রয়াস পেতেন। তাই তাঁরা একটি সূরা মুখস্থ করতে দীর্ঘ সময় পার করতেন।'[১৫] এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন- 'আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহ করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূল (সা.) কে যেমনিভাবে করতে দেখতাম আমরা শুধুমাত্র তেমনিভাবে কর্ম সম্পাদন করতাম।'[১৬]

মোট কথা রাসূল (সা.) এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া কালীন সময়েই তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে সাহাবাগণের (রা.) মাধ্যমে এ শাস্ত্রটি ক্রমবিকাশ লাভ করে। তাঁদের মাঝে ব্যাপকভাবে তাফসীর চর্চা শুরু হয়।

---

১২. আল কুরআন, ১২: ৬

১৩. আল কুরআন, ৩ : ১৬৪

১৪. ইবনু মাযাহ, সুনান, মাকতাবা আশরাফিয়া, দেওবন্দ: তা. বি. পৃ. ৩

১৫. সুয়ূতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৯

১৬. আহমদ, মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাফসীর শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায়, হযরত উবাই বিন কাব (রা.) মদীনায়, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কুফায় তাফসীর শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁদের নিকট অসংখ্য সাহাবী ও তাবিঈ তাফসীর অধ্যয়ন করেন।[১৭] এ প্রসঙ্গে ড. সুবহি সালিহ বলেন-[১৮] সাহাবাগণের যুগেই তাফসীর অভিজ্ঞানের বুনিয়াদি ভিত্তির সূচনা হয়।

রাসূল (সা.) সাহাবাগণকে আল কুরআনের মহত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের নিকট তিনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা থেকেই ইলমে তাফসীরের অভিযাত্রা শুরু হয়। অবশ্য এ সময় তাফসীর অভিজ্ঞান গ্রন্থবদ্ধ হয়নি; বরং সাহাবাগণের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ছিল। সাহাবাগণ থেকে প্রাপ্ত তাফসীর সমূহকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে পরবর্তীতে তাবিঈগণ (র.) তাফসীর শাস্ত্রের খেদমত শুরু করেন। এ সময় সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীর শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আংশিকভাবে এসব বিলি- বিতরণও করা হয়। তবে পূর্ণাঙ্গরূপে সে সময় কেহ পৃথকভাবে তাফসীর শাস্ত্র সংকলন করেননি।[১৯] তারপর পর্যায়ক্রমে তাফসীর শাস্ত্র গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হতে থাকে এবং সর্ব প্রথম রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থই গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।[২০]

---

১৭. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১২১

১৮. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, দারুল ইল্‌ম লিল মালাইন, বৈরুত: ১৯৮৫ খৃ. পৃ. ১৪২

১৯. অধ্যাপক হারীরী, *তারীখে তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে কুরআন তাফসীর

পবিত্র কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার কারণে আরবী ভাষাভাষী লোকদের তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হয়নি। অশিক্ষিত আরবগণও কুরআনের মুলভাব সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। আর এটা তাদের জন্য সহজতরও ছিল। কেননা তা ছিল তাদের নিজস্ব ভাষাতেই অবতীর্ণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 'আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'[১] সূরা যুখরুফে এসেছে- انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 'আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ।'[২] এরপরও কুরআনের কোন আয়াত বা আয়াতংশ যদি মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বুঝতে কঠিন হত, দেখা যেত ঠিক এ আয়াত বা আয়াতংশরেই ব্যাখ্যা কুরআনের অন্য আয়াতে করা হয়েছে, যা পড়ে তাঁরা সহজেই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত অংশের ব্যাখ্যা বুঝে নিতেন।

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূল (সা.) সাহাবাগণকে তা তিলাওয়াত করে শুনাতেন, আর সাহাবাগণ তা শুনতেন এবং তদানুযাঈ আমল করতেন। সাধারণত কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হত না। এরপরও কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তাঁরা রাসূল (সা.) এর নিকটে আসতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জেনে নিতেন। আর কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও আল্লাহ তাঁর রাসূলকেই প্রদান করেছেন।[৩] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم 'এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'[৪]

আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ অনুযাঈ রাসূল (সা.) সূরা ও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট, নাসিখ ও মানসূখ আয়াত, সূরা ও আয়াতের ক্রমবিন্যাস পদ্ধতিসহ কুরআনের শব্দ ও বাক্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করতেন।[৫] তবে কোনরূপ রূপক অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁরা রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করতেন না এবং সরাসরি জীবন ঘনিষ্ঠ নয় এমন আয়াত বা আয়াতংশ নিয়েও তাঁরা রাসূল (সা.) এর কাছে ব্যাখ্যা জানতে হাজির হতেন না।

১. আল কুরআন, ১২ ঃ ২
২. আল কুরআন, ৪৩ ঃ ৩
৩. ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৪. আল কুরআন, ১৬ ঃ ৪৪
৫. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী* (বাংলা অনুবাদ), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ পৃ. ১২

যেমন- আল কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে ১৪টি ‘হুরুফে মুকাত্তিয়াত’ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ সমষ্টি রয়েছে। কোন সাহাবী এ বিষয়ে রাসূল (সা.) এ নিকট ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন এবং তিনি এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা তাঁরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা পছন্দ করতেন না। কিন্তু কোন আয়াতের মর্মার্থ ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝতে না পারলে তাঁরা সরাসরি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করতেন, আর রাসূলও (সা.) তাঁদেরকে যথাযথভাবে তা বুঝিয়ে দিতেন।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআনের প্রয়োজনীয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হত দু’ভাবে-

এক. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর - (تفسير القران بالقران)

দুই. হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর - (تفسير القران بالحديث)

কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর

তাফসীরের প্রধান পন্থাই হল- تفسير القران بالقران বা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা।[৬] তাফসীরের এ পদ্ধতিটি অতীব বিশুদ্ধ ও সংশয়মুক্ত। পবিত্র কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা হলে তা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গমও করা যায়। রাসূল (সা.) নিজেই পবিত্র কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করেছেন। যখন কুরআনুল কারীমে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল : والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ‘যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।’[৭] সাহাবাগণ রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, যুলুম করেনি? তখন রাসূল (সা.) তাঁদেরকে কুরআনের আরেক অংশ তিলাওয়াত করে এ অংশের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন- ان الشرك لظلم عظيم ‘নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা যুলম।’[৮]

এভাবে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করার উদাহরণ অনেক। তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ :

এক. তাওহীদ বা একত্ববাদ সংক্রান্ত

তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যে গুলোর একটি আরেকটির ব্যাখ্যা করে।

---

৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ৩৪৮

৭. আল-কুরআন, ৬:৮২

৮. আল-কুরআন, ৩১: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন-[৯] (১) الهكم اله واحد لااله الا هو الرحمن الرحيم
'তোমাদের ইলাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।'
(২) قل اوحى الى انما الهكم اله واحد
'বলুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।'[১০]
(৩) الهكم اله واحد فالذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون-
'তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে।'[১১] আয়াত গুলোতে 'ইলাহ' প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে কিন্তু 'ইলাহ' কে, তার পরিচয় বলা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন : - وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم 'আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ।'[১২] এ আয়াতে 'ইলাহ' এর পরিচয় দেয়া হয়েছে 'আল্লাহ' বলে। কিন্তু 'আল্লাহ' এর পরিচয় কি, তা বলা হয়নি। তবে অন্যত্র 'আল্লাহ' এর পরিচয় প্রদান করে বলা হয়েছে- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক।'[১৩] আরেক আয়াতে আল্লাহর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

الله لااله الا هو الحى القيوم- لاتأخذه سنة ولانوم له مافى السموات وما فى الارض من ذاالذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وم خلفهم ولا يحيطون بشيئ من علمه الا بما شائ وسع كرسيه السموات والارض ولايئوده حفظهما وهو العلى العظيم-

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিন্দ্রাও নয়। আসামন ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সে গুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।'[১৪] সূরা ইখলাসে 'আল্লাহ'র পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে- قل هو الله **احد** الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 'বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'[১৫]

৯. আল-কুরআন, ২:১৬৩
১০. আল-কুরআন, ২১:১০৮
১১. আল-কুরআন, ১৬:৩২
১২. আল-কুরআন, ৩:৬২
১৩. আল-কুরআন, ১:১-৩
১৪. আল-কুরআন, ২: ২৫৫
১৫. আল-কুরআন, ১১২: ১-৪

Dhaka University Institutional Repository

দুই : রিসালত সংক্রান্ত

রিসালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وارسلنك للناس رسولا (১)

'আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে।'[১৬]

(২) لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

'তোমাদের কাছে এসছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল। তোমাদের দু:খ কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনের প্রতি স্নেহশীল দয়াময়।'[১৭]

(৩) لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين –

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।'[১৮] উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা 'রাসূল' (সা.) প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন কিন্তু তিনি কোন্ রাসূল তাঁর কোন পরিচয় প্রদান করেন নি। তবে পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন-

(১) ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيئ عليما

'মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।'[১৯]

(২) محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[২০]

---

১৬. আল-কুরআন, ৪: ৭৯

১৭. আল-কুরআন, ৭: ১২৮

২৮. আল-কুরআন, ৩: ১৬৪

১৯. আল-কুরআন, ৩৩: ৪০

২০. আল-কুরআন, ৪৮ : ২৯

তিন ঃ কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত

পবিত্র কুরআনুল কারীম প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(১) انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين
'নিশ্চয় আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।'[২১]

(২) انا انزلنا فى ليلة القدر
'নিশ্চয় আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।'[২২]

এ আয়াত গুলোতে বার বার বলা হয়েছে 'আমি' নাযিল করেছি। কিন্তু 'আমি' কে, তা বলা হয়নি। তবে অন্যত্র এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

ذالك تنـزيل من رب العالمين 'এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[২৩]

উল্লেখিত আয়াত গুলোতে কী 'নাযিল' করা হয়েছে তাও বলা হয়নি। কিন্তু অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى لـلناس وبينات من الهدى والفرقان
'মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।'[২৪]

انه لقران كريم فى كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون
'নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।'[২৫]

চার ঃ নামাজ সংক্রান্ত

নামাজ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(১) اقم الصلوة ان الصلوان تنهى عن الفحشاء والمنكر
'নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।'[২৬]

২১. আল-কুরআন, ৪৪ : ৩

২২. আল-কুরআন, ৯৭ : ১

২৩. আল-কুরআন, ৫৬: ৮০

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

২৫. আল-কুরআন, ৭৭ : ৭৯

২৬. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

(২) اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

Dhaka University Institutional Repository

'আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাজে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'[২৭]

এ আয়াতগুলোতে নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কখন নামাজ পড়তে হবে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

(১) اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل
'সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন।'[২৮]
(২) اقم الصلوة طرفى النهار وزلفى من الليل
'আর দিনের দুই প্রান্তেই নামাজ ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্ত ভাগে।'[২৯]

(৩) وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى
'আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবত: তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।' [৩০]

(৪) حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى

'তোমরা সমস্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে।'[৩১]

পাঁচ ঃ যাকাত সংক্রান্ত

যাকাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(১) اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
'নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।'[৩২] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত দিতে বলেছেন কিন্তু কাকে যাকাত দিতে হবে, এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

---

২৭. আল-কুরআন, ২ : ৪৩

২৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৭৮

২৯. আল-কুরআন, ১১ : ১১৪

৩০. আল-কুরআন, ২০ : ১৩০

৩১. আল-কুরআন, ২ : ২৩৮

৩২. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৬

তবে কুরআনের অন্যত্র এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

'যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্থদের জন্যে, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৩৩]

ছয় ঃ সাওম সংক্রান্ত

সাওম বা রোযা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যে রূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।'[৩৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযা রাখার বিধান বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা কোন্ মাসে তা বলেন নি। তবে অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন-

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

'রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে।'[৩৫]

সাত ঃ হজ্জ সংক্রান্ত

হজ্জ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وﷲ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا –

'আর এ ঘরের হজ্জ হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।'[৩৬] এ আয়াতে হজ্জের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু হজ্জ পালনের পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

---

৩৩. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

৩৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩

৩৫. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

৩৬. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭

তবে অন্য আয়াতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج –

‘হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এ মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়, না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা জায়েজ।’[৩৭]

আট ঃ হারাম বস্তু সংক্রান্ত

হারাম বস্তু প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم

‘তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত।’[৩৮] এ আয়াতে হারাম বস্তুর বিবরণ দেয়া হয়নি। কিন্তু অন্য আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে-

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة واما اكل السبع الا ماذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق –

‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যে সব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এ সব গুণাহের কাজ।’[৩৯]

এ ভাবে পবিত্র কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যে গুলোর একটি অন্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচ্য। আর এটাই হল تفسير القران بالقران বা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর।

---

৩৭. আল-কুরআন, ২ : ১৯৭

৩৮. আল-কুরআন, ৫ : ১

৩৯. আল-কুরআন, ৫ : ৩

হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআন যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই তিনিই হলেন পবিত্র কুরআনের সর্ব প্রথম ব্যাখ্যা দাতা। আল কুরআনের মর্মকে মানুষের সামনে উপস্থাপনকরা ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য।[১] তিনি বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে সাহাবাগণকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি নিজেও ছিলেন আল কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন-[২] 'তাঁর চরিত্রই ছিল আল কুরআন।' আল কুরআনের প্রতিটি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর আল্লাহ তা'আলাই নবী কারীম (সা.) কে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-[৩] – ولا ياتونك بمثل الاجئناك بالحق واحسن تفسيرا
'আর তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।' আর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কখনো কোন বিষয়ে মনগড়া কথা বলতেন না; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত অহীর উপর নির্ভর করেই কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-[৪] وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى 'এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না, কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।'

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিধি-বিধানের অনুরূপ, সেগুলোও মানা বাধ্যতামুলক। কেননা তাঁর মূখনীসৃত বাণীসমূহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা।[৫] তাঁর প্রতিটি কথার মূল হল আল কুরআন। তাঁর সকল কর্ম তৎপরতা হল কুরআনের ব্যাখ্যা।[৬]

তাঁর নিকট পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হত তার শানে নুযূল সাহাবাগণ প্রত্যক্ষ করতেন। তিনি তাঁদেরকে আয়াত সমূহের আনুষঙ্গিক তাফসীর জানিয়ে দিতেন। কোনরূপ কঠিন অবস্থা ও দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সে জন্য তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতেন।[৭]

---

১. ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

২. মুসলিম, *আস সহীহ*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা.বি. মুসাফিরীন পর্ব, হাদীস নং- ১৩৯

৩. আল-কুরআন, ২৫: ৩৩

৪. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩,৪

৫. আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৭, পৃ. ১১৫

৬. বদরুদ্দীন যারকাশী, *আল বুরহান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯

৭. মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো: তা.বি. ১ম খণ্ড, পৃ ৫

তাই কোন আয়াতের পরিপূরক হিসেবে অন্য আয়াত পাওয়া না গেলে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য সকলকে রাসূল (সা.) এর হাদীসের শরনাপন্ন হতে হবে। আর এভাবে রাসূল (সা.) এর হাদীস দ্বারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর করাকে تفسير القران بالحديث তথা হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর বলা হয়।[৮] তাফসীরুল কুরআনের এ পদ্ধতিটি আলিমগণের নিকট একটি বলিষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। হাদীসের কিতাব সমূহে এ পদ্ধতির তাফসীরের দৃষ্টান্ত অনেক। তার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

(১) নামাজ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-[৯] اقيموا الصلوة واتوا الزكوة

'নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর।' এ আয়াতে নামাজ কায়েমের পদ্ধতি কি হবে তা বলা হয়নি। তবে রাসূল (সা.) নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলেন-[১০] صلوا كما رايتمونى اصلى – 'তোমরা সালাত আদায় কর, যেমন ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।'

(২) নামাজে ওয়াক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-[১১] ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا- 'নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'

এ আয়াতে নামাজের ওয়াক্তের বাধ্য-বাধকতার কথা বলা হলেও ওয়াক্তগুলো কী, তা বলা হয়নি। তাই সাহাবাগণ রাসূল (সা.) এর নিকট নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূল (সা.) এর ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন-[১২] জিবরাঈল (আ.) কাবা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার নামাজে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথম বার যোহরের নামাজ পড়ালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতপর তিনি আসরের নামাজ পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল।

---

৮. আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৯. আল কুরআন, ২৪: ৫৬

১০. বুখারী, *আল জামি*, কুতুব খানা ইসলামিয়া, দেওবন্দ: তা.বি. ২য় খণ্ড, পৃ ১০৭৬

১১. আল কুরআন, ৪: ১০৩

১২. তিরমিযী, *আল জামি*, আবওয়াবুস সালাত, হাদীস নং-১৪৩, হাদীসটির আরবী ইবারত নিম্নরূপ:
عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال امنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى الاولى منهما حين كان الفيئ مثل اشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيئ مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر و حرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيئ مثله لوقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيئ مثليه ثم صلى المغرب لوقته الاول ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم التفت الى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما هذين الوقتين –

অতপর মাগরিবের নামাজ পড়ালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং রোযাদার ইফতার করে। অতপর এশার নামাজ পড়ালেন যখন শাফাক তথা পশ্চিম আকশের লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতপর ফজরের নামাজ পড়ালেন যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হল এবং রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। তিনি দ্বিতীয় দিন যোহরের নামাজ পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হয় এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের নামাজ পড়িয়েছিলেন। অতপর আসরের নামাজ পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতপর মাগরীবের নামাজ পড়ালেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতপর এশার নামাজ পড়ালেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফজরের নামাজ পড়ালেন যখন জমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতপর জিবরাঈল (আ.) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (নামাজের) ওয়াক্ত। নামাজের ওয়াক্ত এই দু'সীমার মাঝখানে।

(৩) আল্লাহর বাণী-[১৩] حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى 'তোমরা সমস্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে।' এ আয়াতে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান হতে বলা হয়েছে। কিন্তু মধ্যবর্তী সালাত কোনটি তা বলা হয়নি।' রাসূল (সা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন-[১৪] -الصلوة الوسطى صلوة العصر 'মধ্যবর্তী সালাত হচ্ছে আসরের সালাত।'

(৪) আল্লাহ তা'আলা হজ্জের ব্যাপারে বলেন-[১৫] ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 'আর এ ঘরের হজ্জ করা হল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।' এ আয়াতে হজ্জের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু হজ্জ সম্পাদনের নিয়ম কী হবে তা বলা হয়নি। রাসূল (সা.) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন-[১৬]

-خذو اعنى منلسككم

'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম সমূহ শিখে নাও।'

(৫) আল্লাহর বাণী-[১৭] -غير المغضوب عليهم ولا الضالين 'তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।' এ আয়াতে গযব প্রাপ্ত বা অভিশপ্ত এবং পথ ভ্রষ্ট কারা, তাদের পরিচয় দেয়া হয়নি। রাসূল (সা.) তাদের পরিচয় প্রদান করে বলেন-[১৮] ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى 'নিশ্চয় অভিশপ্ত হল তারা, যারা ইহুদী। আর পথভ্রষ্ট হল তারা, যারা নাসারা।'

---

১৩. আল কুরআন, ২: ৩৮

১৪. বুখারী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. তাফসীর অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১৫. আল কুরআন, ৩ :৯৭

১৬. মুসলিম, *আসসহীহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প, ৩৭২

১৭. আল কুরআন, ১: ৭

১৮. বুখারী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. তাফসীর অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(৬) আল্লাহ তা'আলার বাণী- – واعدوالهم ما استطعتم من قوة 'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে।'[১৯] এ আয়াতে القوة এর ব্যাখ্যা কি তা বলা হয় নি। রাসূল (সা.) এর ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন-[২০]

واعدوالهم ما استطعتم من قوة وان القوة الرمى- 'তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সামর্থ তোমাদের রয়েছে, আর তা হচ্ছে, তীর-ধনুক।'

(৭) আল্লাহ তা'আলার বাণী- انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانيك هو الابتر 'নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে আপনার শত্রু সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।'[২১] এ সূরায় **الكوثر** এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার পরিচয় দেয়া হয়নি। রাসূল (সা.) **الكوثر** এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন-[২২] একদা রাসূল (সা.) মসজিদে উপস্থিত হলেন, হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা বা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতপর তিনি হাসি মুখে মাথা তুলে তাকালেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউছার পাঠ করলেন এবং বললেন তোমরা কি জান কাউছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন- الكوثر نهر اعطانيه فى الجنة 'কাউছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণ যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' এভাবে রাসূল (সা.) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা করে পবিত্র কুরআনকে সাহাবাগণের নিকট অত্যন্ত সহজবোধ্য করে তুলে ধরতেন। আর এটাই হচ্ছে- تفسير القران بالحديث বা হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা।

---

১৯. আল কুরআন, ৮ :৬০

২০. তিরমিযী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৩০২১

২১. আল কুরআন, ১০৮ : ১-৩

২২. তিরমিযি, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, তাফসীর অধ্যায় দ্রষ্টব্য, হাদীস নং-৩২৯৬

সাহাবা যুগে কুরআন তাফসীর

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট অবস্থান করে তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন মাজীদকে পুর্ণাঙ্গরূপে অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন এবং কুরআনের এ ব্যাখ্যা জেনে-বুঝে তা প্রচারের জন্য জনসম্মুখে তুলে ধরতেন।[১] পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বুঝতে না পারলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে উক্ত আয়াত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গরূপে অবহিত হতেন।[২] তাঁদের কেউ তাফসীর শিক্ষা করতেন, কেউ

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআন মুখস্থ করতেন, কেউ তা শিক্ষা দিতেন, কেউ তা প্রচারের নিমিত্ত সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করতেন।[৩] এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বলেন-আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহ করে আমাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না; বরং প্রিয় নবী (সা.) কে যা করতে দেখতাম তা শিখে নিতাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুযাঈ তা কাজে পরিণত করতাম।[৪] তাঁরা পবিত্র কুরআনকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। কেননা তাঁদের কেউ কেউ নিজেই ছিলেন কুরআন কারীম অবতরণের উপলক্ষ্য। তাঁদের নিজেদের মধ্যকার বিষয়কে কেন্দ্র করেও কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন-

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন,[৫] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে এসে আরয করলো হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি ক্ষুধায় কাতর। তখন তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট খবর পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের নিকট কিছুই পেলেন না। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আছে কি কেউ, আজ রাতে এই লোকটাকে মেহমান রূপে গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহ তার উপর রহম করবেন। তখন আনসারগণের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাজি ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)। অতপর তিনি মেহমানসহ ঘরে নিজ স্ত্রীর নিকট হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মেহমান। তাঁকে না দিয়ে কোন খাবার জমা করে রেখো না। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! আমার নিকট ছেলে মেয়েদের আহার ভিন্ন আর কিছুই নেই। তখন আনসারী বললেন, ছেলে মেয়েরা রাতে খাবার চাইলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। অতপর আমরা খেতে বসলে বাতিটি নিভিয়ে দিও। রাতে আমরা অভুক্ত থাকবো। সুতরাং স্ত্রী তা-ই করলেন। তারপর ভোর বেলা আনসারী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক এবং তার স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং নাযিল করেছেন- ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة- 'তারা নিজেদের ওপর (অন্যদের) প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত ছিল।'[৬]

১. যারকাশী, আলকুরআন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প, ৬১
২. তিরমিযী শরীফে এসছে- আল্লাহর বাণী- ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন- افى كل عام فسكت فقالوا يارسول الله افى كل عام قل لا ولوقلت نعم لوجبت 'হজ্জের এ নির্দেশ কি প্রতি বছরের জন্য? তিনি চুপ থাকলেন। তাঁরা আবার বললেন-হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এ নির্দেশ কি প্রতি বছরের জন্য? তিনি বলনে, না। যদি আমি হ্যাঁ বলতাম,তবে তা প্রতি বছরের জন্য আবশ্যক হয়ে যেত। (তিরমিযী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হজ্জ অধ্যায়)
৩. আঈনী, *উমদাতুলকারী*, দারু, এহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত: তা.বি. ১ম খণ্ড, প, ৪৬
৪. আহমাদ, *মুসনাদ*, দারুল কলম, বৈরুত: তা.বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫
৬. আল কুরআন, ৫৯ : ৯

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) বলেন-[৭] আকরা ইবনে হাবিস রাসূল (সা.) এর নিকট এলে আবু বকর (রা.) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে তার গোত্রের কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করবেন না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা উভয়ে রাসূল (সা.) এর সামনে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর চরমে পৌঁছে। আবু বকর (রা.) উমর (রা.) কে বলেন, আমার বিরোধিতা করাই আপনার উদ্দেশ্য। উমর (রা.) বললেন, না এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। তখন

এ আয়াত নাযিল হয়- يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون-
'মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।'[৮]

(৩) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-[৯] অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল (রা.)! আমাকে দ্বীনের সঠিক পথ বলে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। তাই তিনি (সা.) তাঁকে উপেক্ষা করেন এবং অন্যদের প্রতি মনোযোগী হন। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-[১০] عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى- 'তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করেছে। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ তার উপকার হত।'

(৪) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন-[১১] আমি কোন এক যুদ্ধে সবার সাথে শরিক ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনলাম সে মদীনাবাসীদেরকে বলছে- 'রাসূল (সা.) এর নিকট যে সব লোক রয়েছে, তোমরা তাদের জন্য কোন রূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। আর আমরা মদীনায় ফিরে গেলে অবশ্যই প্রবল ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) দুর্বল ব্যক্তিকে [রাসূল (সা.) কে] মদীনা থেকে বের করে দেবে।' তার এ কটুক্তি শুনে আমি আমার চাচার নিকট একথা বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সা.) এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি (সা.) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট সব কিছু বিস্তারিত বললাম। তখন তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডাকলেন। সে এবং তার সাথীরা শপথ করে বলল, তারা অনুরূপ কোন উক্তি করে নি। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। আর সে হয়ে গেল সত্যবাদী।

---

৭. তিরমিযী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং -৩২০৪
৮. আল কুরআন, ৪৯ : ২
৯. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং - ৩২৬৮
১০. আল কুরআন, ৮০ : ১-৪
১১. বুখারী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং - ৪৫৩২

এতে আমি এমন মন:কষ্ট পেলাম জীবনে কখনও অনুরূপ কষ্ট পাইনি। এমনকি আমি বাইরে চলাফেরা বাদ দিয়ে ঘরেই বসে রইলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, তুমি এমন ব্যাপারে কেন জড়িত হতে গেলে! যার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটালে। এ জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-[১২]
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون –

Dhaka University Institutional Repository

অতপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং এ সূরা তিলাওয়াত করে শুনালেন। তারপর বললেন, হে যায়েদ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।

যেহেতু সাহাবাগণ কুরআন কারীম অবতীর্ণের সময় উপস্থিত থাকতেন, তাই কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী তারা সহজেই অনুধাবন করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছির বলেন- যখন কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন আয়াতের তাফসীর পাওয়া যাবে না, তখন সাহাবাগণের বক্তব্যের শরনাপন্ন হতে হবে। কেননা তাঁরা কুরআন সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বুঝ শক্তি, জ্ঞানের প্রসারতা ও আমলের বিশুদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত।[১৩] সাহাবাগণ যখন কোন আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীসে খুঁজে পেতেন না, তখন তাঁরা নিজস্ব ইলমের আলোকে ইজতিহাদ করতেন। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাঁদের এ ইজতিহাদ করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জিবদ্দশাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীতে এসেছে জনৈক সাহাবী তাফসীর বিষয়ে পরিপক্কতা লাভের পূর্বে কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইজতিহাদ করেন-

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

'তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না (রাতের) কালো রেখার পরে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেয়া যায়। তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।'[১৪] এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আদী ইবনে হাতিম (রা.) একটি কালো সূতা ও একটি সাদা সূতা নিয়ে বালিশের নীচে রাখলেন। কিন্তু কালো সাদার পার্থক্য ধরা পড়ল না। সকাল হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কালো ও সাদা দু'টি সূতা আমার বালিশের নীচে রেখেছিলাম। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তোমার বালিশতো খুবই লম্বা দেখছি! কারণ রাতের কাল প্রান্ত রেখা ও ভোরের সাদা প্রান্ত রেখা তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না এ দু'টি সূতা নয়; বরং রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।'[১৫] আল কুরআনের অর্থ অনুধাবনের জন্য তাঁরা কখনো কখনো পূর্ববর্তী যুগের কবিদের কবিতা পাঠ করতেন। যেমন- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল কুরআনের অর্থ সমূহ তোমরা প্রাচীন কবিতা সমূহে অনুসন্ধান কর, কেননা কবিতা হল আরবের জীবনালেখ্য।[১৬]

---

১২. আল কুরআন, ৬৩ : ১

১৩. ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, (অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০৩ খৃ. পৃ. ৩

১৪. আল কুরআন, ২ : ১৮৭

১৫. বুখারী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং- ৪১৫২/৫৩

১৬. আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

এ ছাড়াও তাঁরা অনেক আয়াতের মর্মোদ্ধারে আরবের প্রচলিত প্রথার সাহায্য নিতেন। যেমন আল্লাহর বাণী-

وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا

الله لعلكم تفلحون- 'আর পিছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার।'[১৭] এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে এসেছে-

انما النسيئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤا عدة ما حرم الله فيحلو اما حرم الله۔

'এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাস গুলোর। অতপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাস গুলোকে।'[১৮]

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ আরবের ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মাঝে প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।[১৯] এমনিভাবে সাহাবাগণ পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ ব্যাপকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের কারো কারো কাছে তাফসীরের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার বিদ্যমান ছিল। সাহাবাগণ থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত ও তাফসীর সমূহের মাধ্যমেই পরবর্তীতে 'আত তাফসীর বিল মাছূর' রচনা সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের মাধ্যমেই সারা বিশ্বে ইলমে দ্বীন সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ইলমে তাফসীরের মজলিস কায়েম করেছিলেন। মদীনা, মিসর, সিরিয়া ও ইরাক সহ অসংখ্য এলাকার মসজিদ গুলোতে তাঁরা ইলমে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ ক্ষেত্রে হযরত গুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আযারবাইযান, আর্মানিয়া, সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধরত মুসলিম মুজাহিদদেরকে ইলমে কুরআন শিক্ষা দিতেন। আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরে, মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.) সিরিয়ায়, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইরাকে ইলমে কুরআন শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন।[২০] তবে ঐ যুগে তাফসীরের কোন কিতাব সংকলিত হয়নি; বরং তাফসীর চর্চা হত বিক্ষিপ্তভাবে। তাই ঐ যুগে লিখিত কোন আয়াত বা সূরার নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক তাফসীর পাওয়া যায় না।[২১] আর সেটা ছিল ইলমে তাফসীর চর্চার সূচনা কাল। সকল সাহাবী তাফসীর চর্চায় সমভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন ব্যাপারটি এমনও নয়; বরং এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইলমে তাফসীর চর্চার দিকপাল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের অবদানের নাতিদীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরা হল :

১৭. আল কুরআন, ২ : ১৮৯
১৮. আল কুরআন, ৭ : ৩৭
১৯. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুল*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৭
২০. মুহাম্মদ সাববাগ, *লামহাত ফী উলূমিল কুরআন*, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, দামেস্ক: ১৩৯৪ হি. পৃ ২০২
২১. মান্না আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

তাফসীর বিশারদ প্রসিদ্ধ সাহাবাগণ (রা.)

হযরত আলী (৬০০-৬৬৩ খৃ.)

তাঁর বংশ পরিচয় হল, আলী ইবনে আবী তালেব ইবনে আবদিল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরায়শী (রা.)। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আপন চাচাতো ভাই ও

Dhaka University Institutional Repository

জামাতা। কিশোরদের মধ্যে সর্ব প্রথম মুসলিম। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[২২] রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে খুব বেশী স্নেহ করতেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে তিনি নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'আশারা মুবাশশারা' তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন।[২৩] হযরত আলী ছিলেন بحر العلوم তথা জ্ঞানের সমুদ্রতুল্য।[২৪] নানা প্রতিকুল পরিবেশের মাঝেও তিনি জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখতেন। তিনি হাদীস,[২৫] তাফসীর ও আরবী ব্যাকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রেখেছেন। সুবক্তা ও কবি হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। 'দিওয়ান' নামে হযরত আলী (রা.) এর একটি কবিতার সংকলন পাওয়া যায়, যাতে তাঁর অনেকগুলো কবিতার ১৪০০টি শ্লোক স্থান পেয়েছে।[২৬] তাঁর সমসাময়িক সাহাবাগণ যখনই কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখনই তাঁরা হযরত আলী (রা.) এর কাছে সমাধানের জন্য চলে যেতেন।[২৭] তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে মনীষিগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন :

* হযরত আলকামা বলেন-[২৮] قيل لعطاء : اكان فى اصحاب محمد اعلم من على ؟ قال لا والله لا اعلمه

* সাঈদ ইবনে যুবাইর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-[২৯]
اذا اثبت لنا الشيئ عن على لم نعدل عنه الى غيره-

* হযরত আবু তোফায়েল (রা.) বলেন-[৩০] 'আমি আলী (রা.) কে খুৎবা প্রদান করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, কুরআন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আল্লাহর শপথ! কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি অবগত নই যে, তা রাতে নাযিল হয়েছে, না দিনে? পাহাড়ে নাযিল হয়েছে, না ময়দানে?'

* পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে হযরত আলীর (রা.) পাণ্ডিত্যের গভীরতা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মসউদ (রা.) বলেন-[৩১]

২২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: ১৯৮৯ খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ ৪৭

২৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৮

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. হযরত আলী (রা.) এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬টি। তন্মধ্যে ৪৯টি সহীহ বুখারীতে স্থান পেয়েছে। (মুহাম্মদ আবুল মাবুদ, প্রাগুক্ত)

২৬. ড. মোহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৫

২৭. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৯

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. হযরত আবু তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত, قال شهد علينا على وهو يخطب ويقول : سلونى والله لا تسالونى عن شيئ الا اخبر تكم وسلونى عن كتاب الله والله ما من اية الا وانا اعلم ابليل نزلت ام يوم افى سهل ام فى جبل -
(সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৭)

৩১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০

ان القران انزل على سبعة احرف ما منها حرف الا وله ظهر وبطن ان على بن ابى طالب عنده منه الظاهر والباطن-

'কুরআন সাত সূরতে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি সূরতের রয়েছে একটি প্রকাশ্য অর্থ ও একটি অপ্রকাশ্য অর্থ। আর আলী (রা.) এর নিকট দু'টি বিষয়ের ইলমই সমান ভাবে বিদ্যমান।'

* ইলমে তাফসীরের উপর হযরত আলীর (রা.) এর দখল কতটুকু ছিল তা তাঁর নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন-[৩২]

والله مانزلت اية الا وقد علمت فيهم نزلت واين نزلت وان ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا سوؤلا-

'আল্লাহর কসম আমি প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারেই জানি এটি কখন, কোথায়, কি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার প্রভূ আমাকে জ্ঞানপূর্ণ অন্তর ও (গ্রহণীয়) প্রার্থনার ভাষা দান করেছেন।'

রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) কে হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফত কালে রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মে তেমন একটা দেখা যেত না। কোন কোন লোকের মাঝে এ ধারণাও জন্মালো যে, তিনি খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় মর্মাহত হয়েছেন, আর এ কারণেই তিনি কোন রাষ্ট্রীয় কাজে যোগ দিচ্ছেন না। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর আমি তাফসীরের জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হয়েছি। আমি সে সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি মুহাম্মদ (সা.) কে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ফাতেহা সম্পর্কে আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা যদি আমি লিপিবদ্ধ করি, তবে সে কাগজ গুলো সাতশ উটের বোঝা হয়ে যাবে।[৩৩] হযরত আলী (রা.) যেহেতু শেষ জীবনে কুফায় বসবাস করেছেন সেহেতু ঐ অঞ্চলেই তিনি ইলমে তাফসীরের খেদমত বেশী করেছেন। আর এ কারণেই তাঁর অধিকাংশ বর্ণনা কুফার অধিবাসীদের সূত্রে বর্ণিত।[৩৪] ইমাম যাহাবী (র.) হযরত আলী (রা.) এর তাফসীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করেন।[৩৫]

اولا : طريق هشام عن محمد بن سرين عن عبيدة السليمانى عن على طريقة صحيحة يخرج منها البخارى وغيره –

ثانيا : طريق ابن ابى الحسين عن ابى الطفيل عن على وهذه طريقة صحيحة يخرج منها ابن عيينة فى تفسيره –

ثالثا : طريق الزهرى عن على زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه على وهذه طريقة صحيحة جدا حتى عدها بعضهم اصح الاساىند مطلقا –

ইলমে তাফসীর জগতের এ দিকপাল সূদীর্ঘ চার বছর নয় মাস মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ৪০ হি. সনের ১৭ই রমযান শনিবার প্রত্যুষে পাপিষ্ঠ আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম আল খারেজীর

৩২. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩৩. ইমাম উদ্দিন ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প, ১২৭
৩৪. তাকী ওসমানী, *উলূমুল কুরআন*, মাকতাবা দারুল উলূম, করাচি, ১৪১৫ হি. ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮
৩৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর দু'সম্মানীত পুত্র হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁকে শেষ গোসল প্রদান করেন এবং হযরত হাসান (রা.) তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। রাতের শেষ প্রহরে কুফার ইযযী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬২০-৬৯১ খৃ.)

তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ (রা.)। কুনিয়াত আবুল আব্বাস। পিতার নাম আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা.) তাঁর আপন খালা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কার শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন।[২] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। এতদসত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদিস মুখস্থ করে সংরক্ষণ করেন।[৩] তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লক্ষণীয়। একদা হযরত উমর (রা.) কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আব্দুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলে উমর (রা.) বলেন-[৪] 'এ তো দেখছি বৃদ্ধদের মত যুবক।' তিনি ছিলেন বয়সে নবীন কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। তাঁর সম্পর্কে আমর ইবনে হাবশী বলেন, আমি ইবনে উমারকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন তুমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস কর, কেননা মুহাম্মদ (সা.) এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।[৫] হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে স্বল্প বয়স সত্বেও উমর (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর কাছে কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বিভিন্ন মজলিসে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সীরাত, মাগাযী, সাহিত্য ও ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।[৬] তাঁকে কেন্দ্র করে মক্কায় তাফসীর শাস্ত্রের একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন-[৭] মক্কার লোকেরা কুরআনের তাফসীরের চমৎকার জ্ঞান রাখেন, কারণ তাঁরা ইবনে আব্বাসের শিষ্য। তাফসীর শাস্ত্রে অনন্য পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে ترجمان القرآن বা 'কুরআনের ভাষ্যকার' উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল।[৮] তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি কয়েক জন বিশেষজ্ঞ আলিমের মতামত থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

---

১. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৩
২. ড. ফাহাদ রুমী, *উলুমুত তাফসীর*, মাকতাবাতুত তাওবা, রিয়াদ : ১৪১৬ হি. পৃ. ২৮
৩. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১
৪. প্রাগুক্ত
৫. ইবনে হাজার আসকালনী, ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৩২
৬. এন সাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম (উর্দু), উদ্ধৃত : বিখ্যাত মুফাসসির বর্গ (১০০-৪০০হি.) : জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি। (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ) গবেষক : মোহা: নজরুল ইসলাম খান, ঢা.বি. ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২৩৬
৭. আযযাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫
৮. যাহাবী, *সিয়ারু আলম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭

❖ হযরত আলী (রা.) বলেন- কুরআনের তাফসীর বর্ণনার প্রাক্কালে মনে হয় যেন ইবনে আব্বাস একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল থেকে অদৃশ্য বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করছেন।[৯]

❖ হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ইন্তিকাল করলে হযরত আবু গুরায়রা (রা.) মন্তব্য করেন, এই উম্মতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা ইবনে আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।[১০]

❖ মুজাহিদ (র.) বলেন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যখন তাফসীর করতেন তখন আমি তাঁর মধ্যে নূর দেখতে পেতাম।[১১]

❖ মাসরুক ইবনে আজদা বলেন- আমি যখন ইবনে আব্বাসকে দেখলাম তখন বললাম সুন্দরতম ব্যক্তি, যখন তাঁর কথা শুনলাম বললাম সর্বোত্তম প্রাঞ্জলভাষী এবং যখন তিনি আলোচনা করলেন বললাম, সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।[১২]

❖ হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন- হযরত আলী (রা.) এর যুগে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হজ্জের দলপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণে সূরা বাকারা পাঠ করেন এবং এমন সুন্দর ভাবে তাফসীর করেন যে, যদি তুরস্ক, রোম ও দাহলামের কাফিরগণ তা শুনতে পেত তবে তারাও তৎক্ষনাৎ বিনা বাক্যে মুসলমান হয়ে যেত।[১৩]

❖ ইবনে উমর (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কুরআন সম্পর্কে উম্মাতের মধ্যে হযরত আব্বাস (রা.) হচ্ছেন সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[১৪]

❖ হযরত ওরওয়া (রা.) বলেন- ইলমে তাফসীরে ইবনে আব্বাসের তুল্য কোন জ্ঞানী লোক আমার নযরে পড়েনি।[১৫]

ইবনে আব্বাসের তাফসীরের পদ্ধতি ছিল- কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআনের অন্য আয়াত পাওয়া না গেলে তিনি হাদীস দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। যদি কোন হাদীস পাওয়া না যেত তাহলে তিনি ইজতিহাদ দ্বারা তাফসীর করতেন। এ জন্যে তিনি আরবদের রীতিনীতি ও তাঁদের প্রচলিত বাগধারা এবং প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যও নিতেন। তিনি শব্দগত বিশ্লেষণে বেশী প্রয়াসী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি বলতেন-[১৬] 'যখন তোমরা কুরআনের কোন আয়াত পড় এবং তার মর্মার্থ বুঝতে না পার, তাহলে আরবদের কবিতা গুচ্ছ তালাশ কর। কেননা, কবিতা হল আরবদের দিওয়ান।'[১৭]

তাফসীর শাস্ত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) এর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রসিদ্ধি মুলত পাঁচটি কারণে হয়েছিল।[১৮] কারণ গুলো হল-

---

৯. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১০. আযযাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

১১. ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইবনে কাসীর, মুখবন্ধ, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ৪১

১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

১৩. ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১৪. আযযাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১৫. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৬. গুসনুস সাহাবা ফি শারহে আশআরিশ সাহাবা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

১৭. – اذا قرأ ثم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى اشعار العرب فان الشعر ديوان العرب

১৮. আযযাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসি রুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১। মহানবী (সা.) এর দু'আ : রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছেন-
اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ' হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাকে তাবিল বা ব্যাখ্যা শিখাও।'[১৯] اللهم علمه الكتاب والحكمة 'হে আল্লাহ! তাকে কুরআন ও হিকমাত শিক্ষা দাও।'[২০]

اللهم بارك فيه وانشر منه

'হে আল্লাহ! তার মাঝে বরকত দান কর এবং তার মাধ্যমে ইলমের চর্চা ব্যাপক কর।'[২১]

اللهم اته الحكمة

'হে আল্লাহ! তাকে তুমি হিকমাত দান কর।'[২২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবাবে গিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে লক্ষ্য করে বললেন- এ লোকটি আপনার উম্মাতের মধ্যে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, আপনি তাঁর জন্য দু'আ করুন।[২৩]

২। **রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্য্য লাভ** ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সরাসরি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন পবিত্র কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা, সেহেতু তিনি কুরআনের অনেক ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নীতি সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

৩। **শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ** ঃ এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর আমি একটি বিষয়ে জানার জন্য এক সাহাবীর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে আমি তাঁর দরজায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতাস ধুলাবালি উড়িয়ে আমার শরীর একাকার করে ফেলল। অথচ আমি তাঁকে জাগ্রত করে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিতেন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাচাতো ভাই! আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দিলে তো আমি নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে আসতাম। তখন আমি বললাম, জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে বিতরণ করার বস্তু নয়।[২৪]

৪। **আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য** ঃ তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বড় মাপের পণ্ডিত ছিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক রীতি-নীতির ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী বলেন-[২৫]

حفظه للغة العربية معرفته لغريبها وادابها وخصائصها واساليبها وكثيرا ما كان يستشهد للمعنى الذى يفهمه من لفظ القران بالبيت والاكثر من الشعر العربى –

---

১৯. ইবনে হাজার আসকালানী, *আল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩
২০. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭
২১. ইবনে হাজার আস কালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৩
২২. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩
২৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৮
২৪. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৮
২৫. আয যাহবী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫। ইজতিহাদ করার যোগ্যতা ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা দিয়েছিলেন। কুরআনের বিভিন্ন জটিল আয়াতের যৌক্তিক সমাধান তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে প্রদান করতে পারতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা.) এর কাছে কুরআনের এই আয়াত[২৬] সম্পর্কে- ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنا هما ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। লোকটি ইবনে আব্বাসের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আকাশের মুখ বন্ধ হওয়ার' অর্থ বৃষ্টি বন্ধ হওয়া, আর 'জমিনের মুখ বন্ধ হওয়ার' অর্থ উদ্ভিদ না জন্মানো।' অতপর 'আকাশের মুখ খোলা' অর্থ বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া 'আর জমিনের মুখ খোলা' অর্থ উদ্ভিদ জন্মানো। লোকটি ফিরে ইবনে উমর (রা.) কে ইবনে আব্বাসের (রা.) কৃত ব্যাখ্যা শুনালেন। তখন ইবনে উমর (রা.) বললেন-[২৭] আমি এ যাবৎ মনে করতাম, কুরআন সম্পর্কে কথা বলা ইবনে আব্বাসের (রা.) দু:সাহস বৈ কিছুই নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, সত্যিই তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।[২৮]

ইলমে তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) অগাধ পাণ্ডিত্যের পিছনে যে, রাসূল (সা.) এর পবিত্র দু'আই যে মূল কারণ তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন-[২৯] একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি খুব খুশী হলেন। নামাজে যখন দাঁড়ালাম তখন আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। নামাজ শেষ করে আমার দিকে তিনি ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়াতে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো? বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার দৃষ্টিতে আপনি মহা সম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে, আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করিনি। সাথে সাথে তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন- اللهم اته الحكمة 'আল্লাহ! আপনি তাকে বিজ্ঞান দান করুন।'

আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় নবীর এ দু'আ কবুল করেন এবং হাশেমী বালককে এত অধিক জ্ঞান দান করেন যে, বড় বড় জ্ঞানীদেরও তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা.) যুগে হিজরী ২৭ সনে মিসরের ওয়ালী আব্দুল্লাহ ইবন আরবী সাবাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজীরের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন : 'আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।'[৩০] এ মহান মনীষী সুদীর্ঘ দিন আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কাজ করে ৬৮ হি. মুতাবিক ৬৮৬ /৬৮৮ খৃ. তায়েফ নগরে ইন্তিকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। তাঁকে তায়েফ নগরীতেই দাফন করা হয়।[৩১]

২৬. আল কুরআন, ২১: ৩০
২৭. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮
২৮. قد كنت اقول : ما يعجبنى جرأة ابن عباس على تفسير القران فالان قد علمت انه اوتى علما -
২৯. আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (জন্ম : অজ্ঞাত- মৃত্যু- ৩২ হি.)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবাগণের মধ্যে যারা পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাহাবাগণের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন পাঠের গৌরব অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের তালিকায় তিনি ছিলেন ষষ্ঠ।[১] তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, মাতার নাম উম্মু আবদ, কুনিয়াত আবু আব্দির রহমান। লোকজন তাঁকে 'ইবনু উম্মে আবদ' বলে ডাকত।[২] তিনি কিশোর বয়সে মক্কার গিরিপথে কুরাইশ নেতা 'উকবা ইবনে আবু মুইতের' ছাগল চড়াতেন। কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পিপাসিত অবস্থায় ছাগলের রাখাল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে দুধ পান করতে চাইলেন। তিনি এতে অসম্মতি জানালেন। তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন না; বরং তাঁর আমানতদারীতা দেখে তাঁদের মুখ মণ্ডলে এক উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। পরবর্তীতে ইবনে মাসউদ নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা এমন একটি ছোট্ট ছাগীর দিকে ইশারা করলেন যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাগীটি ধরে ফেললেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে হাত দিয়ে ওলান মলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ওলান থেকে প্রচুর পরিমাণ দুধ বের হতে থাকে। তিন জনে মিলে তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। ইবনে মাসউদ অবাক হয়ে বললেন, আপনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন- 'তুমি শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক।'[৩] এর কিছু দিন পর তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কুরাইশদের অত্যাচারে নিপতিত হন। বাধ্য হয়ে প্রথমে হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরাত করেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক, বায়'আতে রিদওয়ান ও খায়বার সহ অসংখ্য যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সফর সঙ্গী ছিলেন।[৪] তিনি সাহাবাগণের মধ্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বিদ্ধান সাহাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআনের একজন সর্বোত্তম পাঠক ও ইসলামের বিধি-বিধানের একজন নির্ভরযোগ্য আলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৫] তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[৬] من سره ان يقرأ القران عضا كما انزل فليقرأ **على قراءة ابن ام عبد** 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যে ভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে-সে যেন ইবনু উম্মে আবদ এর পাঠের অনুসরণ করে।' সাহাবাগণের মধ্যে যাঁদের থেকে অধিক পরিমাণ কুরআনের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) অন্যতম।[৭] তাঁর বর্ণিত তাফসীর হযরত আলী (রা.) এর চেয়েও বেশী।

১. আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪
২. আয যাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩
৩. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩
৫. প্রাগুক্ত,
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৭. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৯

এ প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রা.) নিজে বলেন-[৮] والذى لااله غيره مانزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ولواعلم مكان احد اعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتيته –

'আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই, যার সম্পর্কে আমি অবগত নই যে, তা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। যদি আমি জানতাম যে, কুরআনের জ্ঞান আমার চেয়ে কারো কাছে বেশী আছে এবং কোনভাবে সেখানে পৌঁছা যাবে, তবে অবশ্যই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুগত ছাত্র হিসেবে নিজেকে পেশ করতাম।'

ইবনে মাসউদের (রা.) এ বক্তব্য কুরআনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও কুরআন গবেষণায় তাঁর অনন্য অবদানের ইঙ্গিত বহন করে। প্রখ্যাত তাবেঈ মাসরূক (র.) বলেন-[৯] كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار- 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদের সামনে কুরআনের একটি সূরা পাঠ করতেন। অতপর দিনের অধিকাংশ সময়ে সে সূরার তাফসীর ও এসম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করে কাটিয়ে দিতেন।' এ প্রসঙ্গে মাসরূক (র.) আরো বলেন-[১০]

انتهى علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ستة : **عمر وعلى وعبد الله بن** مسعود وابى بن كعب وابو الدرداء وزيد بن ثابت ثم انتهى علم هؤلاء الستة الى رجلين : **على وعبد الله**-

'জ্ঞান ছয়জন সাহাবীর মধ্যে বিদ্যমান, আর তাঁরা হচ্ছেন- উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, আবু দারদা এবং যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)। অতপর এই ছয় জনের জ্ঞান দুইজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর তাঁর হচ্ছেন হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.)।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেন-[১১] 'ইবনে মাসউদ উম্মাতের জন্য যে সব মাসআলা প্রস্তাব করবে আমি তার উপর সম্মত আছি।' ইলমে ক্বিরাআতের উপর ইবনে মাসউদের পাণ্ডিত্য ছিল সুবিখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-[১২] তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর ১. ইবনে মাসউদ, ২. সালিম মাওলা আবি হুযাইফা, ৩. মু'আয ইবনে জাবাল ৪. উবাই ইবনে কাব (রা.)।

ইবনে মাসউদ (রা.) এর পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কতটা গভীর জ্ঞানছিল তা নিম্নের একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ঘটনাটি ছিল : একবার উমর (রা.) এক সফরে রাতের বেলা একটি অপরিচিত কাফেলার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঐ কাফেলায় ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন কিন্তু উমর (রা.) তা জানতেন না। তাই উমর (রা.) তাঁদের ডেকে কাফেলার আগমন স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ইবনে মাসউদ (রা.) 'আমিক' উপত্যকার কথা বলে জবাব দেন। কাফেলা কোথায় যাবে? বাইতুল আতিকে। এ জবাব শুনে উমর (রা.) বুঝতে পারলেন এই কাফেলায় নিশ্চয়ই কোন আলিম ব্যক্তি আছেন।

---

৮. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৯. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬

১০. কাওসারী, *নসবুল বারিয়াহ*, মাতবাআতুল আনওয়ার, মুখবন্ধ, কায়রো: (তা.বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

১১. ইন সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, (উর্দু) পৃ. ১৭২

১২. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্, ১৪২

এপর উমর (রা.) বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ইবনে মাসউদ (রা.) তার উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল এরূপ :

আল কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? ইবনে মাসউদ বলেন-[১৩]

الله لااله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم الخ

সর্বাধিক ন্যায়-নীতির ভাব প্রকাশক আয়াত কোনটি? তিনি বলেন-[১৪]

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى الخ

ব্যাপকার্থবোধক আয়াত কোনটি? তিনি বলেন-[১৫]

فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره –

সর্বাধিক ভিত্তিমূল সম্পন্ন আয়াত কোনটি? তিনি বলেন-[১৬]

ليس بامنيكم ولا امانيه اهل الكتاب من يعمل سوءا الخ –

সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত কোনটি? তিনি বলেন-[১৭]

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الخ –

উত্তরগুলো শুনে হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন, আপনাদের মাঝে কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আছে।

হযরত উমর (রা.) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) কে কুফার গভর্ণর নিয়োগ দিয়ে তাঁর সাথে ইবনে মাসউদ (রা.) কে তাঁর উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে কুফায় প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা.) যখন কুফায় আগমন করেন, তখন কুফাবাসীগণ ইবনে মাসউদ (রা.) এর প্রশংসা করে বলেছিলেন-[১৮]

ما رأينا رجلا احسن خلقا ولا ارفق تعليما ولا احسن مجالسة ولا اشد ورعا من ابن مسعود-

কুফা বাসীদের এই অভিব্যক্তি শুনে হযরত আলী খুব খুশী হলেন এবং বললেন-

اللهم انى اشهدك اللهم انى اقول فيه مثل ماقالوا او افضل-

বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই তাফসীর চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠে। তিনি যুক্তির ভিত্তিতে বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাঁর থেকে অসংখ্য তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলকামা, মাসরূক, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ, আবু ইসমাইল মুররা, আবু আমর, আমর বিন শুরাহিল (র.) হলেন ইবনে মাসউদ (রা.) এর উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তিনি ৩২ হি. সনে ষাট বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। খলীফা উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান এবং হযরত উসমান ইবনে মাজউনের (রা.) কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৯]

---

১৩ আল কুরআন, ২ : ২৫৫

১৪ আল কুরআন, ১৬ : ৯০

১৫ আল কুরআন, ৯৯ : ৮

১৬ আল কুরআন, ৪ : ১২৩

১৭ আল কুরআন, ৩৯ : ৫৩

১৮ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা*, দারুল কলম, বৈরুত: ১৯৮৫ খ. ৩য় খণ্ড, পৃ.১৫৬

১৯ আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

উবাই বিন কাব (জন্ম : অজ্ঞাত, মৃ. ৩৩ হি.)

খোলাফায়ে রাশিদার যুগে যারা তাফসীর শাস্ত্রের গবেষণায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন, হযরত উবাই বিন কাব (রা.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- اقرؤهم ابى بن كعب 'সাহাবাগণের মাঝে উবাই বিন কাব সর্বোত্তম ক্বারী।'[১] তাঁর পরিচয় হচ্ছে- ابو المنذر او ابوالطفيل ابى بن كعب بن قيس الانصارى الخزرجى তিনি বায়'আতে আকাবা ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল কুরআনে তাঁর চমৎকার পারদর্শীতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ওহী লিখার কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি কুরআনের আয়াত সমূহের শানে নুযূল, অবতীর্ণের স্থান, নাসিখ-মানসূখসহ অনেক বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মত পণ্ডিত সাহাবীও তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেছেন।[২] এ প্রসঙ্গে হযরত মা'মার (রা.) বলেন-[৩] عامه علم ابن عباس من ثلاثة : عمرو على وابى بن كعب 'ইবনে আব্বাসের জ্ঞান ভাণ্ডার তিন জনের থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে। উমর, আলী ও উবাই বিন কাব (রা.)।'

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উবাই বিন কাব (রা.) সর্ব প্রথম তাফসীর কারক যাঁর তাফসীর গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হয়।[৪] তাঁর তাফসীর গ্রন্থের একটি বিরাট সংকলন ছিল যা আবু জাফর রাযি (র.) রবি ইবনে আনাসের মধ্যস্থতায় আবু আলিয়া হতে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাকেম প্রমূখ তাঁর থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। আর এ সংকলনটি পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল।[৫]

উবাই বিন কাব (রা.) প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- 'হে ইবনে কাব আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন- আমি যেন তোমাকে – لم يكن الذين كفروا পাঠ করে শুনাই। ইবনে কাব (রা.) বললেন- আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে এ কথা বলেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ। অতপর ইবনে কাব কাঁদতে শুরু করলেন।'[৬] তাঁকে মদীনার অন্যতম ইয়াহুদী ধর্মগুরু বলে গণ্য করা হত। ইসলাম পূর্ব জীবনে তিনি তাওরাতসহ অন্যান্য যে সকল ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছিলেন, মূলত: সেই জ্ঞানই তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনে।[৭] উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট একটি চিঠি পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সা.) চিঠিটি উবাই বিন কাবের দ্বারা পাঠ করিয়ে শুনেন।[৮]

---

১. তিরমিযী, *আল জামি*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৬৫; ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮
২. ত্বাকী ওসমানী, *উলূমুল কুরআন*, (বাংলা অনুবাদ) আল জামিআতুল সিদ্দিকীয়া, ঢাকা : ২০০৫ খৃ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৩. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮
৪. ত্বাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৫. সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৬. ইমাম আহমদ, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩
৭. ইবনে হাজর, *আল ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯
৮. বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান আবু উসামা আল জাশামীর মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল (সা.) উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান।[৯] আবু বকর (রা.) এর সময় কুরআন সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়, উবাই (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন, আর অন্যরা লিখতেন। এই দলটির সকলেই ছিলেন উঁচু স্তরের আলিম। তিনি তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। খলীফা উমর (রা.) এর খেলাফত কালের পুরো সময়টা তিনি 'ফাতাওয়া বিভাগের' দায়িত্বশীল ছিলেন।[১০] মদীনার আনসারগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন 'আলিম' কেউ ছিলেন না। কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফজ ও ক্বিরাআতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত।[১১] তাঁর এই পাণ্ডিত্যের কারণে হযরত ফারুকে আজম তাঁকে খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। এমনকি তিনি নিজেই বিভিন্ন মাসআলার সমাধান জানার জন্য সময়ে-অসময়ে তাঁর গৃহে গমন করতেন।[১২]

একদিন রাসূল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা.) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, এই ইলম তোমাকে খুশী করুক।[১৩] তিনি ছিলেন মুফাসসির সাহাবীদের অন্যতম। এই শাস্ত্রের বড় একটি অংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা সমূহ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রচুর পরিমাণ নকল করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং ইমাম আসেম তাঁর মুসনাদে কিছু বর্ণনা সংকলন করেছেন।[১৪] তিনি আল্লাহর ভয়ে সব সময় কাঁদতেন। কুরআন পাঠের সময় ভীষণ ভীত হয়ে পড়তেন। বিশেষত: সূরা আল আন'আমের ৬৫ নং আয়াত ও পরবর্তী আযাবের আয়াতগুলো যখন পাঠ করতেন তখন তাঁর শঙ্কা ও ভয়ের সীমা থাকত না। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি হযরত উসমানের (রা.) খিলাফত কালে ৩৯ হি. সনের কোন এক শুক্রবারে ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁকে মদীনায় দাফন করা হয়।[১৫]

---

৯. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
১২. প্রাগুক্ত
১৩. আয যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭
১৪. আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
১৫. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

তাবিঈ যুগে কুরআন তাফসীর

সাহাবাগণের পবিত্র সাহচর্য তাবিঈগণের মাঝে ইলমে তাফসীর চর্চার প্রতি একটি অদম্য প্রেরণা তৈরী করে। তাঁদের অনেকে তাফসীর বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য সাহাবাগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কঠিন পরিশ্রম করে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে সাহাবাগণের দরসের মজলিসে অংশ গ্রহণ করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করলে তাবিঈগণ সাহাবাগণের সাথে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত মুসলিম জাহানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই কুরআন সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন।[১]

তাবিঈগণের বিভিন্ন ছোট ছোট দল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একজন মুফাসসির সাহাবীর নেতৃত্বে ইলমে তাফসীর চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।[২] মক্কা কেন্দ্রের উস্তাজ ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন-[৩]

اعلم الناس بالتفسير اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس –

‘মক্কার অধিবাসীগণ কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর জ্ঞানের অধিকারী। কেননা তাঁরা ইবনে আব্বাসের শিষ্য।’

ইবনে আব্বাসের (রা.) ছাত্রদের মধ্যে সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরামা, তাউস ও আতা ইবনে রাবাহ (র.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মদীনা কেন্দ্রের মূল উস্তাজ ছিলেন হযরত উবাইন বিন কাব (রা.)।[৪] তিনি এখানে নিয়মিত তাফসীরের দরস দিতেন। অনেক তাবিঈ তাঁর দরসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যাঁরা পরবর্তীতে ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-[৫] হাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী ও যায়েদ ইবনে আসলাম (র.)।

আর ইরাক ছিল ইলমে তাফসীর চর্চার লীলাভূমি। এখানে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সাহাবা আগমন করেন। শুধু কুফা নগরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ১০৫০ জন সাহাবার শুভাগমন ঘটেছিল, যাঁদের মধ্যে ২৪ জন বদরী সাহাবাও ছিলেন।[৬] হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন ইরাক কেন্দ্রের প্রধান উস্তাজ। এ কেন্দ্রে তিনি নিয়মিত দরস দিতেন।[৭] তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন-আলকামা, মাসরূক, আসওয়াদ, মুররা, আমর বিন শুরাহিল, হাসান আল বসরী, কাতাদা, শুরাইহ, ইব্রাহীম ও উবায়দা আস সালমানী (র.) প্রমুখ। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রচেষ্টায়ই ইলমে তাফসীর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। ইলমে তাফসীর চর্চার ক্ষেত্রে যে সকল তাবিঈ অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
২. ড. এম. এম. রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: পৃ. ৩২১
৩. সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮
৪. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১
৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৬. আবুল বাশার দুলাবী, *কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪
৭. ড. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

সাঈদ বিন জুবাইর (৪৫-৯৪ হি.)

তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ সাঈদ ইবনে জুবাইর ইবনে হিশাম আল আসাদী আল ওয়ালী।[৮] তিনি ৪৫ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু মানের আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। সাহাবাগণের বড় একটি জামাত থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাফসীর শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তাফসীর চর্চার সাথে সাথে তিনি ফিক্‌হ, হাদীস ও কিরাআত শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৯]

- ❖ ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক বলেন-[১০] সাঈদ বিন জুবাইর রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি এক রাতে ইবনে মাসউদের ক্বিরাআত, অন্যরাতে যায়েদ ইবনে সাবিতের ক্বিরাআত, আরেক রাতে অন্যদের ক্বিরাআত পাঠ করতেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আনাস, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। যা একবার শুনতেন তা মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ :
- ❖ কাতাদাহ (র.) বলেন- [১১] তবিঈগণের মধ্যে চারজন জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন- ১. আতা বিন রাবাহা হজ্জ সম্পর্কে ২. সাঈদ বিন জুবাইর তাফসীর সম্পর্কে ৩. ইকরামা সীরাত সম্পর্কে এবং ৪. হাসান বসরী হালাল-হারাম সম্পর্কে।
- ❖ সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন-[১২] তোমরা চার ব্যক্তি থেকে তাফসীর গ্রহণ কর- ১. সাঈদ বিন জুবাইর ২. মুজাহিদ ৩. ইকরামা এবং ৪. দাহহাক (র.)।
- ❖ খুছাইফ (র.) বলেন-[১৩] প্রজ্ঞাবান তাবিঈগণের মাঝে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তালাক, আতা হজ্জ, তাউস হালাল-হারাম, মুজাহিদ তাফসীরে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আর সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) উক্ত সব বিষয়ে পরদর্শী ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে কুফাবাসী কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে ফাতাওয়া জানতে গেলে তিনি বলতেন, আমার কাছে আস কেন, তোমাদের কাছে কি সাঈদ ইবনে যুবাইর নেই?
- ❖ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.) বলেন-[১৪] সাঈদ ইবনে জুবাইরের মুরসাল রিওয়ায়াত গুলো আতা ও মুজাহিদ (র.) এর মুরসাল রিওয়ায়াত সমূহের তুলনায় আমার নিকট অধিক প্রিয়।
- ❖ আমর ইবনে মায়মুন তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন-[১৫] যখন সাঈদ ইবনে জুবাইর ইন্তিকাল করেন, তখন পৃথিবীতে এমন কেউ ছিল না যারা তাঁর ইলমের মুখাপেক্ষী হয় নি।

---

৮. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২
৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
১০. প্রাগুক্ত
১১. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
১৪. ইবনে হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৪১৫ হি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪
১৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩

❖ আহমদ বিন হাম্বাল বলেন-[১৬] হাজ্জাজ সাঈদ বিন জুবাইরকে যখন হত্যা করে তখন জমিনের সব মানুষ তাঁর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের (র.) নির্দেশে এক খানি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খলিফা তাঁর তাফসীর গ্রন্থটিকে শাহী গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেছিলেন। কিছু কাল পর এই তাফসীর গ্রন্থটি হযরত আতা ইবনে দিনারের হস্তগত হয়। তিনি এই সংকলনটির উপর ভিত্তি করে এই তাফসীরের রিওয়ায়াত গুলোকে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) হতে মুরসাল তথা তথ্য সূত্র বিহীন বর্ণনা করতেন।[১৭]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) ইবাদত ও যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। রাতের ইবাদতে আল্লাহর ভয়ে অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করতেন। আর এভাবে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করতে করতে তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়।[১৮] তিনি হিজরী ৯৫ সালের শাবান মাসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।[১৯]

মুজাহিদ ইবনে জাবর (২১-১০৩ হি.)

তিনি হলেন আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর আল মাখযুমী। কেউ কেউ তাঁর পিতার নাম যুবাইর বলেছেন।[২০] তিনি তাবিঈগণের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুফাসসির। তিনি ২১ হি. উমর (রা.) এর খিলাফত কালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। বানু মাখযুম গোত্রের সাথে তাঁর বংশীয় যোগসূত্র ছিল। তিনি ছিলেন আস সাইব ইবনে আবিল সাইবের আযাদকৃত দাস।[২১] তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের সাহচর্যে থেকে ইলমে তাফসীর আত্মস্থ করেন। তিনি বলেছেন-[২২] 'আমি তিন বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) নিকট শিখেছি ও বুঝেছি।' ইবনে হাজার বলেন-[২৩] তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) সাথে ত্রিশ বছর পবিত্র কুরআন দাওর করেছেন এবং তিন বার তাফসীর পড়েছেন। তিনি তাফসীরের ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিদর্শন ছিলেন।[২৪] তিনি লেখার সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন এবং ওস্তাজ যা বলতেন তা সাথে সাথে লিখে নিতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবি মুলাইকাহ (র.) বলেন-[২৫] আমি মুজাহিদকে দেখেছি যে, তিনি কিতাব, কলম, দোয়াত নিয়ে ইবনে আব্বাসের কাছে যেতেন এবং কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করে লিখতে থাকতেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে বলতেন- লিখতে থাক। এভাবে তিনি গোটা কুরআনের তাফসীর লিখে রাখেন। মুজাহিদ (র.) কোন তাফসীর করলে সকলেই তা নির্দ্ধিধায় মেনে নিতেন। তাঁর তাফসীরে মুক্ত বিবেকের প্রাবল্য বিদ্যমান।[২৬]

---

১৬. আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
১৭. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮
১৮. তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫
১৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩
২০. নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুব আল ইলামিয়্যা, বৈরুত, তাঃ বিঃ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩
২১. মান্না আল কাত্তান, *মুআসসাসাতুর রিসালাহ*, বৈরুতঃ ১৯৯৯ খৃ. ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৪৯
২২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪
২৩. তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, দারুল ফিকার, বৈরুতঃ তা.বি. মুখবন্ধ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০
২৪. ইবনে কাসির, *তাফসীর ইবনে কাসির* (ড. মুজীবুর রহমান অনূদিত), মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫
২৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫
২৬. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

তাঁর তাফসীরের পর কেউ অন্য কারো তাফসীরের প্রয়োজন মনে করতেন না। ইলমে তাফসীরে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বিভিন্ন মনীষিদের বক্তব্যে আরো চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সুফিয়ান সাওরী তাঁর কোন ছাত্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন-[৮]

اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به –

'যখন তোমার কাছে মুজাহিদের সূত্রে কোন তাফসীর আসবে, তুমি তা যথেষ্ট মনে করে গ্রহণ করবে।' সুফিয়ান সাওরী আরো বলেছেন-[৯] চার ব্যক্তি থেকে তাফসীর গ্রহণ কর- ১. সাঈদ বিন যুবাইর, ২. মুজাহিদ, ৩. ইকরামা ও ৪. দাহহাক (র.)।

আল্লামা সাবুনী বলেন-[১০] تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل ابن عباس وقرأه عليه قراءة تفهم وتدبر و وقوف عند كل اية من ايات القران يسأله عن معناها ويتفسره عن اسرارها- 'মুজাহিদ তাঁর সুযোগ্য উস্তাজ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কুরআনের তাফসীর, ইলমে ক্বিরাআত এবং প্রতিটি আয়াতের প্রকাশ্য ভাবধারা ও সামগ্রিক গুঢ় রহস্য প্রশ্ন করে বুঝে নিয়েছেন।' কাতাদা বলেন-[১১] اعلم من بقى بالتفسير مجاهد- 'মুজাহিদই তাফসীর শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় আলিম।' সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন-[১৫] চার ব্যক্তি থেকে তাফসীর অনন্য- ১. সাঈদ বিন যুবাইর, ২. মুজাহিদ, ৩. ইকরামা ও ৪. দাহহাক (র.)। তিনি একজন তাবিঈ হলেও সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। এ ব্যাপারে মুজাহিদ (র.) স্বয়ং বলেন-[১৬] - صحبت ابن عمر و انى اريد ان اخدمه فكان هو يخدمنى 'আমি ইবনে ওমরের সঙ্গে অবস্থান করি। এ সময়ে আমি তাঁর খেদমত করতে চাইলে তিনিই আমার খেদমত করেন।'

মুজাহিদের (র.) মেধা ও স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে তিনি সহজেই মুখস্থ করতে পারতেন। একবার ইবনে ওমর (রা.) মুজাহিদের (র.) ঘোড়ার রেকাব ধরে বলেছিলেন-[১৭] - وددت ان نافعا يحفظ حفظك 'আমি চাই নাফে তোমার মতই স্মরণ শক্তির অধিকারী হোক।' মনীষিগণের মন্তব্যগুলো থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, হযরত মুজাহিদ (র.) ছিলেন একজন উঁচু মানের আলিম ও তাফসীরবেত্তা। বিশ্বব্যাপী কুরআনের ব্যাখ্যা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ১০৩ হি. সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।[১৮]

---

৮. যাহাবী, *তাযাকিরাতুল হুফফায*, দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ: তা: বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬
৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২
১০. আলী সাবুনী, *তিবইয়ান*, আলামুল কুতুব, মক্কা : ১৯৮৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮
১১. আবু নাঈম, হুল ইয়াতুল আউলিয়া, দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত: ১৯৮৭ খৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫
১২. মান্না আল কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫
১৩. সুয়ূতী আল ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১৬. সুয়ূতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪

আবুল আলিয়া (মৃ. ৯০ হি.)

তাঁর নাম রাফী বিন মাহারান। কুনিয়াত আবুল আলিয়া। তিনি প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুফাসসিরগণের অন্যতম। তিনি বনী রবিয়াহ গোত্রের একজন নারীর মুক্তদাস ছিলেন।[১] রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর ৬০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি হযরত আলি, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, উবাই বিন কাব ও আয়েশা (রা.) সহ অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবা থেকে তাফসীর বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুঈন, আবু যুরআ ও আবু হাতেম (র.) তাঁকে একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন এবং এতে দক্ষতা অর্জন করেন। কুরআনের ক্বিরাআত সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। কাতাদাহ (র.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পর তিনি ১০ বছর ক্বিরাতুল কুরআন চর্চা করেন। হযরত হাফসা (রা.) এর বর্ণনা মতে তিনি ওমর (রা.) এর সামনে তিন বার কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন। ইবনে আবি দাউদ বলেন-[২] ليس احد بعد الصحابة اعلم بالقراءة من ابى العالية 'সাহাবাগণের পরে আবুল আলিয়া থেকে ইলমে ক্বিরাআতে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই।'

তিনি উবাই বিন কাব (রা.) থেকে বর্ণনা করে তাফসীরের একটি কপি তৈরী করেন। তাঁর বর্ণনার এ সব সূত্র ছিল অতীব বিশুদ্ধ। ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম (র.) তাঁর নুসখা থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ ভাবে হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে ও ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে তাঁর থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৩] আবুল আলিয়া (র.) ফিক্‌হ ও তাফসীর শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বেশী। ইবনে আব্বাস (রা.) আবুল আলিয়া (র.) কে নিজ খাটের উপর বসাতেন আর অন্যদেরকে নিচে বসতে দিতেন এবং বলতেন-[৪] - هكذا العلم يزيد الشريف شرفا 'ইলম এ ভাবেই সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মান বাড়িয়ে দেয়।'

ড. হুসাইন আযযাহাবীর মতে, তিনি ৯০ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।[৫] আর আলী সাবুনীর মতে, তিনি ৯৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।[৬]

---

১. আলী সাবুনী, *আততিবইয়ান*, আলামুল কুতুব, মক্কা: ১৯৮৫ খৃ. ১ম সং, পৃ. ৮২
২. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫
৩. প্রাগুক্ত
৪. আলী সাবুনী, *আততিবইয়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৬. আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

হাসান আল বসরী (২১-১১০ হি.)

হযরত হাসান আল বসরী (র.) বিশিষ্ট তাবিঈ মুফাসসিরগণের অন্যতম। তাঁর নাম হাসান, উপনাম আবু সাঈদ। পিতার নাম ইয়াসার। বংশ পরস্পরা হচ্ছে- আবু সাঈদ আল হাসান বিন আবিল হাসান ইয়াসার আল বসরী।[১]

তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে হাসান বসরী নামেই খ্যাত। ইরাক বিজয় অভিযান কালে তাঁর পিতাকে মায়সান হতে ক্রীতদাস রূপে মদিনায় আনয়ন করা হয়। তিনি বিখ্যাত সাহাবী যায়েদ বিন সাবিতের আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন। উম্মু সালামার আশ্রিতা খায়রার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দাম্পত্য বন্ধনের ফলে ২১ হি./৬৪২ খৃ. দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আজমের শাসনামলে হাসান বসরী মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] নবী (সা.) এর পরিবারে হাসান বসরীর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। অতপর তিনি আলী (রা.) এর কাছে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ও তাসাউফ শিক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি মদিনা ও বসরার বহু মুহাদ্দিস ও ফকীহ থেকে জ্ঞানার্জন করে সমকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতে পরিণত হন। তিনি ১২০ জন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তন্মধ্যে ৭১ জন ছিলেন বদরী সাহাবা।[৩] বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক ইরাকে প্রতিষ্ঠিত তাফসীর কেন্দ্রের তিনি প্রখ্যাত উস্তাজ ছিলেন। বসরা বাসীদের ইমাম, সুফিদের উস্তাজ ও সমকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে মনীষিগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়-

ইমাম গাজালী বলেন-[৪]

كان الحسن البصرى اشبه الناس كلاما بكلام الانبياء واقربهم هديا من الصحابة وكان فى غاية عن الفصاحة تتصبب الحكمة من فمه

আল্লামা বিকরুল মুযানী বলেন-[৫] من سره ان ينظر الى اعلم عالم ادركناه فى زمانه فلينظر الى الحسن

আদনাছাবী বলেন-[৬]

كان من سادات التابعين وافتى فى زمان الصحابة بالغ الفصاحة وبليغ المواعظ كثير العلم بالقران ومعانيه

১. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪
২. সম্পাদনা পর্ষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৯
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫
৬. আদনাছাবী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদিনা : ১৯৯৮ খৃ. ১ম সং, পৃ. ১২

ইবনে সাদ বলেন-[৭]

كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مامونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما۔

ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও অসাধারণ বাগ্মী হাসান বসরীর (র.) উপদেশ-নসীহতের প্রভাবে অসংখ্য মানুষ আলোর পথের সন্ধান পেয়েছে। সত্য প্রকাশে তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না। তদানীন্তন খ্যাতিমান ব্যক্তি ইবনে সিরিন, আশশাবী (র.) কে ইয়াযিদের খিলাফতের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে- তাঁরা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে সাহস পান নি, কিন্তু হাসান বসরী (র.) অকপটে ইয়াযিদের খিলাফতের অধিকার অস্বীকার করেন।[৮]

হাসান বসরীর সম্মুখে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তিনি সে সব আয়াতের তাফসীর করতেন। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহাত শুনে শ্রোতামণ্ডলীদের অনেকে কেঁদে ফেলতেন।[৯] এ মহান মনীষী ১১০ হি./৭২৮ খৃ. বসরায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।[১০]

আবু আবদিল্লাহ ইকরামা (২৫-১০৫ হি.)

ইকরামা (র.) তাবিঈগনের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মুফাসসির। তাঁর নিজের পূর্ণ নাম আবু আবদিল্লাহ ইকরামা আল বারবারী আল মাদানী মাওলা ইবনে আব্বাস।[১১] তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম হওয়াতে 'মাওলা ইবনে আব্বাস' নামে বেশী প্রসিদ্ধ। তিনি আফ্রিকার বারবারী বংশীয় ক্রীতদাস ছিলেন।[১২] হুসাইন ইবনে আবিল হুর আল আম্বারী নামক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা.) কে এই গোলাম উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন।[১৩] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে স্বযত্নে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। তিনি ইবনে আব্বাস ছাড়াও আলী ইবনে আবি তালিব, আবু হুরাইরা, ইবনে উমর, ইবনে আমর ও আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) সহ বেশ কয়েকজন সাহাবা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[১৪] তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধনায় নিবেদিত প্রাণ। জ্ঞানন্বেষণ যেন তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য মোহে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন-[১৫] 'আমি বিদ্যান্বেষণে চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছি।'

৭. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫
৮. ~~ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯~~
৯. প্রাগুক্ত
১০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
১১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭
১২. ত্বাকী উসমানী, *উলুমুল কুরআন*, (বাংলা অনুবাদ), আল জামিআতুস সিদ্দিকীয়া, ঢাকা: তা. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. আসকালানী, *তাহযিবুত তাহযিব*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬
১৫. ত্বাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

এই দীর্ঘ সময় বিদ্যান্বেষণে থাকার কারণে তাঁকে পৃথিবীর অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ভ্রমণ করতে হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি হিসেবে স্বীকৃত মিশর, শাম, ইরাক ও আফ্রিকাসহ অসংখ্য দেশ।[৬] তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। সমসাময়িক মনীষিগণ তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন-[৭] - **ما بقى احد اعلم بكتب الله من عكرمة** 'আমাদের যুগে ইকরামার চেয়ে কুরআনের বড় কোন আলিম জীবিত নেই।'

ইমাম যাহাবী বলেন-[৮] তিনি তাফসীর ও মাগাযীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

কাতাদাহ বলেন-[৯] তাবিঈগণের মাঝে বড় আলিম ছিলেন চারজন ১. আতা, ২. সাঈদ বিন জুবাইর, ৩. ইকরামা, ৪. হাসান বসরী (র.)।

হাবিব বিন আবি সাবিত বলেন-[১০]

اجتمع خمسة : طاوس ومجاهد وسعيدبن جبير وعكرمة وعطاء فاقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير فلم يسألاه عن اية الافسرها لها-

ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব আল মিসরী বলেন-[১১]

قال لى ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة فقلت : **لا قل فاتكم ثلثا العلم-**

আমর বিন দিনার বলেন-[১২]

رفع الى جابر بن زيد مسائل اسأل عنها عكرمة وجعل يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر فسلوه-

ইবনে হাব্বান বলেন-[১৩] ইকরামা তাঁর যুগের বিশিষ্ট ফিকহবিদ ও কুরআন বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন।

সামাক বিন হারব বলেন-[১৪] আমি ইকরামাকে বলতে শুনেছি, لقد فسرت ما بين اللوحين

এখানে لوحين দ্বারা মাসাহিফের মাঝে যা আছে তাঁর সব কিছু বুঝানো হয়েছে।

ইকরামা নিজে বলেন-[১৫] – كان ابن عباس يعلمنى القران والسنن

ইকরামা আরো বলেন-[১৬] - كل شيئ احدثكم فى القران فهو من ابن عباس

---

৬. ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫
৭. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬
৮. যারাকনী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩
৯. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬
১০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং মুজাহিদও (র.) তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। ইকরামা যতদিন বসরায় বসবাস করেছেন ততদিন হাসান বসরী (র.) নিজে কোন ফাতাওয়া দিতেন না।[১৭] ইমাম যাহাবীর মতে, তাঁর থেকে প্রায় ৩০০ জন ব্যক্তি রিওয়ায়াত করেছেন। তন্মধ্যে ৭০ জনের বেশী ছিল তাবিঈ। তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে জ্ঞানার্জন করে অবশেষে মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনার আমির তাঁকে তলব করলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাক্ষাৎ করেন নি।[১৮] সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করে রেখেছিল। তিনি গ্রেফতারী এড়ানোর জন্য এক রকম আত্মগোপন করেই থেকেছিলেন। আর আত্মগোপনে থাকা অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর দিন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল-[১৯] مات افقه الناس واشعر الناس 'আজ সবচেয়ে বড় ফকীহ ও সবচেয়ে বড় কবির ইন্তিকাল হয়েছে।' তাফসীর শাস্ত্রের এ মহান সাধক ১০৪ হি. ইন্তিকাল করেন।[২০] আলী সাবুনীর মতে তিনি ১০৫ হি. মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[২১]

আতা বিন রাবাহ (১৭-১১৪ হি.)

তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাবিঈগণের মধ্যে হযরত আতা বিন রাবাহ (র.) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নাম আতা, উপনাম আবু মুহাম্মদ। পিতার নাম আবু রাবাহ। তাঁর নসব নামা হল- আবু মুহাম্মদ আতা বিন আবি রাবাহ বিন আসলাম আল মাক্কী আল কুরাশী।[২২] তিনি ২৭ হি. সালে জানাদে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩] তিনি কালো, অন্ধ ও প্যারালাইসিস রুগী ছিলেন।[২৪] মক্কায় বসবাস করার কারণে তিনি ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আমর বিন আস (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবার কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। তাঁর নিজের বর্ণনা মতে, তিনি প্রায় ২০০ সাহাবার সাহচর্য লাভ করেন।[২৫] যার ফলশ্রুতিতে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজন স্বীকৃত। মনীষিগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

মক্কা বাসীগণ যখন হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে ফতওয়া জানার জন্য হাজির হতেন তখন তিনি বলতেন-[২৬] তোমাদের কাছে কি আতা নেই?

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন-[২৭]ما رأيت فيمن لقيت افضل من عطاء 'যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তন্মধ্যে আতার চেয়ে উত্তম কাউকে আমি দেখিনি।'

---

১৭. এন সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১৮. যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১৯. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫
২০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২
২১. আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২২. আদনাছাবী, *তাবাকুতুল মুফাসসিরিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৩. প্রাগুক্ত,
২৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. প্রাগুক্ত,
২৭. প্রাগুক্ত

কাতাদাহ বলেন-[২৮] كان اعلم التابعين اربعة : كان عطاء بن ابى رباح اعلمهم بالمناسك وكان سعيدبن جبير اعلمهم بالتفسير وكان عكرمة اعلمهم بالسير وكان الحسن اعلمهم بالحلال والحرام-

'তাবিঈগণের মধ্যে চারজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আতা বিন রাবাহ মানাসিক সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানতেন। সাঈদ বিন জুবাইর তাফসীর সম্পর্কে, ইকরামা সিয়ার সম্পর্কে ও হাসান বসরী হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক পারদর্শী ছিলেন।

ইবনে হাব্বান বলেন-[২৯] كان من سادات التابعين فقها وعلما و ورعا وفضلا 'তিনি বুঝ, প্রজ্ঞা, খোদাভীত ও ফযিলতের দিক থেকে তাবিঈগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।'

আওযাঈ বলেন-[৩০] ات عطاء يوم عطاء وهو ارضى اهل الارض عند الناس

সালাম বিন কুহাইল বলেন-[৩১]

ما رأيت احدا يريد بهذا العلم وجه الله الا ثلاثة : عطاء و مجاهد وطاؤس-

উল্লেখিত বক্তব্যগুলো দ্বারা এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, আতা বিন রাবাহ খুব বড় মাপের একজন আলিম ছিলেন। তবে তাফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে আতার চেয়েও মুজাহিদ ও সাঈদ বিন জুবাইরের বর্ণনা বেশী পাওয়া যায়। আর এই কম সংখ্যক বর্ণনার কারণে তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাঁর মর্যাদার কোন কমতি নেই। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনার কমতির কারণ হল, তিনি বুদ্ধি ভিত্তিক তাফসীর এড়িয়ে চলতেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল আযিয বিন রাফী বলেন-[৩২]

سئل عطاء عن مسألة فقال : لا ادرى فقال له الا تقول فيها برأيك ؟ قال انى استحى من الله ان يدان فى الارض برائ-

দীর্ঘদিন ইলমে দ্বীনের খেদমত করে এ মহান মনীষী ১১৫ হি. সালে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩৩] ড. হুসাইন আযযাহাবীর মতে, তিনি ১১৪ হি. সালে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৩৩. আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

তাবিঈ পরবর্তী যুগে তাফসীর শাস্ত্রের গতিধারা

ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.) পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিতেন তা লেখা হত না । কুরআনের পঠন,পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সাহাবীগণও পবিত্র কুরআনের তাফসীরকে বিভিন্ন দরসের মজলিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁরা এবিষয়ে লেখায় হাত দেন নি। তাবিঈগণও সাহাবাগণের পথ অনুসরণ করেছেন। যার কারণে হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ কোন তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হয় নি বললেই চলে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে হাদিস সংগ্রহ এবং গ্রন্থনার পাশাপাশি কুরআনের তাফসীর রচনাও জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হয়। কেহ সনদ ভিত্তিক, আবার কেহ মতন ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।

একদল মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণ করে সনদ ভিত্তিক তাফসীর রচনায় ব্রতী হন। এক্ষেত্রে আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আততাবারী (২২৪-৩১০হি.) ছিলেন পথিকৃৎ।[১] তিনি দীর্ঘ দিন সাধনা করে তিন হাজার পৃষ্ঠায় আল কুরআনের একটি সুবিন্যস্ত হাদীস ভিত্তিক প্রামাণ্য তাফসীর সংকলন করেন। যার শিরোনাম দিয়েছেন 'জামিউল বায়ান 'আন তা'বীলি আয়িল কুরআন'।[২] এ গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা আল জাবুরী বলেন- তাফসীর জগতে তাবারীর তাফসীর একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন, এটি তাফসীর বিল মাছুরের ক্ষেত্রে তাফসীর বেত্তাদের নির্ভরযোগ্য উৎস ও উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।[৩] আল কুরআনের ভাষ্য গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা ইসনাদের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তাফসীর রচনায় ব্রতী হয়েছেন ইমাম তাবারী তাঁদের শীর্ষে। এ তাফসীর রচনায় তিনি বিশেষভাবে যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে - হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে সনদ বা বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা রক্ষা করা। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার প্রতিটি হাদীসই সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন এবং সনদ বর্ণনায় ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থে কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতিটিও সমভাবে গ্রহণ করেছেন।[৪]

---

১. আয যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮

২. প্রাগুক্ত

৩. আলজাবুরী, *দিরাসাতুন ফিততাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

৪. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আত তাবারী, *তাফসীর তাবারী* (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: *১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫*

তাবারীর তাফসীরের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তিনি প্রায় প্রতিটি আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.), সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণিত হাদীস সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালে মুফাসসিরগণ এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই তাফসীর গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগি হয়েছিলেন।[৫] আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন[৬]- রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে কেবল তাফসীরে তাবারী গ্রন্থটিই প্রথম বিরচিত হয়েছিল। এর পূর্বে এমন তাফসীর আর একটিও রচিত হয়নি। পরবর্তীকালে আল্লামা তাবারীর অনুসরণে অনেকেই তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের বিখ্যাত কয়েকজনের বর্ণনা নিন্মরূপঃ

১. আবুল্লায়স নাসের ইবনু মুহাম্মদ (র.)

আল্লামা আবুল্লায়স নাসের ইবনু মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আসসামারকান্দী আল হানাফী (মৃ.৩৭৫ হি.) তাঁর সমসাময়িক যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন।[৭] তিনি সনদের বিশুদ্ধতা পর্যালোচনা করে রিওয়ায়াত ভিত্তিক এক খানা তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন। যার শিরোনাম দিয়েছেন ‘বাহরুল উলুম’। হাদীসের পাশাপাশি তিনি এক আয়াতের তাফসীরে অন্য আয়াতকেও গ্রহণ করেছেন। উল্লেখিত গ্রন্থটি স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়। এ গ্রন্থটির তিনটি বড় বড় খণ্ড ‘দারুল কুতুব’ মিসর পাণ্ডুলিপি আকারে প্রদর্শন করে। তন্মধ্যে দুটি খণ্ড আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুতুব খানা-ই-তায়মুরিয়্যাতে সংরক্ষিত আছে।[৮]

২. হুসাইন ইবনু মাসউদ আল বাগাভী (র.)

আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনু মাসউদ আল বাগাভী (র.) তাঁর সময়ের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। ইসলামের প্রাজ্ঞ আলিম ও সেবক হিসেবে তাঁকে ‘শাইখুল ইসলাম’ উপাধি দেয়া হয়। তিনি সুদীর্ঘ কাল সাধনা করে ‘মা‘আলিমুত তানযীল’ শিরোনামে চার খণ্ডে বিশুদ্ধ বর্ণনা ভিত্তিক একটি তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন।[৯]

---

৫. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৬. আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, ১ম সং, পৃ. ৫০

৭. যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৯৭

৮. ড. আব্দুল ওয়াহহাব ইবরাহীম, *কিতাবুল বাহাছ ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ*, দারুশ শারক, জিদ্দাঃ ১৯৮৬ খৃ. পৃ, ১৭৯

৯. শুয়াইব, *শরহুসসুন্নাহ*, মুকাদ্দিমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০

আত তাফসীর বিল মা'ছুর হিসেবে এটি একটি সমাদৃত তাফসীর গ্রন্থ। এটিকে সংক্ষেপে তাফসীরে বাগাভীও বলা হয়।[১০] গ্রন্থটি প্রসঙ্গে আল্লামা বাগাভী (র.) নিজে বলেন-

> "আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমি এ গ্রন্থটিকে একত্রিত করতে পেরেছি। বিশুদ্ধ তাফসীর মূলক বর্ণনা গুলোকে অতি দীর্ঘ সূত্রে বা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন পূর্বক গ্রন্থটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি এবং যথা সম্ভব সর্তকতার সাথে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সমূহ উল্লেখ করেছি।"[১১]

৩. আবু ইসহাক আহমাদ ইবনু ইবরাহীম (র.)

আল্লামা আবু ইসহাক আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আছ ছা'লাবি আন্ নিশাপুরী (মৃ. ৪২৭ হি.) ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম ও আল কুরআনের অন্যতম গবেষক। তাঁর সংকলিত তাফসীর গ্রন্থ 'আল কাশ্‌ফ ওয়াল বায়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন' তাফসীরে মা'ছূর হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।[১২] বড় ৪টি খণ্ডে 'মাক্‌তাবাতুল আযহার' মিশর হতে তা প্রকাশিত হয়। তার ৪র্থ খণ্ডের সূরা আল ফুরকান এর তাফসীর বর্তমানে পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত সবটুকু অংশই ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র ভিত্তিক তাফসীর হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়।[১৩]

৪. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)

আবুল ফযল জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবি বকর বিন ওসমান আসসুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত আলিম ও গবেষক। ইলমে দ্বীনের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে তাঁর গবেষণাকর্মের ছোঁয়া লাগেনি। তাঁর লেখনী শক্তির আলোচনা তাঁর সমসাময়িক আলিমগণের মাঝে সুবিখ্যাত ছিল। তাঁর ছাত্র দাউদী বলেন- আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি দৈনিক তিন দিস্তা কাগজ রচনা ও সম্পাদনা করতেন।[১৪] তাঁর বিরচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ টি বলে নানা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[১৫] এ অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আদ দুররুল মানসূর ফিত্ তাফসীর বিল মাছূর' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ তাফসীর গ্রন্থটি রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে সু-পরিচিত।

---

১০. ড. আব্দুল ওয়াহহাব ইবরাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১
১১. ইমাম বাগাভী, *মা' আলিমুত তানযীল*, ১ম খণ্ড, পৃ.১
১২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২২৭
১৩. প্রাগুক্ত,
১৪. আবুল ফযল, *বুগয়াতুল উ'আত লিস সুয়ূতী* এর টীকাকার, ১ম খণ্ড, পৃ.১০
১৫. নাজমুদ্দীন আল গুযযী, *আল কাওয়াকিবুস সাইরাহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮

এতে কোন তাফসীর বির-রায় গ্রহণ করা হয়নি।[১৬] আত তাফসীর বিল মাছূর হিসেবে এ তাফসীর সংকলনটি বিশ্বব্যাপি সু-প্রসিদ্ধ।

তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে ইমাম তাবারীকে যেমন সনদ ভিত্তিক তাফসীর রচনা ধারার পথিকৃৎ বলা হয়, তেমন ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মাহমুদ আল মাতুরিদী (২৪৮-৩৩৩হি.) কে মতন ভিত্তিক তাফসীর ধারার পথিকৃৎ বলা হয়।[১৭] তিনিই সর্ব প্রথম কুরআনের তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে সনদ অপেক্ষা মতনের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তাফসীর রচনায় ব্রতী হন। তিনি তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে তা'বীলের নীতিতে তাফসীর রচনা করেন। মতনের মর্ম প্রকাশের জন্য তিনি এক আয়াতকে অন্য আয়াত এবং হাদীস দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, সীরাহ, তাবাকাত প্রভৃতি সূত্র ব্যবহার করেন। তিনি কোন কোন স্থানে যুক্তি ও বিবেকের সমর্থনকেও ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লেখা 'তা'বীলাতুল কুরআন' গ্রন্থটি তাফসীর বিষয়ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ । এ গ্রন্থটি মুসলিম মিল্লাতের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কাশফুয যুনুন প্রণেতা বলেন-[১৮] এটি 'তা'বীলাতু আহলিস সুন্নাহ' নামে সমধিক পরিচিত।

৬৬৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি মিশরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আছে। ইমাম মাতুরিদী তার তাফসীরের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদাকে আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সাথে মুতাযিলাদের বিরোধ লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তিনি দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে তার জবাব তুলে ধরেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতাবলী থেকে ফিক্হী মাসআলা মাসায়িলও উদ্ভাবন করেছেন। যা তাঁর পূর্ববর্তী কোন তাফসীর গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়নি।

সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেই আল কুরাশী বলেন-[১৯]

انه لايوازنه كتاب ولا يدانيه شي من تصانيف من سبقه في ذلك الفن

---

১৬. ড. আব্দুল ওয়াহহাব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৯

১৭. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬

১৮. হাজী খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

১৯. ড. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মাতুরিদী তাফসীর শাস্ত্রে যে মতন ভিত্তিক পদ্ধতি সংযোজন করেন, তার প্রভাব পরবর্তী কালের মুফাসসিরগণকে অত্যন্ত আলোড়িত করে। তাঁর তাফসীর পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দুনিয়ায় অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. **মাফাতিহুল গায়িব:** এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (মৃ. ৫৪৪ হি)। মুসলিম মিল্লাতের কাছে এটি 'তাফসীরে কাবীর' নামে পরিচিত।[২০]

২. **আন ওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল:** এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী (মৃ. ৬৯১ হি.)। এটি 'তাফসীরে বায়যাবী' নামে পরিচিত।[২১]

৩. **তাফসীরু আবীস সাউদ:** এ তাফসীর গ্রন্থটি আল্লামা আবুস সাউদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুস্তাফা তাহাভী (মৃ. ৯৫২ হি.) রচনা করেন।[২২]

৪. **মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল:** এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবুল বারাকাত আবু আব্দুলাহ আন নাসাফী (মৃ. ৭০১হি.)।[২৩]

৫. **লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল:** এ তাফসীর গ্রন্থ খানা রচনা করেন ইমাম আলা উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল বাগদাদী (মৃ. ৭৪১ হি.)। এ গ্রন্থটি 'তাফসীরে খাযিন' হিসেবে পরিচিত।[২৪]

৬. **আল বাহরুল মুহিত:** এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন আল্লামা আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী (মৃ. ৭৪৫হি.)।[২৫]

৮. **তাফসীরু রুহিল মা'আনী:** এ তাফসীর গ্রন্থখানা আল্লামা আবুস সানা শিহাবুদ্দিন আল সাইয়্যিদ মাহমুদ আফিন্দী আল আলুসী (মৃ.১২৭০ হি.) রচনা করেন।[২৬]

৭. **তাফসীরু রূহিল বায়ান:** এ তাফসীর গ্রন্থখানা শায়খ ইসমাইল (জ. ১০৩৬ হি.) রচনা করেন।[২৭]

---

২০. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২

২১. শায়খ যাদাহ, *হাশিয়া শায়খ যাদাহ আলা তাফসীরি বায়যাবী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪

২২. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

২৩. প্রাগুক্ত,

২৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৪

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

২৬. The Encyclo padia of Islam (Leiden. 1978). Vol. 1. p.191.

২৭. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরের গুণাবলী

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর মতে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করার জন্য কমপক্ষে ১৫টি বিষয়ের ইলম অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন[১]-

يحتاج المفسر اليها وهي خمسة عشر احدها اللغة الثاني النحو الثالث التصريف الرابع الاشتقاق
الخامس المعاني السادس البيان السابع البديع الثالم القرءات التاسع اصول ا لدين
العاشر اصول الفقه الحادي عشر اسباب النزول والقصص الثاني عشر الناسخ والمنسوخ الثالث
عشر الفقه الرابع عشر الاحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم الخامس عشر علم الموهبة قال
[redacted] ابن ابي الدنيا وعلوم القران وما يستنبط منه بحر لاساحل له قال فهذه لعلوم التي هي كالالة
للمفسر لا يكون مفسرا الابتحصيلها فمن فسر بدونها كان مفسرا بالراي المنهي عنه-

মুফাস্‌সির কে তাফসীর করতে হলে যে পনরটি ইলমের প্রয়োজন তা হচ্ছে-

১. ইলমুল-লুগাহ (علم اللغة) তথা ভাষা জ্ঞান:

মুফাসসিরকে অবশ্যই আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং শব্দের ব্যবহার রীতি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ হতে হবে। মুজাহিদ (র.) বলেন-[২]

لايحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخران يتكلم في كتاب الله اذ لم يكن عالما بلغات العرب-

'যিনি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন, আরবদের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলা তার জন্য বৈধ হবে না।'

২. ইলমুন নাহু (علم النحو) বা আরবী বাক্য প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান:

মুফাসসিরকে অবশ্যই ইলমুন নাহুর জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা ইরাবের বিভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। নাহুর জ্ঞান ব্যতীত পার্থক্য জনিত আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে উদঘাটন করা সম্ভব নয়।

৩. ইলমুস-সারফ (علم الصرف) তথা আরবী শব্দ প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান:

মুফাসসিরকে অবশ্যই ইলমুস সারফ এর সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শব্দ গঠন ও শব্দের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হলে অর্থের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না । যেমন ইমাম (امام) শব্দটি সৃষ্টিগত ভাবে একবচন যার বহুবচন আইম্মা (اءمة)। কেউ যদি ইমাম কে উম্মুন (ام) শব্দের বহুবচন ধরে নেয় তা হবে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ইলমুস সরফ জনা না থাকলে আল কুরআনের সঠিক তাফসীর উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

---

১. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩২

২. প্রাগুক্ত

৪. ইলমুল ইশতিকাক (علم الاشتقاق) বা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞান:

একই শব্দ বুৎপত্তিগত ভাবে ভিন্ন শব্দ থেকে নির্গত হলে অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্যই মুফাসসিরকে ইলমুল ইশতিকাক এর জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন- المسيح শব্দটি المسح এবং السياحة উভয় শব্দ থেকে গঠিত হতে পারে। কিন্তু উভয়ের অর্থের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান।[৩]

৫. ইলমুল মা'আনী (علم المعاني) বা শব্দ প্রয়োগের অলংকরণ জ্ঞান:

৬. ইলমুল বায়ান (علم البيان) বা ভাব প্রকাশের অলংকারণ জ্ঞান:

৭. ইলমুল বাদী (علم البديع) বা বাক্য প্রয়োগের অংলংকরণ জ্ঞান:

এ তিনটি ইলম ইলমুল বালাগাত (علم البلاغة) এর অংশ। শব্দের তাৎপর্য, বাক্যের বিন্যাস, ও তাৎপর্য অনুধাবন, ছন্দবদ্ধ বক্তব্য থেকে বক্তব্যের মূল তাৎপর্য অনুধাবন এবং আল কুরআনের মূল রহস্য ও কাংখিত তাৎপর্য উদঘাটনে এ তিন প্রকার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম সুয়ূতী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন-[৪]

وهي من اعظم اركان المفسر لانه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز وانما يدرك بهذه العلوم

'একজন মুফাসসিরের জন্য এ তিন প্রকার ইলম উল্লেখযোগ্য উপাদান। কুরআনের অলৌকিকত্ব অনুধাবন করা এসব ইলমের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়।'

৮. ইলমুল ক্বিরাআত (علم القرأت) বা আল কুরআন পঠনরীতি জ্ঞান:

আল কুরআনের ক্বিরাআত পদ্ধতির পার্থক্যে অর্থ ও তাৎপর্যের পার্থক্য হয়ে যায়। তাই মুফাসসিরকে অবশ্যই ইলমুল ক্বিরাআত সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. উসূলুদ্দীন (اصول الدين) বা দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ও মূলনীতির জ্ঞান:

দ্বীনির মূলনীতির মধ্যে রয়েছে আকাঈদ, ইবাদাত ও সিয়াসাত। আকাঈদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদ, সার্বভৌমত্ব, কিতাবুল্লাহ, রিসালাত, মালাইকা ও আখিরাতের উপর দৃঢ় আকীদা পোষণ করা। ইবাদতের মধ্যে রয়েছে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ। আর সিয়াসাতে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রিসালাতের পদ্ধতিতে আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পর খিলাফাত 'আলা মিনহাজুন নবুয়্যাহ (الخلافة علي منهاج النبوة) তথা নবুয়তী ধারায় খিলাফাত প্রতিষ্ঠা। একজন মুফাসসিরকে কুরআনের মূলভাব অনুধাবনের প্রয়োজনে দ্বীনের এসব মূলনীতির তত্ত্ব, তথ্য ও প্রায়োগিক জ্ঞান থাকতে হবে ।

১০. উসূলুল ফিক্হ (اصول الفقه) বা ফিকহের মূলনীতি জ্ঞান:

মুফাসসিরকে কিতাবুল্লাহ, রাসূলুল্লাহর (সা.) সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ধারা ও উপধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী হতে হবে, যাতে কুরআনের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও জিজ্ঞাসার জবাব বের করতে সক্ষম হন।

---

৩. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৪. প্রাগুক্ত

১১. **আসবাবুন নুযূল ওয়াল কাসাস (اسباب النزول والقصص) বা আবতীর্ণের কারণ ও ঘটনাবলীর জ্ঞান:** সূরা ও আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার কাল, প্রেক্ষিত, কারণ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা আয়াত বা সূরা অবতীর্নের কারণ জানা ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়।

১২. **আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ (الناسخ والمنسوخ) বা রহিতকারী আয়াত ও রহিত আয়াত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান:** যে আয়াত বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে তা জানা না থাকলে মুফাসসির কুরআনের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন না।

১৩. **ইলমুল ফিকহ (علم الفقه) বা আইনশাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান:**
ফিক্‌হের জ্ঞান না থাকলে কুরআন মজীদের আয়াত থেকে শরী'আতের হুকুম আহকাম বের করা সম্ভব নয়।

১৪. **উলূমুল হাদীস (علوم الحديث) তথা হাদীস সম্পর্কীয় ইলম:** এ ইলমটি এজন্যই জরুরী যে, কুরআন মাজীদের মুজমাল ও মুতাশাবিহ বা জটিল-দুর্বোধ্য আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখনি:সৃত বাণী থেকে প্রদান করতে না পারলে নিজের খেয়াল খুশীমত তাফসীর করতে বাধ্য হবেন যা হারাম।

১৫. **ইলমুল মাওহিবাহ (علم الموهبة) বা আল্লাহ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞান:** ইসলামী পরিভাষায় যাকে ইলমুল লাদুন্নী (علم لدني) বলা হয়।
ইলমুল মাওহিবা বলতে বুঝায়[৫]

هوعلم يورثه الله تعالي لمن عمل بما علم واليه الاشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم

কোন কোন কুরআন বিশারদ উপরোক্ত গুণাবলীর সাথে নিম্ন লিখিত ইলমী যোগ্যতা থাকাও মুফাসসিরের জন্য আবশ্যক বলে মতামত পেশ করেছেন:

১৬. মুফাসসিরকে আল্লাহর যাত , সিফাত, হুকুম ও ইখতিয়ারাত সম্পর্কে সঠিক ধারণার অধিকারী হতে হবে। এ ছাড়া মহানবীর (সা.) এর রিসালাতের দায়িত্ব ও মর্যাদা এবং তার গোটা সীরাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে হবে।[৬]

১৭. আল কুরআন যে সমাজে অবতীর্ণ হয়েছিল সে সমাজের সঠিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। এ ছাড়া মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে আরব ভূমিতে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সে বিপ্লব সম্পর্কেও যথাযথ জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়।[৭]

১৮. উলূমুল কুরআনের বিভিন্ন দিক তথা মুহকাম , মুতাশাবিহ, ইজায, আমসাল, তাশবীহ, ওহী, মাক্কী, মাদানী সূরা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।[৮]

---

৫. প্রাগুক্ত

৬. ড. মোহম্মদ বেলাল, *মোফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী: ২০১১, স. ১, পৃ. ১০,১১

৭. প্রাগুক্ত

৮. প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চা : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চার স্বরূপ

তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খৃ. রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লখ্নৌ থেকে বিতাড়িত করে বাংলা জয় করেন এবং বিজিত অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হেনে বাংলা ভাষা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।[১] অতপর তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গ জয় করেন। তাঁর এ বঙ্গ বিজয়ের পর থেকেই মুসলমানদের সাথে বাংলা ভাষার একটি ঘনি' সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[২] মুসলমানগণ বঙ্গ দেশে মাসজিদ, মাদরাসা ও খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩] কোন কোন রক্ষণশীল মুসলমান এদেশীয় কুরআনী ভাষায় সাহিত্য রচনাকে সুনজরে না দেখলেও কিছু সাহিত্যিক মাতৃভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কুরআনী সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন। ১৪শ শতকের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'য়ুসুফ জলিখা' কাব্য গ্রন্থ এ কাজের প্রত্যক্ষ দলীল হিসেবে স্বীকৃত। তিনি লিখেন:[৪]

> "দেখিলাম পরেতখ কিবা এ স্বপন।
> এক দৃষ্টি নেহাল পাসরি আপন ॥
> হাতেত তুরঞ্জ ফল কাতি খরসান।
> হস্ত সমে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান ॥
> কেহ ফল কাটিতে আঙ্গুলি কাটিয়া নিল।
> কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল ॥
> ---------------------------------
> ---------------------------------
> স্তিরি সবে বোলে এই মনুষ্য মুরতি।
> স্বর্গ মৈর্ত পাতালি জিনিয়া রূপ খ্যাতি ॥"

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১৯৬৫, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩

২. অধ্যাপক আলী আহমদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ*, সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ.৫৭

৩. প্রাগুক্ত

৪. উদ্ধৃতি, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ইউসুফ *জোলেখা*, ঢাকা: ১৯৮৪, পৃ. ১২৫

পর্যালোচনা করে দেখা যায় শাহ মুহাম্মদ সগীরের উক্ত কাব্যাংশটি পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসূফের ৩১ নং আয়াতের ভাবভিত্তিক ব্যাখ্যা।[৫] ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি সৈয়দ সুলতানের কবিতাতেও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ন্যায় মাতৃভাষা বাংলায় কুরআনের মর্ম প্রচারসহ ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

তিনি লিখেন-[৬]

‘রূমী সবে রূম ভাসে কোরানের কতা।
লোক সবে লিখি লই করেন্ত বেবস্তা ॥
তুরকি স্থানে তুরকি ভাসে য়াপোনার।
কোরানের কতা সব লিক্ষি লইয়া সার ॥
সামী সবে সামী ভাসে কোরানের মর্ম।
সুনিয়া কবিতে য়াছ মোছলামি কর্ম্ম ॥

কত দেশ কত ভাসে কোরানের কতা।
দিন মোহাম্মদি বুজি দেয়ন্ত বেবস্তা ॥

বাংলায় ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসার বগুকাল পূর্ব থেকে ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ চর্চা শুরু হয় অনেক পরে। এর পেছনে নিম্নোক্ত কারণদ্বয় উল্লেখযোগ্য।[৬]

ক. দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের সরকারী ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল ফার্সী ও উর্দু ভাষা। এ দু’ভাষায় প্রচুর পরিমাণে কুরআনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও কুরআন বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা ভাষায় কুরআন ও তাফসীর চর্চার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

খ. বগুকাল পর্যন্ত রক্ষণশীল বাঙ্গালী মুসলমানগণ কুরআন তরজমা করাকে বে-শরা বা ধর্মগর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কুরআন অনূদিত হলে কুরআনের পবিত্রতা ন’ হয়ে যাবে এবং মুসলমান সমাজ বিভ্রান্ত হবে।

---

৫. সূরা ইউসুফের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে- فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله الخ
‘যখন তারা তাঁকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল: কখনই নয়-এ ব্যক্তি মানব নয়! এতো কোন মহান ফেরেশতা!’

৬. অধ্যাপক আলী আহমদ সম্পাদিত, *ওফাত-ই-রাসূল*, (মরগুম সৈয়দ সুলতান বিরচিত), নোয়াখালী: ১৩৫৬, পৃ. ৭

মূলত উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে বাঙ্গালী মুসলিম পণ্ডিতবর্গ কুরআনের বঙ্গানুবাদ, টীকা-টিপ্পনী, তাফসীর ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য রচনা, ইসলামী প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৭] এ সময় কিছু কিছু অমুসলিমও কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) কর্তৃক ১৮৮১-১৮৮৫ খৃ. সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় টীকা-টিপ্পনীও সংযুক্ত করেন। এর ভাষা প্রাঞ্জল। তবে সংস্কৃত শব্দের প্রভাবও কম নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের বঙ্গানুবাদিত কুরআন হিসেবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী কর্তৃক তাঁর এ কর্মটি প্রশংসিত হলেও তা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। যেমন তিনি সূরা এখলাসে 'আস সামাদ' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'নিষ্কাম'[৮] অথচ এর সঠিক অর্থ হবে 'অমুখাপেক্ষী'।

বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে মাওলানা নঈমুদ্দীনই (১৮৩২-১৯০৮) সর্ব প্রথম কুরআনের বঙ্গানুবাদসহ ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর অনূদিত কুরআন ১ম থেকে ৯ম পারা পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৮৭-১৯০৮ খৃ. মধ্যে প্রকাশিত হয়। অতপর তাঁর পুত্রগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২৩ পারা পর্যন্ত কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য লিখে ১৯০৯ খৃ. প্রকাশ করেন।[৯] বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে গদ্যে ও পদ্যে কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চা শুরু হয়। অখণ্ড ভারতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চায় যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯২৩), মাওলানা তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০), আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭), মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম (১৮৮৭-১৯৫৭), মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮০১৯৬৮), নকীব উদ্দিন খাঁ (জ. ১৩০১ ব.), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯) ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১০] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ পবিত্র কুরআনের খণ্ডিত বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য লিখনে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনূদিত কুরআন ও ভাষ্য প্রকাশিত হয় এ শতাব্দির শেষার্ধে।[১১]

৭. অমলেন্দু দে, *বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৯, ১ম সংস্করণ, পৃ.১-২

৮. গিরিশ চন্দ্র সেন (অনূদিত), *কোরআন শরীফ*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা: ১৯৭৯, ৩য় সংস্করণের পর পুন: মুদ্রণ, পৃ. ৬৮১ পৃষ্ঠার পর নম্বর বিহীন অতিরিক্ত সংযোজিত পৃষ্ঠা দ্র'ব্য

৯. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৬ খৃ. পৃ.৭৫

১০. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, আল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা: ২০০৪ খৃ. পৃ. ৯৬

১১. মোফাখখার হুসেইন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৯৭ খৃ. পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সাংবাদিকতার দিকপাল মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ 'পবিত্র কুরআনের ত্রিভাষিক' নামে কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদ কর্মে মাওলানা মোহাম্মদ আব্বাছ আলীর সাথে অংশ নেন। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান উক্ত অনুবাদকে সূরা ফাতিহার অনুবাদ ও মোফাখখার গুসেইন খাঁন উক্ত অনুবাদকে কুরআনের প্রথম পারার অনুবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১২] তাঁর পৃথক অনূদিত কুরআনের সূরা ফাতিহার অংশটি 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ১৯১৮ খৃ. 'আমপারার অনুবাদ' ১৯২৩ খৃ. এবং 'কোরআন শরীফ প্রথম খণ্ড' ১৯৩০ খৃ. প্রকাশিত হলেও ৫ খণ্ডে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খৃ. থেকে ১৯৬০ খৃ. মধ্যে।[১৩] তাঁর কুরআনী সাহিত্য চর্চা ইসলামী সাহিত্যে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। তবে তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা তৎকালীন ও বর্তমান আলিম সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হয় নি। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর অনুবাদ ও ভাষ্যের অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ ও ভাষ্যের ক্রটির ধরণগুলো হল, যেমন- আদম (আ.) কে ব্যক্তি বিশেষের নাম হিসেবে অস্বীকার করা, আদম (আ.) কে যে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল একে দুনিয়ার কানন হিসেবে আখ্যায়িত করা[১৪] ও হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে উত্তোলনের কথা অস্বীকার করা[১৫] ইত্যাদি মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসানের যৌথ অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআন ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ খৃ. মধ্যে ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১৬] অনুবাদটিতে সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকলেও তৎকালীন পাঠক সমাজে এটা বেশ সমাদৃত হয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক উক্ত অনুবাদের প্রশংসা করে বলেছিলেন-

> "কোরআনের এ অনুবাদ ও তাফসীর অতি উৎকৃ' এবং শিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির অনুবাদ বিশুদ্ধ এবং ভাষা সরল ও মার্জিত হইয়াছে। তাফসীরের ভাষা বিশেষ গবেষণা মূলক হইলেও বেশ পরিস্ফু' ও সহজবোধ্য হইয়াছে।"[১৭]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালী মুসলিম পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকগণের অনেকেই বাংলা ভাষায় কুরআনের খণ্ডিত ভাষ্য লিখনে অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ রুগুল আমিন (১৮৭৫-১৯৪৫) অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'কোরআন শরীফ' ১ম, ২য়, ৩য় পারা ও আমপারা, এয়ার আহমদ এল,টি, (মৃ. ১৯৪৪) এর 'আমপারার বাঙ্গালা তফছির' মোহাম্মদ গোলাম আকবরের (মৃ. ১৯৫৬) 'আমপারার তাফসির' মুফতি মুহাম্মদ ওয়াফীর (মৃ. ১৯৪৫), 'তাফসীর পারা আম্ম' ও মাওলানা যুলফিকার আলীর (মৃ. ১৯৪৫), 'কুরআন শরীফঃ আমপারার তাফসীর' উল্লেখযোগ্য।[১৮]

---

১২. ড. মোঃ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩; মোফাখখার হুসেইন খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

১৩. আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৮৫, ১ম সং, পৃ. ১৭-১৮

১৪. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৩৮২ বাং/১৯৭৫, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৫৯-৬৩

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮

১৬. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০

১৭. মোফাখখার হুসেইন খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ তথা ১২০১-১৮০০ খৃ. পর্যন্ত সময়ে পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ কোন বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। তবে এ সময়ে কুরআনের ভাবভিত্তিক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা চর্চা শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ তথা উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই মূলত বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা চর্চা শুরু হয়। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া থানার মুকুটপুর নিবাসী আমীর উদ্দিন বসুনিয়া হলেন পথিকৃত। তিনি বাংলা পয়ার ছন্দে কুরআন মজীদের ত্রিশতম পারার বঙ্গানুবাদ করেন। ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান ১৯০৮ খৃ. প্রকাশিত রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৩য় সংখ্যার (পৃ. ১২০) বরাতে উক্ত আম পারার কাব্যনুবাদের প্রকাশকাল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] মুহাম্মদ আলীম উদ্দিন বলেন-'আমীর উদ্দীন বসুনিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আম পারার অনুবাদ করেন। এটি সম্ভবত কোরআনের প্রথম অনুবাদ।'[২২] অধ্যাপক আবদুস সালাম বলেন-'জনাব আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার এই সরল বাংলা কাব্যনুবাদ খানি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।'[২৩]

শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৬৬) সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'বাসনা' পত্রিকায় ১৯০৯ খৃ. 'উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে হামেদ আলী মন্তব্য করেন- 'একশত বৎসর পূর্বে আমীর উদ্দীন বসুনিয়া এই আমপারার অনুবাদ রচনা করেন।' সূতরাং এ সূত্রে উক্ত অনুবাদের রচনা বা প্রকাশকাল স্থির হয় ১৮০৯ খৃ.।[২৪] তবে এটি ছিল ব্যাখ্যা বিহীন শুধু কাব্যানুবাদ।[২৫] বাংলা ভাষায় প্রত্যক্ষ ভাবে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা চর্চায় যে সকল মনীষী অনবদ্য অবদান রেখেছেন তারা মূলত কয়েক ভাগে বিভক্ত। কেহ পবিত্র কুরআনের আংশিক বা সূরা ভিত্তিক তাফসীর কর্ম সম্পাদন করেছেন, কেহ শুধু টীকা-টিপ্পনীসহ বঙ্গানুবাদ কর্ম সম্পাদন করেছেন। আবার কেহ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ অংশের তাফসীর সম্পাদন করেছেন। আবার কেহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পবিত্র কুরআনের আলোক পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের আলোচনা তুলে ধরা হল-

---

২১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

২২. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

২৫. ড. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

ক. বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের আংশিক তাফসীর চর্চা:

যে সকল মনীষী বাংলা ভাষায় আংশিক বা সূরা ভিত্তিক তাফসীর চর্চা করেছেন তাঁদের ব্যক্তি জীবন ও তাফসীর কর্মের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা নিম্নরূপ:

আকবর আলী

কলকাতার মরগুম সৈয়দ আবদুল্লাহর আহমদী প্রেস থেকে ১২৭৫ বা./১৮৬৮ খৃ. শ্রী গোলাম আকবর আলী কর্তৃক দোভাষী বাংলায় 'তরজমা আমছেপারা' নামে কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।[২৬] লেখক এতে ব্যাখ্যা স্বরূপ 'ফায়েদা' শিরোনামে আয়াত সমূহের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের মধ্যে এটাকেই প্রথম প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা যায়।[২৭] খুলনা জেলার বাহিরদিয়া গ্রামের অধিবাসী নওমুসলিম আবদুল্লাহ খাঁ এ গ্রন্থটির সংগ্রাহক।[২৮] সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার সম্পাদক আব্দুর রহমান ও ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান উভয়েই আলোচ্য গ্রন্থটির সংগ্রাহক হিসেবে আবদুল্লাহ খাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।[২৯] গ্রন্থটি বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। ১৯৬৮ খৃ. ১৯ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার কুরআন সংখ্যায় 'আম পারার প্রাচীন বাংলা তরজমা' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক আব্দুর রহমান নিজেই। জনাব আবদুর রহমান উল্লেখিত অধুনালুপ্ত মাসিক 'তরজমানুল হাদীস' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশ করেন।[৩০] ১৯৭১ খৃ. ১১ নভেম্বর অনুবাদটিকে তিনি পুস্তকাকারেও পুণঃমুদ্রণ করেছিলেন।[৩১] এ পুস্তকটিতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফাজর এর কিয়াদংশ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক বলেন "সূরাতুল ফাজরের ১ম দিকের ৭টি আয়াতের তর্জমা ও ফায়েদা এই অপূর্ণাঙ্গ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা।"[৩২]

'তরজমা আমছে পারা'র আখ্যা পত্র থেকে অনুমিত হয় যে, উক্ত গ্রন্থের লেখক কলকাতার পাটওয়ার বাগানের মির্জাপুর মহল্লার অধিবাসী ছিলেন।[৩৩] তাঁর জীবন কাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি তৎকালীন মানুষের আগ্রহ দেখে বণ্ড কষ্টে আলোচ্য

২৬. আব্দুর রহমান, *আমপারার প্রাচীনতম তরজমা*, সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮ খৃ. পৃ. ৩৭-৪৩

২৭. ড. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

২৮. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৯. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩১. আলোচ্য 'বাংলা আমছেপারা'র পুনমুদ্রণকালে এর শুরুতে সম্পাদক আদুর রহমান লিখিত ভূমিকা দ্র'ব্য: সাপ্তাহিক 'আরফাত' ১৯৬৮ খৃ. ২১ ফেব্রুয়ারী, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, পৃ. ৩৭

৩২. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৩৩. আব্দুর রহমান, আমপারার প্রাচীনতম তরজমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি রচনা করেন এবং কলকাতার মরহুম হাজী সৈয়দ আব্দুল্লাহর আহমদী প্রেস থেকে আসগর হোসেনের মাধ্যমে ১২৭৫ বা./১৮৬৮ খৃ. মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। শ্রী গোলাম আকবর আলীর 'তরজমা আমছেপারা'র প্রতিটি সূরার শুরুতে আরবী ও বাংলা অক্ষরে সেই সূরার নাম, নাযিলের স্থান, আয়াত সংখ্যা ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সূরা ফাতিহার বাংলা পয়ার ছন্দে বিসমিল্লাহ'র কাব্যিক অনুবাদও প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে প্রতিটি সূরার আয়াত সমূহের হারাকাত বা স্বরচিহ্ন উল্লেখপূর্বক সেই সূরার তরজমা সম্পাদন করা হয়েছে। তরজমার পর ব্যাখ্যা স্বরূপ 'ফায়েদা' ও সংযোজিত হয়েছে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ সূরা ত্বীনের অনুবাদ ও ফায়েদা উল্লেখ করা হলো-

*ছুরা তীন মক্কায় উতরিল ৮ আয়াতের

কিরে করি আমি আঞ্জির আর জয়তুনের। আর কিরে করি আমি তুর ছিনিনির। আর কিরে এই সহোর ওয়ালার। অনেক বাতের আমোন এই মক্কা মাঝার।

*ফায়েদা

আঞ্জির আর জৈত্তন এহার বাগান ডানে বামে বয়তেল মুকাদ্দেছ স্থান।

*ফায়েদা

মুছা নবি জে পাহাড়ে কালাম কোরেছিল। তুরছিনিন নাম জে তাহার হৈয়া গেল*
দাঙ্গা আর খুন নাহি মক্কা সহোর বিচে।
আর বগুত বাতের আমন তাহে আছে*
ওই সকলের আল্লাতালা কিরে করিয়া। নিচের লিখিত
মজনুন দিলো জানাইয়া---------------------
বানাইলাম অতি খুব গঠোন এনছানের। তাহা পরে
ফেলিলাম নিচে সকলের*

*ফায়েদা

জতো আছে দুনিয়ার জান জানোয়ার সবা হোতে
ভাল ছুরত বানাইলাম তার*
তাহা পরে গোনাহের ছববে তাহার।
সবাকার নিচে হৈলো জায়গা তাহার। দোজখেতে হবে জবে যায়গা তাহার। এই হাল দেখে কবে জান জানওয়ার। ....
কিন্তু জারা সবে ঈমান আনিলো। আর কাম তাহারা ভালে জে করিলো* তাহাদের লাগিয়া গুজুরে আল্লার। মজুরি তাহাকে আল্লা দিবে বেসোমার।
কি জন্ন্য জানিলে ঝুট এনছাফ হওয়ারে। আল্লা তো হাকেম বড়ো কুল হাকেম পরে।

*ফায়েদা

তামাম হাকেমের হাকিম আল্লাতালা সেই। এনছান তজবিজ কি করিবেক নাই* সবাকার তজবিজ জরুর জে হইবে। আমোলের মতো লোকে আজাব পাইবে।'*[৩৪]

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

'তরজমা আমছেপারা' গ্রন্থটির বাংলা বানানে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এতে আল কুরআনের মূলভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিশি' গবেষক মোফাখখার গুসেইন খান উক্ত অনুবাদটিকে শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দু অনুবাদ থেকে অনূদিত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৫] আলোচ্য গ্রন্থটি যদিও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগে সুখপাঠ্য নয় তবুও প্রাথমিক পর্যায়ের অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী।

নঈম উদ্দীন

মাওলানা নঈম উদ্দীন ১৮৩২ খৃ. বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার সুরুজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৬] তিনি শৈশবে পিতার নিকট গৃহ শিক্ষা লাভের পর ১৮৪৫ খৃ. মধ্য বাংলা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা পাস করে নরমাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৬৭] তারপর তিনি ১৮৪৬ খৃ. ঢাকায় গিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর একজন বিশি' আলিমের নিকট আরবী, ফার্সী, উর্দুসহ, কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, আকাইদ ও মানতিক প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬৮] তিনি কিছুদিন সিরাজগঞ্জের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৬৯] তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ওয়ায়েজ ও আবেদ। তিনি তৎকালীন ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী লিখকদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) গরু কুরবানী বন্ধের পক্ষাবলম্বন করে 'গো-জীবনী' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধেও 'আখবারে ইসলামিয়া' পত্রিকায় লিখনী ধারণ করেন।[৭০]

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করলে তিনি দেড় বছর পাবনা জেলে কারাবরণ করেন।[৭১] তিনি কুরআন ও হাদীসের খণ্ডাকারে অনুবাদসহ ধর্ম বিষয়ক ত্রিশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ হলো তাঁর সর্বশ্রে' অবদান। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম মূল আরবী সহ পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লেখেন।[৭২] তাঁর ব্যখ্যাত কুরআনের শিরোনাম ছিল 'বঙ্গানুবাদিত কোরআন শরীফ'। নিম্নে তাঁর ব্যাখ্যাত কুরআন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

---

৬৬. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭
৬৭. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, ৫৫
৬৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৬৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৭০. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮
৭১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৭২. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

বঙ্গানুবাদিত কোরআন শরীফ

১৮৮৭ খৃ. নঈম উদ্দীন এর বঙ্গানুবাদের ৪৮ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ টাঙ্গাইলের করটিয়ার মাহমুদিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[৭৩] মুদ্রক ছিলেন মীর আতাহার আলী। ১৮৮৮ খৃ. একই প্রেস থেকে এর দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৮৯০ খৃ. তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।[৭৪] উল্লেখিত বঙ্গানুবাদের খণ্ড সমূহে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারার ৫৪ নং আয়াত পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত হয়। উক্ত তিন খণ্ডের অনুবাদে কিছুটা ভাষাগত দূর্বলতা থাকায় এক পর্যায়ে তিনি এগুলোর প্রচার বন্ধ করে দেন এবং প্রচারিত কপি গুলোও প্রত্যাহার করে নেন।[৭৫] অতপর ১৮৯১ খৃ. পুনরায় উক্ত খণ্ডগুলোর ১ম খণ্ড ভাষার পরিমার্জন ও সংশোধন সহ ৪০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত প্রেস থেকে প্রকাশ করেন। পুনমুদ্রিত ও সংশোধিত এ সংস্করণে সূরা বাকার ২০২ নং আয়াত পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৭৬] তাঁর অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড একই প্রেস থেকে ১৮৯২ খৃ. প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডে সূরা বাকারার ২০৩ নং আয়াত থেকে সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পায়।[৭৭] এ খণ্ড প্রকাশের পর জমিদার হাফিয মাহমুদ আলী খান পন্নীর অনুরোধে তিনি ধারাবাহিক অনুবাদ স্থগিত করেন এবং উক্ত জমিদার ও জনৈক মাওলানা গোলাম সরওয়ার সাহেবের পরামর্শে আমপারার অনুবাদ শুরু করেন।[৭৮] তিনি বাংলা ১৩০০ সালের ১২ শ্রাবণ শুক্রবার এশার নামাযের পর আমপারার ব্যাখ্যা লিখা সমাপ্ত করেন।[৭৯] উক্ত সালেই এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৮০] আমপারার এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করার পর তিনি পবিত্র কুরআনের বাকী অংশের ব্যাখ্যা শুরু করেন। অতপর ১৮৯৪ খৃ. উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ২২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।[৮১] এ খণ্ডে সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াত থেকে সূরা মায়িদার পূর্ণ অংশ স্থান পায়। অতপর তিনি সূরা ইউসুফের ব্যাখ্যা লিখনে মনোনিবেশ করেন এবং তা ১৮৯৫ খৃ. টাঙ্গাইলের করটিয়ার মাহমুদিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

---

৭৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২ ; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

৭৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৭৫. প্রাগুক্ত

৭৬. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

৭৮. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৮০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৮১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

এ খণ্ডের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটি ছিল নিম্নরূপ-

‘ব্যাখ্যা ও টীকা (তাফসীর) সহ
বঙ্গানুবাদ’
কোরআন শরীফ
সপ্তম খণ্ড
ইউসূফ সূরার তফছীর
প্রথম সংস্করণ
১৮৯৫ ইং ১৩১২ হিজরী
করটিয়া মাহমুদিয়া যন্ত্রে
মীর আতাহার আলী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৩০১ বঙ্গাব্দ।’

সূরা ইউসূফের তাফসীরের পর তিনি ‘পাঞ্জসূরা’ এর তাফসীর লিখনে আত্মনিয়োগ করেন। এ অংশে সূরা ইয়াসীন, আর রহমান, তাবারাকাল্লাজী, মুয্যাম্মিল ও সূরা আদ দাহর স্থান পায়।[৮২] এ পাঞ্জসূরার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃ.।[৮৩] অতপর কিছু কাল তাঁর কার্যক্রম স্থগিত থাকে। ইতোমধ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক করটিয়ার জমিদার হাফিজ মাহমুদ আলী খাঁন পন্নী ইন্তিকাল করলে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে জলপাইগুড়ির জমিদার খাঁন বাহাদুর মৌলভী রহীম বখ্শ এর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে তিনি পুনরায় তাফসীর কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত জমিদারের আর্থিক সহায়তায় তিনি পবিত্র কুরআনের ৭ম, ৮ম ও ৯ম পারার তাফসীর প্রকাশ করেন।[৮৪] উক্ত তাফসীরংশের প্রকাশ কালে তিনি খণ্ডাকারে প্রকাশের নিয়ম পরিহার করে পারা হিসেবে তাফসীর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ব্যাখ্যাত গ্রন্থের ৮ম পারা কলকাতার বণিক ইউনিয়ন প্রেস থেকে ১৯০৮ খৃ. প্রকাশিত হয়।[৮৫] মুদ্রক ছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী। তাঁর এ গ্রন্থের ৯ম পারাও ১৯০৮ খৃ. ১৩ নভেম্বর ফখর উদ্দীন এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক কলকাতার ইসলামিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[৮৬] আর দশম পারার অংশটি বাংলা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৭] তবে একাদশ পারার মুদ্রণকার্য শেষ হওয়ার পূর্বেই মাওলানা নঈম উদ্দীন ইন্তিকাল করেন।[৮৮]

৮১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

~~৮২. প্রাগুক্ত~~

৮৩. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী*, রাজশাহী: ১৯৮৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯

৮৪. সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ. ৫৭

৮৫. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

৮৮. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র কাসেম উদ্দীন ও ফখর উদ্দীন মরগুমের এ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরা এ কর্মটি খুবই দ্রুত সম্পাদন করতে শুরু করেন এবং মাত্র এক বছরের মধ্যেই ১১শ পারা থেকে ২৩শ পারা পর্যন্ত তাফসীর লিখন ও প্রকাশ করতে সক্ষম হন।[৮৯] তাঁদের এ যৌথ তাফসীরের একাদশ পারা ১৯০৯ খৃ.র ৮ ফেব্রুয়ারী, দ্বাদশ পারা ৪ এপ্রিল, ত্রয়োদশ পারা ১২ এপ্রিল, চতুর্দশ পারা ১৩ এপ্রিল, পঞ্চদশ পারা থেকে অষ্টাদশ পারা পর্যন্ত ১২ জুন, উনবিংশ পারা ১৮ জুলাই ও বিংশ পারা ২৮ জুলাই প্রকাশিত হয়।[৯০] ২১ তম পারা থেকে ২৩ তম পারা পর্যন্ত তাফসীরও ১৯০৯ খৃ. প্রকাশিত হয়।[৯১] ৯ম থেকে ২৩শ পারা পর্যন্ত সব খণ্ডগুলোই মুন্সী মুহাম্মদ জান কর্তৃক কলকাতার ইসলামিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

মাওলানা নঈম উদ্দীনের তাফসীরের প্রতিটি খণ্ডে একটি করে ভূমিকা রয়েছে। তিনি এটাকে ‘আভাষ’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি আরবী আয়াতের সাথে অনুবাদ, আয়াতের শানে নুযূল ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল।[৯২] মাওলানা নঈমুদ্দীন ছিলেন ইসলাম ধর্মে নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। ইসলাম ধর্মের এ মৌলবাণীকে বাংলা ভাষী মানুষের নিকট সহজবোধ্য করাই ছিল তাঁর এ তাফসীর কর্মের মূল উদ্দেশ্য।

আবদুল ছাত্তার সূফী

কলকাতার বালিগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন সূফী আবদুল ছাত্তার। ইহা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নি। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস ও কাওসারের কাব্যানুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সহ ভাষ্য লিখেছিলেন।[৯৩] উভয় সূরা দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উভয় খণ্ডের আখ্যা ছিল যথাক্রমে ‘কোরান শরীফ তফছির ছাত্তারী ছুরা এখলাছ’ অর্থাৎ দেওয়ান গোলশানে চেরাগ মারফত’ ও ‘কোরআন শরীফ তফছির ছাত্তারী ছুরা কওছর’। নিম্নে পবিত্র কুরআনের সূরাদ্বয়ের তাঁর কাব্যানুবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

(ক) ‘কোরআন শরীফ তফছির ছাত্তারী ছুরা এখলাস’ অর্থাৎ দেওয়ান গুলশানে চেরাগে মারফত’

---

৮৯. প্রাগুক্ত

৯০. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৫-৪৬৬

৯১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

৯৩. ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

এ অনুবাদটির আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ-[২০৬]

سبحان الله وبحمده وقدرته

تفسيرستاري شريف

Dhaka University Institutional Repository

بفسيرستاري سورة اخلاص

ديوان لشن حراغ معرفت

কোরআন শরীফ

তফছির ছাত্তারি ছুরা এখলাছ

অর্থাৎ

দিওয়ান গোলশানে চেরাগে মারেফত

রচক ও প্রকাশক

মৌলানা শাহ মোরশেদ সূফি আবদুল ছাত্তার ছাহেব

পিতার নাম মৌলানা শাহ হাযি কলিমোদ্দিন ছাহেব

মিলযুক্ত অমূল্ল ফুলের হার

ফুটলো কলিফুল বাগানের ফুটলো ফুল আমার

লেহো সে গোলচিন যত ফুটাবে নাকো আর

আমার একটা গুণ আছে, এসি ফুল ফুটাই গাছে শুজের

উজ্জ্বল প্রায় সশীর আকার* এই ফুল বেতুলারে, অন্ধকারে

দাবা পাবে অন্ধ চোক পেয়ে যাবে, ঘুচবে আন্ধার* ভোমর

এসেবে সোড়ালে, মধু খাওয়া হবে ফুলে, চেরাগ রবির কুলে

সোহাগেনী হার* নাতোল চল্লিশ ফুল তোলহ এ্য সেটা ফুল নীসীতে ফুটাই ফুল

আবদুল ছাত্তার কলকাতা

৩৩ নং বেনে পুকুর রোড, আলতাফী প্রেস

মুন্সী করিম বখশের দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২৩

১৯১৭ খৃ. ২ এপ্রিল কলকাতা থেকে গ্রন্থাকার কর্তৃক আরবী বিহীন কাব্যানুবাদটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মুদ্রক ছিলেন মুন্সী করিম বখশ, আলতাফী প্রেস, ৩৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলকাতা। ১৬ পৃষ্ঠার এ সংস্করণটির মূল্য ছিল এক আনা।[২০৭]

---

২০৬. উদ্ধৃত, ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত,

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআন হতে সূরা ইখলাসের কিয়দংশের নমুনা প্রদর্শন করা হল :

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

শুরু করি তফছির আমি নামেতে আল্লার।।

দাতা ও দয়ালু নাম প্রকাশ যাহার*
তারিফ প্রশংসা করি আমরা তাহার।।
....
....
....
ছোবহান আল্লা। পাক আল্লা
করিম মান্নানো* তার কি শান,
কি প্রমাণ করিব বয়ানো ॥ হেন
জনা, সে দিওয়ানা, লেখে কি
প্রমাণো,* একা আল্লা, কোলগু
আল্লা, তাহার প্রমাণো ॥ [২০৮]

মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমিন

মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমিন পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বশীরহাট মহকুমার নারায়ণপুর গ্রামে ১৮৭৫ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন।[২০৯] তাঁর পিতার নাম মুন্সী গাযী দবির উদ্দীন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং সেখানে ক্বিরাআত শিক্ষা ও য়্যাংলো পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত লেখা পড়া করেন।[২১০] তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর ১৯৪৫ খৃ. মাসিক 'মোসলেম' পত্রিকায় তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করে মন্তব্য করা হয়েছিল:

> "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হইতে প্রতিবছর সহস্র সহস্র ছাত্র উচ্চ ডিগ্রী লইয়া বা শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে বাংলার মোসলমানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটির বেশী রূহুল আমিন সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে কতদিনে হইবে তাহাও জানিনা।'[২১১]

২০৮. আবদুল ছাত্তার, তফছির ছাত্তারী, ছুরা এখলাছ (কলকাতা: ১৩২৩ বঙ্গাব্দ), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২

২০৯. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬ ; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩। ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও মোফাখখার হুসেইন খান উভয়ে তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে মাওলানা রূহুল আমিনের জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ১৮৮২ ও ১৮৯২ (বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ২৩৩; পুবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ, পৃ. ৮৩)

২১০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২১১. উদ্ধৃত, মোফাখ্খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি একজন সুবক্তাও ছিলেন। অসংখ্য ধর্মীয় সভায় কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেছেন। তৎকালীন প্রচার মাধ্যমের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। মাসিক 'মসজিদ' মাসিক 'শরীয়তের এসলাম' মাসিক 'ছুন্নতোল জামাআত' সাপ্তাহিক 'হানাফী' ও 'মোসলেম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন।[২১২] তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী

এ.কে ফজলুল হকের ঝাউতলা রোডস্থ বাড়ীতে ১৯৪৫ খৃ. ২ নভেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১৩]

তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ও তাসাউফসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কোরআন শরীফ' শিরোনামের পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য গ্রন্থটি অন্যতম। ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (র.) এর নির্দেশেই তিনি পবিত্র কুরআনের এ বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।[২১৪] তিনি সর্ব প্রথম আমপারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর রচনা শুরু করেন। 'কোরআন শরীফ' শিরোনামে আমপারার এ ভাষ্য গ্রন্থটি প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড ১৯১৭ খৃ.র ৪ অক্টোবর শেখ আবদুল ওয়াহেদ কর্তৃক রেয়াজুল ইসলাম প্রেস. ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২১৫] এ গ্রন্থে আমপারার কয়েকটি সূরার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। আর আমপারার অবশিষ্ট সূরা সমুহের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরের দ্বিতীয় অংশের প্রথম সংস্করণ ১৯১৮ খৃ. রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২১৬] আমপারার পরপরই তিনি পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। তাঁর ব্যাখ্যাত 'কোরআন শরীফ; আলেফ লাম-মিম পারার বিস্তারিত তাফসির' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯২৫ খৃ. শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে বঙ্গনুর প্রেস, ৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২১৭] 'কোরআন শরিফ; সায়াকুলুর (২য় পারা) বিস্তারিত তফসির' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯২৭ খৃ. ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, ১৩৮

২১২. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

২১৩. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩

২১৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

২১৫. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৫

২১৬. প্রাগুক্ত,

২১৭. মুহাম্মদ রূহুল আমিন অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, কলকাতা : তা.বি. ১ম সংস্করণ, (আলেফ লাম মিম পারা), পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কড়েয়া রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। [২১৮] 'কোরআন শরীফ; তেলকার রোছোল পারার (৩য় পারা) বিস্তারিত তফসির' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৩০ খৃ. হানাফী প্রেস, ৪৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। [২১৯] তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থে পারা ও সূরার নাম অবতীর্ণ স্থান, রুকু ও আয়াতের সংখ্যা তারপর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ মূল আরবী, বাংলা ক্রমিক নম্বরসহ অনুবাদ, অতপর টীকা-টিপ্পনীসহ বিস্তারিত তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর এ তাফসীরের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তবে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে তিনি পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারা ও প্রথম তিন পারার

তাফসীর প্রণয়নের পর আর এ কাজে অগ্রসর হননি।[২২০] তাঁর তাফসীরের এ অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন হিসেবে পরিগনিত হয়েছে।

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (র.)

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা করে যেসব মনীষী স্মরণীয় হয়ে আছেন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (র.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৩২২ ব. বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত পশুরীকাটি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮০ ব. ৩০ ভাদ্র রবিবার নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। [১] কুরআন-সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞানর্জন শেষে তিনি উজানীর পীর সাহেবের কাছে বায়'আত গ্রহণ করতঃ আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়ে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[২] দাওয়াতী কার্যক্রমের পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায়ও তিনি অবদান রাখেন। পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ তাফসীরসহ তাঁর ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক সর্বমোট ২৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাফসীরে আমপারা, তাফসীরে তাবারাকাল্লাজী, সূরা ইয়াসীনের তাফসীর ও সুরা আর-রহমান শরীফের তাফসীর তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। উল্লেখিত তাফসীর চতুষ্টয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল।

---

২১৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

২১৯. প্রাগুক্ত,

২২০. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

২২১. মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁন, *চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী* (বরিশাল : ১৯৮৩), ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ১১, ৫৭

২২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৪।

এক. 'তাফসীরে আমপারা বা ৩০ তম পারার তাফসীর'

তাফসীরে আমপারা বা ৩০ম পারায় তাফসীর নামে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (র.) কর্তৃক ব্যাখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণের একটি মুদ্রণ ১৩৯০ ব. প্রকাশিত হয়। প্রকাশক সৈয়দ রশিদ আহমদ ফেরদাউস, সৈয়দ নাছির আহমদ কাউছার ও সৈয়দ খোরশেদ আলম রেদওয়ান। মুদ্রণে আল এছহাক প্রকাশনী, ১৩৫ হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা। এর মূল্য ১৩ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৯।[৩]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেবের ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত সংস্করণের তাফসীরে আমপারা-র আখ্যা পত্রটি নিম্নে তুলে ধরা হলো -

তাফসীরে আমপারা

বা

৩০ম তম পরার তাফসীর

Dhaka University Institutional Repository

সরল হৃদয়গ্রাহী তাফসীর ছাড়াও
ইহাতে রয়েছে সূরা সমূহের
ফাওয়ায়েদ ও নামাজের
দোয়া সমূহ
মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছাহাক
মরহুম পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর রচিত আলোচ্য তাফসীর প্রণয়নে যেসব তাফসীর গ্রন্থের অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো তাফসীরে হুসাইনী, বায়ানুল কুরআন ও তাফসীরে মুযিহুল কুরআন।[৪] আলোচ্য ব্যাখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে কোন ভূমিকার উল্লেখ নেই।

দুই, 'তাফসীরে তারাকাল্লাজী বা ঊনত্রিশ পারার তাফসীর'

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক ব্যাখ্যাত কুরআনের উপরোক্ত আখ্যায় ঊনত্রিশ পারার তাফসীরের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৯৯ ব.। এর প্রকাশক ও মুদ্রণ সংস্থা একই। মূল্য-সাদা কাগজ ৩৬ টাকা, নিউজ ২৫ টাকা।[৫] ১৩২ পৃষ্ঠার এ তাফসীরে মূল আরবী সহ বাংলার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

---

৩. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, তাফসীরে আমপারা বা ৩০ তম পারার তাফসীর (ঢাকা : ১৯৯৩ বঙ্গাব্দ) সংশোধিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
এতে কুরআনের ৩০তম পারার প্রতিটি সূরার একটি করে সূচী দেয়া হয়েছে এবং শানে নুযূল উল্লেখ পূর্বক আরবীসহ আয়াত সমূহের বাংলা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত তাফসীরের সংশোধিত সংস্করণের একটি পুনঃ মুদ্রণ ২/৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা হতে ১৩৯৫ ব. প্রকাশিত হয়েছে

৪. সৈয়দ মুহাম্মদ এছহাক, *তাফসীরে আমপারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ (প্রকাশকের কথা দ্রষ্টব্য)

৫. সৈয়দ মুহাম্মদ এছহাক, *তাফসীরে তাবারাকাল্লাজী* (ঢাকা, ১৩৯৯) সংশোধিত পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠায় পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিন, 'সূরা ইয়াসীন শরীফের তাফসীর ও মওতের শাস্তি'

উপরোক্ত শিরোনামে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক সূরা ইয়াসীনের তাফসীরটির সংশোধিত সংস্করণের একটি মুদ্রণ ১৩৯৬ ব. একই প্রকাশক ও মুদ্রণ সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর মূল্য ২২ টাকা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩।[৬] সূরা ইয়াসীনের মূল আরবীসহ বাংলা ব্যাখ্যার পাশাপাশি এতে স্বীয় তরীকা সংশ্লি' বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

'চার, সূরা আর রহমান শরীফের তাফসীর'

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাকের সূরা আর রহমান শরীফের তাফসীর এর সংশোধিত সংস্করণ একই প্রকাশক ও মুদ্রণ সংস্থা কর্তৃক ঢাকা হতে ১৩৯৩ ব. প্রকাশিত হয়। ৬৩ পৃষ্ঠার এ তাফসীরটির মূল্য হল সাদা কাগজ-১৮ টাকা ও নিউজ-১২ টাকা।[৭] এতে একটি সূচী, একটি মোকাদ্দামা, তাসমিয়ার তাফসীর ও আশেকীনের একটি মুনাজাত প্রদত্ত হয়েছে। অত্র তাফসীরের ৩য় সংস্করণ তাফসীরকার কর্তৃক ১৩৬৭ ব. বরিশাল হতে প্রকাশিত হয়েছে।[৮]

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা

বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা অন্যতম। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যে যথেষ্ট ভূমিকা থাকার পরও একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সর্বমহলে পরিচিত। ১৯০০ খৃ. ১ ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলাস্থ মারগ্রা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৯] বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে এসে ১৯৭৮ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১০] বিজ্ঞানের পাশাপাশি ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট শ্রম সাধনা করেছেন। পবিত্র কোরআনের 'পুতকথা' নামক কুরআনের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

৬. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, *সূরা ইয়াসীন শরীফের তাফসীর ও মওতের শান্তি*, ১৩৯৩ ব. সংশোধিত সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৭. প্রাগুক্ত, *সূরা আর রহমান শরীফের তাফসীরে* (ঢাক: ১৩৯৬ ব.) সংশোধিত সংস্করণ, পৃ. অখ্যাপত্র পৃষ্ঠা পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮. মোফাখ্খার হুসেইন খান, পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাসে ও বঙ্গাবদের শতবর্ষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৯. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৫), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৯; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

১০. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা তিন পারা করে দশ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। অবশ্য তাঁর এ কাজ পাঁচ পারার পর আর অগ্রসর হয়নি। এ অনুবাদ ও ভাষ্য পবিত্র কোরআনের পুতকথা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৫ খৃ. তাঁর প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মুহাম্মদ মাহবুব-এ খুদা। ভূমিকা ও সূচীপত্র ব্যতীত এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪।[১১] প্রথম ভাগে রয়েছে সূরা ফাতিহাসহ পবিত্র কুরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় পারার অনুবাদ ও ভাষ্য। ১৯৪৭ খৃ. অনুবাদটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ মাহবুব-এ খুদা চট্টগ্রামস্থ তাঁর ইউনাইটেড পাবলিশার্স এর নামে এটি প্রকাশ করেন।[১২] এ দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পবিত্র কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

Dhaka University Institutional Repository

পারার অনুবাদ ও ভাষ্য। পবিত্র কোরআনের পুতকথা গ্রন্থের শুরুতে 'প্রাথমিক কথা' শিরোনামে ২৫ পৃষ্ঠা লেখা উপস্থাপন করা হয় যাতে আল্লাহর পরিচয়, সৃষ্টি রহস্য ও প্রেরিত পুরুষ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়।

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পূর্বেকার মুফাসসিরগণের অনুসরণ না করে স্বীয় বিবেকের আশ্রয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেছেন। এর গ্রন্থনায় তিনি মূল আরবী সংযোগ করেননি। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারা, সূরা ও আয়াতের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করার কারণে সহজেই অনুবাদকে মূলের সাথে মিলিয়ে পড়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি হল। 'প্রয়োজন হইলে পূর্ণ আরবী লিপি পৃথকভাবে প্রচারিত হইবে।'[১৩] উক্ত অনুবাদ কর্মে তাঁকে সহযোগীতা করেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হাকিম আবদুল হাই।[১৪] এ অনুবাদকে বিভাজন করতে গিয়ে তিনি 'পারা' কে খণ্ড 'সূরা'কে অধ্যায় ও 'রুকুকে' পরিচ্ছেদ নামকরণ করেন। পাঠক মহলের সহজভাবে বোধগম্যতার জন্য তিনি কখনো কখনো স্বীয় বিবেকাশ্রিত টীকা-টিপ্পনীও তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য :

"টীকায় যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার দায়িত্ব আমার নিজের। পূর্ববর্তী সুবিজ্ঞ তফসীরকারদিগের প্রভাব হইতে দূর্ভাগ্যবশত বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছি।" [১৫]

---

১১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬৫

১২. মোফাখখার গুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬

১৩. ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা, *পবিত্র কুরআনের পুতকথা*, (কলকাতা : ১৯৪৫), প্রথমভাগ ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদার অনুবাদ কর্মের নমুনা হিসেবে নিতে সুরা ফাতিহার অনুবাদ তুলে ধরা হল:

'পরম করুণাময় করুণা নিধান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

১. যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পালন কর্তার উদ্দেশ্যে।

২. যিনি পরম করুণাময় ও করুণানিধান।

৩. তিনিই বিচার দিনের প্রভু।

৪. নিশ্চয় আমরা তাহারই পুজা করি ও তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫. (হে আল্লাহ) আমদিগকে সত্যের সেই সরল পথে পরিচালিত কর।

৬. যাহাদিগের দিনের পথে তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ।

৭. কিন্তু সে পথে নহে যে পথে তোমার অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছে।'[১৬]

উল্লেখিত অনুবাদে সূরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতে ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এর সঠিক অনুবাদ হলো: 'নিশ্চয় আমরা তোমারই পুঁজা করি এবং তোমারিই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

তাঁর এ অনুবাদকর্ম চরমভাবে সমালোচিত হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে কখনো কখনো সর্বজন স্বীকৃত ও প্রচলিত অর্থকে বাদ দেয়া হয়েছে।

যেমনঃ সুরা বাক্বারার ৬০নং আয়াতে উল্লেখিত واضرب بعصاك الحجر এর অনুবাদ করেছেন: 'তোমার যষ্ঠি দ্বারা পর্বত পথ অন্বেষন কর।'[১৭] অথচ সর্বজন সমর্থিত ও সঠিক অর্থ হলো: 'তুমি আপন যষ্ঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী বলেন: '(তাঁর) অনুবাদেও অনেক জায়গায় মুলের সহিত গরমিল পরিলক্ষিত হয়।'[১৮] যেমন সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতের টীকায় তিনি ইবলিসের পৃথক স্বত্বা ও দেহধারী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন।[১৯] যা সর্বজন সমর্থিত কথার বিপরীত। ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মানব আকৃতিতে আগমনকে অস্বীকার করেছেন।[২০] যদিও কখনো কখনো মহানবী (স.)-এর নিকট তাঁর মানব আকৃতিতে আগমন করাটা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।[২১]

সর্বোপরি কথা হলো ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা কর্তৃক কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহজ এবং প্রাঞ্জল হলেও আলিমগণের নিকট তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১৮. এ.এস.এম আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৫ খৃ. পৃ. ২৬৩
১৯. ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা, পবিত্র আল কুরআনের পুতকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২১. হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, আনসারী প্রেস, দিল্লী: ১৪০৩ খৃ. প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০-১১

মাওলানা এয়ার আহমদ এল, টি

বাংলাদেশের বর্তমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার অর্ন্তগত দক্ষিন শ্রীরামপুরের অধিবাসী ছিলেন মাওলানা এয়ার আহমদ এল, টি। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়াতিম ভূঞাঁ। মাওলানা এয়ার আহমদ নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে এফ.এ পাস করে উক্ত কলেজে বি.এস ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। আর্থিক দৈন্যতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটে ঢাকার আরমানীটোলা হাইস্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। শিক্ষকতার সময়েই তিনি এল, টি পাস করেন এবং শিক্ষা পরিদর্শন বিভাগে বদলী হন। ১৯৪২ খৃ. তিনি মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিদর্শক থাকা কালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৪ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[২০] ইসলামী সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। তাই এ বিষয়ে তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'আম্পারা-র বাঙ্গালা তাফছীর' টি তাঁর সেই

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়নেরই ফসল। তাঁর এ অনুবাদ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কোন সন তারিখ জানা যায় নি। এর প্রকাশক ছিলেন মকসুদ আহমদ, ঢাকা। গ্রন্থটির মূল্য ছিল বার আনা।[২১] অধ্যাপক আলী আহমদের তথ্য মতে মাসিক 'সাধনা' পত্রিকার ২য় বর্ষ সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ) ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে লিখা ছিল "সূরা গুলি নাজেল হইবার বিবরণ' আরবী অক্ষরে সূরা গুলি লিখিত, বাঙ্গালায় শব্দার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।"[২২]

১৯২৩ খৃ. ২৪ ডিসেম্বর" এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন কাজী আব্দুর রশিদ বি.এ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৬।[২৩] গ্রন্থটির ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংস্করণ যথাক্রমে ১৯২৭, ১৯২৯, ১৯৩৪, ১৯৩৭, ১৯৪০, ১৯৪৪ খৃ. একই প্রকাশক কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[২৪] ১৯৪৪ খৃ. থেকে ১৯৫৫ খৃ. পর্যন্ত গ্রন্থটির ৯ম, ১০ম ও ১১তম সংস্করণ এবং ১৯৫৬ খৃ. ১২তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৫] তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার নিউস্ক্রীম সিনিয়র মাদারাসা সমূহের ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত থাকায় গ্রন্থটির চাহিদাও ছিল ব্যাপক। অনুবাদক গ্রন্থের সূচনায় ভূমিকা স্বরূপ একটি প্রস্তাবনা লিখেছিলেন। এর মূলকথা হল- মুসলমানদেরকে কুরআন শরীফের অর্থ, ভাব ও মাহাত্ম হৃদয়ংগম করানো উদ্দেশ্যেই তিনি এ গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন।[২৬]

---

২০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২১. আলী আহমদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২২. প্রাগুক্ত

২৩. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৩৭ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬২

২৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-৬৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

২৬. এয়ার আহমদ এল,টি, *আম্পারার বাঙ্গালা তাফছীর*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা: ১৯৪৪ (৮ম সংস্করণ, পৃ. 'প্রস্তাবনা' দ্রষ্টব্য)

উক্ত 'আম্পারার বাঙ্গালা তাফছীর'এ আরবী অক্ষরে সূরাগুলোর নাম এবং বাংলা প্রতিশব্দ, শানে নুযূল, পবিত্র কুরআনের মূল আরবী, কঠিন শব্দের অর্থ, অনুবাদ ও সর্বশেষ সরলার্থ প্রদত্ত হয়েছে। তিনি ব্রেকেটের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদের ভাষাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এতে অনুবাদের গতিময়তায় কিছুটা বাধা সৃষ্টি হলেও তা অত্যন্ত সাবলীল ও সহজবোধ্য হয়েছে।

মাওলানা আবু বকর

কলকাতা থেকে ১৯২৫ খৃ. জনৈক রূহুল আমিন কর্তৃক 'কোরআন শরীফ' নামে পবিত্র কুরআনের প্রথম পারার একটি বিস্তারিত তাফসীর প্রকাশিত হয়। উক্ত তাফসীর খণ্ডটির লেখক

ছিলেন মাওলানা আবু বকর।[১] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ তাফসীর গ্রন্থটি এখন দুস্প্রাপ্য।[২]

মোল্লা দিদার বখ্শ

মোল্লা দিদার বখ্শ খুলনা জেলার দিয়াপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি 'বাংলা তফছির মোরাদিয়' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর করেছেন। এটি ১৯৩০ খৃ. ১৮ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়।[৩] বর্তমানে তাঁর এ গ্রন্থখানী অত্যন্ত দূর্লভ।

মাওলানা আহমদ আলী

যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এনায়েতপুর গ্রামে খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলী ১৮৯৮ খৃ. ২১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তিনি যশোর স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৩২৭ ব. ২১ আষাঢ় ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক'র (র.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৫] তিনি ১৯৩৪ খৃ. বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' এবং কিছুদিন পর 'খাঁন বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।[৬] তিনি ১৯৫৯ খৃ. ১৮ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাতে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৭]

তিনি 'সূরা ইয়াছিন' এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর সহ মোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ছুরা ইয়াসিন' শিরোনামে তাঁর এ গ্রন্থখানীর প্রথম সংস্করণ ১৯২৮ খৃ. ইসলামিয়া প্রিন্টিং হাউস, ৪৭ রিপন স্ট্রীট কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৮]

১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
২. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
৬. প্রাগুক্ত
৭. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, *মহা কুরান কাব্য* (কলকাতা: ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
৮. প্রাগুক্ত

মূল আরবীযুক্ত এ বঙ্গানুবাদটিতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী প্রদত্ত হয়েছে। তিনি এ তাফসীর লিখনে কাশশাফ, তাবারী, খাযিন, মাদারিক ও তাফসীরে হুসাইনীসহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের সহযোগীতা গ্রহণ করেন।[৯] বাংলা ভাষায় যারা পৃথক ভাবে সূরা ইয়াসীনের তরজমা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন মাওলানা আহমদ আলীই হলেন তাঁদের পথিকৃৎ।[১০] তাঁর এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। যা পাঠককে অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

মুহাম্মদ আব্দুল আযীয হিন্দী

মুহাম্মদ আব্দুল আযীয হিন্দী ১৮৬৮ খৃ. কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ চর্থা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৬ খৃ. পরলোক গমন করেন।[১১] তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'খোতবার বিচার', 'ইসলাম প্রচারিকা', 'কোরআন শরীফ' (বঙ্গানুবাদ) ও 'বেদায়াত ধ্বংশ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১২] তিনি কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।[১৩] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না। 'কুরআন শরীফ' শিরোনামে তাঁর অনূদিত গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ নয় ; বরং ষোলটি নির্বাচিত সূরার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর। এটি ১৯৩২ খৃ. ১৪ ফেব্রুয়ারী সৈয়দ আব্দুল জাব্বার ও শ্রী গনেশ চন্দ্র ভৌমিক ওরফে মুহাম্মদ শামসুদ্দীন কর্তৃক হিতৈষী প্রেস, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪] এ গ্রন্থে সূরা কুরাইশ, ফীল, নাস, ফালাক, ইখলাস, লাহাব, নাসর, কাফিরুন, কাওসার, মাউন, ফাতিহা, মুয্যাম্মিল, দাহর, কিয়ামাহ ও সূরা আল কাদর এর বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি সূরার পূর্বে রয়েছে সেই সূরার অবতরণিকা বা প্রসঙ্গ কথা এবং শেষে রয়েছে তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনী।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর মাগুরা জেলাধীন শালিখা থানার বুনাগাতির কটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল করিম শিকদার।[১৫] তিনি কর্মজীবনে যশোর জেলা খুলনা বারাকপুর সরকারী স্কুলের হেড মৌলভী ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ খৃ. যশোর জেলার স্কুল ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৬ খৃ. ১৮ সেপ্টেম্বর ৬৪ বছর বয়সে তিনি আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন।[১৬]

---

৯. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১০. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

১১. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী*, প্রাগুক্ত, ১মখণ্ড, পৃ. ১২০

১২. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

১৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

১৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

১৬. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

তিনি ম্যাট্রিকের আরবী ও ফার্সীর 'Success', শিশু পাঠ্য রূপে 'আরবী ও কুরআন শিক্ষা' এবং 'আমপারা-র তফসির' নামে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'আমপারার তফসির' কর্মটিই তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর এ গ্রন্থটি ১৯৩৬ খৃ. ৬ সেপ্টেম্বর যশোর থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭] উক্ত গ্রন্থের ডান পার্শ্বে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ মূল আরবী ও বাম পার্শ্বে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ বঙ্গানুবাদ, অতপর নিচে শব্দার্থ, শানে

নুযূল ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর এ তাফসীর খণ্ডখানীর ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদও করেছেন। তবে তা এখনো প্রকাশিত হয়নি।[১৮]

মুহাম্মদ আবু বকর

মুহাম্মদ আবু বকর ১৯১২ খৃ. ১ মার্চ কুষ্টিয়া জেলার সদর থানাধীন শংকরদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯] তাঁর পিতার নাম খন্দকার আওলাদ আলী এবং মাতার নাম সৈয়দাতুন নেসা। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তবে পারিবারিক এ প্রতিকূলতা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি; বরং তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানর্জনে অগ্রসর হন এবং ১৯২৮ খৃ. মাত্র ১৬ বছর বয়সে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[২০] অতঃপর তিনি কুষ্টিয়া গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৩১ খৃ. আই,এ এবং পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে্লাতক সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি অনার্স পরীক্ষায় আরবী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে 'জুবিলী পোষ্ট গ্রাজুয়েট' বৃত্তি প্রদান ও 'ডাক্স স্বর্ণ পদক' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।[২১] অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে্লাতকত্তোর শেষ বর্ষে অধ্যয়নকালে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর এম,এ ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হয়নি।[২২]

তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক এবং 'অরোর' নামক হোষ্টেল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ছাত্র অবস্থায় মাসিক 'মোহাম্মদী'সহ সমসাময়িক পত্র পত্রিকায়, তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[২৩] কবিতা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি পবিত্র কুরআন চর্চায়ও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি 'বঙ্গানুবাদ আমপারা' শিরোনামে কুরআন কারীমের ত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ করেন। যা হাফিয মুহাম্মদ ফাযিল এণ্ড সন্স কর্তৃক ১৩৯ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট কলকাতা থেকে ১৯৩৩ খৃ. প্রকাশিত হয়।[২৪] তাঁর এ গ্রন্থটিতে আরবীতে সূরার নামসহ এর বাংলা প্রতিশব্দ, অবতরণ স্থান ও আয়াতের সর্ব মোট সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

১৭. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
১৮. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২
১৯. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
২০. প্রাগুক্ত
২১. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, চরিতাভিধান, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৭
২২. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
২২. প্রাগুক্ত
২৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

অতপর পৃষ্ঠার ডান পার্শ্বে মূল আরবী, বাম পাশ্বে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বঙ্গানুবাদ, তাঁর নিচে সংশ্লিষ্ট সূরার অবতরণকালে, নামকরণ, শিক্ষা ও টীকা-টিপ্পনী এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তিনি আয়াতের টীকায় ইসলামী বিধানের আলোকে তৎকালিন সমসাময়িক সমস্যাগুলোর তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞান সম্মত সমাধানমূলক আলোচনাও তুলে ধরেছেন।

তিনি তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরে কাবীর, বায়যাবী, জালালাইন, হাক্কানী, কামালাইন, সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও বায়হাকীসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের সহযোগীতা গ্রহণ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থখানী প্রকাশিত হওয়ার পর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আকরাম খাঁ, কলকাতা আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ হিদায়াত হোসেন ও অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর মত স্বনামধন্য পণ্ডিতবর্গ তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৭]

মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী

মাওলানা আনিসুর রহমান ১৯০২ খৃ. ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুজা নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] তাঁর পিতার নাম শেখ আব্দুল গফুর। মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতপর ১৯১৯ খৃ. থেকে ১৯২৫ খৃ. পর্যন্ত ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়া করে 'দাওরা' সমাপ্ত করেন।[৯] ছাত্র জীবন শেষে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে বিহারের কদিপুর মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া মাদরাসা, ময়মিনসিংহের পাঁচবাগ ইসলামী মিশন ও গফরগাঁও জামিয়া মিল্লিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।[১০] শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত রাখেন। 'মুহাম্মদী আইন' ও 'জাতীয় উন্নতির উপায়' গ্রন্থদ্বয় তাঁর শ্রেষ্ট সাহিত্যকর্ম। উপরন্তু 'কুরআনের সংক্ষিপ্ত সার' 'সূরা আল আসরের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর', 'সূরা বাকারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর' এবং 'উম্মুল কুরআন' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্মের অর্ন্তভূক্ত।[১১] তাঁর বিরচিত 'সূরা আল আসরের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর' শিরোনামের গ্রন্থটি ১৯৩৪ খৃ. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১২] গ্রন্থটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। অতপর তিনি সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর প্রণয়ন করেন।

---

৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

৯. প্রাগুক্ত

১০. ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

১১. প্রাগুক্ত,

১২. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তবে তাঁর ব্যাখ্যাত সূরা বাকারার তাফসীরটি প্রকাশিত হয়নি। এটি সমকালীন মাসিক পত্রিকা ‘মদীনায়’ ধারাবাহিক ভাবে ১৯৬১ খৃ. থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছুদিন পর তাও বন্ধ হয়ে যায়।[১৩] তবে তাঁর ‘উম্মুল কুরআন’ শিরোনামে সূরা ফাতিহার বিস্তারিত তাফসীর সম্বলিত গ্রন্থটি ১৯৬১ খৃ. মোমেনশাহীর রহমানিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪] এ তাফসীরটিতে শুধু কুরআনের আরবী আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই তাফসীর করা হয়েছে। হাদীসের উল্লেখ ছিল না বললেই চলে। এতে আয়াত, সূরা ও পারার ক্রমিক সংখ্যারও উল্লেখ ছিলনা। তৎকালীন সমাজে গ্রন্থটি মোটামুটি সমাদৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।[১৫]

মাওলানা মুহাম্মদ তৈমুর

মাওলানা মুহাম্মদ তৈমুর ১৮১৭ খৃ. দিনাজপুর জেলার আওলিয়াপুর ইউনিয়নের হামজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আইনুল্লাহ।[১৬] মাওলানা মোহাম্মদ তৈমুর ১৮৮৭ খৃ. প্রবেশিকা ও ১৮৯০ খৃ. আই.এ পাশ করেন।[১৭] অতপর ১৮৯২ খৃ. দিনাজপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে স্কুল পরিদর্শকের পদসহ বিভিন্ন পদে সরকারী দায়িত্ব পালন করে ১৯২৬ খৃ. ১৭মে ৮২ বছর বয়সে কলকাতায় ইন্তিকাল করেন।[১৮]

জীবনের নানাবিদ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ‘কোরআন প্রবেশিকা’ গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। এ গ্রন্থটি দু’খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯ খৃ. গ্রন্থকার কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৯] তবে এটি পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ নয়; বরং আমপারাসহ বাকী ২৯ পারার সূরা সমূহের সারমর্ম, শানে নুযূল ইত্যাদির আলোচনা। আর ‘কোরআন প্রবেশিকা’ এর ২য় খণ্ড ১৯৩৯ খৃ. ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এটি অবিনাস প্রেস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২০] এতে আমপারার প্রতিটি সূরার বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও অধিকাংশ আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণসহ শব্দার্থ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরার ক্রমিক নম্বর, সূরার নাম, তাসমিয়ার বঙ্গানুবাদ, ‘আভাস’ শিরোনামে শানে নুযূলসহ, ডান পার্শ্বে মূল আরবী ও বাম পার্শ্বে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হয়েছে। অতপর টীকা-টিপ্পনীসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। অনুবাদের কিছু বানান বিভ্রাট ও মুদ্রণপ্রমাদ বাদ দিলে তাঁর এ গ্রন্থটির ভাষাকে সহজ-সরল ও সাবলীল বলা চলে।

---

১৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

১৯. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭

২০. প্রাগুক্ত,

মীজানুর রহমান

মীজানুর রহমান বি-বাড়ীয়া জেলাধীন বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মরিচাকান্দি গ্রামে ১৯০০ খৃ. ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম দিলাওয়ার। জনাব মীজানুর রহমান ১৯২৩ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ ডিগ্রীধারীদের অন্যতম।[২] তিনি ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর মায়ের নির্দেশে তিনি ১৯২২ খৃ. আমপারার কাব্যানুবাদ শুরু করেন।[৩] চাকুরী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে ও অবসর কালীন সময়ে তিনি ১৫টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। 'নূরের ঝলক' ও 'বেহেশতী সওগাত' তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'নূরের ঝলক' গ্রন্থে তিনি আমপারার কাব্যিক ভাবানুবাদ উপস্থাপন করেছেন। এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খৃ. মার্চ মাসে। মুদ্রণে ছিল শ্রী যোগেশ চন্দ্র দাস, নিউ ক্রাউন প্রেস, ৯৫ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা; প্রকাশনায় ছিল কিতাব মহল, ৫২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা।[৪] আর 'বেহেশতী সওগাত' নামে তিনি আমপারার যে কাব্যানুবাদটি রচনা করেছেন তার প্রথম সংস্করণ ১৯৪৭ খৃ. ১৫ আগষ্ট রমনা, ঢাকার মাহবুব জামান কর্তৃক, কমার্শিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫৬/১ ক্যালিং স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৫] তাঁর এ কাব্যানুবাদে আরবী ও বাংলায় প্রতিটি সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, আয়াত সংখ্যা, তাসমিয়া, আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ মূল আরবী, অতপর বাংলায় কাব্যানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। তিনি অনুবাদ শেষে কাব্যাকারে সূরার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাশরীহ শিরোনামে গদ্যাকারে সূরার শানে নুযূল ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত নুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি 'আল কাওলুল মতীন ফি তাফসীরে সূরায়ে ইয়াসীন' শিরোনামে সূরা ইয়াসীনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। যার প্রথম সংস্করণ আব্দুল লতীফ কর্তৃক নুরপুর, মাদনা, হবিগঞ্জ থেকে ১৯৪১ খৃ. প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বর্তমানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।[৭]

---

১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫

২. দাদু মীজানুর রহমান, *বেহেস্তী সওগাত* (ফেনীঃ ১৯৭৬), ২য় সংস্করণ, অনুবাদকের ভূমিকা 'বিসমিল্লাহিকা' দ্রষ্টব্য

৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭

৫. দাদু মীজানুর রহমান, *বেহেশতী সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

৬. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

মুহাম্মদ শামসূল হুদা

মুহাম্মদ শামসূল হুদা নরসিংদী জেলার করিমপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম আবু নসর ফকীর মুহাম্মদ নওয়াব আলী।[৮] জনাব শামসূল হুদা নরসিংদীর সাটির পাড়া কে,কে ইন্সটিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর কলকাতা থেকে যথাক্রমে আই.এ, বি.এ ও বি.এল পাশ করেন। নারায়ণগঞ্জে আইন ব্যবসার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন।[৯] অতপর তিনি সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কুমিল্লা ও বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করে ১৯৫৬ খৃ. অবসর গ্রহণ করেন।[১০] তিনি 'নেয়ামূল কুরআন' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি দরূদের প্রকারভেদ, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত ও কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে বিভিন্ন আমলের বর্ণনা তুলে ধরেন। উক্ত গ্রন্থের শেষে তিনি পবিত্র কুরআনের পাঁচটি সূরার অনুবাদ ও তাফসীর সংযোজন করেন।[১১] তাঁর এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৪০ খৃ. মুহাম্মদ ইউসুফ মুজাফ্ফর কর্তৃক মুহাম্মদী বুক হাউজ, ৩৩ পাটুয়াটুলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১২]

মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াফী

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াফী ছিলেন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার অধিবাসী।[১৩] তিনি ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসা ও ভারতের সাহারানপুর মাজাহিরে উলুম মাদরাসা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন।[১৪] ঢাকার মাওলানা আবদুস সোবহান (১৮৬০-১৯৪০) কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি কুরআনী সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন।[১৫] 'তাফসীর পারা আম' শিরোনামে ১৯৪৫ খৃ. ঢাকার ইসলামীয়া লাইব্রেরী তাঁর একটি তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ করে।[১৬] উক্ত তাফসীর গ্রন্থে প্রতিটি সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, আয়াতের সংখ্যা ও তাসমিয়া প্রদত্ত হয়েছে। অতপর মূল আরবী, নীচে বাংলা শব্দার্থ, তারপর বঙ্গানুবাদ ও শানে নুযূল এবং সবশেষে আয়াতের তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল, মার্জিত ও সহজবোধ্য হওয়ায় তা তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১৭]

---

৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.

৯. প্রাগুক্ত

১০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমন, প্রাগুক্ত, ৪৪৫

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

১২. প্রাগুক্ত

১৩. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

১৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

১৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ খৃ. ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বশীর হাটের পিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮] তিনি ১৯০৪ খৃ. হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রাস ও ১৯০৬ খৃ. কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ পাস করেন। অতপর ১৯০৮-১৯০৯ খৃ. পর্যন্ত এক বছর যশোর স্কুলে শিক্ষকতা করেন।[১৯] শিক্ষকতা স্থগিত করে পুনরায় লেখা পড়া শুরু করে ১৯১০ খৃ. সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতিতে বি এ (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[২০] কিন্তু উক্ত বিষয়ে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে এম.এ পড়তে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক বলেন- 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের কতিপয় অধ্যাপক কেবল মুসলমান অর্থাৎ 'যবন' হওয়ার অজুহাতেই তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে অস্বীকার করেন"।[২১] তবে ১৯১১ খৃ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ব' বিভাগ চালু হলে ১৯১২ খৃ. তিনি উক্ত বিভাগের প্রথম ও একমাত্র ছাত্র হিসেবে এম.এ পাশ করেন।[২২] ১৯১৪ খৃ. বি.এল পাশ করার পর তিনি ১৯১৫ খৃ. মার্চ মাসে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দান করেন এবং সে বছরই 'আল এসলাম' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[২৩] ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত সালের ২ জুন তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯২২-১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।[২৪] ১৯২৬ খৃ. তিনি শিক্ষা ছুটি নিয়ে প্যারিসের সরোবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা শুরু করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকালীন সময়ে তিনি ১৯২৭ খৃ. জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৮ খৃ. সরোবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী ও ধ্বনী বিজ্ঞানে এশিয়দের মধ্যে প্রথম ছাত্র রূপে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৫] অতপর ১৯২৮ খৃ. আগষ্ট মাসে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৩৭ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করে ১৯৪৪ খৃ. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেন।[২৬]

---

১৮. ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮০, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২০. প্রাগুক্ত,

২১. মুহাম্মদ এনামুল হক, *'মহান মনীষী ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'* মুহাম্মদ সাফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ (ঢাকা: রেনেসা প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ.৫

২২. ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২৩. শামছুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন সম্পদিত, *চরিতাভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

২৪. ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

এরপর ১৯৪৪-১৯৪৮ খৃ. পর্যন্ত বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন।[২৭] অতপর ১৯৪৮ খৃ. নভেম্বরে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৫৪ খৃ. দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করেন।[২৮] তিনি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনাসহ বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে প্রতিনিধি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[২৯] তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' ফরাসী সরকার কর্তৃক 'নাইট অব দি অডার্স অব আর্টস এণ্ড লেটার্স' পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।[৩০] ১৯৬৭ খৃ. ১৩ জুলাই এ মহান মনীষী ইন্তিকাল করেন।[৩১]

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিদ ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থাকারে কুরআনের অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ টীকা-টিপ্পনী ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলে তিনি তাঁর অনুরোধে টীকা-টিপ্পনীসহ বিস্তারিত তাফসীর লিখায় হাত দেন এবং সূরা ফাতেহা থেকে সূরা বাকারার ৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত লিখা সমাপ্ত করেন।[৩২] তাঁর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই তিনি 'মহাবানী' শিরোনামে সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সূরা ফীল পর্যন্ত সূরাগুলোর বঙ্গানুবাদ নিজেই প্রকাশ করেন।[৩৩] তবে এ গ্রন্থের প্রকাশকাল নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। অধ্যাপক আবদুল হাই ও আজহার উদ্দীন খান এর মতে- 'মহাবানী' গ্রন্থটি ১৯৪০ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে।[৩৪] অধ্যাপক আলী আহমদের মতে, এ গ্রন্থটি ১৯৪৬ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫] তাঁর এ গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের প্রাবল্যের কারণে অনুবাদ ও ভাবার্থ কিছুটা দূর্বোধ্যও হয়েছে। তবে জনাব আজহার উদ্দীন স্বীয় গ্রন্থে[৩৬] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এ অনুবাদ কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৩০. শামসুজ্জামান (ও) সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

৩৩. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৩৪. হুমায়ন আজাদ সম্পাদিত, *মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* , বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৬

৩৫. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০

৩৬. আজহার উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*, কলকাতাঃ ১৯৬৮, পৃ. ৯২

মাওলানা মুনীর উদ্দীন আহমদ

মাওলানা মুনীর উদ্দীন আহমদ রংপুর জেলার গংগাচরা থানাধীন শংকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৭] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তিনি রংপুর থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত আলহক (১৯১৯-১৯২০) নামক দ্বিমাসিক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[৩৮] তিনি ‘হাফীজীল কাদেরী’ শিরোনামে বাংলা ত্রিপদী পয়ার ছন্দে পবিত্র কুরআনের কাব্য তাফসীর করেন। এ গ্রন্থটি ১৯৪৭ খৃ. মুহাম্মদ আলী কর্তৃক রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৯] তাঁর এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার আংশিক কাব্য তাফসীর স্থান পেয়েছে। তাঁর এ তাফসীরে আরবী ভাষায় তাসমিয়া তা‘আউউজ লিপিবদ্ধ পূবর্ক বাংলা ত্রিপদী পয়ার ছন্দে উভয়ের কাব্যানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত তাফসীরে আরবী বাংলায় সূরাদ্বয়ের নাম, রূকু ও আয়াতের সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর আরবীতে এক এক আয়াত উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট আয়াতের কাব্য তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে।[৪০] বাংলা সাহিত্যে তাঁর এ কাব্য তাফসীর খানী একটি অনন্য সংযোজন।

অধ্যাপক আবুল ফজল

অধ্যাপক আবুল ফজল ১৯০৩ খৃ. ১ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেউচিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪১] ১৯১০ খৃ. স্থানীয় মকতবে পড়াশুনার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি ১৯১৪ থেকে ১৯২২ খৃ. পর্যন্ত চট্টগ্রাম সরকারী নিউস্কীম মাদরাসা, ১৯২৩ থেকে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত মুসলিম ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া করেন।[৪২] ১৯৩০ খৃ. ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে চাকুরীতে যোগদান করার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবন চলাকালেই তিনি ১৯৩৮ খৃ. এম,এ পাশ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার পর ১৯৫৯ খৃ. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ খৃ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন, অতপর ১৯৭৫ খৃ. রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৭৭ খৃ. পদত্যাগ করেন।[৪৩] তিনি নাটক, উপন্যাস, গল্প গ্রন্থ ও প্রবন্ধ গ্রন্থসহ সব মিলিয়ে পঞ্চাশোর্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তবে ‘কোরআনের বাণী’ শিরোনামের পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম সাহিত্যকর্ম।

৩৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৩৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮
৪০. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
৪১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৪২. প্রাগুক্ত
৪৩. প্রাগুক্ত

তিনি নাটক, উপন্যাস, গল্প গ্রন্থ ও প্রবন্ধ গ্রন্থসহ সব মিলিয়ে পঞ্চাশোর্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তবে 'কোরআনের বাণী' শিরোনামের পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম সাহিত্যকর্ম। এ গ্রন্থটি ১৯৪৯ খৃ. সাহিত্য কুটির কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪] তিনি পবিত্র কুরআনের অর্থ ও ভাবার্থের আলোকে প্রতিটি সূরার কতিপয় আয়াত নির্বাচন করে আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের ভাষা সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ হলেও বাংলা প্রতিবর্ণায়নে কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- তিনি সূরা 'মুযযাম্মিল' কে 'মুজাম্মেল' এবং 'মুদ্দাসসির' কে মুদাচ্ছের লিখেছেন। উচ্চারণগত এ ত্রুটি সমূহ সংশোধন করা প্রয়োজন।

মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফুল্লাহ

মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফুল্লাহ ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জের অধিবাসী।[৪৫] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তিনি 'তফছীরে লুৎফুল্লাহ' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের আমপারার একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। যার প্রথম সংস্করণ ১৯৫১ খৃ. হাবিবিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৬] তিনি পবিত্র কুরআনের ১ম ও ২য় পারার তাফসীরও রচনা করেছেন। এটাও ১৯৫৪ খৃ. বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৭] তবে তাঁর এ তাফসীর খণ্ডগুলো বর্তমানে দুস্প্রাপ্য।

মাওলানা আবদুর রহমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা আবদুর রহমান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন মুহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর হিসেবে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৯] সাহিত্য চর্চার প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল। 'কোরআন ও জীবন দর্শন' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'আদর্শ ও সাধনা' 'স্মৃতিকথা' 'হাদিস সংকলন', সূরা বাকারার বঙ্গানুবাদ' ও 'কাব্যে আমপারা' প্রভৃতিসহ তিনি আরো অনেকগুলো মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য রচনাকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য রচনা না করে প্রত্যেক সূরার সে সব আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন যে আয়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক দর্শন, বিশ্বাস ও আদর্শ, আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব,

ধর্মীয় বিধি-বিধান ও সামাজিক শিষ্টাচারিতার উল্লেখ রয়েছে। উক্ত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় সূরার পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেছেন।

৪৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
৪৬. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৪৭. ইসলামী বেশ্বকোষ (১৯৯০), প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৩
৪৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২
৪৯. প্রাগুক্ত.

তাঁর ব্যাখ্যাত 'কোরআন ও জীবন দর্শন' শিরোনামের এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণটি ১৯৬০ খৃ. চট্টগ্রামের ক্রিসেন্ট প্রেস থেকে রহমান সন্স পাবলিকেশন্স এর পক্ষে নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৭৫] দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণটি ১৯৬৩ খৃ. একই প্রেস ও একই প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৭৬] উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১ম সংস্করণটি ১৯৬৫ খৃ. একই প্রেস ও একই প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৭৭]

প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আরাফ পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা আনফাল থেকে সূরা যুমার পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে সূরা মুমিন থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেন[৭৮] 'এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।'

সৈয়দ আবু সাইদ হায়দার

শাহ সৈয়দ আবু সাইদ হায়দার জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায় নি। তিনি 'তাফসীরুল জাদীদ' শিরোনামে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে সূরা ফাতিহার তাফসীর রচনা করেছেন। তার এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯৬০ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে। এর মূল্য এক টাকা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো চব্বিশ।[৭৯]

মাওলানা মাহমুদুর রহমান

মাওলানা মাহমুদুর রহমান ঢাকার বড় কাটারার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯০৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৮০] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি 'আসমাউল হোসনা' (১৯৫০) 'বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন' (১৯৬৪) ও 'মাহবুবে খোদা' (১৯৫০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে 'তফসীরে সূরাহ ইয়া-সীন' গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটি ১৯৬৩ খৃ. আব্দুল আলী কর্তৃক ঢাকার রুবি আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[৮১] এ গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত সূরার নামকরণ, তাৎপর্য, ফযিলত, বৈশিষ্ট্য ও সূরা সম্পর্কে কিছু সাধারণ কথা তুলে ধরা হয়েছে।

তারপর 'টীকা ও বিশদব্যাখ্যা' শিরোনামে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাঁর এ তাফসীরের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তিনি তাঁর এ তাফসীরে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদানসহ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও অন্যান্য তাফসীরকারদের বিতর্কিত ব্যাখ্যা খণ্ডনেরও প্রচেষ্টা করেছেন।

৭৫. আবদুর রহমান স্মৃতি মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত, *আবদুর রহমান স্মারক বক্তৃতা*, ১৯৯৭, পৃ. শেষ কভার পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৬. আবদুর রহমান, *কুরআন ও জীবন দর্শন*, (চট্টগ্রাম: রহমান সন্স পাবলিকেশন্স, ১৯৬৩), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৭৭. আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্কারণ, পৃ. আখ্যাপত্র ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্ট্রব্য

৭৮. উদ্ধৃত, মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৭৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৮০. ইসলামী বিশ্বকোষ, (১৯৯০), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৩

৮১. প্রাগুক্ত

আলাউদ্দিন আল আজহারী

মাওলানা আলাউদ্দিন আল আজহারী ১৯৩৫ খৃ. ফরিদপুর জেলার কালকিনী থানার সাহেব রামপুর গ্রামেজন্ম গ্রহণ করেন[১] এবং ১৯৭৮ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনি 'আরবী বাংলা অভিধান', 'নীতি-দুর্নীতি', 'ইংরেজী ভাষা ও উহার উপকারিতা', 'আজহারের ইতিহাস' ও 'লুঘাতুল কুরআন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'তাফসীরে আজহারী' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি তাফসীরের ভূমিকা ও সূরা ফাতিহার বিস্তারিত তাফসীর লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩ খৃ. এ,কে,এম আবদুল হাই এসিয়টিক প্রেস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[২] গ্রন্থটিকে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাফসীরের ভূমিকা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর এ ভাষ্য গ্রন্থটি বর্তমানে বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৩]

মোহাম্মদ হোছাইন

খোন্দকার মোহাম্মদ হোছাইন টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত দেলদুয়ার থানাধীন ডুবাইল গ্রামে ১৮৯০ খৃ. জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মফিজ উদ্দীন।[৪] তিনি পিতৃ গৃহেই আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও বাংলা ভাষার হাতে খড়ি লাভ করেন। অতপর তিনি ইস্টবেঙ্গল এণ্ড আসাম মাদরাসা এক্সামিনেশন এর অধীনে ১৯১৬ খৃ. ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসা হতে লোওয়ার মাদ্‌রাসা স্টাণ্ডার্ড পরীক্ষা ও ১৯১৮ খৃ. উক্ত মাদরাসা হতে মাদরাসা স্টাণ্ডার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৫] ১৯২২ খৃ. তিনি এফ, এম ডিগ্রীও লাভ করেছেন।[৬] তিনি ১৯২৪ খৃ. হুগলী জেলার ভাস্তাড়া গভর্ণমেন্ট হাই ইংলিশ স্কুলে হেড মৌলভী হিসেবে কর্মজীবন শুরু

করেন। তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ১৯৪২ খৃ. টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের কোড়ালিয়া পাড়ায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিন বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাও করেন। অতপর তিনি পর্যায়ক্রমে দেলদুয়ার মৈশা মুড়া হাইস্কুল, জমিদার মহব্বত আলী চৌধুরী হাইস্কুল ও মহেড়া জমিদার বাড়ী আনন্দ হাইস্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে ১৯৬৭ খৃ. বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর গ্রহণ করেন।[৭] তিনি ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা-লেখিসহ সাহিত্য চর্চাও করতেন।

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, ৩৩১
২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩
৩. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
৪. প্রাগুক্ত,
৫. প্রাগুক্ত,
৬. প্রাগুক্ত,
৭. প্রাগুক্ত,

'মুশকিল আছন', মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত সঞ্চয়ন', 'মেশকাত শরীফের সংক্ষিপ্ত সঞ্চয়ন', 'মিষ্টি ও কড়া' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি 'সূরা বকর' এর বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফছীর' ও 'পাক সহজ তফছীর (আমপারা)' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের আংশিক দু'টি ভাষ্য ও রচনা করেন। তবে 'সূরা বকর এর বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফছীর' গ্রন্থটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। তাঁর 'পাক সহজ তফছীর (আমপারা)' গ্রন্থটি খোন্দ কার ফজলুল করিম কর্তৃক ১৩৮৩ হি. এর যিলহাজ্জ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৮] উক্ত তাফসীরে মূল আরবীসহ বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সংস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করে, সূরা নাস থেকে পর্যায়ক্রমে সূরা নাবার ব্যাখ্যা দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে। উক্ত ভাষ্যের প্রথমে সূরার কঠিন শব্দের অর্থ তারপর মার্জিনের নিচে ডানে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ বঙ্গানুবাদ, বামে আরবীতে ক্রমিক নম্বরসহ মূল আরবী ও বাংলা উচ্চারণ সংযোজন করা হয়েছে। অতপর মার্জিনের নিচে শানে নুযূল ও বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করার পর আয়াতের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের ভাষা খুবই সহজ-সরল যা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ১৯১৮ খৃ. ২ মার্চ পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তিনি স্থানীয় একটি ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসায় প্রায় বছর কাল প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ১৯৩৪ খৃ. বরিশালের দারুস সুন্নাহ (শর্ষিনা) আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৮ খৃ. উক্ত মাদ্‌রাসা হতে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর তিনি ১৯৪০ খৃ. কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল ও ১৯৪২ খৃ. একই মাদরাসা হতে মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী অর্জন করেন।[১০]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১৯৪০-৪৫ খৃ. উক্ত মাদরাসায় কুরআন ও হাদীসের উপর উচ্চতর গবেষণাও সম্পন্ন করেন।

১৯৪৫ খৃ. তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত বরিশালের রঘুনাথপুর হাই মাদরাসা ও ১৯৪৭ - ৪৮ খৃ. পর্যন্ত কেউন্দিয়া হাই মাদরাসায় তিনি হেড মৌলভী হিসেবে শিক্ষাকতা করেন।[১১] এ শিক্ষকতার সময়েই তিনি জামায়াতে ইসলামী হিন্দে যোগদান করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ফলে ধরাবাধা নিয়মে তাঁর পক্ষে চাকুরী করা আর সম্ভব হয় নি।

৮. খোন্দকার মোহাম্মদ হোছাইন, পাক সহজ তফছীর (আমপারা), পৃ. উৎস্বর্গ পত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৯. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *মাওলানা আবদুর রহীম (রঃ) একটি বিপ্লবী চেতনার প্রতীক*, মাওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন, ঢাকাঃ ১৯৯৪ খৃ, ১ম সং, পৃ.৩

১০. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৫

১১. *স্মরণিকা, আলোর প্রতীক (মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম)*, জমিয়ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০ খৃ, পৃ. ৮৫

তিনি ১৯৫০-৫৫ খৃ. পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে প্রায় ১৩ বছর পর উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন।[৪] রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে কারাবরণও করতে হয়েছিল। ১৯৭১-৭৪ খৃ. পর্যন্ত তিনি নেপাল ও পাকিস্তানে অবস্থান করেছিলেন এবং ১৯৭৪ খৃ. মাঝামাঝি সময়ে দেশে ফিরে আসেন।[৫] ১৯৭৬ খৃ. তাঁর নেতৃত্বে আই.ডি.এল. নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হলে তিনি উক্ত সংগঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৭-৮৩ খৃ. পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮৪ খৃ. ৩০ নভেম্বর উক্ত সংগঠনের নাম পরিবর্তন করা হয় এবং এটা 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামে আত্মপ্রকাশ করলে তিনি আজীবন উক্ত সংগঠনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।[৬] তিনি ১৯৭৯ খৃ. বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি কয়েকটি দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করেন।[৭] দেশের কয়েকটি বেসরকারী সংস্থার সাথেও তাঁর সম্পৃক্ততা দেখা যায়।

১২ বছর বয়স থেকে তাঁর সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়। পাটুয়াখালির একটি স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকতার সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল লক্ষণীয়।[৮]

উপরন্তু তিনি বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করাচি, কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বণ্ড পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর রচনার সংখ্যা দেড় শতাধিক। তিনি সাইয়েদ আবুল আ'লা

মওদুদী (র.) বিরচিত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' এরও সফল বঙ্গানুবাদক। এ মহান মনীষী ১৯৮৭ খৃ. ১ অক্টোবর ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) বিরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সূরা ফাতিহার তাফসীর' টিকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি তাঁর রচিত ৫ম পুস্তক।[৯] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬।

---

৪. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬,৮,১০,১৫

৫. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৬. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, ২৩.

৭. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৮. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *সুরা ফাতিহার তাফসীর*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০০ খৃ. ৬ষ্ঠ সং, পৃ. পূর্ব কথা দ্রষ্টব্য

খায়রুন প্রকাশনী সর্ব প্রথম এ তাফসীটিকে ১৯৫৮ খৃ. প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচনার জন্য যে বিশেষ ভঙ্গিটি গ্রহণ করেছেন এক কথায় তা অনন্য ও অভিনব। এতে কুরআনের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি অভিধান গ্রন্থের সাহায্যের চেয়ে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলোর উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করেছেন। এ বিশেষ ভঙ্গিটি গ্রহণের মাধ্যমে মূলতঃ তিনি বাংলা ভাষায় কুরআনের বিষয় ভিত্তিক তাফসীরের একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন।[১০] সূরা ফাতিহার এ তাফসীর রচনার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "আমার দৃষ্টিতে ত্রিশ পারা কুরআন মাজীদের নির্যাস ও সারাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্ষুদ্রাকার সূরা ফাতিহায়। পূর্ণ কুরআনে যে জীবন দর্শন ও দার্শনিক মতবাদ এবং ইসলামী আক্বীদার বুনিয়াদ পেশ করা হইয়াছে তাহারই মৌলিক তথ্য ও তত্ত্বস মূহ বিশেষ গাম্ভীর্যসহকারে আলোচিত হইয়াছে এই সূরাটিতে। ইহার বিস্তারিত অর্থ ও ভাবধারা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে আমি এই তাফসীর রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা হইতে পাঠকগণ পূর্ণ কুরআন মাজীদ বুঝিয়া পাঠ করার প্রেরণা লাভ করিবেন। ইহা আমার আশা।"[১১]

গ্রন্থকার সূরা ফাতিহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে কুরআন মাজীদের ভূমিকা, মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য, সর্ব প্রথম অবতীর্ণ সূরা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভাষা খুবই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি সর্ব মহলে যষ্টে সমাদৃত হয়েছে।

মাওলানা আ.ন.ম. রূহুল আমিন চৌধুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ গোলামুন্নবী

মাওলানা আ.ন.ম. রূহুল আমিন চৌধুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ গোলামুন্নবী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁরা যৌথ ভাবে 'তাফসীর জালালাইন ও আনওয়ারুল কোরআন' (বিশদ বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর) আখ্যায় পবিত্র কুর'আনের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর প্রণয়ন করেছেন। মূলত কুরআনী সাহিত্যের

তাঁদের এ কর্মটি ছিল তাফসীরে জালালাইনসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ হতে সংকলিত একটি বঙ্গানুবাদ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় নোয়াখালীর চৌমুহনীর আশরাফিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক ১৯৮৩ খৃ.। এতে স্থান পেয়েছে সূরা ফাতিহা ও বাকারার অনুবাদ ও তাফসীর। এর মূল্য ছিল ৫৫ টাকা। এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় একই সংস্থা কর্তৃক ১৯৮৩ খৃ.। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১২ ও মূল্য ছিল ২৬ টাকা। এতে স্থান পেয়েছে সূরা আলে ইমরানের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর। তাঁদের সম্পাদনায় 'আনওয়ারুল কুরআন' আখ্যায় পবিত্র কুরআনের ৩০তম

---

১০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. পূর্ব কথা দ্রষ্টব্য

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. প্রথমিক কথা দ্রষ্টব্য

পারার বঙ্গানুবাদ ও বিশদ তাফসীরেরও একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ খৃ. নোয়াখালী আশরাফিয়া লাইব্রেরী এ সংকলিত তাফসীরটি প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৯ ও মূল্য ২১ টাকা।[১২] তাঁদের এসব অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো মাদরাসা বোর্ডের সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তারা প্রণয়ন করেছিলেন। ফলে এগুলোর চাহিদাও ছিল ব্যাপক।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ (সম্মান) ও এম,এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.টি. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি নোয়াখালীর রামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে চাকুরী করেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি হল 'তাকমীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন'। নিম্নে তাঁর তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

'তাকমীলুল বায়ান ফী তাফসীরিল কোরআন'

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ বহু দিন ধরেই অন্তরে পবিত্র কুরআনের কোন সেবা করার অদম্য আকাঙ্খা পোষণ করে আসছিলেন। সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এ আকাঙ্খা বাস্তাবায়নে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘ ৮ বছর পরিশ্রম করে উপরোক্ত আখ্যায় বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা করে তাঁর তাফসীরের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন।[১৩] পরবর্তীকালে তিনি শীঘ্রই উক্ত তাফসীরের অবশিষ্ট খণ্ডগুলো পর্যায়ক্রমে মুদ্রণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও পাঠক সমাজের দু'আ কামনাও করেছিলেন।[১৪] তবে পরবর্তীকালে তাঁর তাফসীরের আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার

খবর পাওয়া যায় নি। আলোচ্য তাফসীরের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭ খৃ. ঢাকা থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় । মুদ্রণে ছিল 'দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ৬৭ বি-মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১৯।

১২. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১৩. মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ, *তাকমীলুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, ঢাকা: ১৯৮৭ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ১ ('আমার কথা' নামে অনুবাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

১৪. মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২

এর হাদিয়া হল একশত আশি টাকা।[১৫] 'আমার কথা নামে' গ্রন্থকারের ভূমিকা ও সুচীপত্র ছাড়া এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৯। এ খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা থেকে আলে ইমরান পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। অনুবাদ শেষে তিনি রাসূল (স.) এর স্মরণে ২০ লাইনের আরবীতে একটি দীর্ঘ কবিতাও সংযোজন করেছেন।

আলোচ্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাখ্যাকার আরবী, উর্দ্দু, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। উক্ত তাফসীরে তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন তাফসীরকার ও লেখকদের তাফসীরের অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার তাঁর তাফসীরে যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে বায়যাবী, জালালাইন, কাশশাফ, কাবীর, রূহুল বায়ান, ফি যিলালিল কুরআন, তাফসীরে ইবন আব্বাস, হাক্কানী, কাদেরী, আল্লামা ইউসুফ কর্তৃক পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ এবং মরিস বুকাইলির দি বাইবেল কোরআন এণ্ড সাইন্স উল্লেখযোগ্য। তবে এ সব গ্রন্থের বরাত ব্যবহারে তথ্য সূত্রের কোন নীতি অনুসৃত হয় নি। আলোচ্য তাফসীরের তাফসীরকার আরবীতে প্রতিটি সূরার নাম অবতীর্ণ স্থান ও আয়াতের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক বাংলায় প্রতিটি সূরার নাম অবতীর্ণ স্থান, আয়াত, শব্দ, অক্ষর ও রুকুর সংখ্যা, সূরার নামকরণ, শানে নুযূল, সূরার যোগসূত্র, বিষয়বস্তু, সারসংক্ষেপ, সূরার ফযীলত ইত্যাদির আলোকপাত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাত এ কুরআনের পৃষ্ঠার ডানে আরবীতে তাসমীয়াসহ মূল আরবী ও বামে বঙ্গানুবাদ এবং তৎনিচে 'তাফসীর' শিরোনামায় সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। কোন কোন আয়াত বা আয়াতাবলীর ক্ষেত্রে উক্ত নীতির কিছু ব্যতিক্রমও ঘটেছে। অর্থাৎ প্রথমে আরবী তৎনিচে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার

মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (র.) ১৯০৮ খৃ. চট্টগ্রাম জেলা শহরের পূর্ব মাদার বাড়ীস্থ প্রাচীন মীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ খৃ. জীবনের ২৯তম হজব্রত পালনের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর দিবাগত রাত্রে মিনা হাসপাতালে ইহরাম অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।[১৬] তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা হাফিজ

মাসউদ আলী ছিলেন সে যুগের একজন প্রখ্যাত আলিম ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (র.) এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম মাদরাসায়। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ফাযিল পাস করার পর ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন।

---

১৫. মোহাম্মদ আজীজ, প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৬. মোজাফ্ফর আহমদ সম্পাদিত, *সেবা (চিকিৎসা সেবা স্মারক-২০০১)*, বায়তুশ শরফ শাহ জাব্বারিয়া হাসপাতাল, চট্টগ্রাম: ২০০১ খৃ, পৃ. ৯,১০

অতপর সেখান থেকে তিনি হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।[১৭] ছাত্রাবস্থায় তিনি আজমীর শরীফ গমন করে হযরত সৈয়দ মোনছরম শাহ খোরাসানী (র.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে কাদেরীয়া তরীকার চর্চায় ইসলামের সেবা ও মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। মানব কল্যাণ ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করণের লক্ষে তিনি ১৯৫২ খৃ. মসজিদ ভিত্তিক সংগঠন আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ গঠন করেন এবং ১৯৬৮ খৃ. চট্টগ্রামের ধনিয়ালা পাড়ায় মসজিদ বায়তুশ শরফ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮] তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের সেবা ও তরীকত চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধানার সাথে সাথে তিনি ইসলামী সাহিত্য চর্চায়ও অবদান রাখেন। বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহার তাফসীর হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকর্ম। নিম্নে তাঁর উক্ত তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

'ছুরা ফাতেহার তফসীর'

মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার কর্তৃক রচিত উপরোক্ত শিরোনামের তাফসীরটির প্রথম সংস্করণ চট্টগ্রাম থেকে এম আব্দুল কুদ্দুস মিয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রাকর ছিল ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম। মূল্য ছিল ২ টাকা। তবে এতে প্রকাশনার সন তারিখ উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রকাশনায় ছিল আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম। মুদ্রণে জাহাঙ্গীর প্রেস, কাটাপাহাড় লেইন, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম। এর হাদিয়া ছিল ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮।[১৯] উক্ত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (র.) তাঁর তাফসীর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

> "কোরানের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান সূরা হইল সুরা ফাতেহা। প্রত্যেক নামাজের প্রথমে, দোয়াতে এবং প্রত্যেক মকছুদের জন্য এই ছুরা দিয়া আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করা হয়। তাই আমি আল্লাহর ফজলে উক্ত সূরার অর্থ, ভাবার্থ তাফছিরের কিছুটা অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও ছদকায়ে জারিয়ার নিয়তে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি"।[২০]

উক্ত তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচী প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটির ১ম পৃষ্ঠা থেকে ৭২ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) ইসমাইল (আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইসলামী রাজনীতি, ওহী, নবী- রাসূল,

১৭. মোজাফ্‌ফর আহমদ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৯. মীর মোহাম্মদ আখতার, *সূরা ফাতেহার তফসীর,* আঞ্জুমান ইত্তেহাদ, চট্টগ্রামঃ ১৯৭৭ খৃ. ২য় সং, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০. প্রাগুক্ত,

কুরআনের শানে নুযূল, ফযিলত ও তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। অতপর ৭৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ১১৮ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূরা ফাতিহার অনুবাদ, শাব্দিক বিশ্লেষণ, বৈশিষ্ট্য, ভাবার্থ, ফযিলত, তাসাওফ, ধর্মীয় গবেষণা, সাদকায়ে জারিয়া, লওহে মাহফুয ও তাবলীগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য তাফসীরের বাম পার্শ্বে সূরা ফাতিহার মূল আরবী ও ডান পার্শ্বে বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হয়েছে। তাফসীরটিতে উর্দু ও ফার্সী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে এটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান ছিলেন বগুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একাধারে বগু গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক, সংকলক, মুদ্রক, প্রকাশক ও পরিবেশক। ভোলা জেলার অন্তর্গত বোরহান উদ্দীন উপজেলার গঙ্গাপুর নামক গ্রামে ১৯৪৪ খৃ. ২১ আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মজিবুর রহমান হাওলাদার। জনাব হাদীসুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৬০ খৃ. দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ, ১৯৬৪ খৃ. আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ, ১৯৬৬ খৃ. ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও ১৯৬৮ খৃ. কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতপর ১৯৭০ খৃ. তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও ১৯৭৫ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে বি.এ. অনার্স কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।[২] তিনি ২৮ আগষ্ট ২০০১ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি ঢাকার আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯৮৪ খৃ. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন মাদরাসা সমূহের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক রচনাসহ ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনায় তাঁর জীবনের বড় একটা অংশ ব্যয়িত হয়। এতদসম্পর্কিত বিষয়াদির উপর তাঁর প্রায় চল্লিশোর্ধ সংকলিত, সম্পাদিত, অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমানের 'আরাফাত পাবলিকেশন্স' নামে একটা বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে। উক্ত পাবলিকেশন্স থেকে তাঁর ব্যবসায়িক প্রকাশনার পাশাপাশি প্রায়

দেড় শতাধিক এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর রচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা, সংকলন, মুদ্রণ, প্রকাশনা অর্থাৎ কোন না কেন কার্যক্রমের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। প্রকাশনায় ইসলামী সাহিত্য কর্মের জন্য তাঁকে 'বাংলাদেশ জাতীয় সহিত্য সংসদ স্বর্ণ পদক'৯৪ এ ভূষিত

১. শাহ মোহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *অটোগ্রাফ*, (বাংলাদেশ জাতীয় সাহিত্য সংসদের সাময়িকী) আফিফা প্রোডাক্ট, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪

২. শাহ মোহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

করা হয় এবং একই কারণে তিনি 'শেরে বাংলা জাতীয় শিশু একাডেমী স্বর্ণ পদক ১৯৯৯' পুরস্কার ও লাভ করেন।[৩]

তাঁর রচনাবলির মধ্যে, 'আনওয়ারুত তানযীল' ও আনওয়ারুত তানযীল সম্বলিত 'তাফসীর-ই-জালালাইন' নামে তাফসীর সংকলন দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থ 'আনওয়ারুত তানযীল' চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের[৪] প্রথম সংস্করণ আরাফাত পাবলিকেশন্স এর পক্ষে আতিকুর রহমান (শরীফ) কর্তৃক ১৯৭৯ খৃ. তৎকালীন বরিশালের ভোলা থেকে প্রকাশিত হয়।[৫] এতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারার ১ম রুকু পর্যন্ত ডান পাশে মূল আরবী ও বামে বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়েছে। তবে সূরা বাকারার ২য় রুকু হতে শেষ পর্যন্ত, প্রথমে আয়াত তপর মার্জিনের নীচে ভাবানুবাদ, তারপর মার্জিনের নীচে শানে নুযূল, ঘটনার ব্যাখ্যা, তৎপর কোন কোন স্থানে শব্দ বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত খণ্ডের ২য় সংস্করণ ১৯৮২ খৃ. ১৫ ফেব্রুয়ারী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ. ১০ জানুয়ারী, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৭ খৃ. ১৮ই জানুয়ারী, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৩ খৃ. ২ জানুয়ারী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৪ খৃ. ১০ ফেব্রুয়ারী, সপ্তম সংস্করণ ১৯৯৪ খৃ. ২৮ ডিসেম্বর, অষ্টম সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ. ২৮ নভেম্বর প্রকাশিত হয়[৬]। উক্ত খণ্ডের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ আরাফাত পাবলিকেশন্স কর্তৃক আরাফাত প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে ১৯৯৯ খৃ. ১৪ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। উক্ত তাফসীরের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ভোলা থেকে ১৯৭৮ খৃ. ১১ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় সংস্করণ আধুনিক প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়ে আরাফাত পাবলিকেশন্স কর্তৃক ভোলা থেকে ১৯৮০ খৃ. প্রকাশিত হয়।[৭] প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের নীতি দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের পুনমুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ খৃ. তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ. চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৭ খৃ. এবং পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯২ খৃ. প্রকাশিত হয়।[৮] উক্ত পঞ্চম সংস্করণের পুনমুদ্রণ যথাক্রমে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ খৃ. প্রকাশিত হয়।

৩. শাহ মোহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *বিবেক*, (শেরে বাংলা জাতীয় শিশু একাডেমীর সাময়িকী), আফিকা প্রোডাক্ট প্রাঃ লিঃ, ঢাকা, ২০০০ খৃ. পৃ. ৪১

৪. প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬১ ও মূল্য ছিল ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

৫. মোহাম্মদ হাদীসুর রহমান সম্পাদিত, *আনওয়ারুত তানযীল*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১৯৭৯ খৃ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. গ্রন্থ স্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, *পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ*, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৭. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ২য় সং, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এর দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ. প্রকাশিত হয় । এর সপ্তম সংস্করণ ১৯৯৮ খৃ. আরাফাত পাবলিকেশন্স কর্তৃক আরাফাত প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[৯] এতে সূরা আলে-ইমরান ও নিসার অনুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। তবে পঞ্চম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু আলে ইমরানই স্থান পেয়েছিল, আর সূরা নিসাকে সংযোজন করা হয় তৃতীয় খণ্ডের সাথে। উক্ত তাফসীর সংকলনের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮ খৃ. প্রকাশিত হয়।[১০] উক্ত খণ্ডের সূরা নিসার প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮ খৃ. এবং সূরা মায়িদা ও আনআমের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খৃ.।[১১] সংকলক সূরা নিসার প্রকাশনাকেই উক্ত খণ্ডের প্রথম সংস্করণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ তৃতীয় খণ্ডের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আরাফাত পাবলিকেশন্স কর্তৃক আরাফাত প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে ১৯৯৯ খৃ.।[১২] বর্তমানে এ সংস্করণে সূরা নিসা, মায়িদা ও আনআমের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ পঞ্চম সংস্করণের বাংলা ভাষায় সাধুরীতির পরিবর্তে চলতিরীতি অনুসৃত হয়েছে।

উক্ত তাফসীর সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৮২ খৃ. দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৬ খৃ. চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৩ খৃ. একই প্রকাশক ও একই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩] চতুর্থ খণ্ডের এ সংস্করণে সূরা আরাফ, আনফাল ও তাওবা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত তাফসীর সংকলনের প্রতিটি খণ্ডে ‘পাঠকদের খেদমতে’ শিরোনামায় ‘একটি নিবেদন’ ও বিষয়সূচী রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের সংস্করণগুলোর অনুবাদের ভাষা ছিল সহজবোধ্য। এতে বাংলা ভাষায় সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছিল। আর পরিবর্ধিত সংস্করণগুলোর ভাষা অনেকটা সংক্ষিপ্ত তবে প্রাঞ্জল। আর কোন কোন খণ্ডে চলতিরীতি অনুসৃত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ হাদীসুর রহমানের তাফসীর সংকলন ও সম্পাদনার আরেকটি বিশেষ অবদান হলো ‘আনওয়ারুত তানযীল সম্বলিত তাফসীর-ই-জালালাইন’। এটি তাফসীরে জালালাইন এর (আংশিক) বঙ্গানুবাদসহ দু’খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উক্ত সংকলনের প্রথম খণ্ডটি আরাফাত পাবলিকেশন্স কর্তৃক আরাফাত প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে ১৯৮৯ খৃ. এবং দ্বিতীয় সংস্করণ[১৪]

---

৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৭ম সং, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১০. প্রাগুক্ত, ৩য়, খণ্ড, ৫ম সং পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. প্রকাশকের ‘*পাঠকদের খেদমতে*’ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৩. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, মুদ্রণ (১৯৯৯), পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৪. প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৫৫২ ও মূল্য ছিল ১৫২ টাকা

প্রকাশিত হয় ১৯৯০ খৃ.।[১৫] উক্ত খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ মুদ্রণের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৯২, ১৯৯৫ ও ১৯৯৮ খৃ.।[১৬] প্রথম খণ্ডে সূরা ইয়াসীন, আস্ সাফাফাত, আল মু'মিন, আল ফাতহ্ আল হুজরাত, আন নাজম, ক্বাফ, আর রাহমান এর বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

উক্ত সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম[১৭] ও দ্বিতীয় সংস্করণ একই প্রকাশক ও একই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৯১ ও ১৯৯৫ খৃ.।[১৮] এ দ্বিতীয় খণ্ডে পবিত্র কুর'আনের ২৮শ, ২৯শ ও ৩০শ পারার জালালাইন এর বঙ্গানুবাদ ও সংকলিত তাফসীর সংকলন প্রথমে তাফসীর-ই-জালালাইন এর মূল আরবী অতপর মার্জিনের নিচে বঙ্গানুবাদ (আয়াতের অনুবাদে বন্ধনী ব্যবহৃত হয়েছে), তারপর সংকলিত তাফসীর সংযোজিত হয়েছে। এতে আয়াতের শানে নুযূল, ঘটনা, পঠন পদ্ধতি (ইলমুল ক্বিরাআত) এর বিবরণও রয়েছে। মাওলানা হাদীসুর রহমান তাঁর 'আনওয়ারুত তানযীল প্রণয়নে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হের যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে তাফসীর-ই-ইব্ন জরীর, ইবন কাসীর, কুরতুবী, কাবীর, রুহুল মা'আনী, খাযিন, মাদারিক, মাযহারী, আবুস সাউদ, ফাতহুল কাদির, বায়যাবী, জালালাইন, সাফওয়াতুত তাফাসীর, মা'আলিমুত তানযীল, ফী যিলালিল কোরআন, মা'আরেফুল কোরআন, তাফহীমুল কুরআন, বায়ানুল কুরআন, লুবাবুন নকুল, তাফসীরে হাক্কানী, তাফসীরে আশরাফী, বুখারী, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, ইবন আবী হাতীম, মুআত্তা, আহকামুল কুরআন, রাওয়ায়িউল বায়ান, ফিকহুস সুন্নাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তার ব্যাখ্যাত এ কুরআন ও বঙ্গানুবাদে ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল বলা যায়।

---

১৫. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *আনওয়ারুত তানযীল সম্বলিত তাফসীর-ই-জালালাইন, আরাফাত পাবলিকেশন্স*, ঢাকা: ১৯৯০ খৃ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৬. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, প্রাগুক্ত, *পরিমার্জিত সংস্করণ*, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

১৭. এ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রতিটি সূরায় পৃথক পৃথক পৃষ্ঠা দেয়া হয়। ২৮ পারার পৃষ্ঠাঙ্ক হলো ১ থেকে ২২৪ পর্যন্ত, ২৯শ পারার পৃষ্ঠাঙ্ক হলো ১ম থেকে ২২৪ পর্যন্ত, ৩০শ পারার পৃষ্ঠাঙ্ক হলো ১ থেকে ৪৪৭। এর মূল্য ছিল দুইশত ত্রিশ টাকা

১৮. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ২য় সং, পৃ. গ্রন্থস্বত্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন

মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই গ্রামে ১৯৪৪ খৃ. ২৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অলি আহমদ। মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন ঘরোয়া পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর পিতার ইচ্ছানুযায়ী চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় মেধা বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। অতপর তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল ও কামিল পাস করেন। তারপর বরিশালের শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসায় কামিল ফিকহ বিভাগে ভর্তি হয়ে মাদরাসা বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। অতপর ১৯৮০ খৃ. উক্ত মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ, তারপর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও ১৯৮১ খৃ. অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত পদেই দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৮৭ খৃ. বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত অন্যতম মসজিদ জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মাসজিদে তিনিই সর্ব প্রথম খতীব নিযুক্ত হন এবং অদ্যবধি উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।[২১] কর্মবগুল জীবনে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও এগিয়ে আসেন। 'দরসে কুরআনে করীম' গ্রন্থটি তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য অবদান। নিম্নে তাঁর গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

'দরসে কুরআনে করীম'

মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী রচিত 'দরসে কুরআনে করীম' গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের কোন ধারাবাহিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যা নয়; বরং কতিপয় নির্বাচিত আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর। পবিত্র কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত এ গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণ চট্টগ্রাম থেকে যথাক্রমে ১৯৯১ ও ১৯৯৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রকাশনায় ছিল তৈয়্যবিয়া একাডেমী, চট্টগ্রাম। মুদ্রণে ছিল জাহাঙ্গীর প্রেস, চট্টগ্রাম।[২২] আলোচ্য খণ্ডিত তাফসীরের প্রথমে মূল আরবী, তৎনিচে বঙ্গানুবাদ, অতপর তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এতে আয়াতের মর্মার্থনুসারে বিষয়বস্তুও তুলে ধরা হয়েছে।

---

২০. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

২১. প্রাগুক্ত

২২. মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, *দরসে কুরআনে করীম*, তৈয়্যবিয়া একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৯৯১ খৃ. ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীনের ব্যাখ্যাত কুরআনের বৈশিষ্ট্য হল এতে প্রতিটি আয়াতের বিষয়বস্তু ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভাষায় আরবী ও উর্দু ভাষার প্রভাবও কম নয়। ১৯৯১ খৃ. থেকে ১৯৯৯ খৃ. পর্যন্ত গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

মৌলভী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার মৌলভী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান 'আমপারা ও পঞ্চ ছুরা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বেগম মিনা রহমান কর্তৃক তাফসীর গ্রন্থটি সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খৃ. ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] বাংলা ভাষায় রচিত এ তাফসীরের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও শব্দ বিশেষের উপর গ্রন্থাকারের মননশীল ব্যাখ্যা গ্রন্থটিকে অনেক হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে সূরা সমূহের যে বিশুদ্ধ অনুবাদ এবং সহজ ও সরল ভাষায় যে টীকা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর সহজ, সরল এবং সাবলীল ভাষায় রচিত 'আমপারা ও পঞ্চ ছুরা' পড়ে জনসাধারণ উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।[২]

গ্রন্থের পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে বাংলায় আয়াত নম্বরসহ আয়াতের বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃষ্ঠার ডান পার্শ্বে আরবীতে আয়াত নম্বরসহ আরবী আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদের নীচে বন্ধনীর মধ্যে টীকা নম্বর উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় তাফসীর তুলেধরা করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী

মাওলানা মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী ১৯০৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। দীর্ঘ ৩৯ বছর তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৬৭ খৃ. তিনি চাকুরী জীবনের ইতি টানেন।[৩] তাঁর সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। 'উম্মুল কুরআন' আখ্যায় তিনি সূরা ফাতিহাসহ সূরা নাস থেকে সূরা ত্বীন পর্যন্ত ২১টি সূরার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যাত গ্রন্থটি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

---

১. মোহাম্মদ মীজানুর রহমান, *আমপারা ও পঞ্চ ছুরা*, ধানমণ্ডি, ঢাকা: ১৯৮০ খৃ. প্রথম প্রকাশ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. মোহাম্মদ মীজানুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. অভিমত পৃষ্টা দ্রষ্টব্য

৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী, *উম্মুল কুরআন*, ঢাকা: ১৯৬৮, ১ম সংস্করণ, পৃ. 'প্রকাশকের আরয' দ্রষ্টব্য

উম্মুল কুরআন

মাওলানা ফাযলুল করীম আনওয়ারী দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর ইংরেজী ও আরবী শিক্ষিত বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধের ফলে ১৯৬৭ খৃ. উপরোক্ত আখ্যায় সূরা ফাতিহাসহ আরো বিশটি সূরার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের সেবায় এটি ছিল তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টা।[৪] ১৯৬৮ খৃ. ঢাকা থেকে তাঁর ব্যাখ্যাত কুরআনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন আন্‌ওয়ারী পাবলিকেশন্স এর পক্ষে মাহবুবুল কারীম, ১৫৫ নং নিউমার্কেট, ঢাকা। কাজী মকছুদ আলী কর্তৃক রতন আর্ট প্রেস, ৯ নং পাটুয়াটুলী, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির শুভেচ্ছা মূল্য ছিল ৭ টাকা।[৫]

মাওলানা মুহাম্মদ ফাযলুল কারীম আনওয়ারী তাঁর অনুবাদে গতানুগতিক ধারায় সূরা গুলোর ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন। উক্ত গ্রন্থের শুরুতে প্রখ্যাত আলিম আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ মুস্তাফা আল মাদানীর একটি অভিমত, অনুবাদকের 'পূর্বভাষ' নামে ভূমিকা, প্রকাশকের আরয, আরবী শব্দের বাংলা বানান (পদ্ধতি) ও দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার একটি সূচী সংযোজন করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যাত কুরআনে প্রতিটি সূরার পূর্বাপর সম্পর্ক, শানে নুযূল, শব্দার্থ, কোন কোন আরবী শব্দের টীকা, কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা, অতপর বাম পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট সূরার আয়াতের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ও ডানে মূল আরবী প্রদত্ত হয়েছে।

জনাব ফাযলুল করীম আনওয়ারী তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলবীর ফাতগুল আযীয ও তাফসীরে আযীযীর অনুসরণ করেছেন।[৬] তবে তিনি অনুবাদের সময় সংশ্লিষ্ট সূরায় পূর্ববর্তী অনুবাদক ও তাফসীরকারদের ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের ভুল শুধরানোসহ সূরাতুল ফাতিহার বাংলা প্রতিবর্ণায়নের সময় স্বপ্রণীত বাংলা প্রতিবর্ণায়ন নীতির আলোকে অন্যান্য ভুল সমূহও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাত কুরআনের ভাষাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল বলা চলে।

---

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. 'অভিমত' পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আবুল হাশিম

বিশিষ্ট গবেষক আবুল হাশিম ১৯০৫ খৃ. ২৭ জানুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খৃ. ৫ অক্টোবর ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।[১] তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ খৃ. বি.এ পাস করেন এবং পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বি.এল পাস করেন। তিনি ১৯৩১ খৃ. বর্ধমান জেলা জজ কোর্টে আইন ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং এ সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৩৭ খৃ. বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং সে বছরেই মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তারপর ১৯৪১ খৃ. তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ১৯৪৩ খৃ. সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।[২] তিনি ১৯৫০ খৃ. কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ঢাকায় এসে ১৯৫২ খৃ. ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্বের কারণে ১৬ মাস কারাভোগ করেন। কারা মুক্তির পর তিনি 'খিলাফতে রব্বানী' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন এবং ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত উক্ত দলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩] ১৯৬০ খৃ. তিনি ইসলামিক একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪] ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক গঠিত কুরআনের তরজমা ও সম্পদনা বোর্ডের ১৩ জন অনুবাদক ও সম্পাদকের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

রাজনীতি, আইন ব্যবসা ও ইসলামিক একাডেমীর দায়িত্ব পালনকালীন কর্মবহুল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইসলাম ধর্ম, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'The Cread of Islam, Economic Problems and their Solution in Islam' ও 'ফারুকী খিলাফত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক একাডেমী থেকে প্রকাশিত কুরআনুল করীমের অনুবাদ ও সম্পাদনা কর্মের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। 'আল ফাতিহা' আখ্যায় সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটি কুরআনী সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

১. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০১ খৃ. পৃ. ১০৬

নিম্নে তাঁর রচিত 'আল ফাতিহা' সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

আল ফাতিহা

জনাব আবুল হাশিম অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'আল ফাতিহা' আখ্যায় সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৭০ খৃ. ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা থেকে

প্রকাশিত হয়।[৫] ১৯৮০ খৃ. এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণের মুদ্রক ছিল আধুনিক প্রেস, ১৫ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা। এর মূল্য ছিল মাত্র ৩ টাকা ।[৬]
এ গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ-

'আল ফাতিহা
আবুল হাশিম
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা'।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা-এর আবাসিক পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল গফুর এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটির ২য় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ খৃ. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় এবং ১৯৬২ খৃ. ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় আল-ফাতিহা নামে আলোচ্য গ্রন্থের সূরা ফাতিহার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থে আরবীতে তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহার মূল আরবীসহ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। অতপর একটি মুখবন্ধ লিপিবদ্ধ পূর্বক ১,২ ও ৩ ক্রমধারায় ৭টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে। পরিশেষে সালাতের গুরুত্বারোপ সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট ও সংযোজিত হয়েছে।[৭] তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

নূরুল ইসলাম

জনাব নূরুল ইসলাম এম.এ পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'কোরআন শরীফ' আখ্যায় একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। কোথাও উক্ত গ্রন্থের প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই।[৮]

৫. আবুল হাশিম, *আল ফাতিহা*, ঢাকা: ১৯৮০, ২য় সংস্করণ, পৃ. 'ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. অখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮
৮. প্রাগুক্ত

তবে উক্ত গ্রন্থের মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির কোন আখ্যাপত্র নেই। তবে প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় একটি আখ্যাপত্র রয়েছে। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ-

অতএব যতদুর সম্ভব কোরান হইতে পাঠ কর-আল-কোরান
কোরান শরীফ
মূল আরবী সহ
সরল বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর
১ম পারা

(আলিফ-লাম মীম)
১ম সংস্করণ
নুরুল ইসলাম এম, এ
কর্তৃক
অনূদিত, সংকলিত ও প্রকাশিত
প্রাপ্তিস্থান: শেখপাড়া, রাজশাহী সদর
রাজশাহী, পূর্ব পাকিস্তান।
সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত
হাদিয়া-১।

উক্ত অনুবাদে ‘পাঠক বর্গের প্রতি’ আখ্যায় অনুবাদকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, ছাত্র জীবন থেকেই পবিত্র কুরআনের একটি বিশুদ্ধ অনুবাদ করার আকাঙখা তাঁর মনে বীজবপন করেছিল।[৯] আর এ মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদে মশগুল হন। লেখক ভূমিকা ও সূচী ছাড়াই পবিত্র কুরআনের আলোচনা শুরু করেন। সূরাতুল ফাতিহার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের এ অনুবাদ ও তাফসীর আরম্ভ হয়েছে। আরবীতে তাসমিয়া, ডানে মূল আরবী এবং বামে বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। অতপর মার্জিনের নিচে বিভিন্ন আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণ পূর্বক তাফসীর লেখা হয়েছে। এতে বাংলা ও আরবী উভয় ভাষায় আয়াতের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ পূর্বক আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণসহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টাা করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষাকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল বলা যায়।

---

৯. নুরুল ইসলাম অনূদিত, *কোরান শরীফ* (তা.বি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা ‘পাঠক বর্গের প্রতি দ্রষ্টব্য

সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী

সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার চুনকুটিয়ার অধিবাসী। তিনি ‘তাফসীরে কোরানুল করিম’ শিরোনামে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৬৮ খৃ. ঢাকা থেকে তাঁর তাফসীরের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। চুনকুটিয়া ইমামিয়া চিশতিয়া সংঘ, ঢাকা কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়েছে। ৪৬০ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ১৬০ টাকা।[১] আলোচ্য খণ্ডে সূরা ফাতিহা, বারাআত, কাহফ, ফুরকান ও ইয়াসিন স্থান পেয়েছে। ১৯৮৭ খৃ. ঢাকা থেকে উক্ত তাফসীরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখানে সূরা মুদ্দাস্‌সির, কিয়ামাহ ‘আলা, জুমু‘আ, মুলক, মা‘আরিজ, জিন, ত্বীন, শামস, ইনশিরাহ, ইখলাস, মারইয়াম, ফাজর, লাইল, যিলযাল, আদিয়াত প্রভৃতি সূরার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ৩৬৯ পৃষ্ঠার এই খণ্ডটির মূল্য ১২৫ টাকা।[২] ১৯৮৮ খৃ. ঢাকা থেকে আলোচ্য তাফসীরের তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হয়। ৩৪২ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ১৫০ টাকা।[৩] আনকাবুত, সাফ্‌ফাত, আর-রহমান, ওয়াকিয়া,আল-হাদীদ, তারিক, যিলযাল প্রভৃতি সূরা এখানে স্থান পেয়েছে। উপরোক্ত আখ্যায় সূরা ফাতিহা ও বাকারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। ১৭৪ পৃষ্ঠার উক্ত প্রকাশনাটির মূল্য ছিল ১৫০ টাকা।[৪] তাঁর 'কোরান দর্শন' আখ্যায় ১ম খণ্ড হিসেবে ২০০০ খৃ. আরও একটি ধারাবাহিক অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা এটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিল। ৪০২ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ২৭৫ টাকা। ফাতিহা, বাকারা, নিসা, আনআম, আরাফ, আনফাল ও বারাআত প্রভৃতি সূরা এতে স্থান পেয়েছে। ডানে মূল আরবী ও বামে বঙ্গানুবাদ অতপর সংশ্লিষ্ট সূরার আয়াত ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম

মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন কাল সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না।[৫] তাঁর 'তফসীরে ফাতহুল মাজীদ' নামে পবিত্র কুরআনের একটি বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।

---

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩

২. প্রাগুক্ত

৩. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৪. প্রাগুক্ত

৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

এ তাফসীরের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮ খৃ. নভেম্বর মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। রাজশাহীর আব্দুল কাফী মুহাম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাটোর প্রেস লিমিটেড, ৮৯ যোগীনগর রোড, ওয়ারী, ঢাকা- ১২০৩ থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ৩৩০ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির বিনিময় মূল্য ৮০ টাকা।[৩] তিনি এ তাফসীর রচনায় যেসব গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে তাফহীমুল কুরআন, মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে ইবন কাসীর, ফাতগুল কাদীর, সাফওয়াতুত তাফাসীর ও ফী যিলালিল কোরআন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ[৪]-

তাফসীরে
ফাতহুল মাজীদ
প্রথম খণ্ড
(সূরা ফাতিহা থেকে আল বাকারার ২৮৬ আয়াত পর্যন্ত)
মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম

তিনি পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের বাকী অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন কিনা বা করলেও তা খণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়

নি। আলোচ্য তাফসীরে প্রতিটি সূরার নাম, অবতীর্ণের স্থান, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা বাংলায় এবং আরবীতে তাসমিয়া ও এর বঙ্গানুবাদ, তার নিচে মূল আরবী, তার নিচে আয়াতের বঙ্গানুবাদ, অতপর সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রদান করা হয়েছে। তাফসীরের কোন কোন জায়গায় পাদটীকাও সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি সূরার অনুবাদ ও ব্যাখ্যার পূর্বে সংশ্লিষ্ট্য সূরার নামকরণ, বিশেষত্ব, ফযিলত প্রভৃতির আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর উক্ত তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হল মূল আরবীর পর তিনি প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং পরে পবিত্র কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর তাফসীরটির ব্যাখ্যাকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। সরল গদ্যে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত এ তাফসীরের ভাষাকে অধিকতর বোধগম্য করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে কিছু অতিরিক্ত শব্দও ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজে মোটামুটি সমাদৃত হয়েছে।

---

৩. মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম, *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ,* ঢাকা: ১৯৮৮, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মাওলানা মো: শামসুল হক (দৌলতপুরী)

মাওলানা মো: শামসুল হক দৌলতপুরী ১৯৩৯ খৃ. বাংলাদেশের বি. বাড়িয়া জেলার নাসির নগর থানার অন্তর্গত পূর্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মিয়াজ আলী।[১] পারিবারিক পরিবেশে জনাব শামসুল হক দৌলতপুরী পাঠশালা ও মকতবের লেখাপড়া শেষ করে স্থানীয় মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে আরবী, উর্দু, ফার্সী ও বাংলা অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর পিতা ইন্তিকাল করলে পিতামহ আব্দুল গনীর তত্ত্বাবধানে তিনি লেখাপড়া করেন। গ্রামের মাদরাসায় লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঢাকার হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। অতপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান খাইরুল মাদারেস এ ভর্তি হন এবং কুরআন ও হাদীসের উপর উচ্চ শিক্ষার সনদ অর্জন করেন। সরকার অনুমোদিত আলিয়া মাদরাসা হতেও তিনি মুমতাজুল ফুকাহার সনদ অর্জন করেন।[২]

মাওলানা মো: শামসুল হক (দৌলতপুরী) শিক্ষকতার মাধ্যমে স্বীয় কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য অব্যাহত রাখেন। 'তাফসীরে আহকামুল কুরআন' নামে কুরআন থেকে নির্বাচিত কতিপয় আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ কর্ম। তবে এই তাফসীর কর্মটি পবিত্র কুরআনের কোন ধারাবাহিক অনুবাদ ও তাফসীর নয়; বরং মোল্লা জিউন (র.) এর 'আত্ তাফসীরাত আল আহমদিয়া'র অনুসরনে কুরআনের বিধি-বিধানের

পাঁচশত আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের উক্ত তাফসীরটির প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩ খৃ. অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত তাফসীরের প্রকাশক ছিলেন আলহাজ্জ এ.কে কামরুল বারী, ৭ নং আমানিয়ান স্ট্রীট, আর্মানীটোলা, ঢাকা। ক্লাসিক প্রিন্টার্স, ৪০-৪১ বাংলা বাজার ঢাকা কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়েছিল। ৪২৩ পৃষ্ঠার উক্ত তাফসীরটির মূল্য হল ১৫০ টাকা।

---

১. মাওলানা সামসুল হক দৌলতপুরী, *'তাফসীরে আহকামুল কুরআন'*, ঢাকা: ১৯৯৩ খৃ. ১ম সংস্করণ পৃ. লেখক পরিচিতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. প্রাগুক্ত

এ তাফসীরটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-[৩]

তাফসীরে আহকামুল কুরআন
মাওলানা মো: শামসুল হক দৌলতপুরী
মুহাদ্দিস, আল-মাদ্রাসা আল-মাদানিয়া আল আরাবিয়া মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১
মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ
৭নং আর্মানিয়ান স্ট্রীট
আর্মানীটোলা, ঢাকা।

মাসিক মদীনায় এ তাফসীটির কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খাঁন উক্ত তাফসীরের ভাষাকে 'স্বচ্ছ, সাবলীল এবং মূলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪] উক্ত তাফসীরের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় অনুবাদক যে সব মনীষির বিভিন্ন বঙ্গানুবাদিত কুরআনের অনুসরণ করেছেন তাদের মধ্যে মোল্লা জিউনের আত্ তাফসীরাত আল আহমদীয়া, মুফতী মুহাম্মদ শফী'র মা'আরেফুল কোরআন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি ফিক্‌হের যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে 'দুররে মুখতার' ও 'হিদায়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় একটি অমূল্য সংযোজন।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. অভিমত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বাংলা ভাষায় টীকা ভিত্তিক তাফসীর চর্চা

যে সকল মনীষী বাংলা ভাষায় টীকা-টিপ্পনী ভিত্তিক তাফসীর চর্চা করেছেন নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

গিরিশ চন্দ্র সেন

ব্রাহ্মধর্মের নব বিধান মণ্ডলীর ধর্ম প্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন ১৮৮১ খৃ. ১২ ডিসেম্বর হতে ১৮৮৫ খৃ. ৩০ জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর সময়ে টীকা-টিপ্পনী সহ পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।[১] এটি পবিত্র কুরআনের সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ।[২] গিরিশ চন্দ্র সেন বাংলাদেশের বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে ১৮৩৫ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তিনি তাঁর পিতা মাধব রায় ও নরসিংদী জেলার মুন্সী কৃষ্ণ রায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৪] অতপর তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।[৫] তিনি কিছুদিন ময়মনসিংহের জেলা মেজিস্ট্রেট অফিসে নকল নবীশের কাজ করেছিলেন এবং কয়েক বছর হার্ডিঞ্জ স্কুলসহ ময়মনসিংহের জেলা স্কুল ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।[৬] তিনি ১৮৭৬ খৃ. ভারতের লাখনুর মাওলানা ইহসান আলীর[৭] নিকট আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার পর ঢাকা'র মাওলানা আলীম উদ্দীনের নিকট আরবী, ইতিহাস, সাহিত্য, কুরআন ও তাফসীরের শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৮] অতপর তাঁর ধর্মগুরু ব্রাহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নির্দেশে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ শুরু করেন।[৯] কিন্তু বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁর যতটুকু ব্যুৎপত্তি ছিল আরবীতে ততটা পারদর্শিতা না থাকায় তিনি কুরআনের অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী লিখনে মোল্লা কামাল উদ্দীন ওয়ায়েজ কাশিফীর তাফসীরে হোসাইনী, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রাফী উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত কুরআনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

১. আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, প্রাগুক্ত, ১ম সং, পৃ. ৩৮১

২. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *প্রাগুক্ত*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭১

৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৫. শ্রীমতী কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'মৌলভী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন', গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক (অনূদিত) কোরআন শরীফ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতাঃ ১৯৭৯, পৃ. ১৫

৬. ড. কাজী মোতাহার হোসাইন, *কয়েকটি জীবন*, (অধুনালুপ্ত বি,এন, আর, ঢাকা), ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন (প্রবন্ধ), পৃ. ৮২

৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৮. মুনশী শেখ জমীরুদ্দীন, *গিরীশ বাবু: ইসলাম প্রচারক*, ১৯০১ সাল, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রকাশিত 'গিরীশ বাবুর আত্মজীবনী' দ্রষ্টব্য

৯. শ্রীমতী কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

তাঁর অনূদিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী তারিণী চরণ বিশ্বাস কর্তৃক শেরপুর চারু যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১৮৮১ খৃ. ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়[১১] এবং উক্ত তারিখেই এটি রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে জমা দেয়া হয়[১২] আর ২য় খণ্ড থেকে পবিত্র কুরআনের শেষ পর্যন্ত বাকী সব গুলো খণ্ড শ্রী রাম সর্বস্ব ভট্টাচার্যের বিধান যন্ত্র থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[১৩]

১৮৮১ খৃ. থেকে ১৮৮৩ খৃ. পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ মোট ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা তাওবা পর্যন্ত মোট ৯টি সূরা অন্তর্ভূক্ত হয়। অনুবাদ গ্রন্থটির দ্বাদশ খণ্ডের আখ্যা পত্রে 'প্রথম ভাগ' কথাটি মুদ্রিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, অনুবাদক কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদের প্রথম এক তৃতীয়াংশকে 'প্রথম ভাগ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪] ১৮৮৩ খৃ. থেকে ১৮৮৪ খৃ. মে মাস পর্যন্ত উক্ত অনুবাদের 'দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয়। এতে সূরা ইউনুস থেকে সূরা আন নামল পর্যন্ত মোট ১৮টি সূরা স্থান পায়।[১৫] তৃতীয় ভাগের অনুবাদও স্বতন্ত্র খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। তবে এর তৃতীয় খণ্ড থেকে দ্বাদশ খণ্ড পর্যন্ত প্রতি দু'খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় এবং এর সর্বশেষ (একাদশ ও দ্বাদশ) খণ্ডটি একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খৃ. ৩০ জুলাই।[১৬] এর তৃতীয় ভাগে সূরা কাসাস থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ৮৭ টি সূরা স্থান পায়। প্রতিটি ভাগে ১২ খণ্ড হিসেবে মোট খণ্ডের সংখ্যা দাড়ায় ৩৬ টি। তবে তৃতীয় ভাগের তৃতীয় খণ্ড থেকে দ্বাদশ খণ্ড পর্যন্ত প্রতি দু'খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় মোট খণ্ড সংখ্যা দাড়ায় ২৯ টি।[১৭]

গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ অনেকটা আক্ষরিক পর্যায়ের।[১৮] তাঁর অনুবাদের ভাষা মোটামুটি প্রাঞ্জল। তবে সংস্কৃত শব্দের প্রভাবও কম নয়। অনুবাদের প্রথম ভাগের খণ্ডগুলোতে কিছুটা মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তিনি অনুবাদের পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশের সময় এ ভ্রান্তিগুলোর শুদ্ধিপত্র ছাপিয়ে গ্রাহকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ থেকে সূরা কাউসারের বঙ্গানুবাদটি নিম্নে নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হল-

---

১১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮২

১২. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. ড. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

১৭. ড. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

সূরা কওসর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

৩ আয়াত, ১ম রুকু

দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত হইতেছি

নিশ্চয় তোমাকে আমি কওসর দান করিয়াছি।[১৯] |১| অন্তর তুমি আপন প্রতিপালকের জন্য নামায পড় ও উষ্ট্র বলিদান কর |২| নিশ্চয় তোমার যে শত্রু সে নিঃসন্তান হয় |৩| (র ১; আ-৩)[২০]

গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন-

- কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনীর মালিক আব্দুল আযীয আল আমান বলেন-"এ ধরনের তাফসীর আমি ইতি পূর্বে পাঠ করিনি।"[২১]
- মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন- "এ অনুবাদ কর্মটি জগতের অষ্টম আশ্চর্য।"[২২]
- মাওলানা আলিমুদ্দিন বলেন- "এ অনুবাদটি শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দূ অনুবাদ ও তফসীর হোসেনীর অনুরূপ।"[২৩]
- মৌলভী আফ্‌তাব উদ্দীন এ অনুবাদকে "অতি উৎকৃষ্ট, প্রাঞ্জল ও একটি উপাদেয় পদার্থ"[২৪] বলে মন্তব্য করেছেন।
- গিরিশ চন্দ্র সেনের যুগের শিক্ষার্থী আহমদুল্লাহ, আবদুল আলা ও আবদুল আজীজ প্রমুখ তাঁর এ অনুবাদকে "উদার, আনুপূর্বিক, প্রকৃত অনুবাদ"[২৫] বলে উল্লেখ করেছেন।
- মাওলানা আবুল মোজাফ্‌ফর আব্দুল্লাহ বলেন- "এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধ রূপে টীকাসহ হইয়াছে।"[২৬]

গিরিশ চন্দ্র সেনের এ অনুবাদের প্রশংসা যেমন অনেকে করেছেন তেমনি বিরূপ সমালোচনাও করেছেন অনেকে। ঢাকার ঘোড়াশালের মিয়া ফজলুর রহমান 'আখবারে ইসলামীয়া' পত্রিকায় গিরিশ চন্দ্রের অনুবাদের তীব্র সমালোচনা করে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার সার সংক্ষেপ হল-

---

১৯. এখানে একটি টীকা সংযোজিত আছে

২০. গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত, কোরআন শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮০

২১. প্রাগুক্ত, প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য

২২. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
২৩. গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, প্রাগুক্ত, শেষে মুদ্রিত 'অভিনন্দন পত্র' দ্রষ্টব্য
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. প্রাগুক্ত

'(এ অনুবাদ) নিতান্ত অসম্পন্ন, অস্পষ্ট ও অবিশুদ্ধ। সম্পূর্ণ কোরআন কিংবা কোন একটি সূরার আদ্যোপান্ত পাঠ না করে এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জন না করে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করে তিনি নিতান্তই অজ্ঞান, ধৃষ্টতা, ধর্মগ্রন্থের অবমাননা ও অনধিকার চর্চা করেছেন। তাঁর এ অনুবাদে কুরআনের মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি।'[২৭]

ভারতের কলকাতা মাদরাসার স্বনাম ধন্য ছাত্র ও বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ রুগুল আমিন তাঁর অনূদিত আমপারার প্রতিটি সূরায় গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। তিনি এক স্থানে গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক আরবী 'ইয়াতীম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'নিরাশ্রয়' অনুবাদকেও ভুল বলেছেন।[২৮] গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের নব বিধান শাখার অনুসারী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বধমের সমন্বয় সাধন। তাই তিনি কুরআনের অনুবাদে তাঁর ধর্মমত প্রতিফলনের চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। তিনি সূরা হুমাযার ৭-৯ নং আয়াতের টীকায় নরক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- "এই সূরাতে নরক যে বাহিরে নয়, অন্তরে, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।"[২৯] বাহ্ম ধর্মের অনুসারীরা বেহেস্ত-দোজখের বাহ্য অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তারা স্বর্গ-নরককে প্রতিকী অর্থে ব্যবহার করে, যা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর লিখনিতে জিবরাইল (আ.) ও শয়তানের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "ইসলাম ধর্মে শয়তান সম্বন্ধে মূলত স্পষ্ট এই প্রতীতি হয় যে, তাহা কু প্রবৃত্তি মাত্র, অন্তরেতে তাহার প্রকাশ। তবে কখনও কখনও ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা শয়তানকে বাহিরে আকার রূপে দর্শন করিয়াছেন। জিব্রিলকেও বাহিরে দর্শন করা সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা খাটিতে পারে, পবিত্র আত্মা রূপে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশই বাস্তবিক জিব্রিল। কোরআনেও এই কথার প্রতিপোষক আয়াত সকল আছে। তবে কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব কোন কোন তেজস্বী পূর্ণবান পুরুষকে অকস্মাৎ দেখিয়া ও তাহার মুখে পূণ্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁকে জিব্রিল মনে করিতে পারে।"[৩০]

যে কোন বিষয়ের যথাযথ অনুবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ভাষার শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ও রচনা শৈলী সম্বন্ধে অনুবাদকের সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনের মূল ভাষা আরবীতে গিরিশ চন্দ্র সেনের পুরোপুরি দক্ষতা না থাকায় তিনি অনেক স্থানে কুরআনের মূল ভাবের মর্মোদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে আরবী ভাষায় তাঁর মোটামুটি দক্ষতা থাকায় কুরআনের অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

২৭. আখবারে ইসলামিয়া (৫:১০, মাঘ-১২৯৫), পৃ. ১৪৪-১৪৫
২৮. মোফাখখার গুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২৯. গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮
৩০. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

তাঁর এ অনুবাদকর্মের সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃত হলেও অনুবাদের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। কেননা তিনি যে মহাগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন সে গ্রন্থের উপর তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল শূন্যের কোটায়। তবে তাঁর এ অনুবাদকর্ম বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। ইতোপূর্বে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত অনুবাদ হয়েছিল সেগুলো ছিল খণ্ডিত ও কাব্যানুবাদ। বাংলা ভাষায় তিনিই হলেন পবিত্র কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদক ও টীকাকার। তাঁর এ কর্মকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে অনেকেই এ মহান কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষ তাঁর এ অনবদ্য অবদানকে চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস

শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস ছিলেন বৃটিশ ভারতের অধিবাসী একজন খ্রীষ্টান ব্যক্তি। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু সংখ্যক আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে ‘কোরান’ নামে একটি সংকলন বের করেন।[৩১] তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। নিম্নে তাঁর লিখিত ‘কোরান’ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হল।

কোরান

শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস কর্তৃক ব্যাখ্যাত ‘কোরান’ শিরোনামের সংকলনটি পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ গ্রন্থ নয় বরং খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উক্ত ধর্ম সম্পর্কিত কিছু আয়াতের বঙ্গানুবাদ মাত্র। এতে তিনি টীকা-টিপ্পনীও সংযোজন করেছেন।[৩২] গ্রন্থটি বিনা মূল্যে বিতরণ করা হত। তাঁর অনুবাদিত কুরআনের প্রথম সংস্করণটি ১৮৯১ খৃ. কলকাতার খ্রীষ্টিয়ান ভার্ণেকিউলার সোসাইটি কর্তৃক চৌরংগী রোড, ২৩ নং ভবন হতে প্রকাশিত হয়।[৩৩] তাঁর অনুবাদিত কুরআনের আখ্যা পত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ

Koran কোরান
শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত।
খ্রীষ্টিয়ান ভার্ণেকিউলার এডুকেশন সোসাইটির যত্নে
চৌরংগী রোড ২৩ নং ভবন হইতে প্রকাশিত
প্রথম মুদ্রাংকণ
কলকাতা
১৯ নং কলিংগা ফার্স্টলেন হারকিউলিস প্রেসে
শ্রী ভারত চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা ১৮৯১ খৃ. মুদ্রিত।

৩১. সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ. ৫৭

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১; এ,এস, এম আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৫, ১ম সং, পৃ. ২৫৯

তাঁর ব্যাখ্যাত এ গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর আলোকে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।[৩৪] এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমূহ ছিল খুবই আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও ইসলাম ধর্মকে হেয় করাই ছিল তাঁর এ কর্মের মূল লক্ষ্য। নিম্নে তাঁর ব্যাখ্যাত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় হতে সূরা আলে-ইমরানের কিয়দংশের অনুবাদ নমুনা হিসেবে তুলে ধরছি-

> "তৃতীয় অধ্যায় ২পদ- সূরা আল ইমরান-২ আয়াত। যথা সেই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনি অমর ও চিরস্থায়ী। তিনি তোমার প্রতি (হে মুহম্মদ) সত্য গ্রন্থ অবতরণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ববর্তী (ধর্মগ্রন্থের) সত্যতার প্রতিপাদক। তিনি পূর্ব হইতে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য তৌরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন, এবং কুরআন প্রেরণ করিয়াছেন। যাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন (অথবা প্রত্যাদশ) অবহেলা করে, তাহারা ভয়ানক শাস্তি পাইবে; ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান ও প্রতিফল দাতা।"[৩৫]

তাঁর এ অনুবাদে সংস্কৃত শব্দের প্রভাব থাকলেও ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ। তাঁর গ্রন্থখানির টীকা-টিপ্পনীর বিভিন্ন মন্তব্য আপত্তিজনক হওয়ায় তৎকালীন মুসলমানগণ তীব্র প্রতিবাদ জানান। যার ফলশ্রুতিতে বৃটিশ সরকার তাঁর গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন।[৩৬] আর এভাবেই তাঁর গ্রন্থখানা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মোহাম্মদ আববাছ আলী

মাওলানা আবুল হাসান মোহাম্মদ আব্বাছ আলী ১৮৫৯ খৃ. ২৪ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমার চণ্ডীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৭] তিনি ছোট্ট বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর পিতৃব্য মনীরুদ্দীনের নিকট আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিখেন এবং টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার বাড়ীর মাদরাসায় মাওলানা আব্দুর রহমান কান্দাহারীর কাছে কুরআন, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে প্রায় ১৫ বছর উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন।[৩৮] শিক্ষাজীবন সমাপনের পর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অতপর নিজ গ্রাম চণ্ডীপুরে মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এদ্বীনি খেদমতে থাকাকালীন তিনি বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্ম বিষয়ক 'মহরম উৎসব', 'মাছা-এলে জরুরিয়া' ও "মুফিদুল আহনাফ" সহ প্রায় দশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৯] মাওলানা আব্বাছ আলী ইসলামী গ্রন্থাবলী রচনার পাশাপাশি বাংলা ভাষী মুসলমানদের বোধগম্য সহজ-সরল বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী অনুভব করছিলেন।

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. আবদুল কাদির, *'কুরআন মাজীদের বাংলা অনুবাদ'* ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৬১, পৃ. ১২১

৩৬. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

৩৭. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

তখনো বাংলা ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ রচিত হয়নি। আর মাওলানা নঈম উদ্দীনের অনুবাদ কার্যক্রমও তখন চলছিল। এ সময়েই তিনি কুরআনের বঙ্গানুবাদে আত্মনিয়োগ করে ৫ বছরের মধ্যে (১৯০৫-১৯০৯) পবিত্র কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশে সক্ষম হন।[৪০] মাওলানা আব্বাছ আলী (জ. ১৮৫৯) শাহ রফিউদ্দীন দেহলভী (১৭৪৯-১৮৩৩)'র উর্দু তরজমাকৃত কুরআনের অনুসরণ করে 'কোরাণ শরীফ' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন।[৪১] তাঁর অনূদিত 'কোরাণ শরীফ' এ আরবী আয়াতের নীচে উর্দু তরজমা, তার নীচে বঙ্গানুবাদ এবং বর্ডারের দু'পাশে মাওলানা বাবর আলী (১৮৪৭-১৯৪৭) কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে। মাওলানা বাবর আলী টীকা-টিপ্পনী লিখনে তাফসীরে কাবীর, কাশশাফ, ফাতহুল কাদীর, দুররুল মানসূর প্রভৃতি প্রামাণ্য তাফসীর ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থাদি থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। টীকার শেষে তিনি এ সকল গ্রন্থের পুরোনাম না লিখে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন তাফসীরে আবিস সাউদে 'আ' তাফসীরে কাবীরে 'ক' ইত্যাদি সংকেত উল্লেখ করেছেন।[৪২]

তিনিই সর্বপ্রথম উর্দূ অনূদিত কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন।[৪৩] ২৪ পরগনা জেলার চণ্ডীপুরে তাঁতি বাগানের ১নং হুক লেনে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত হাজী আব্দুল্লাহ (১৮৪০-১৯২০) নামক এক বিদ্যোৎসাহীর একটি প্রেস ছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আব্বাছ আলী উক্ত প্রেসে মুদ্রাকরের কাজ করতেন। এ প্রেসে 'মাসিক মোহাম্মদী' মুদ্রণকালে মাওলানা আকরাম খাঁর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সাথে হৃদ্যতা জমে উঠলে উভয়ে পবিত্র কুরআনের প্রথম দিক থেকে যৌথভাবে অনুবাদ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯০৫ খৃ. প্রকাশিত তাঁর অনুবাদের প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রে মাওলানা আকরাম খাঁর নাম প্রথম অনুবাদক হিসেবে মুদ্রিত হয়।[৪৪] এ খণ্ডটি রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে জমা দেয়া হয় ১৯০৫ খৃ. ১৭ আগষ্ট।[৪৫] মাওলানা আবক্ষাছ আলীর একক অনুবাদ ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খৃ.। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বছরাধিককাল পর তাঁর অনুবাদের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

---

৩৮. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৩৯. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪০. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৪১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৪৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৪৫. প্রাগুক্ত

এটি রেজিস্ট্রার অব-পাবলিকেশন্সে ১৯০৭ খৃ. দাখিল করা হয়।[৪৬] রেজিস্ট্রার অফিসে জমাকৃত উক্ত তিন খণ্ডের আখ্যা ছিল 'কুরআন শরীফ'।[৪৭] এ ভাবে অব্যাহত গতিতে তাঁর অনুবাদ কর্ম চলতে থাকায় তিনি ১৯০৫ খৃ. থেকে ১৯০৭ খৃ. পর্যন্ত প্রথম থেকে সপ্তম পারার অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করেন।[৪৮] অতপর ৮ম থেকে ৩০তম পারা পর্যন্ত অনুবাদ ১৯০৭ খৃ. থেকে ১৯০৮ খৃ. মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[৪৯] নিম্নে তাঁর অনূদিত কুরআন হতে সূরা ফাতিহার অনুবাদটি নমুনা হিসেবে পেশ করছি-

"(দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।)

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তায়ালার (উপযুক্ত) যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি দাতা ও দয়ালু (এবং) শেষ বিচারের (কেয়ামতের) দিনের কর্তা। প্রভু! আমরা তোমারই পুজা করিতেছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাইতেছি। আমাদিগকে সোজা পথে (অর্থ্যাৎ) যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহাদিগের পথে চালাও। যাহাদের প্রতি রাগ হইয়াছ এবং যাহারা সুপথ হারা তাহাদিগের পথ ব্যতীত।"[৫০]

এ অনুবাদ গ্রন্থের টীকাকার মাওলানা বাবর আলী ১৮৭৪ খৃ. ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের বাইশহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫১] জীবনের প্রথম দিকে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে আহলে হাদীস মতবাদে দীক্ষিত হন।[৫২] তিনি মাসিক আহলে হাদীস পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[৫৩] এ পত্রিকাটি পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক আকারে বের হয়। উক্ত পত্রিকায় তাঁর কৃত পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হতো। তিনি ১৯৪৬ খৃ. স্ব-গ্রামে ইন্তিকাল করেন।[৫৪] মাওলানা আব্বাছ আলী ও মাওলানা বাবর আলীর কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেন-

> "তাঁর তরজমার ভাষা মূলের অনুসারী এবং সহজ-সরল ও আকর্ষণীয়। অনুরূপভাবে মাওলানা বাবর আলী সাহেবের সহযোগিতায় এই অনুবাদের চতুষ্পার্শ্বে যে সব বাংলা টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছিল তাঁর ভাষাও সহজ সরল ও প্রাঞ্জল।"[৫৫]

---

১৪৩. প্রাগুক্ত
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
১৪৫. প্রাগুক্ত
১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১৪৭. এস,এম, আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১৪৮. মোফাখখার গুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
১৪৯. প্রাগুক্ত
১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
১৫১. প্রাগুক্ত

১৫২. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

তাঁর এ গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক পর্যন্ত প্রায় ঘরে ঘরে পঠিত হতো।[১৫৩] পরবর্তীতে আরও উত্তম বাংলা তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক সমাজে এর চাহিদা ধীরে ধীরে কমে যায়।

রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্‌ডস্যাক

রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্‌ডস্যাক ১৮৬১ খৃ. অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৫৪] তিনি 'অস্ট্রেলিয়া ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি' এর সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সংস্থার এদেশীয় প্রধান প্রচার কেন্দ্র ফরিদপুরে অবস্থান করে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।[১৫৫] এদেশে স্ব-ধর্ম প্রচারকালীন তিনি বাংলা ভাষা রপ্ত করে ইংরেজী ও বাংলাতে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ইসলামে কুরআন (১৯০৬), তাহরীফে কুরআন (১৯০৭), The Origin of the Quran (1907), The Quran in Islam (1912), Tradition in Islam (1919) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১৫৬]

এ সব গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও পাদটীকা লিখায়ও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন ও কুরআন তরজমার পিছনে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং কুরআনকে সর্বসম্মুখে হেয়প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[১৫৭]

বাংলার অন্যান্য অনুবাদকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উইলিয়াম গোল্‌ডস্যাকও খণ্ডাকারে কুরআন অনুবাদে ব্রতী হন। তাঁর অনুবাদের প্রথম খণ্ড, প্রথম পারা "আ. লা. মি. সিপারা" নামে ১৯০৮ সালে খৃ. প্রকাশিত হয়।[১৫৮] তাঁর অনূদিত কুরআনে প্রথমে আরবী আয়াত, তার নীচে বঙ্গানুবাদ অতঃপর মার্জীনের নীচে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করা হয়েছে। তাঁর অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর ভাষা সহজবোধ্য হলেও অধিকাংশ স্থানেই তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। ইসলামের ছিদ্রান্বেষণই তাঁর কুরআন চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল।[১৫৯] পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তাঁর বিভ্রান্তিকর অনুবাদ ও ভাষ্যের কতিপয় নমুনা নিম্নরূপ-

---

১৫৩. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

১৫৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

১৫৫. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৫৬. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, ১৭৫, ১৭৬

১৫৭. প্রাগুক্ত, ১৭৬

১৫৮. .এস.এম আজিজুল হক আনছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

১৫৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১।　সূরা আল আন্‌ফালে তিনি 'আনফাল' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'লুণ্ঠিত দ্রব্য' অথচ এর প্রকৃত অর্থ হবে 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামাল বা যুদ্ধ লব্ধ রসদ সম্ভার' ইত্যাদি। এ সূরার প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি অত্যন্ত গর্হিত ও আপত্তিকর ভাষায় বলেন-

"ইসলামের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, মুহাম্মদ সাহেব মদীনা নগরে পলায়ন করিয়া পরে তিনি আপন শিষ্যদিগকে লইয়া চতুর্দিকে লুঠপাট করিতে আরম্ভ করেন।"[১৬০]

২।　সূরা আল কিয়ামার ২৪ নং আয়াতের টীকায় তিনি বলেন- "কোরান অসম্পূর্ণতায় পরিপূর্ণ। ফলতঃ ইহা যে খোদা তালার কালাম তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না।"[১৬১]

৩।　সূরা আদ দুহার ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন "এই বাক্যে জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মুহাম্মদ সাহেব পাপী ছিলেন।"[১৬২]

এ ভাবে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে পবিত্র কুরআনের বিকৃত অনুবাদ ও ব্যক্তিগত চিন্ত চেতনার ভিত্তিতে ভাষ্য রচনা করে ইসলামের মূল চেতনায় আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি পবিত্র কুরআনকে ঐশীবাণী হিসেবেও অস্বীকার করেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর এ অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তৎকালীন মুসলিম সমাজে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মাসিক 'শরীয়তে ইসলাম' নামক পত্রিকায় জনৈক ইয়াদ আলী কর্তৃক লিখিত 'পাদ্রী সাহেবের ভ্রম'[১৬৩] শীর্ষক তীব্র সমালোচনা মূলক একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্‌ডস্যাক কর্তৃক অনূদিত এ গ্রন্থখানা ১৯০৮ খৃ. থেকে ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছরে বিভিন্ন প্রেস থেকে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়।[১৬৪] নিম্নে আলোচ্য অনুবাদের খণ্ডগুলোর প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা, মুদ্রাকর ও মুদ্রণসংস্থার নাম তুলে ধরা হল :

খণ্ড/পারা	প্রকাশ কাল	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রাকর, মুদ্রণসংস্থা
১ম খণ্ড/পারা	১১/০৯/১৯০৮	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা	রেভাঃ সি, এইচ, হারভী
২য় খণ্ড/পারা	৩০/১১/১৯০৮	"	"

১৬০. রেভা: উইলিয়াম গোল্ডস্যাক অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪১

১৬১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩৮

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭০

১৬৩. *মাসিক শরীয়তে ইসলাম*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা ১৩৩২, পৃ. ২১

১৬৪. এ,এস,এম, আজিজুল হক আনছারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

খণ্ড/পারা	প্রকাশ কাল	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রাকর, মুদ্রণসংস্থা

৩য় খণ্ড/পারা	১৩/০৫/১৯০৯	”	”
৪র্থ খণ্ড/পারা	০১/১০/১৯০৯	ক্রিশ্চিয়ান লিটা: সোসাইটি, কলকাতা	”
৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড/পারা	১৯১০	”	”
৮ম খণ্ড/পারা	১৯/০১/১৯১১	”	”
৯ম খণ্ড/পারা	০১/০৯/১৯১১	”	রেভা: পি. নাইট
১০ম খণ্ড/পারা	১৯১২	”	”
১১শ খণ্ড/পারা	২৪/০৮/১৯১৩	”	”
১২শ খণ্ড/পারা	২৩/০১/১৯১৪	”	”
১৩শ খণ্ড/পারা	২১/০৪/১৯১৪	”	”
১৪শ খণ্ড/পারা	০৮/১০/১৯১৪	”	”
১৫শ খণ্ড/পারা	২২/০৯/১৯১৪	”	”
১৬শ খণ্ড/পারা	২৫/০২/১৯১৫	”	”
১৭শ খণ্ড/পারা	১৩/০৫/১৯১৫	”	”
১৮শ খণ্ড/পারা	১৬/০৭/১৯১৫	”	”
১৯শ খণ্ড/পারা	০৪/০৫/১৯১৫	”	”
২০শ খণ্ড/পারা	০৯/১০/১৯১৫	”	”
২১শ খণ্ড/পারা	১৯/০২/১৯১৬	রেভাঃ সি, এইচ হারভী, ক্রিশ্চিয়ান লিটা: সোসাইটি, কলকাতা	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা।
২২শ খণ্ড/পারা	২৪/০৫/১৯১৬	”	”
২৩শ খণ্ড/পারা	০৫/০৮/১৯১৬	”	”
২৪শ খণ্ড/পারা	৩০/০৮/১৯১৬	রেভা পারসী নাইট, ক্রিশ্চিয়ান লিটা: সোসাইটি, কলকাতা	”

খণ্ড/পারা	প্রকাশ কাল	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রাকর, মুদ্রণসংস্থা
২৫শ খণ্ড/পারা	০২/০১/১৯১৬	”	”
২৬শ খণ্ড/পারা	২১/০৩/১৯১৭	”	”

২৭শ খণ্ড/পারা	১৯/০৮/১৯১৯	”	”
২৮শ খণ্ড/পারা	০৬/১২/১৯১৯	”	”
২৯শ খণ্ড/পারা	১৯২০	”	”
৩০শ খণ্ড/পারা	৩০/০৯/১৯২০	”	”

আলোচ্য অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থের সম্পূর্ণটাই পাদ্রী গোল্‌ডস্যাকের কৃতিত্ব বলে সর্বসাধারণ্যে মনে করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এর ১৯শ পরার অনুবাদক ছিলেন তাঁর সহকর্মী ও মিশনারীর অন্যতম সদস্য R.W.W Pettigrew. [১৬৫]

রেভারেণ্ড উইলিয়াম গোল্‌ডস্যাক অনূদিত এ গ্রন্থখানা একত্রে দুই খণ্ডে বাঁধাইকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে সূরা 'আল ফাতিহা' থেকে সূরা 'আল কাহাফ' এর ৭৪ আয়াত পর্যন্ত মোট ১৫ পারার বঙ্গানুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী স্থান পেয়েছে। এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮৩।[১৬৬] দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে সূরা আল কাহাফের ৭৫ নং আয়াত থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত বাকী ১৫ পারার তরজমা ও টীকা-টিপ্পনী। এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯৩।[১৬৭] পাদ্রী গোল্‌ডস্যাক অনূদিত এ গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

সত্য আমরা ইহাকে আরব্য কুর'আন করিয়াছি,
যেন তোমরা বুঝিতে পার
সূরা আল যুখরূপ, ২ আয়েৎ
বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসীর
অবলম্বনে লিখিত টীকাসহ কুর'আন শরীফ
প্রথম খণ্ড আ.লা.মি. সিপারা।
কলকাতা :
৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৯০৮।

---

১৬৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

১৬৭. প্রাগুক্ত

শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ

কলকাতার বেনেপুকুর এলাকার অধিবাসী শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ পবিত্র কুরআনের আম পারার কাব্যানুবাদ করেন।[১৬৭] এ কাব্যানুবাদের সাথে তিনি আমপারার প্রতিটি সূরার শানে নুযূলসহ টীকা-টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করেন।[১৬৮] তিনি ১৮৮৫ খৃ. ১৮মে কলকাতার বেনেপুকুরস্থ ২৫ নং হাজী নূর আলী লেনের পৈতৃক নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৯] তাঁর পিতার

নাম উদ্ধব চন্দ্র সিংহ। ১৯৪২ খৃ. ২৫ সেপ্টেম্বর শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ পরলোক গমন করেন।[১৭০] তিনি পেশায় ব্যবসায়ী হলেও সাহিত্য-চর্চা ও ধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 'A Gift' (৭ খণ্ডে ইংরেজী কাব্য গ্রন্থ) ও 'ঈশোপনিষৎ' (স্রষ্টা ও মানবের আকর্ষণ) গ্রন্থদ্বয় তাঁর সাহিত্য চর্চা ও ধর্মানুরাগেরই ফসল। ইসলামী সাহিত্য চর্চায়ও তিনি অবদান রেখেছেন। আমপারার কাব্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা হলো ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

তাঁর এ কাব্যানুবাদটি 'আমপারা' শিরোনামে ১৯০৮ খৃ. প্রকাশিত হয়।[১৭১] এর প্রথম সংস্করণ ২৫ নং গুকলেনের ইন্টালী বণিক ইউনিয়ন প্রেস থেকে শ্রী বলয় চাঁদ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত হয়। প্রকাশক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ আলী।[১৭২] এ গ্রন্থটি বর্তমানে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। উক্ত আমপারার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ-

আমপারা

শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ

মূল্য ১১. মাত্র

উক্ত অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৪ খৃ. দীর্ঘ ১৬ বছর পর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে কালি প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৩] দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদক ও প্রকাশকের নিবেদন দৃষ্টে জানা যায় যে, শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ সম্পূর্ণ কুরআনের কাব্যানুবাদ তৈরি করেছিলেন এবং প্রতি মাসে এক এক পারা করে অবশিষ্ট ২৯ পারা প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনাও করেছিলেন। পরবর্তীকালে পাঠক-পাঠিকাদের অনাগ্রহের কারণে তিনি এ কাজে আর অগ্রসর হননি।[১৭৪]

~~১৬৭. ড. মুহাম্মদ মুজবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯~~

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৭০. প্রাগুক্ত

১৭১. প্রাগুক্ত

১৭২. সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা (১৯৬৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৭৩. ড. মুহাম্মদ মুজবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

১৭৪. শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ অনূদিত, *আমপারা*, কলকাতা: ১৯২৪ খৃ. দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

তিনি তাঁর এ কাব্যানুবাদটিকে সুখপাঠ্য করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যাকৃতি ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে চণ্ডীপুরের মাওলানা আব্বাছ আলীর (১৮৫৯-১৯৩২) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।[১৭৫] ফলে দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা প্রথম সংস্করণের ভাষার চেয়েও যথেষ্ট সরল ও সাবলীল হয়েছে। তিনি আমপারার ছোট ছোট সূরা গুলোকে প্রথমে বিবিধ ও বিচিত্র ছন্দে অনুবাদ করলেও পরবর্তীকালে গিরিশ চন্দ্র সেনের

পরামর্শক্রমে এগুলোকে পুনরায় পয়ারছন্দে অনুবাদ করেছেন। তবে সূরা আল কাদর ও আন নাযিয়াতকে ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদ করেন।[১৭৬]

শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ তাঁর এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ৭৬৬ পৃষ্ঠার কাব্যানুবাদের সাথে ৫৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি পরিশিষ্টও সংযোজন করেছেন। এতে তিনি আমপারার প্রতিটি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট ও টীকা-টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ টীকা-টিপ্পনী লিখার ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা এফাজউদ্দিন ও আকরাম খাঁ প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিতের সহযোগীতা গ্রহণ করেছিলেন।[১৭৭] তাঁর কাব্যানুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। আর এ ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাঁর অনুবাদের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি লিপিবদ্ধ করেছেন -

“যদি সপ্ত সিন্ধু আর বৃক্ষ আছে যত
মসী ও লেখনী রূপে হয় পরিণত
তবুও হবে না তার গুণের ব্যাখান
বিজেতা যে, সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানের নিদান।”[১৭৮]

শ্রী কিরণ গোপাল সিংহের কাব্যানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরও এ অনুবাদে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও ভাবগত ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ ‘আমপারা’র পরিশিষ্টের সূচনায় তিনি লিখেছেন ঃ ‘আমপারা’- খুদ্র খণ্ড। তিনি এখানে ‘আমপারা’- অর্থ ‘খুদ্র খণ্ড’ বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ ‘আমপারা’ বলতে কুরআনের ৩০তম অংশ বা খণ্ডকে বুঝায়। তাঁর কাব্যানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের উপসংহারে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়ে তিনি একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন “হযরতের লোকান্তরের এক বৎসর পর আবু বকর ও ওমর বচন সমূহ সংগ্রহ করেন, এই সংগৃহীত আয়াত দশ বৎসর আবু বকরের নিকট ছিল।”[১৭৯] যা পুরোপুরি অসত্য।

১৭৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১৭৭. প্রাগুক্ত

১৭৮. আল কুরআন, ৩১:২৭

১৭৯. শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, উপসংহার দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

অথচ আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর তিরোধানের ২ বছর ৩ মাস ৯ দিন পর ১৩ হি. জামাদিউল উখরার ২১ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[১৭৯] শ্রী কিরণ গোপাল সিংহের এ গ্রন্থখানা পাঠক সমাজে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তিনি ১৩১৮ বা. ৫ই কার্তিক এ গ্রন্থটির গ্রন্থস্বত্ব পশ্চিবঙ্গের ২৪ পরগনার বারাশত মহকুমার দেগঙ্গা থানার ফাজিল পুর নিবাসী জমশেদ আলী মণ্ডলকে দান করেছিলেন।[১৮০] তাঁর কাব্যানুবাদ হতে সূরা আল-আসর ও সূরা আল কাদর নমুনা হিসেবে নিতে তুলে ধরা হল-

Dhaka University Institutional Repository

১। **আল আসর**

দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি
বৈকালের দিব্য করে বিশ্বাস স্থাপন
কিম্বা সৎকার্য্য করে যে মানবগণ
সত্য ভাবে পরস্পরে করে উপদেশ
তাহারা ব্যতীত অন্যমানব নিশ্চয়
ক্ষতির মধ্যেতে আছে জানিও নিশ্চয়।[১৮১]

২। **আল কাদর**

দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি
সম্মানীত রাত্রে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি
কোরান নিশ্চয়
তুমি কি রয়েছ জ্ঞাত আর রাত্রি সম্মানীত
কারে ইহা কয়?
সম্মানীত রাত্র সেই সহস্র মাসের চেয়ে
উত্তম নিশ্চয়
আত্মা দেবগণ প্রত্যেক কার্য্যের তরে
পালকের আজ্ঞাক্রমে অবতীর্ণ হয়
উষার বিকাশবধি উহা শান্তিময়।[১৮২]

---

১৭৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮

১৮০. *সাপ্তাহিক আরাফাত*, বিশেষ কুরআন সংখ্যা (১৯৬৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৮১. শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ অনূদিত, *আমপারা*, কলকাতা: ১৯০৮, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, ১৪

খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার অধিবাসী খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম পবিত্র কুরআনের একজন বঙ্গানুবাদক ও টীকাকার। তিনি ১৮৭৫ খৃ. দেলদুয়ার থানাধীন সেহরাতৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮৩] পিতা মোহাম্মদ সাবিতের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়িতে অবস্থান করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১৯৪৭ খৃ. ৩ ডিসেম্বর ৭২ বছর বয়সে কলকাতায় ইন্তেকাল করলে তাঁকে সেখানকার গোবরা নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৮৪] টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্ম জীবন শুরু করেন। আর এ সময় তিনি টাঙ্গাইল পি.এস কলেজে আরবী ও ফার্সী ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[১৮৫] তাঁর লিখিত

Dhaka University Institutional Repository

'কোরআন' শিরোনামের আমপারার তরজমাটি ১৯১৪ খৃ. ২৬ জুন টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার সেহরাতৈল এসলামিয়া লাইব্রেরীর নামে প্রকাশিত হয়।[১৮৭] এ গ্রন্থের শেষের দিকে ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী রাসূল (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

انه لقران كريم

(নিশ্চয় ইহাই গৌরবান্বিত কোরআন)

সরল প্রাণঞ্জল এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ

বঙ্গানুবাদ

কোরআন শরীফ

বিভিন্ন প্রকার

আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু তরজমা এবং তাফসীর

অবলম্বনে

মৌলভী খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম

টাঙ্গাইল বিবি হাই ইংলিশ স্কুলের ভূতপূর্ব

আরব্য ও পারাস্যাধ্যাপক কর্তৃক

অনুবাদিত

প্রথম সংস্করণ

এসলামিয়া লাইব্রেরী

সেহরাতৈল দেলদুয়ার টাঙ্গাইল হইতে

প্রকাশিত

ঢাকা ইসলামিয়া প্রেসে

মুহাম্মদ এব্রাহীম দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২১ বঙ্গাব্দ।[১৮৮]

---

১৮৩. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১৮৪. প্রাগুক্ত

১৮৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৮৬. এ আমপারার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬, মূল্য ছিল চার আনা

১৮৭. খোন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম *অনুদিত কোরআন* (টাঙ্গাইল: এসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) ৩০ তম পারা, পৃ. আখ্যা পত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৮৮. অনুবাদটি বর্তমানে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮)

কোরআন শরীফের সুরা সমূহের মূল বিন্যাসের অনুসরন করেই তিনি আমপারা অনুবাদ করেছেন। সূরা নাবা দিয়ে শুরু করে সূরা নাস দিয়ে ইতি টেনেছেন। ১৯৩৯ খৃ. ১ জানুয়ারীতে কলকাতা থেকে এ অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৮৯] এ সংস্করণের

মূল আরবীর পর বঙ্গানুবাদ, অতপর আরবী শব্দের বাংলা অর্থ এবং সর্বশেষ টীকা-টিপ্পনী সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান তাঁর গ্রন্থে কলকাতার ৫৬ নং ইসমাঈল স্ট্রীটস্থ দারুল ইসায়াত থেকে ৩য় সংস্করণের কথা উল্লেখ করেন।[১৯০] আব্দুল করিম অনূদিত আমপারার কাব্যানুবাদের প্রথম সংস্করণ ১৯৩১ খৃ. ২২ এপ্রিল[১৯১] কলকাতার ১৩৮ কড়েয়া রোডে অবস্থিত ইসলামিয়া আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৯২] ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খৃ.। প্রকাশক ছিলেন ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতার মাখদমী লাইব্রেরীর মোহাম্মদ মোবারক আলী।[১৯৩] গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

মোছলেম বৃন্দের নিত্যপাঠ্য
আল কোরআন
ত্রিংশ খণ্ড
আমপারা
(পদ্যানুবাদ)
কোরআন শরীফের অনুবাদক
বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থকার
আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক
মৌঃ খোন্দকার আবুল ফজল
আব্দুল করিম
প্রোপাইটার
দার-আল-এশায়াৎ
কর্তৃক
অনুবাদিত:
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য ১ টাকা।

১৮৯. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫
১৯০. প্রাগুক্ত পৃ. ২০৬
১৯১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৯২; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
১৯২. এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২৪, মূল্য ছিল এক আনা
১৯৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান উল্লেখ করেন যে ১৯৩৬ খৃ. আমপারা পদ্যানুবাদের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৯৪] উক্ত পদ্যানুবাদের প্রারম্ভে আরবী ও বাংলা অক্ষরে সূরার নাম, উভয় ভাষাতে সূরার ক্রমিক নং, অনূদিত পৃষ্ঠায় আরবী আয়াত, পাশাপাশি বাংলা

উচ্চারণ এবং সর্বনিম্নে শব্দার্থ ও প্রয়োজনীয় পাদটীকা সংযোজন করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে নিম্নে সূরা কাওসার এর গদ্যানুবাদ ও পদ্যানুবাদদ্বয় উপস্থাপন করা হল-

(ক) (গদ্যানুবাদ) (سورة الكوثر)

সূরা আল কাওছর মক্কাতে অবতীর্ণ, ইহার তিন আয়াত ও এক রুকু

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দাতা দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ

(হে পয়গম্বর) নিশ্চয় আমি তোমাকে কওছর প্রদান করিয়াছি। (তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তুমি আপন প্রতিপালকের নিমিত্ত নামাজ পড় আর (তাহার নামেই) কোরবাণী কর। অবশ্য যে ব্যক্তি তোমার অনিষ্টান্বেষণ করে সেই আবতর (তাহার নাম লইবার কেহ নাই)[১৯৫]

(খ) (কাব্যানুবাদ)

(মোহাম্মদ) দিছি আমি তোমাকে কাওসার
পড়িবে নামায স্বীয় পালন কর্তার
করিবে কোরবাণী আর তাহার উদ্দেশ্যে
পুত্রহীন বটে যেই তোমাকে বিদ্বেষে।[১৯৬]

আমপারার গদ্যানুবাদের পর পরই তিনি পবিত্র কোরআনের প্রথম দিক থেকে অনুবাদ আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খৃ. ১৪ ডিসেম্ব মুহাম্মদ এব্রাহীম কর্তৃক তাঁর বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড, 'কোরআন শরীফ' শিরোনামে ঢাকার সাত রওজাস্থ এসলামিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে টাঙ্গাইলের শেহরাতৈলের ইসলামীয়া লাইব্রেরীর নামে প্রকাশিত হয়।[১৯৭] এভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রথম তিন পারা আরবী ছাড়া শুধু বঙ্গানুবাদ করে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেকালে ঢাকা ও টাঙ্গাইলের মুদ্রণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা অনুভব করে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

---

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১৯৫. খোন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম অনুদিত কোরআন, প্রাগুক্ত, ৩০তম পারা

১৯৬. আবুল ফজল আব্দুল করিম, আল কোরআন পদ্যানুবাদ, আমপারা (কলকাতা ১৯৩২) ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩

১৯৭. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

সেখানে পৌঁছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে আরবী ও ফার্সী প্রুফ বিভাগে চাকুরী শুরু করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি টাঙ্গাইলে বসবাস করার সময় আরবী বিহীন খণ্ডাকারে কোরআনের যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন তা নতুন করে আরবীসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। তখন এর প্রকাশক ছিলেন মুহাম্মদ জামেন আলী, ১৩ নং খালাঙ্গীটোলা, কলকাতা।[১৯৮] ১৯২৯ খৃ. তিনি পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।[১৯৯] গবেষক মোফাখখার হুসেইন খান স্বীয় গ্রন্থে খোন্দকার আবুল ফজল আব্দুল

Dhaka University Institutional Repository

করিমের কোরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদের কাজ ১৯৩১ খৃ. শেষ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[২০০] কারণ ১৯৩১ খৃ. 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় তাঁর সম্পূর্ণ কুরআন প্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি ছিল নিংরূপ-

'মাওলানা খোন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম সাহেব অনূদিত সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, সম্পূর্ণ ত্রিশ খণ্ড একত্রে বাহির হইয়াছে। ইহার কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট। এ যাবৎ এইরূপ অনুবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই। ১৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য পাকা জেলদ্‌সহ ৯ টাকা সাত আনা। বিনামূল্যে নমুনা প্রাক্তব্য। প্রাক্তিস্থান: মুন্সি মুহাম্মদ জামেন আলী, পাবলিসার বুক সেলার, ১৩ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট কলকাতা।'[২০১]

উপরোল্লেখিত বিজ্ঞাপনের আলোকে ১৯৩১ খৃ. সম্পূর্ণ অনুবাদের সমাপ্তির কথা বলেন জনাব মুফাখখার হুসেইন খান। প্রকৃত পক্ষে ১৯২৯ খৃ. তাঁর অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়। তিনি অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন ১৯১৪ খৃ.। সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ১৫ বছর।[২০২]

তিনি কলকাতার স্বনামধন্য স্যার ড. আব্দুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে 'দার-আল ইশায়াৎ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দার-আল ইয়াশাৎ থেকেই তাঁর ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পুস্তকাদি ও পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতো।

---

১৯৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

১৯৯. এ.এস.এম আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রথম সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২০০. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত ১৯৯৭, পৃ. ৮০

২০১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

২০২. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩, ২১৪

প্রথম সংস্করণের অনূদিত কপি নিঃশেষ হওয়ার তিনি পর পরবর্তীকালে খণ্ডাকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম (খণ্ডের) পারাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খৃ. ৩০ জুন। প্রকাশক ছিলেন অনুবাদক নিজে, ৩২ নং সাউথ রোড, ইন্টালী, কলকাতা। তাঁর অনূদিত কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে আরবী ও বাংলায় উক্ত সূরার নাম, উভয় ভাষায় কুরআনের আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা, প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রথমে মূল আরবী, তার নীচে সর্ব সাধারণের বোধগম্য সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ, সর্ব নিম্নে প্রয়োজনীয় ভাষ্য, টিকা-টিপ্পনী ও শানে নুযূল প্রদত্ত হয়েছে।

ধারবাহিকভাবে এর ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গোলাযোগ শুরু হলে এর প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১] বিশিষ্ট লেখক

Dhaka University Institutional Repository

মুফাখখার হুসেইন খান বলেছেন- তৃতীয় সংস্করণের পূর্বেই আবুল ফজল আব্দুল করিম ইন্তিকাল করেছিলেন।[২]

মুহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

মুহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার মাদবপুর গ্রামে ১৮৯৪ খৃ. ১৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর পিতার নাম মালোয়ার খাঁ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্বল্প শিক্ষিত হলেও জ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। স্থানীয় মকতবের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তেই তিনি কলকাতার আলতাফী প্রেসে চাকুরী শুরু করেন।[৪] উক্ত প্রেসে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি পবিত্র কুরআনের "পাঞ্জে ছুরা" শিরোনামে কয়েকটি সূরার বঙ্গানুবাদ ও 'বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ' নামের একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৫] তাঁর 'পাঞ্জে ছুরা' গ্রন্থটি ১৯২৫ কিংবা ১৯২৬ খৃ. প্রকাশিত হয়েছিল।[৬] "পাঞ্জে ছুরা" প্রকাশের প্রায় এক দশক পর তিনি পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। তাঁর এ ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদটি ১৯৩৮ খৃ. থেকে ১৯৪৯ খৃ. পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[৭] তাঁর এ গ্রন্থটি ১ম পারা থেকে শুরু করে ৩০তম পারা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ৩০ খণ্ডে সর্বমোট ১৫৪০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়।[৮] তাঁর অনূদিত এ গ্রন্থটির প্রতিটি পারার শুরুতে আয়াতের বিষয় নির্ধারণ করত: সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে।

---

১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
২. মুফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৬. প্রাগুক্ত
৭. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১
৮. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

প্রতিটি সূরার প্রথমে আরবীতে তাসমিয়া লিপিবদ্ধ করে নিচে এর বাংলা উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে এবং বাম পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম ও অবতীর্ণের স্থান, ডান পার্শ্বে রুকু ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর পবিত্র কুরআনের মূল আরবী লিখার পর নিচে এর বাংলা উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। আর পৃষ্ঠা শেষে টীকা আকারে কোন কোন আয়তের তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। নকীব উদ্দীন খাঁ তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের 'আত্মকথা'য়[৯] "পাক ভারতের গণ্যমান্য মুহাদ্দিস ও মুফাচ্ছিরগণের তরজমার সাহায্যে গ্রহণ করা হইয়াছে" উল্লেখ করে যেমন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন তেমনি "কয়েকজন আলেম সাহেবানের আনুকূল্যে অনূদিত হইল তজ্জন্য তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম"[৮] বলেও তাঁদের ঋনের কথা স্মরণ করেন।

ফজলুর রহমান চৌধুরী

'কোরআনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা' ও 'কোরআন শরীফ' শিরোনামের গ্রন্থ দু'টির লেখক ফজলুর রহমান চৌধুরী ১৮৯৬ খৃ. বরিশাল জেলাধীন মেহেদীগঞ্জ থানার উলানিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী ও মাতার নাম সৈয়দা শামসুন নিসা খানম।[১১] তিনি ১৯১৯ খৃ. কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আরবীতে এম.এ পাশ করার পর এক্সাইজ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এর পদে চাকুরী শুরু করেন।[১২] বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় তিনি ছিলেন সমান ব্যুৎপত্তির অধিকারী। ছাত্র জীবনেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর বগু সাহিত্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্য ও জীবনীগ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর দশোর্ধ মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ হলো তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ১৯২৬ খৃ. 'কুরআনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা' শিরোনামে পবিত্র কোরআনের বিশেষ বিশেষ অংশের চয়নিকা হিসেবে বরিশাল থেকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ করেন।[১৩]

তিনি পবিত্র কুরআন শরীফকে দু'ভাগে ভাগ করে টীকা-টিপ্পনীসহ বঙ্গনুবাদ করেন। প্রতিটি অংশকে ১৫ পারা করে বিভক্ত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো-এ গ্রন্থের প্রকাশনা কার্যক্রম তিনি দেখে যেতে পারেননি।

~~৯. মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ অনূদিত, *বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ*, কলকাতা~~: ১৩৭৮ সাল, প্রথম সংস্করণ পুন: মুদ্রণ, (৩০ পারা একত্রে বাঁধাইকৃত), পৃ. 'আত্মকথা' দ্রষ্টব্য

১০. প্রাগুক্ত

১১. ড. মোহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

১২. মোফাখখার গুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

১৩. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭

পাণ্ডুলিপিগুলো প্রস্তুতের পর যন্ত্রস্থ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অতপর তাঁর বড়ভাই ফজলুল করিম কর্তৃক উলানিয়ার এসহাক মঞ্জিল থেকে 'কোরআন শরীফ' শিরোনামে ১৯৩০ খৃ. জুন মাসে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।[১৪] আরবী বিহীন এ অনূবাদ গ্রন্থটিতে প্রত্যেক সূরার প্রতিটি রুকুর বিষয়বস্তু নির্ধারণ পূবর্ক শিরোনাম সহকারে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুবাদের প্রায় স্থানেই পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোট ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে। এ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীতে তাফসীরে জালালাইন, কাবীর, কাশশাফ প্রভৃতি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।[১৫]

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী ১৮৯৪ খৃ. কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন শাহ ওমরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।[১৬] তাঁর পিতার নাম আবদুল হাকীম মিয়াজী। তিনি

বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মনোভাব ও অন্যায়ের সাথে আপোসহীনতার কারণে স্থানীয় এক জমিদারের সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে জমিদার তাঁকে হাত-পা বেঁধে মাতামুগুরী নদীতে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়ে বার্মায় আশ্রয় নেন।[১৭] অতপর সেখান থেকে ১৯১৯ খৃ. চট্টগ্রামে এসে মাসিক 'সাধনার' প্রকাশনা কার্য শুরু করেন।[১৮] উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর তিনি ২৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১৭টি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মহা কুরান কাব্য' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের আমপারার কাব্যানুবাদটি হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটি মিহির চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে নিউ স্বরস্বতী প্রেস, ২৫/এ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুহাম্মদ মাশুক আহমদ সিদ্দিকীর মাধ্যমে ১৯২৭ খৃ. ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।[১৯] 'মহাকোরান কাব্য' নামক তাঁর এ গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ হল প্রথমে সূরা অবতীর্ণের কারণ, অতপর ঐতিহাসিক ঘটনা বা পটভূমির বর্ণনা, তারপর মূল আরবী, তারপর গদ্যানুবাদ এবং সব শেষে কাব্যানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে।

---

১৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯৬

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, মহা কুরান কাব্য (কলকাতা: ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ অনুবাদের কোন কোন স্থানে পাদটীকাও সংযোজন করা হয়েছে।[২০] তাঁর কাব্যানুবাদ হতে সূরা কাওসারের অংশটি নমুনা হিসেবে তুলে ধরছি-

সূরা কৌছার

বন্ধু মোহাম্মদ ! করহে কুরবান, তোমারে দিয়েছি অনন্ত কল্যাণ,
আপন প্রভূর কর উপাসনা, তিনিই করেছে কৌছার প্রদান
পুত্রহীন বলে নিন্দে তোমা যারা,
পুত্রহীন রূপে লুপ্ত হবে তারা,
তোমারি স্মরণে রহিবে জগতে, কোটী কণ্ঠে তব ঘোষিবে বিধান।[২১]

মাওলানা আবদুল ওয়াসেক

মাওলানা আবদুল ওয়াসেক ১৮৭১ খৃ. ২৪ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমার ভাঁসুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২২] ১৮৮৪ খৃ. তাঁর ১৩ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তিনি আর্থিক প্রতিকূলতায় পড়ে যান। তাই ১৮৯৪ খৃ. বশির হাট হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়া সমাপ্ত করেন। অতপর বশির হাট মুন্সেফ কোর্টে শিক্ষা নবীশ হিসেবে চাকুরী শুরু করেন।[২৩] অতপর স্বীয় যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পেশায় চাকুরী করে ১৯৩৩ খৃ. ২৪ পরগনা জজ আদালতের নাজির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৬ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[২৪] তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১৭-১৯১৮) কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যও ছিলেন। তিনি 'আমপারা' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীসহ বঙ্গানুবাদ করেন। যার প্রথম সংস্করণ মুহাম্মদ ফাযিল কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ৪৭ নং রিপন স্ট্রীট, কালকাতার আফযালিয়া প্রেস থেকে ১৯৩৩ খৃ. প্রকাশিত হয়।[২৫] তাঁর অনূদিত আমপারার প্রথমে মূল আরবী অতপর বঙ্গানুবাদ এবং মাঝখানে লম্বা দাগ দিয়ে এর উভয় পার্শ্বে শব্দার্থ এবং শেষ দিকে শানে নুযূল ও টীকা-টিপ্পনী প্রদত্ত হয়েছে। আম পারার সূরাগুলোর লিখনে তিনি সূরা নাস দিয়ে শুরু করে নাবা দিয়ে শেষ করেছেন। তাঁর এ অনূবাদ ও ব্যাখ্যার ভাষা সহজ হলেও সম্পূর্ণ ক্রটি মুক্ত নয়। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী তাঁর গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন- "অনুবাদে ভাষার পাণ্ডিত্য থাকিলেও মূলের সহিত ইহার মিল নাই।"[২৬]

---

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২২. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. আব্দুল ওয়াসেক অনূদিত, *আমপারা*, কলকাতাঃ ১৯৩৩ খৃ. ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র দ্রষ্টব্য।

২৬. এ.এস.এম. আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, ১ম সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

আলী হায়দার চৌধুরী

আলী হায়দার চৌধুরী ১৯২১ খৃ. নোয়াখালী জেলার নন্দনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীর বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানার চরপাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর পিতার নাম কেরামতুল্লাহ। জনাব আলী হায়দার চৌধুরী শিক্ষক হিসেবেই কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।[২৭] তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য-চর্চাও করতেন। 'কুরআন শরীফ' ও 'হাদীসে রাসূল' তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই মাতৃভাষা বাংলায় সহজে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য কুরআন মাজীদের একটি অনুবাদের অভাব বোধ করে আসছিলেন। আর এ অভাব পূরণের জন্য তিনি এতদবিষয়ে তৎকালিন মুসলিম

পণ্ডিতবর্গের দারস্থ হয়ে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে নিজেই এ কাজটিতে আত্মনিয়োগ করেন।[২৮] দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করে তিনি ১৯৫৭ খৃ. টীকা-টিপ্পনীসহ সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন। কুমিল্লার জনৈক মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য জমা দিলে দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ঐ ভদ্রলোক পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলেন।[২৯] অতপর তিনি আবার এ অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করে দীর্ঘ দশবছর পরিশ্রম করে আরেকটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করে ঢাকার ঝিনুক পুস্তিকার মালিক মাওলানা রূহুল আমিন নিযামীকে অনুরোধ করলে তিনি ১৯৬৭ খৃ. সমগ্র অনুবাদটি এক খণ্ডে প্রকাশ করেন।[৩০]

মাওলানা মুহীউদ্দীন শামী

মাওলানা মুহীউদ্দীন শামী 'যিয়াউল কুরআন' (বাংলা তাফসীর আমপারা) আখ্যায় পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার বঙ্গানুবাদ সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। অনুবাদটি দারুল উলূম পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৯ ও মূল্য ২৪ টাকা।[৩১] এ সংকলনে অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুল হাকীম, আলী হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ ও সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর অনূদিত ও বাখ্যাত কুরআনের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুবাদটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানাধীন রাজামেহের গ্রামের অধিবাসী। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। 'বাংলা কোরান শরীফ', 'বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ', 'রিয়াজুল জান্নাত' 'আত তাওবাতুন্নাছুহা' 'মহাসমাধির কঠিন শাস্তি' 'ইমাম চরিত' 'বিশ্ব-নবীর চার সহচর', 'মানাফিউল কোরআন', 'হাদিসে রাসূল' প্রভৃতি গ্রন্থসহ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বহু ~~গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন।~~

৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

৯. আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত, *কুরআন শরীফ*, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকাঃ ১৯৬৭, ১ম সংস্করণ, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

১০. প্রাগুক্ত

১১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৩

এসব রচনার মধ্যে 'বাংলা কুরআন শরীফ' শিরোনামে প্রতিবর্ণায়ন ও টীকা-টিপ্পনীসহ বঙ্গানুবাদটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা। নিম্নে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

'বাংলা কোরান শরীফ'

মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী ১৯৬২ খৃ. থেকে ১৯৬৫ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর কুরআনী সাহিত্য সাধনা করে পবিত্র কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করতে সক্ষম হন। ১৯৭৫ খৃ. কুমিল্লা থেকে 'বাংলা কোরান শরীফ' আখ্যায় তাঁর এ গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কুমিল্লার এ, কে, এম, শহীদুল হক গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন। ৪৯৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটির মূল্য ছিল ১৭ টাকা।[১] একই অনুবাদক ও একই প্রকাশক কর্তৃক 'বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ' আখ্যায় তারিখ বিহীন আরো একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তবে পবিত্র কুরআনের অনূদিত এ গ্রন্থটির মলাটের উপর আখ্যা ছিল 'বাংলা কোরান শরীফ'। ৫০৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটির মূল্য ছিল বোর্ড বাধাই ৩৫ টাকা এবং প্লাষ্টিক বাধাই ৪০ টাকা।[২] পরবর্তীতে অনুবাদটির তারিখ বিহীন আরও একটি পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটির পৃষ্ঠার সংখ্যা ও প্রকাশক একই। আব্দুল কাদের মিয়া, হানিফ প্রিন্টিং প্রেস, ১১/১ ঠাকুর দাস লেন, ঢাকা কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়। মূল্য ছিল ৪৫ টাকা ।

জনাব এ,কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী মূল আরবী বিহীন বর্তমান এ অনুবাদটি তার মাতা পিতার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি অনুবাদকের গুযারেশসহ পারা, সাজদা ও সূরা সমূহের তিনটি পৃথক সূচী রয়েছে। তিনি আলোচ্য অনুবাদে বাংলায় সূরার নাম, ক্রমিক সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট সূরার আয়াত, রুকু ও নাযিলের স্থান উল্লেখসহ তাসমিয়ার বঙ্গানুবাদপূর্বক আয়াতের ক্রমিক অনুসারে বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ।

চলতি রীতিতে প্রণীত মূল আরবী বিহীন বাংলা ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটির ভাষাকে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বলা চলে। উক্ত অনুবাদটিকে অনেকটা শাব্দিক অনুবাদ বললেও ভুল হবে না। তিনি এ গ্রন্থে মূলত পবিত্র কুরআনের মূল আরবীসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মূল আরবীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করেন। ফার্সী ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে বর্তমান আকারে এই পবিত্র কুরআন ও এ তাফসীরটিকে বিন্যাস করেছেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩] জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী মূল আরবী ও এর বাংলা প্রতিবর্ণয়নসহ পাদ টীকায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনী সাহিত্যে 'কুরআন শরীফ" অখ্যায় আরো একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থটির ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ ১৯৭৬ খৃ. ২৮ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। মোঃ নাজিম উদ্দিন ভুঁইয়া উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন। দু'খণ্ডে অনূদিত এ কুরআনে জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী পাদটীকাকারে কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করেছেন।

---

১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যে সব গ্রন্থের সাহায্যে তিনি এ সব ব্যাখ্যা করেছেন তারমধ্যে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী, মুআত্তা-ই- ইমাম মালিক, মুসনাদ-ই-আহমদ, মুসনাদে হাকীম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ এবং তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে কাবীর, ইবনে জারীর, দুররে-মানসূর, খাযিন, মুযেগুল কোরআন, ইবন কাসীর, আসবাবে নুযূল, লুবাবুত তানযীল, কাশ্শাফ, বায়যাবী, বায়ানুল কুরআন, জালালাইন প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।৩ তবে তথ্য সূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থের কোন সূত্র ব্যবহার করা হয় নি; শুধু মাত্র আলোচনা শেষে এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত তাফসীরের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়সহ পারা, সূরা ও সাজদা সমূহের পৃথক সূচী দেয়া হয়েছে। পৃথক স্তম্ভাকারে এ অনুবাদে বাংলায় প্রতিটি সূরার নাম, নাযিলের স্থান, আরবীতে তাসমিয়া ও এর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন এবং আয়াত ও রুকুর সংখ্যা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনের মূল আরবী তারপর বাংলায় এর অনুলিখন, তারপর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। প্রায় সব প্রয়োজনীয় স্থানে পাদটীকাকারে আয়াতের ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে।[৪]

কুরআন তিলাওয়াতের দু'আ, আখিরী মুনাজাত ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কুরআনের একটি তালিকাও এই অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রদত্ত হয়েছে। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ কর্তৃক ঢাকা থেকে ১৩৮৪ বা. উক্ত অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের দু'খণ্ডের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'পবিত্র কুরআন শরীফ' ছিল এটির আখ্যাপত্র। উক্ত গ্রন্থটির ভাষা সরল, সহজ, প্রাঞ্জল, শালীন ও মার্জিত। উক্ত অনুবাদটি অনেকটা নির্ভরযোগ্যও বলা চলে। তবে মাওলানা ওসমান গনি ও মাওলানা নকীব উদ্দিন খাঁর পর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআনের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করেছেন। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাঁর প্রতিবর্ণায়নে মূল আরবী পাঠে অনভিজ্ঞ লোকেরা যে উপকৃত হয়েছে তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

ডক্টর ওসমান গনী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও ইতিহাসবেত্তা, অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গনী ১৯৩৫ খৃ. ১ আগষ্ট ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কাটাদ্রোহি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস একজন

বিদ্যানুরাগী ও সমাজ সেবক ছিলেন। প্রখর মেধার অধিকারী অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গনী স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর ১৯৪৭ খৃ. জুনিয়র হাই মাদরাসা পরীক্ষায় মেধা বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫২ খৃ. হাই মাদরাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। অতপর ১৯৫৫ খৃ. তিনি বাংলাদেশের ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট, ১৯৫৮ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক ষ্টাডিজে বি.এ অনার্স ও ১৯৬১ খৃ. একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ খৃ. তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৫ খৃ. একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডি. লিট. ডিগ্রী অর্জন করেন।[২] প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর ড. সিরাজুল হক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সূকুমার সেন, ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ড. সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের নিকট তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে RLS. হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস ও বাংলা ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব তাঁর কর্মজীবনের সূচনা করেন। শিক্ষকতা ও লেখালেখির পাশাপাশি তিনি নিজেকে দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, সেবা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পৃক্ত রাখেন। ১৯৬৮ খৃ. থেকে ১৯৭৭ খৃ. পর্যন্ত তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদরাসা বোর্ড এবং বোর্ড অব ওয়াক্ফ পশ্চিম বঙ্গের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ খৃ. থেকে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং ১৯৭৭ খৃ. থেকে কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সদস্য হিসেবে সম্মানীত হয়েছেন। এছাড়া তিনি কলকাতার সৎসংঘ এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। যেমন তিনি ব্যক্তি জীবনে মানুষের সাথে অমায়িক ব্যবহার করেন ঠিক তেমনি কোন নীতিগত বিষয়েও তীব্র ভাবে অটল থাকতেন। বুদ্ধিজীবী মহলসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ তাঁকে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দী ভাষায় তিনি সমান পারদর্শী ।

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩

২. প্রাগুক্ত

তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত শতাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভের রিভিউ করেছেন। প্রায় আট শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছেন।[৩] তার রচিত মৌলিক রচনার সংখ্যা ২০ এরও বেশি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ‘কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ’ (সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ) ‘কুরআনের নৈতিকতা’ (নীতিমালা), ‘চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরআন শরীফ’ (কোরআনের মৌলিক আবেদন), ‘চরিত্র ও সমাজ গঠনে হাদীস শরীফ’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোরআনী সাহিত্যকে বাংলা

সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হল পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সূকুমার সেন বলেন "পবিত্র কুর'আনের বঙ্গানুবাদ তাঁর (ড. ওসমান গনির) জীবনে একটি স্তম্ভরূপ"।[৪] নিম্নে তাঁর কুরআনী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ [সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ]

ছাত্র জীবন থেকেই অধ্যাপক ড. ওসমান গনী কুরআনী সাহিত্য চর্চায় নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করেন।[৫] বহু ভাষাবিদ মরহুম ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট ১৯৬১ খৃ. এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রথম আচার্য সূকুমার সেনের সান্নিধ্যে ১৯৬৩ খৃ. কিছু সময় কাটানোর কারণে বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় তাঁর ইসলামী সাহিত্য চর্চার গতিধারা আরো বেগবান হয়। পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় তিনি তাঁর আত্মনিয়োগ সম্পর্কে বলেন–

> "আমার এ কাজ কোন নামকরা প্রকাশনীর মত ভিতরে ব্যবসা ও উপরে গালভরা বচসা নয়। এটা আল্লাহর বাণী প্রচারে আমার অন্তরের অভিলাষ, মনের খোরাক, জীবন জিজ্ঞাসার নীরব উত্তর তথা মহান শিক্ষকবৃন্দ, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদের নির্দেশ পালন।"[৬]

তিনি আরো বলেন "অবিকৃত কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা দেখে আমি পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করি।"[৭] যাঁদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে তিনি পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতা মৌলভী ইউনুছ, চাচা মাওলানা ইলিয়াস, ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সূকুমার সেন উল্লেখযোগ্য।[৮]

৩. ড. ওসমান গনী অনূদিত, '*কোরআন শরীফ*', মল্লিকব্রাদার্স, কলকাতাঃ ১৯৯৫, পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ পৃ. ১০ (শুভেচ্ছা বাণী দ্রষ্টব্য)

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ('ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ('মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য)

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

৮. ড. ওসমান গনী অনূদিত '*কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ*' (সংক্ষিপ্ত টিকা ও ব্যাখ্যাসহ), পৃ.৭,১৪

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ খৃ. মধ্যে তিনি পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ অংশের বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। ১৯৭৬ খৃ. মে মাসে 'কোরআন শরীফ' আখ্যায় সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআনের তাঁর বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১১ খৃ. মার্চ মাসে ২য় সংস্করণ এবং ১৯৯৫ খৃ. জানুয়ারী মাসে পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য ১০০ টাকা ছিল। অতপর ১৯৯৮ খৃ. জানুয়ারী এবং

২০০১ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে আলহাজ্ব আবুল কালাম (মল্লিক ব্রাদার্স) কর্তৃক উক্ত পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পর্যায়ক্রমে দু'টি পুনমুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এর মূল্য ছিল ১৩০ টাকা।[৯] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৪৮। অধ্যাপক ড. ওসমানী গনি তার এ মহৎ কর্মটি তাঁর চাচা মাওলানা মোহা: ইলিয়াস ও মাওলানা মোহা: আব্দুল্লাহ নদবীর করকমলে উৎসর্গ করছেন।

ইসলামের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সুকুমার সেন আলোচ্য অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। খ্যাতিমান চিকিৎসক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ডা. শ্রী ভাস্কর রায় চৌধুরীর একটি 'শুভেচ্ছা বাণী' এবং অনুবাদকের একটি 'মুখবন্ধ' পবিত্র কুরআনের উক্ত অনুবাদের প্রারম্ভে সংযোজিত হয়েছে। ব্যাখ্যাকার পবিত্র কুরআনের এ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার শুরুতে 'কুরআনের মূলমন্ত্র', 'ঐশী অনুধাবন', 'মহাকোরআন', 'বিজ্ঞানময় কোরআন', 'মুক্তিদাতা কোরআন', 'বিশ্ব সংবিধান কোরআন', 'অবিনশ্বর কোরআন', 'বিপদের বন্ধু কোরআন', 'শান্তির ইতিহাস কোরআন', 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরআন' প্রভৃতি শিরোনামে কোরআন সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। আলোচ্য অনূদিত ও ব্যাখ্যাত গ্রন্থটি মূল আরবী বিহীন। এতে বাংলায় কুরআনের প্রতিটি সূরার নাম, আয়াত ও রুকু সংখ্যা এবং অক্ষর সংখ্যাসহ তাসমিয়া ও এর বঙ্গানুবাদ পূর্বক পৃষ্ঠার দুটি কলামে আয়াতের ক্রমিক নম্বর ভিত্তিক সূরার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। অতপর উক্ত সূরার ব্যাখ্যা ও টীকা প্রদত্ত হয়েছে। পবিত্র এসব টীকা ও ব্যাখ্যায় কোথাও তিনি বাংলা ভাষার গদ্যরীতি আবার কোথাও তিনি কাব্য ছন্দের ব্যবহার করেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়াতের উল্লেখ করা তাঁর তাফসীরের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁর ব্যাখ্যাকে 'তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন' বললেও বেশী বলা হবে না। আলোচ্য অনুবাদটি প্রকাশের পর বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

---

৯. প্রাগুক্ত, (কলকাতা: ২০০১) পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পুর্ণমুদ্রন, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্টা দ্রষ্টব্য

মাজহার উদ্দীন আহমদ

মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ বরিশাল জেলার নরোত্তমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনের মূল আরবীর অনুলিখন, সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ 'শাহনুর কুরআন শরীফ' আখ্যায় তিনি পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর রচনা করেছেন। তার এ তাফসীরটি ১৯৮১ খৃ. ঢাকা থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশিকা ছিলেন আনোয়ারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম। আলোচ্য তাফসীরের ১ম খণ্ডে ১-১০ পারা, ২য় খণ্ডে ১১-২০ পারা এবং ৩য় খণ্ডে ২১-৩০

Dhaka University Institutional Repository

পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১-৪৯৩, ৪৯৪-৯৯২ এবং ৯১৩-১৫৬০। প্রত্যেক খণ্ডের হাদিয়া ছিল ৭৫.০০ টাকা।[১] অতপর এ গ্রন্থটি একই প্রকাশিকাদ্বয় কর্তৃক পুনরায় ১৯৮৩ খৃ. ঢাকা থেকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডে ১-১৫ পারা এবং ২য় খণ্ডে ১৬-৩০ পারার বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। কাজী মোশাররফ হোসেন, রতন আর্ট প্রেস, ১১ পাটুয়াটুলী, ঢাকা কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়। প্রত্যেকটি খণ্ডের মূল্য ছিল ১৫০ টাকা।[২] আলোচ্য খণ্ড দুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১-৭১৮ এবং ৭১৯-১৫৬০। উক্ত অনুবাদটি মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ এর একক অনুবাদ হিসেবে পরিচিত হলেও মাওলানা ইউনুস ও মাওলানা লুৎফর রহমানসহ দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আলিমের সহযোগিতায় উক্ত অনুবাদটি সম্পাদিত হয়েছে বলে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'উচ্চারণ সংকেত' নামে আরবী বর্ণমালার বাংলা অনুলিখন, তিলাওয়াতে সাজদার সূচী, পবিত্র কুরআনের বিরাম চিহ্ন, সাত মঞ্জীল, 'কুরআন শরীফের জরুরী তথ্য সমূহ' নামে পবিত্র কুরআনের আয়াত, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা এবং স্বরবর্ণ ও ওয়াক্ফসহ কতিপয় বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা সমূহের সূচী ও পারার নামসহ প্রতিটি পারার অন্তর্গত সূরা সমূহের আয়াত ভিত্তিক বিষয় সূচী দেয়া হয়েছে। উক্ত অনুবাদে প্রতিটি সূরার নাম, নাযিলের স্থান, আরবীতে তাসমিয়া, বাংলায় তাসমিয়ার উচ্চারণ, রুকু ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করে তারপর মূল আরবী, তার নিচে আয়াতের ক্রমিক নম্বর অনুসারে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত টীকা ও শানে নুযূল ইত্যাদির আলোকপাত করা হয়েছে।

---

১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮

২. মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ, *শাহনুর কুরআন শরীফ* (ঢাকা: ১৯৮৩), প্রথম প্রকাশ, পৃ. প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

উক্ত বঙ্গানুবাদে পবিত্র কুরআনুল কারীম এর অনুলিখন সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের নিকট এর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। তবে কুরআনী শব্দের ক্ষেত্রে লেখকের বাংলা অনুলিখন বা প্রতিবর্ণায়ন ত্রুটিমুক্ত নয়। বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তাঁর এ বাংলা অনুলিখন পদ্ধতিটি বাংলা সাহিত্যের ১৭শ শতাব্দীর কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মদ ফসীহ (১৬১০-১৬৮০) এর প্রাচীন উচ্চারণের অনুসরণে রচিত।[৪]

তাঁর এ পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুলিখন দ্বারা পাঠক সমাজ কিছুটা উপকৃত হলেও আরবী অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করার মত।[৫] উক্ত

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছে। আরবী, উর্দু, ফার্সী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থের ভাষায় সারল্যের ছোঁয়া রয়েছে বটে; তবে কোন কোন স্থানে আয়াতের যথাযথ মর্ম উদঘাটনে অনুবাদক যেমন হোঁচট খেয়েছেন ঠিক তেমনি বঙ্গানুবাদে আরবী শব্দের বাংলা প্রায়োগিক শব্দ চয়নেও তাঁর কিছুটা স্খলন ঘটেছে।[৬] এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় তাঁর এ সাহিত্য কর্ম সাধারণ পাঠকের কুরআনী জ্ঞান আহরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

---

৪. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৬৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২১৬, ২১৭

৫. তাঁর আরবী অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

তাঁর আরবী অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন
তে (ت)	ত
ছে (ث)	ছ
জীম (ج)	জ্ব
হে (ح)	হ
দাল (د)	দ
যে (ز)	য
ছীন (س)	ছ ইত্যাদি

(মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ, *শাহনুর কুরআন শরীফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫,৬)

৬. যেমন সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতের কিয়দংশ ‘الله يستهزي بهم’ এর অনুবাদে তিনি লিখেছেন- ‘আল্লাহ পাক তাহাদের তামাশা দেখিতেছেন’। (মাওলানা মাজহার উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫)
অথচ এর সঠিক বঙ্গানুবাদ হবে ‘বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন’।
(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪)

বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ তাফসীর চর্চা

যে সকল মনীষী বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের রচিত তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে নিতে পর্যালোচনা করা হল-

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদক ও ভাষ্যকারগণের মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ অন্যতম। তিনি ১৮৬৮ খৃ. ভারতের চব্বিশ পরগনার হাকীমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গাযী আব্দুল বারী খাঁ ও মাতার নাম বেগম রাবেয়া খানম।[১] তিনি পিতা-মাতার কাছেই বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর কলকাতা আলিয়া

মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯০১ খৃ. ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।[২] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করার নিমিত্ত সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯০৩ খৃ. আগষ্ট মাসে মাসিক 'মোহাম্মদী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন।[৩] পত্রিকাটি প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কয়েক বছর পর অনিয়মিত ভাবে মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসেবে বের হয়েছিল। অবশেষে তিনি ১৯১০ খৃ. আবার পত্রিকাটিকে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' হিসেবে পুনপ্রকাশ শুরু করেন।[৪] তিনি ১৯২০ খৃ. উর্দু 'যামানা', ১৯২১ খৃ. 'দৈনিক সেবক', ১৯৩৬ খৃ. 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা বের করেন।[৫] তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪১-১৯৫১ খৃ. পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।[৬] তিনি ১৯৫৪ খৃ. রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ খৃ. ১৮ আগষ্ট রবিবার ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।[৭] তাঁর জীবনব্যাপী ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান সাধনার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআন।[৮] পবিত্র কুরআনের খণ্ডাকারে বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর সহ ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ত্রিশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরই হল সবচেয়ে বেশী আলোচিত। তবে তিনি অনুবাদ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের তাফসীরের রীতি ও মতামতকে পরিহার করে মুক্ত

১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০ ; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৮. প্রাগুক্ত

চিন্তা ও নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে প্রাধান্য দেয়ায় সমসাময়িক আলিমগণের নিকট সমালোচিতও হয়েছিলেন। নিম্নে তাঁর অনূদিত কুরআন ও তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ক) কারাগারের সওগাত

তদানীন্তন সরকারের সাথে মতদ্বৈততার কারণে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৯২১ খৃ. একবার আলীপুরের কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিলেন।[৯] আর এ সুযোগে তিনি কারাগারে বসেই ১৯২২ খৃ. পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর লিখে ফেলেন।[১০] তিনি তাঁর এ গ্রন্থটিকে 'কারাগারের সওগাত' হিসেবে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদেরকে উৎসর্গ করেন। পবিত্র কুরআনের এ আমপারা অংশে তিনি সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা বিহীন সরল অনুবাদও সংযোজন করেন[১২] ১৯২৩ খৃ. উক্ত আমপারার ভাষ্যটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন

খায়রুল আনাম খাঁ।[১৩] এ গ্রন্থটি ১৯২৪ খৃ. ১২ এপ্রিল রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে জমা দেয়া হয়। ১৯২৬ খৃ. ১৮ আগষ্ট এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৪]

খ) **উম্মল কিতাব**

আমপারার তাফসীরের সঙ্গে সূরা ফাতেহার সরল অনুবাদ অংশে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ অচিরেই এ সূরার একটি বিস্তারিত তাফসীর পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১৫] কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী' সম্পাদনা, প্রকাশ ও প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের কাজ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১৬] ফলে আমপারার অনুবাদের সাত বছর পর ১৯২৯ খৃ. তাঁর ব্যাখ্যাত সূরা ফাতেহা অংশটি 'উম্মল কিতাব' শিরোনামে খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক কলকাতার মোহাম্মদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭]

গ) **কোরআন শরীফ**

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভক্তির পর তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫৪ খৃ. রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পুনরায় তাফসীরের অসমাপ্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১৮]

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

১০. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১৫. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

এবার তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তাকারে দু'বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর লিখে শেষ করেন[১৯] এবং দু'-তিন বছরের মধ্যেই গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে প্রকাশ করতেও সক্ষম হন।[২০] 'তাফছীরুল কোরআন' নামে পরিচিত তাঁর এ অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থের শিরোনাম হল 'কোরান শরীফ'। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৯৫৯ খৃ. মার্চ, দ্বিতীয় খণ্ড জুন, তৃতীয় খণ্ড আগষ্ট, চতুর্থ খণ্ড ডিসেম্বর এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৬০ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়।[২১] প্রথম খণ্ডে ৭০০, দ্বিতীয় খণ্ডে ৮০০, তৃতীয় খণ্ডে ৭৬৬, চতুর্থ খণ্ডে ৭২৭ ও পঞ্চম খণ্ডে ৮৩৮ পৃষ্ঠা ছিল।[২২] উক্ত খণ্ডগুলোর প্রথমটিতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসার ৪২

নং আয়াত; দ্বিতীয়টিতে সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত থেকে সূরা তাওবার; শেষ পর্যন্ত তৃতীয়টিতে সূরা ইউনুস এর শুরু থেকে সূরা আম্বিয়ার শেষ পর্যন্ত; চতুর্থটিতে সূরা হাজ্জ এর শুরু থেকে সূরা সাদ এর শেষ পর্যন্ত ও পঞ্চমটিতে সূরা যুমার এর শুরু থেকে সূরা নাস এর শেষ পর্যন্ত অনুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে।[২৩] খণ্ডগুলোর প্রকাশক ছিলেন মুহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ও মুহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ। প্রথম তিন খণ্ড তৈয়বুর রহমানের প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।[২৪]

তাঁর অনুবাদের ভাষা ছিল সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে থাকলে অনেক মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক শ্রী জিতেন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায় তাঁর আমপারার ভাষা সম্পর্কে "মনোহর ও গভীর ভাবপূর্ণ"[২৫] বলে মন্তব্য করেছেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় নামক জনৈক সুধী এ অনুবাদ সম্পর্কে বলেন- "যেমন সরল ও প্রাঞ্জল ও তেমনি মোলায়েম।"[২৬] ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' এর সম্পাদক মৌলভী মুজীবুর রহমান ও ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখও এ অনুবাদের প্রশংসা করেছেন। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান খাঁ সাহেবের অনুবাদের ব্যাপারে বলেন- "অর্থের দিক দিয়ে সুপাঠ্য ও ভাষার দিক দিয়ে অনবদ্য।"[২৭] মাওলানা আকরাম খাঁ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনায় ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেয়ায় তাঁর এ অনুবাদ ও ভাষ্য সাহিত্যিক বিচারে প্রশংসিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে মন্তব্য ও তথ্যের দিক থেকে আপত্তিজনক।

---

১৯. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
২০. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, ১৮
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

নিম্নে নমুনা হিসেবে তাঁর বক্তব্যের কিয়দংশ তুলে ধরা হল-

১। আদম (আ.) বলতে একজন বিশেষ মানুষের নাম নয়; বরং গোটা মানব সমাজের নাম। আদম (আ.) কে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল তা আখিরাতের জান্নাত নয়; বরং এ দুনিয়ারই একটি কানন বিশেষ।[২৮]

২। হযরত ঈসা (আ.) চিরাচরিত স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর আকাশে উত্তোলিত হওয়ার কথা ঠিক নয়।[২৯]

এভাবে তিনি হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করে অতিক্রম করা ও তাঁর যষ্ঠির আঘাতে পাথর থেকে প্রস্রবন বের হওয়াকেও অস্বীকার করেছেন। উপরন্ত ইবলিশ, হযরত হাওয়া (আ.) এর সৃষ্টি, ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করণ, কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত, পাপ পূণ্যের ওজন, রাসূল (সা.) এর মি'রাজ গমন প্রভৃতি বিষয়সহ ধর্মীয় বণ্ড বিষয়ে তিনি জমহুর ওলামা মুফাসসির, মুহাদ্দিসগণের গবেষণালব্ধ মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মতামত প্রদান করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থ আলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

তাঁর এ অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশিত হতে থাকলে সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতগণ তাঁর তাফসীরের চরম প্রতিবাদ করেন। পত্র পত্রিকায়ও তাঁর তাফসরিের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। ২৪ পরগনার মাওলানা রূহুল আমিন 'খাঁ সাহেবের তাফসীরের প্রতিবাদ' শিরোনামে 'ছুন্নত আল জামায়াত' পত্রিকায়,[৩০] বগুড়া জেলার আব্দুস সালাম 'কোরান শরীফের মনগড়া অর্থ' শিরোনামে আল এসলাম পত্রিকায়[৩১] খুলনা জেলার মুহাম্মদ ময়েজ উদ্দিন 'মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রণীত তাফসীরের সমালোচনা' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে 'শরীয়ত'[৩২] পত্রিকায় খাঁ সাহেবের তাফসীরের প্রতিবাদ করেন। ১৩৩৩ সালে মাসিক সওগাত পত্রিকায়[৩৩] একটি তীব্র সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ খাঁ নামে একজন ব্যক্তি 'খাঁ সাহেবের বাজে কথা'[৩৪] শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখে আকরাম খাঁর তাফসীরের অসারতা তুলে ধরেছেন।

২৮. ড. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ অনূদিত, *কোরআন শরীফ*, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ঝিনুক পুস্তিকা ঢাকা: ১৩৮২/১৯৭৫, পৃ. ৫৯-৬৩
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৪৬
৩০. ছুন্নত আল জামায়াত,৭:৫ (বৈশাখ ১৩৪৭), পৃ. ২৫৬-২৬৪
৩১. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৮/১৯৩১ খৃ, পৃ.২৩৩-২৩৮
৩২. ১৯২৪ খৃ. থেকে ১৯২৫ খৃ. পর্যন্ত, ১ম বর্ষ (১৩৩১) ও ২য় বর্ষ (১৩৩২) এর সংখ্যাগুলো দ্রষ্টব্য
৩৩. ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৩৩ বাংলা
৩৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৩ খৃ. ১ম ত্রৈমাসিক

খাঁ সাহেবের অনুবাদ ও তাফসীর পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর খুলনা জেলার অধিবাসী এবং ফরিদপুরের গওহর ডাঙ্গা মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সাত্তার 'তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ' শিরোনামে এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী লালবাগ জামেয়াতুল কুরআনীয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আযীযুল হক 'পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা বা খাঁ সাহেবের কল্পিতি তাফসীরের প্রতিবাদ'[৩৫] শিরোনামে পুস্তিকা লিখে আকরাম খাঁর মতের খণ্ডন করে তাঁর তাফসীরের প্রতিবাদ করেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত মতামতগুলো

Dhaka University Institutional Repository

বাদ দিলে তাঁর এ অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থকে বাংলা সাহিত্যে কুরআনের তাফসীর চর্চায় এক অনবদ্য অবদান বলা যায়।

শাহ কমরজ্জামান

মাওলানা শাহ কমরজ্জামান জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার গোপালনগর গ্রামে ১৩০৫ বা. ১ মাঘ শুক্রবার সকাল দশ ঘটিকায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬] আব্দুল ওহায়েদ খন্দকার ওরফে রছু মিয়া তাঁর সম্মানিত পিতা। মাওলানা শাহ্ কমরজ্জামন আলেক শাহ ফকীরের বংশধর। আলেক শাহ (র.) বিহারের আরা জেলার অন্তর্গত বক্সার নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। কোন এক সময় সেখান থেকে তিনি পূর্বাঞ্চলে চলে আসেন। তাঁরই বংশীয় ধারায় মাওলানা শাহ কমরজ্জামানের জন্ম। তাঁর দাদা নইম উদ্দীন ফকীর ওরফে নয়কড়ি মিয়া পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় পীর মুরিদী ও দরবেশী বহাল ছিল। মাওলানার পিতার আমল থেকে তা লোপ পেতে থাকে। আর মাওলানা সাহেব এসব কার্যক্রম থেকে একেবারেই বিরত থাকেন।[৩৭] তাঁর নানার কাছ থেকে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শেষ করেন। তিনি পারিবারিক শিক্ষার সাথে সাথে স্থানীয় নিলক্ষিয়া স্কুলেও পড়াশুনা করেছেন। অতপর তিনি অনীত.এম.ই.স্কুল. কামারের চর আপগ্রেড স্কুল, বালিজুরী হাইস্কুল এবং ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে পড়াশুনা করেন। তবে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অতপর জনাব আব্দুর রহমান নামক একজন স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়ের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাবা ও শশুরের কথা মতো তিনি সিরাজগঞ্জ মাদরাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসা থেকেই তিনি তাঁর সর্বোচ্চ ক্লাসের পাঠ শেষ করেন।

---

৩৫. আগষ্ট, ১৯৬০, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৬১, মূল্য ছয় আনা

৩৬. মৌ.শাহ্ কমরজ্জামান, *খুলছাতুল কুরান*, ঢাকাঃ ১৯৮১, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২-৩ ('লেখক পরিচিতি' দ্রষ্টব্য)

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২

অতপর তাঁর শশুর তাঁকে আর পড়াবেন না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে পালিয়ে যান। সেখানে বেরেলীর কোন এক মাদরাসায় তিনি দু'বছর অধ্যায়ন করেন এবং দিল্লীর কোন এক মাদরাসায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।[৩৮] তিনি নিরিবিলি স্বভাবের লোক ছিলেন। সর্বদা পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। ভারতে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন মসজিদে ইমামতি করেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষকতা করেন। তবে ইমামতিই ছিল তার মূল পেশা। ইমামতির জন্য কোন দিন তিনি কোন বেতন-ভাতা নেন নি।[৩৯] কুরআনী সাহিত্যের গবেষণায় তিনি তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ

ব্যয় করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ‘ছেরাজুল মুত্তাকীন’ ও ‘খুলাছাতুল কুরান’ উল্লেখযোগ্য। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ‘খুলাছাতুল কুরান’ নামে ৪ খণ্ডে একটি বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিম্নে তাঁর প্রণীত ‘খুলাছাতুন কুরান’ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

খুলাছাতুল কুরান

সুদীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাওলানা শাহ কমরজ্জামান ‘খুলাছাতুল কুরান’ নামক তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। প্রথমে আরবী থেকে উদুর্তে তারপর বাংলায় রূপ দিয়েছেন। প্রায় ৪০ টি গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে ১৩ হাজার পৃষ্ঠার উক্ত তাফসীরটি লেখেছেন বলে তিনি স্বীয় গ্রন্থ ‘ছেরাজুল মুত্তাকীন’ এর ‘আত্মপরিচয়’ পর্বে উল্লেখ করেছেন।[৪০] তবে তিনি তাঁর তাফসীরের কোথাও উক্ত গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কিত কোন তথ্য সূত্রের উল্লেখ করেননি। ১৯৭১ খৃ. দিকে তিনি উক্ত তাফসীরটির পাণ্ডুলিপি লিখন শেষ করলেও আর্থিক অনটনের কারণে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করতে পারেন নি। শুধুমাত্র প্রথম পারার তাফসীরটি তিনি ১৯৬৯ খৃ. প্রকাশ করেন।[৪১] তাফসীরকার নিজে এটির প্রকাশক ছিলেন। সামাদ প্রেস, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছিল। ২২৬ পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থটির মূল্য ছিল ৫ টাকা। ১৯৭৪ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত তাফসীরের ২য় পারার ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন তিনি নিজেই। মুদ্রণে ছিল রকেট প্রেস, জিন্দাবাহার (১ম লেন) ঢাকা। ২৪৬ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ৭ টাকা।[৪২]

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

৩৯. ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৪০. শাহ্ কমরজ্জামান, *সেরাজুল মুত্তাকীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. শাহ্ কমরজ্জামান, *খুলাছাতুল কুরান*, ঢাকা: ১৯৭৪, ২য় পারা, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উক্ত পারার তাফসীরের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ-

খুলাছাতুল কুরান

(বাংলা তাফছীর)

২য় পারা ছায়াকুলু

প্রণেতা

মৌঃ শাহ কমরজ্জামান

তাফসীরকারক প্রথমে তাফসীরটিকে ৩০ খণ্ডে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ১ম ও ২য় পারা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তিনি পরবর্তীকালে নিজ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ১৩ হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিকে ১৫০০ পৃষ্ঠায়

সংক্ষিপ্ত করে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন।[৪৩] ১৯৮১ খৃ. ৪ খণ্ড বিশিষ্ট উক্ত তাফসীরের প্রথম খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখক নিজেই এর প্রকাশক ছিলেন। মুদ্রণে ছিল ইস্টার্ন আর্ট প্রিন্টার্স, ২০ নয়াপল্টন, ঢাকা।[৪৪] এ খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াত পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ছয় পারার অনুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য খণ্ডে 'তৌফীক' নামে অনুবাদকের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি পৃথক গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে। এখানে লেখকের আত্মজীবনী, কুরআনের জ্ঞাতব্য বিষয়, ইলম-ই-আরাবিয়্যা, নাহু ও সরফ (আরবী ব্যাকরণ), ইলম-ই-বালাগাত, (অলংকার শাস্ত্র), ইলম ই-কিফায়া (বহু দর্শিতা), আল্লাহর সিফাত, তদবীরাত প্রভৃতি বিষয়ের উপর দীর্ঘ ১১৮ পৃষ্ঠার একটি আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৮৩ খৃ. উক্ত তাফসীরের ২য় খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন গ্রন্থকার নিজেই। উক্ত গ্রন্থটির মুদ্রনে ছিল ইস্টার্ণ আর্ট প্রিন্টার্স, ২০ নয়া পল্টন, ঢাকা। এটির মূল ছিল ৩৫ টাকা। খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৮।[৪৫] এই খণ্ডে প্রথম খণ্ডের কিছু সম্পূরক আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই খণ্ডে পবিত্র কুরআনের (৭ম থেকে ১৪ তম পারা) তথা সূরা মায়েদা থেকে সূরা নাহলের ১২৮ নং পর্যন্ত আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৮৬ খৃ. উক্ত তাফসীরের তৃতীয় খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন তাফসীরকার নিজেই। মুদ্রণে ছিল ইস্টার্ণ আর্ট প্রিন্টার্স, পুরাতন ২০, নতুন ৮১/১ নয়া পল্টন, ঢাকা।

৪৩. প্রাগুক্ত, (ঢাকা: ১৯৮৩), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. 'জনমত' পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪৪. প্রাগুক্ত, (ঢাকা: ১৯৮১), ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪৫. প্রাগুক্ত, (ঢাকা: ১৯৮৩), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩৯২ পৃষ্ঠার এ খণ্ডটির মূল্য ছিল ৪৫ টাকা।[৪৬] এই খণ্ডে (১৫ থেকে ২৩ তম পারা) সূরা বনীইসরাইল থেকে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। ১৯৮৭ খৃ. উক্ত তাফসীরের ৪র্থ খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন তাফসীরকার নিজেই। ইস্টার্ণ আট প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০, থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ৪৫৪ পৃষ্ঠার এই তাফসীর খণ্ডটির মূল্য ছিল ৫৫ টাকা।[৪৭] এই খণ্ডে ২৩ তম পারার সূরা সাফ্ফাত থেকে ৩০তম পারার সূরা নাস পর্যন্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

মোহাম্মদ তাহের

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ তাহের ১৯২২ খৃ. ১৫ মে ভারতের আসাম প্রদেশের করিমগঞ্জের সিংগারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৭২ বছর বয়সে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ খৃ. ২৬ নভেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। কলকাতার দমদম বিমান বন্দরের নিকট স্বীয় প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া মদনিয়া মাদরাসার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৮] তাঁর পিতার নাম (মাওলানা হাজী) হাজিম এবং মাতার নাম নাসীমা খাতুন। ঘরোয়া পরিবেশে তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষার প্রথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর আসামের করিমগঞ্জের সিংগারিয়ার একটি মকতবে দ্বীনিয়াত ও কুরআন শরীফ পাঠ সমাপ্ত করেন। কিছুদিন তিনি বাংলা ১০২ নং স্কুল ও বদরপুর এম,বি, স্কুলে পড়াশুনা করেন। বদরপুর মকতব মাদরাসায় ১৯৩১-৩২ খৃ. এবং বদরপুর এম,বি মাদরাসায় ১৯৩৬ খৃ. ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন।[৪৯] অতপর তিনি ১৯৩৯ খৃ. সিলেট আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪২ খৃ. ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় তিনি ২য় স্থান এবং ১৯৪৪ মাদরাসায় ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতপর তিনি ঐ বছর দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন।[৫০] ভারতের রামপুর মাদরাসা, দেওবন্দ মাদরাসা ও লাহরের একটি মাদরাসায় ১৯৪৮ খৃ. পর্যন্ত পড়াশুনা করে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি এ উপমহাদেশের সিলেট, দেওবন্দ, রামপুর ও লাহরের কতিপয় বিশিষ্ট আলেম ও পণ্ডিতবর্গের কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক প্রদত্ত বিভিন্ন দারসে অংশগ্রহণ করেন। যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং একান্ত সাহচর্যে তিনি এত উঁচুমানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা আবু নসর ওহিদ, মাওলানা মাহমুদুল

---

৪৬. প্রাগুক্ত, (ঢাকা: ১৯৮৬), ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪৭. প্রাগুক্ত, (ঢাকা: ১৯৮৭), ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪৮. আবু নসর আব্দুর রউফ সংকলিত, *আদর্শ জীবন চরিত মাওলানা মোহাম্মদ তাহের*, (কলকাতা: ১৯৯৮), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯০-৯১

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৮

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৮

হাসান, দেওবন্দ মাদরাসার পরিচালক ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়ব, লাহরের মাওলানা আহমদ আলী, মাওলানা সাব্বির আহমদ ওসমানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫১]

অধ্যাপনা দিয়েই তিনি তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা করেন। ১৯৪৬ খৃ. তিনি কিছুদিন সিলেটের উর্দু কলেজে অধ্যাপনা করেন। উল্লেখ্য ১৯৪৮ খৃ. শেষের দিকে তিনি বদরপুর কামিল মাদরাসায় অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ খৃ. ৪ এপ্রিল থেকে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত কলিকাতা মাদরাসায় তিনি প্রায় ২১ বছর অধ্যাপনা করেন।[৫২] তিনি বিভিন্ন

সামাজিক, সেবামূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৪২ খৃ. জমিয়তে ওলামা ও কংগ্রেস কর্তৃক একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হলে সেখানে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ফলে তাঁকে কিছুদিন কারাভোগও করতে হয়। সিলেটের Students Federation এর অর্গানইজিং সেক্রেটারী নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে ছাত্রজীবনেই তাঁর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। একাধারে তিনি জমিয়তে ওলামায়ের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সদস্য, দু'বার সেন্ট্রাল হজ কমিটির সদস্যসহ পশ্চিমবঙ্গের দ্বীনি শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৫৩] তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০টি মকতব, ১৯৭৭ খৃ. দমদম বিমান বন্দরের পাশে জামিয়া ইসলামিয়া মদনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৪] তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ 'ইনসানিয়াত' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৫৫] 'আল কুরআন: তজমা ও তাফসীর' তাফসীর গ্রন্থটি মাওলানা মোহাম্মদ তাহেরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৭০ খৃ. প্রকাশিত হয়। মদনী মিশন, ৩১ নং কলীন ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৬ এ গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্বে ছিল। এটি রবি আর্ট, প্রেস, ১৫/এ, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত হয়। ৪৮৭ পৃষ্ঠার এ খণ্ডটির মুল্য ছিল ৩০ টাকা।[৫৬] তাঁর এ তাফসীরটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল-

৫১. মোহাম্মদ তাহের, *আল কোরআন তরজমা ও তাফসীর* (কলকাতাঃ মদনী মিশন, ১৯৭০), ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

৫২. আবু নাসর আব্দুর রউফ সংকলিত, *আদর্শ জীবন চরিত মাওলানা মোহাম্মদ তাহের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫৪. প্রাগুক্ত

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আল কুরআন : তরজমা ও তাফসীর

আলোচ্য তাফসীরটির প্রথম খণ্ডে পবিত্র কুরআনের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে ব্যাখ্যাকার কর্তৃক লিখিত ১৬ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে। তাফসীরকার উক্ত ভূমিকায় পবিত্র কুরআনের পরিচয়, কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কতিপয় তাফসীর ও তরজমা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কতিপয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকারদের নাম, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর কর্মের ইতিহাস, সূরা, আয়াত, মনযিল, হরকত, উচ্চারণ ও তিলাওয়াত ইত্যাদি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। পূর্বোক্ত মুদ্রণ সংস্থা ও প্রকাশনা কর্তৃক কলকাতা থেকে উক্ত

তাফসীরের ২য় খণ্ডের ১ম সংস্করণ ১৯৭১ খৃ. প্রকাশিত হয়। ৪৭৮ পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থটির হাদিয়া ছিল ৩৫ টাকা।[৫৭] উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের ৭ম থেকে ১২তম পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে ১৯৭১ খৃ. আলোচ্য তাফসীরের ৩য় খণ্ডের ১ম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ৪৭১ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটি রবি আর্ট প্রেস, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়। আলোচ্য খণ্ডে পবিত্র কুরআনের ১৩ থেকে ১৮ তম পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে।[৫৮] কলকাতার একই মুদ্রণ ও একই প্রকাশনা থেকে উক্ত তাফসীরের ৪র্থ খণ্ডের ১ম সংস্করণ ১৯৭২ খৃ. প্রকাশিত হয়। উক্ত খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০০। উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের ১৯তম পারা থেকে ২৪তম পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। ১৯৭২ খৃ. কলকাতার মদনী মিশন কর্তৃক রবি আর্ট প্রেস থেকে উক্ত তাফসীরের ৫ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৫৯] ৪১৪ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটিতে পবিত্র কুরআনের ২৫ তম থেকে ৩০ তম পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য তাফসীরের কোথাও বামে আবার কোথাও ডানে একটি স্তম্বের ভিতরে মূল আরবীর কতিপয় আয়াত প্রদান পূর্বক উপরে, নিচে এবং ডান ও বাম পার্শ্বে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। আবার 'তফসীর' শিরোনামে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত তরজমা ও তাফসীরে মূল আরবীর পাশাপাশি বাংলায় প্রত্যেক সূরা নাযিলের স্থান, আয়াত ও রুকু সংখ্যা কোথাও তাসমিয়ার মূল আরবী সমেত এর প্রতিবর্ণায়ন ও বঙ্গানুবাদসহ সংশ্লিষ্ট সূরার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর অনুবাদটি যেমন শাব্দিক তেমনি অনুবাদে আঞ্চলিক ও কথ্য ভাষার প্রভাব রয়েছে। তবে তাঁর অনূদিত কুরআনের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

---

৫৭. প্রাগুক্ত, (মদনী মিশন, কলকাতাঃ ১৯৭১), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ,পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৫৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৫

৫৯. প্রাগুক্ত

খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ

খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ ১৮৯০ খৃ. ফরিদপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারীকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।[১] তিনি ১৯০৮ খৃ. বরিশাল জেলাস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রাস পাশ করেন এবং গণিত বিষয়ে এম,এ পরীক্ষায় ১৯১৩ খৃ. প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।[২] তিনি ১৯৫৮ খৃ. ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ, অতঃপর রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩] শিক্ষা ও ধর্মের প্রতি তাঁর ঈর্ষণীয় অনুরাগ ছিল। তিনি শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় বিশোর্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪] তন্মধ্যে 'পাঁচ সূরা শরীফ' শিরোনামের পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থটি অন্যতম। এর প্রথম সংস্করণটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার প্রভিন্সিয়াল মেশিন প্রেস থেকে মুহাম্মদ আনসার আলী কর্তৃক মুদ্রিত

হয়ে ক্বারী মুহাম্মদ বশীর, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫] তাঁর এ গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৫২ খৃ. মধ্যেই সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন।[৬] তাঁর অনূদিত কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেসে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করেন।[৭]

তাঁর এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১-১০ পারা, ২য় খণ্ডে ১১-২০ পারা এবং ৩য় খণ্ডে ২১-৩০ পারার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের শুরুতে লিখক পৃথক পারা ভিত্তিক সূচী সংযোজন করেছেন এবং প্রতি সূরার অনুবাদের পূর্বে সেই সূরার নাম উল্লেখ পূর্বক উক্ত সূরার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন। অনুবাদ স্পষ্ট করণের জন্য কোন কোন স্থানে "[ ]" এরূপ বন্ধনীর মধ্যে কিছু অতিরিক্ত বাংলা শব্দ যোগ করেছেন। আবার মার্জিনের নিচে কোন কোন আয়াতের অনুবাদে টীকাও সংযোজন করেছেন। তিনি অনুবাদ ও টীকা লিখনে কোন সমস্যা অনুভব করলে তার সমাধানের জন্য কলকাতা আলীয়া মাদরাসার ভূতপূর্ব হেড মওলভী শামসুল উলামা বিলায়াত হুসেইন ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক আল্লামা নাসীর উদ্দীনের সহযোগীতা গ্রহণ করতেন।[৮] কলকাতা আলীয়া মাদরাসার সিনিয়র অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ তাহের তাঁর এ অনুবাদ গ্রন্থকে 'সমাধিক নির্ভরযোগ্য'[৯] বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এর মতে।[১০] খাঁন বাহাদুরের আরবী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাঁর এ অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী ত্রুটি মুক্ত নয়।

---

১. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২. প্রাগুক্ত
৩. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৫. আলী আহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৬. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৭. আবদুর রহমান খাঁ অনূদিত, *কুরআন শরীফ*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা: ১৯৭৯, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, (ভূমিকা দ্রষ্টব্য), পৃ. ১০
৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫
৯. মোহাম্মদ তাহের, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)
১০. উদ্ধৃত, মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী)

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার গওহর ডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন।[১১] তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। তিনি স্থানীয় পাটগতির এক হিন্দু পণ্ডিতের কাছে প্রাথমিক লিখা পড়া শুরু করেন। অতপর টুঙ্গিপাড়া ও বরিশালের সুটিয়াকাঠি স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে

১৯১৫ খৃ. নোয়া পাড়ার বাঘড়িয়া হাই স্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতপর ১৯১৯ খৃ. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১২] তারপর তাঁর পিতার নির্দেশে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ভর্তি হয়ে কিছুদিন লেখা পড় করার পর ১৯২০ খৃ. ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মানসে ভারতের দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।[১৩] তিনি প্রথমে ভারতের সাহারানপুর মাদরাসায় চার বছর অধ্যয়ন করেন। অতপর দারুল উলুম দেওবন্দের মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র) সহ উক্ত মাদরাসার স্বনামধন্য উস্তাজগণের নিকট আরও চার বছর কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে অধ্যয়ন করে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।[১৪] তিনি ১৯২৮ খৃ. দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ব্রাক্ষ্মন বাড়ীয়া জামেয়া ইউনুসিয়া মাদরাসার মুহতামিম হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।[১৫]

তিনি কওমী ধারার অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তন্মধ্যে ১৯৩৫ খৃ. বাগেরহাটের গজালিয়া মাদরাসা ১৯৩৬ খৃ. ঢাকার জামেয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম, বড় কাটরা মাদরাসা, ১৯৩৭ খৃ. গোপালগঞ্জের গওহর ডাঙ্গায় আল জামেয়া আল ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম, ১৯৫০ খৃ. ঢাকার লালবাগের জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া ও ১৯৫৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ফরিদাবাগের জামেয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম উল্লেখযোগ্য।[১৬] সামাজিক, রাজনৈতিক ও সেবামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দেড় শতাধিক ইসলামী গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ‘হাক্কানী তফছীর’ শিরোনামে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১. আবদুল আওয়াল সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (৪০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ, ২০০১), পৃ. ৬১

১২. মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯৩), পৃ. ১৬০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬৩

১৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

১৬. প্রাগুক্ত,

পবিত্র কুরআনে তার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরের মধ্যে ‘ছুরা ইয়াছিনের তফছীর’ সর্ব প্রথম ১৯৫০ খৃ. আজিজুল হক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৭] তবে এ গ্রন্থটি এখন দুস্প্রাপ্য। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর কর্ম শুরু করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের ১৬০০০ পৃষ্ঠার একটি তাফসীর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন।[১৮] তাঁর এ পাণ্ডুলিপি থেকে আংশিক ভাবে ‘হাক্কানী তফছীর আমপারা’ শিরোনামে ১৯৬১ খৃ. ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[১৯] ১৯৬৬ খৃ. ‘হাক্কানী তফছীর পাঞ্জ ছুরা; বাংলা

তরজমা ও তফছীর' আখ্যায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আজিজুল হক (র.) এর যৌথ নামে ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষের একটি তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[২০] ১৯৬৬ খৃ. 'তফছীর ছুরা ফাতিহা: পাঞ্জ ছুরা' শিরোনামে ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত পাঁচটি সূরা প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহা, হুজরাত, ক্বাফ, সাফ ও জুমু'আ সংযোজিত হয়েছে।[২১]

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ব্যাখ্যাত 'হাক্কানী তফছীর' এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রকাশনা দেখে যেতে পারেননি। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খাদেমুল ইসলাম জামায়াত' এর সদস্য ও তাঁর উত্তোরাধীকারীদের প্রতি ওসিয়ত করে বলেন- "তোমরা যে ভাবেই পার প্রথমে একবার অবিকল হুবহু আমার এই তফছীর যাহা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ করে লিখেছি, ছাপাইয়া দিও"।[২২] তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী খাদেমুল ইসলাম জামায়াত ১৯৮২ খৃ. ৮ জানুয়ারী উক্ত তাফসীরের ১ম খণ্ড (১ম পারা) বর্ণ লেখা প্রেস, ৭ রূপালাল দাস লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশ করে।[২৩] তাঁর ব্যাখ্যাত 'তফছীর হাক্কানীর' অংশ বিশেষ প্রকাশিত হওয়ারপর কোন কোন বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম পণ্ডিত যেমন প্রশংসা করেছেন অনুরূপ সমালোচনাও করেছেন। মাওলানা আজিজুল হক বলেন- "ছদর সাহেব হুযুরেরর অমূল্য কীর্তি হাক্কানী তাফসীর বাংলা ভাষী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে এক অমূল্য অবদান।"[২৪] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেন- "একে কোন দিক দিয়েই তেমন উল্লেখযোগ্য ও সার্থক তাফসীর বলা চলে না।"[২৫] তাঁর এর তাফসীর গ্রন্থের ভাষায় আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দের যথেষ্ঠ ব্যবহার হয়েছে এবং বাংলা সাধু ও চলিত রীতির অনেক সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে সর্বসাধারণের সহজবোধ্যতার জন্যই তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছেন বলে 'আমাদের আরজ' অংশে এ তাফসীরের প্রথম খণ্ডের শুরুতে উল্লেখ করেছেন।

১৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত

১৮. শামছুল হক ফরিপুরী, হাক্কানী তফছীর, (ঢাকা: ১৯৮২), ১ম খণ্ড, পৃ. (আমাদের আরজ) দ্রষ্টব্য

১৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

২১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

২২. শামছুল হক ফরিপুরী, ১ম খণ্ড, (আমাদের আরজ দ্রষ্টব্য)- (খ)

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত

মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান এর যৌথ অনুবাদ

এক. মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ১৮৮৭ খৃ. বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার অন্তর্গত নগরসুন্দরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুল গনী। কাশিয়ানী হাইস্কুল থেকে এন্ট্রাস পাস করেই তিনি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি কয়েক বছর নগরকান্দা মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর কলকাতার স্থানীয় ডাক্তার মুহাম্মদ শরীফের প্রেসে চাকুরীতে যোগদান করেন।[২৭] বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক, ধর্ম প্রচারক, সুবক্তা ও পবিত্র কুরআনের অনুবাদক ছিলেন।[২৮] পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর কর্মটিই হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চাকুরী করা কালীন তিনি 'আছারুত ছালাত,' 'জিহাদে হিন্দোস্থান', 'এশকে গোলজার', 'ইসলাম সংগীত,' 'শরিয়তুল মুসলেমিন,' 'মসলা মাসায়েল', 'এশকে জওহর' ও 'অলকা সুন্দরী' [২৯]। প্রভৃতি পুথিঁ সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ করে সাহিত্যাঙ্গনে বেশ সুনাম অর্জন করেন। ১৯১৬ খৃ. থেকে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। মুন্সী শেখ আব্দুর রহিম পরিচালিত সাপ্তাহিক 'মোসলিম হিতৈষী' কলকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী ফাজেল এণ্ড সন্সের সহায়তায় মাসিক 'ইসলাম দর্শন' মাওলানা রূহুল আমিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'হানাফী' 'মোসলেম' দৈনিক 'বঙ্গনুর' প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [৩০]

তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক সাহেবের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলে যোগদান করে বক্তৃতা করতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯২৮ খৃ. 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাংলা'র সম্পাদকসহ দীর্ঘদিন জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

২৬. আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৮৪; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

২৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

২৮. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত ,

২৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮৫-৮৬

৩০. মুফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের উৎসাহেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩০ খৃ. তিনি 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি'র কার্যকরী সংসদের সদস্য ও ১৯৪০ খৃ. 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'র যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডেরও জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। পরবর্তী কালে মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে

রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তিনি ১৯৫০ খৃ. থেকে ১৯৫৭ খৃ. পর্যন্ত গ্রামের বাড়ী নগরসুন্দরীতে অবস্থান করেন এবং ১৯৫৭ খৃ. ৮ জানুয়ারী ইহকাল ত্যাগ করেন।[৩১]

দুই. মোহাম্মদ আলী হাসান

বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চা করে যারা চির স্মরণীয় হয়ে আছেন জনাব মোহাম্মদ আলী হাসান তাঁদেরই একজন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কলকাতার ৩৩ নং পাওয়ার লেনএ তিনি অবস্থান করতেন। তবে তাঁর পৈত্রিকনিবাস ছিল ঢাকা জেলার তৎকালীন মানিকগঞ্জ মহকুমায়।[৩২] সে হিসেবে তাঁকে মানিকগঞ্জ জেলার অধিবাসী ধরা যায়। 'মসলা শিক্ষা' ও 'শেষ নবী' নামে দুইটি গ্রন্থ প্রণয়নের পাশাপাশি তিনি মোহাম্মদ আব্দুল হাকীমের সাথে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর কার্যে অংশ গ্রহন করেন। মোহাম্মদ আলী হাসান ও মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম তাঁদের পূর্বসুরী কতিপয় মুসলিম পণ্ডিত ও কতিপয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্তৃক আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআনের পরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে তাঁদের পূর্বসুরীদের অনুবাদগুলো ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, ভাব প্রকাশে অক্ষম, জটিল, হেয়ালিপূর্ণ, জড়তা, ও ভ্রান্তিপূর্ণ। তাছাড়া ব্যাখ্যাগুলোতে জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা চালনার স্বল্পতা অন্ধযুগের পরিকল্পিত অসম্পূর্ণ মতবাদ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বহি:প্রকাশ, অনৈসলাসিক বিক্ষিপ্ত কাহিনীর পুনরুক্তি, কুরআনের অর্থ ও মর্মের বিকৃতকরণ প্রভৃতি কর্ম কাণ্ডের সমাহার ঘটেছে।[৩৩]

উল্লেখিত কারণেই মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান কুরআন শরীফের এক সর্বা ঙ্গসুন্দর, সরল, সহজ, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ অনুবাদ এবং সর্ব সাধারণের বোধগম্য তাফসীর প্রণয়নের লক্ষ্যে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৩৪] এ অনুবাদ ও তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে যাঁর উল্লেখযোগ্য অনুপ্রেরণা ছিল, তিনি হলেন ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সাহেব (র.)। দীর্ঘ ১৭ বছর পরিশ্রম করে মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান সমগ্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর রচনা করতে সক্ষম হন।

৩১ আলী আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫৩৩. মোহাম্মদ আলী হাসান (ও) মোহাম্মদ আবদুল হাকীম অনূদিত, কোরআন শরীফ, (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপু, তা.বি.), পৃ. 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য

১৯২২ খৃ. ১৫ ডিসেম্বর কুরআনের ১ম পারা এবং ১৯৩৮ খৃ. ডিসেম্বর মাসে ৩০তম পারা প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে খণ্ডাকারে সম্পূর্ণ তাফসীরটি প্রকাশ করেন হাফিজ মুহাম্মদ

ফাজেল এণ্ড সন্স, কোরআন পাবলিশিং কোম্পানী, ৪৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা।[৩৫] গ্রন্থটির প্রতিটি পারার মূল্য ছিল আট আনা। [৩৬]

উক্ত তাফসীরটির পৃষ্ঠান্কসহ খণ্ড সমূহের প্রকাশের সন-তারিখ নিম্নরূপ :[৩৭]

পারার ক্রমিক নং	পৃষ্ঠান্ক	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশকাল
১ম পারা	১-৫৮	১৫ ডিসেম্বর	১৯২২ খৃ.
২য় পারা	৫৯-১১৮	১৫ ডিসেম্বর	১৯২২ খৃ.
৩য় পারা	১১৯-১৮৮	১০ জুন	১৯২৩ খৃ.
৪র্থ পারা	১৮৯-২৫৬	৩ অক্টোবর	১৯২৩ খৃ.
৫ম পারা	২৫৭-৩২০	৩১ ডিসেম্বর	১৯২৩ খৃ.
৬ষ্ঠ পারা	৩২১-৩৮৮	২০ মার্চ	১৯২৪ খৃ.
৭ম পারা	৩৮৯-৪৫৬	১৫ জুলাই	১৯২৫ খৃ.
৮ম পারা	৪৫৭-৫১৬	১ অক্টোবর	১৯২৫ খৃ.
৯ম পারা	৫১৭-৫৮৪	২৫ ফেব্রুয়ারী	১৯২৬ খৃ.
১০ম পারা	৫৮৫-৬৪৪	১ আগষ্ট	১৯২৬ খৃ.
১১শ পারা	৬৪৫-৭০৮	৩০ জানুয়ারী	১৯২৭ খৃ.
১২শ পারা	৭০৯-৭৭২	১৫ ডিসেম্বর	১৯১৭ খৃ.
১৩শ পারা	৭৭৩-৮২৮	২৮ মে	১৯২৮ খৃ.
১৪শ পারা	৮২৯-৮৯২	১ সেপ্টেম্বর	১৯২৮ খৃ.
১৫শ পারা	৮৯৩-৯৬৪	২০ জানুয়ারী	১৯২৯ খৃ.
১৬শ পারা	৯৬৫-১০২৪	১ আগ’	১৯২৯ খৃ.
১৭শ পারা	১০২৫-১০৮০	১ মার্চ	১৯৩০ খৃ.
১৮শ পারা	১০৮১-১১৪৪	১৫ জুন	১৯৩০ খৃ.
১৯শ পারা	১১৪৫-১২০৮	১ ডিসেম্বর	১৯৩০ খৃ.
২০তম পারা	১২০৯-১২৬০	১০ জুলাই	১৯৩১ খৃ.
২১তম পারা	১২৬১-১৩২৮	১৫ ডিসেম্বর	১৯৩১ খৃ.

৩৫. সাপ্তাহিক আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

পারার ক্রমিক	পৃষ্ঠান্ক	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশকাল

Dhaka University Institutional Repository

২২তম পারা	১৩২৯-১৩৯৬	১ জুন	১৯৩২ খৃ.
২৩তম পারা	১৩৯৭-১৪৫৬	১৫ জুন	১৯৩৩ খৃ.
২৪তম পারা	১৪৫৭-১৫১০	১ অক্টোবর	১৯৩৪ খৃ.
২৫তম পারা	১৫১১-১৫৭২	১৫ ফেব্রুয়ারী	১৯৩৫ খৃ.
২৬তম পারা	১৫৭৩-১৬৩৮	১৫ জুন	১৯৩৬ খৃ.
২৭তম পারা	১৬৩৯-১৭০৪	১০ এপ্রিল	১৯৩৭ খৃ.
২৮তম পারা	১৭০৫-১৭৭২	১৮ ডিসেম্বর	১৯৩৭ খৃ.
২৯তম পারা	১৭৭৩-১৮৪৪	২০ নভেম্বর	১৯৩৮ খৃ.
৩০তম পারা	১৮৮৫-১৯৬৬	৬ ডিসেম্বর	১৯৩৮ খৃ.

উল্লেখিত অনুবাদ ও তাফসীর কর্মের প্রথম পারার আখ্যাপত্রটি নিরূপ:[৩৮]

فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون

অনন্তর এই জন্য আমি উহা (কোরান শরিফ) তোমার ভাষায় সহজ করিয়াছি।

যেন তাহারা বুঝিতে পারে কোরান।

কোরান শরিফ

মুল আরবীসহ

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীর

১ম পারা

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলি হাসান

অনূদিত ও সংকলিত

প্রকাশক: মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স

৪৭ নং রিপন স্ট্রীট, কলকাতা।

মূল্য (চৌদ্দ) আনা

এজেন্ট, এফ, আহম্মদ এণ্ড ব্রাদ্রার্স ৭৮ নং মৌলবী বাজার,

ঢাকা।

তাঁদের এ তাফসীরে সূরার অবতীর্ণ স্থান, ক্রমিক সংখ্যা, বাংলা ও আরবীতে সূরার নাম, আয়াত সংখ্যার উল্লেখ, আরবীতে তাসমিয়া ও এর বঙ্গানুবাদ, প্রতিটি সূরায় পৃষ্ঠার ডান পার্শ্বে মুল আরবী ও বাম পার্শ্বে বঙ্গানুবাদ এবং মার্জিনের নিচে টীকা-টিপ্পনীসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুবাদ ও ভাষ্যের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

৩৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা

পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী আলিমগণ সে সব তাফসীর গ্রন্থ থেকে প্রসিদ্ধ কিছু তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

করেছেন। নিম্নে বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের উপর নাতি-দীর্ঘ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল-

১. তাফসীরে সূরা ইউসুফ

বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান[১] মুফতী দীন মোহাম্মদ খান (র.) এর ‘তাফসীরের সূরা ইউসুফ’র’ বঙ্গানুবাদ করেছেন। গ্রন্থটির মূল ভাষা ছিল উর্দু। প্রখ্যাত আলিম মুফতী দীন মোহাম্মদ খান[২] (র.) রেঙ্গুনে অবস্থানকালে (১৯৩১-১৯৪০) রেঙ্গুনের বাঙালী জামে মসজিদে নিয়মিত তাফসীর পেশ করতেন। সেই তাফসীরের সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ হল ‘তাফসীরে সূরা ইউসুফ’। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাণ্ডুলিপিগুলো ভাষান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিলে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার মুহাদ্দিস মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান ‘তাফসীরে সূরা ইউসুফ’র পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গানুবাদ করেন।[৩]

---

১. মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের লক্ষীপুর জেলার ভবানীগঞ্জের অধিবাসী এবং সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার শিক্ষক। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। (মুফতী দীন মোহাম্মদ খান (র.), *তাফসীরে সূরা ইউসুফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৭, ২য় সং, পৃ. ‘প্রকাশকের কথা’ দ্রষ্টব্য।)

২. মুফতী দীন মোহাম্মদ খান (র.) ১৯০০ খৃ. ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় মাওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারীর নিকট ধর্মীয় শিক্ষার্জনের পর তিনি ১৯১৫ খৃ. ভারতে গমন করেন এবং দেওবন্দ ও দিল্লীর আমিনিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য শিক্ষকদের নিকট কুরআন- হাদীসের উচ্চ শিক্ষার্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬), মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, লালবাগের জামেয়া কুরআনিয়া (১৯৫০) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৩১-১৯৪০ খৃ. বার্মার তৎকালীন বাঙ্গালী মসজিদের মুফতী ও খতীব ছিলেন। ১৯৪০ খৃ. রেঙ্গুন থেকে ঢাকায় এসে চকবাজার জামে মসজিদে তাফসীর অনুষ্ঠান শুরু করেন। পাশাপাশি ঢাকা রেডিও এর ‘কুরআন হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী’ শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে কিছুদিন তাফসীর করেন। তিনি বাওয়ানী জুটমিলে প্রতিষ্ঠিত তাফসীরুল কুরআন ষান্মাসিক কোর্সের অনেক বছর ধরে (অবৈতনিক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত) মুফাসসির ছিলেন। প্রফেসর ড. এ.আর.এম. আলী হায়দার মুফতী দীন মোহাম্মদ খাঁন (র.) এর ন্যে ছাত্রদের অন্যতম। তিনি পূর্ব বাংলা জমিয়তে ওলামা-ই-ইসলামের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ‘তাফসীরে সূরা ইউসুফ’ ও ‘আযহারুল আরাব ফিততারজামাতি ওয়াল ইনশা-ই-ওয়াল আদাব’ উল্লেখযোগ্য। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৬ খৃ. ১ম সং, পৃ. ৯২-৯৫

৩. মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ‘লেখকের আরয’ দ্রষ্টব্য

সূরা ইউসূফের এই বঙ্গানুবাদীত তাফসীরটি ঢাকার কেন্দ্রীয় তাফসীর কমিটি সর্ব প্রথম ১৩৮৩ হি. মুতাবিক ১৯৬৩ খৃ. প্রকাশ করে। মুদ্রক ছিলেন আলহাজ্ব এসরার আহমদ খান।[4] এর

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯৭ খৃ.। এর মূল্য হল ৩৪ টাকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৩।[৫] তবে এটি হল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রথম সংস্করণ। উক্ত তাফসীরে 'প্রকাশকের কথা' ও 'লেখকের আরয' ছাড়াও এতে একটি সূচীপত্র রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারিত পূর্বক এ সূরার তাফসীরকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল আরবীসহ প্রতিটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ পূর্বক তাফসীর শিরোনামায় এর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। প্রতিটি আয়াতে পৃথক অনুবাদ প্রদত্ত হলেও আয়াতের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করা হয়নি। নিম্নে উক্ত সূরার প্রথম দিক থেকে কিয়দংশের অনুবাদ নমুনা হিসেবে পেশ করা হল-

> "আলিফ লাম-রা-এই সকল স্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ। আমরা তাহা নাযিল করিয়াছি আরবী কুরআন রূপে। হয়ত তোমরা বুঝিতে পারিবে............ আমরা বর্ণনা করি তোমরা নিকট চমৎকার বয়ান। কেননা আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার প্রতি এই কুর'আন। আর তুমি ইতিপূর্বে সম্পূর্ণরূপে না ওয়াকেফ ছিলে।"[৬]

মুফতী দীন মোহাম্মদ খানের উর্দু এ গ্রন্থের মূল ব্যাখ্যাংশটিও ছিল অনেকটা শাব্দিক পর্যায়ের। বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ গ্রন্থের ভাষাকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল বলা যায়।

২. কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফসীর

মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রিযা খাঁ ও মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর উর্দু ভাষায় রচিত 'তাফসীরে আমপারা'র আরেকজন অনুবাদক হলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী। তাঁর অনূদিত 'কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফসীর' গ্রন্থটি প্রকাশ করে চট্টগ্রামের আঞ্জুমান প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স ও মুহাম্মদী কুতুব খানা। এ গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর সম্বলিত একটি সংকলন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খৃ. আঞ্জুমান প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স ও ইসলামিয়া লিখো প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে। এর মূল্য ৪৫ টাকা।[৭] এ সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান। এ সংকলনের পবিত্র কুরআনের অনুবাদটি হল মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রিযা খাঁ (র.) কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রণীত 'কানযুল ঈমান' গ্রন্থের।

---

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৩

৫. মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬. প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

৭. কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন, *কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফসীর*, আঞ্জুমান প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, চট্টগ্রাম: ১৯৮৪ খৃ, ১ম সং, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

টীকা বা তাফসীর অংশটি হল মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র.) কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত 'খাযাইনুল ইরফান' গ্রন্থের। উক্ত সংকলনের সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মন্নান বলেন, বঙ্গানুবাদের পর কিতাব খানার নামকরণ করা হয় 'কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফাসীর'[৮]।

এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯১ ও ১৯৯৫ খৃ. প্রকাশিত হয় যথাক্রমে। প্রকাশনায় ছিল 'মুহাম্মদী কুতুব খানা' আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। সংকলনটির প্রথম সংস্করণে 'লেখকের বক্তব্য', সম্পাদকের 'মুখবন্ধ' ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের কতিপয় 'অভিমত' সংযোজিত হয়েছে। তবে ২য় ও ৩য় সংস্করণে 'মুখবন্ধ' ও 'অভিমত' গুলো বিলুপ্ত করা হয়। আর সম্পাদকের মুখবন্ধটি প্রকাশকের বক্তব্য হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়। প্রথম সংস্করণের সূচী ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা কতিপয় মাসআলার সমাধানের শিরোনাম নির্দেশক। আর পরবর্তী সংস্করণের সূচীটি হল আমপারার সূরা সমূহকে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে। আলোচ্য অনুবাদের প্রথম সংস্করণটি সূরা 'নাবা' দ্বারা আরম্ভ হলেও পরবর্তী সংস্করণগুলোতে সূরা ফাতিহাকে প্রথমে সংযোজন করা হয়েছে।[৯]

আলোচ্য সংকলনের প্রতিটি সূরায় বাংলা ও আরবীতে সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। অনুবাদক সংকলনে মূল আরবীসহ প্রথমে কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদ, অতপর খাযাইনুল ইরফান'র বঙ্গানুবাদ এরপর সূরার যোগসূত্র, নামকরণ, শানে নুযূল, তাহকীক ও সর্বশেষে সূরার সারমর্ম এর অবতারণা করেছেন।

৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন

প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) এর অনবদ্য রচনা হল তাফসীরে মা' আরেফুল কোরআন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খৃ. শাব্বির আহমদ ওসমানী (র.) এর নির্দেশেই মুফতী মুহাম্মদ শফী জন্মভূমি ভারতের দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যান। তিনি যে উদ্দেশ্যে সেই সময়ে পাকিস্তানে পদার্পণ করেছিলেন তা অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি হতাশ না হয়ে পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খৃ. তিনি করাচির আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক দারস প্রদান শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছরে পূর্নাঙ্গ কুরআনের দারস

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত করেন।[১০] অতপর তিনি মা'আরেফুল কুরআন' নামে রেডিও পাকিস্তানে একটি ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন।

---

৮. কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৯. প্রাগুক্ত

১০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসরি মা' আরেফুল কোরআন (মুহিউদ্দনী খান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯২), ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১-১২

তারপর ১৩৮৮ হি. থেকে 'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা শুরু করেন এবং ১৩৯২ হি. ২১ শাবান তারিখে 'মা'আরেফুল কোরআন' এর লেখার কাজ শেষ করেন।[১৩] প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার উর্দু ভাষার উক্ত তাফসীরে মুফতী মুহাম্মদ শফী যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন তারমধ্যে 'তাফসীর ইবন জারীর', 'ইবন কাসীর', 'কুরতুবী, কাবীর', 'আল বাহরুল মুহীত', আল্লামা জাসসাসের 'আহকামুল কুরআন', 'আদ দুররুল মানসূর', 'মাযহারী' ও 'রুহুল মা'আনী' উল্লেখযোগ্য। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান[১২] কে এ বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব দেয়া হয়।

---

১১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসরি মা' আরেফুল কোরআন (মুহিউদ্দনী খান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯২, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১-১২

১২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন ১৩৪২ ব. ৭ বৈশাখ, ১৯৩৬ খৃ. ১৯ এপ্রিল শুক্রবার কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার অমরপুর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাকীম আনছার উদ্দিন খাঁন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার আনছার নগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পেশায় একজন স্থানীয় হেকিমী চিকিৎসক এবং গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং পরে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিতার নিকট থেকে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৪৩ খৃ. মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও থানার পাঁচবাগ সিনিয়র মাদরাসায় তিনি ভর্তি হন এবং একই মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৫১ খৃ. প্রথম শ্রেণীতে আলিম এবং ১৯৫৩ খৃ. প্রথম বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। অতপর মাদরাসা-ই- আলীয়া ঢাকা থেকে ১৯৫৫ খৃ. কামিল হাদিস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী এবং ১৯৫৬ খৃ. প্রথম শ্রেণীতে কামিল ফিক্হ ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত উর্দূ দৈনিক 'পাসবন' পত্রিকার বার্তা বিভাগের একজন কর্মীরূপে ১৯৫১ খৃ. জনাব মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের কর্মজীবন শুরু হয়। অতপর ১৯৫৬ খৃ. তিনি উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং 'পাসবন' কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'আজ' এর সম্পাদক হিসেবে ১৯৫৭ খৃ. যোগদান করেন। একই সাথে সাপ্তাহিক 'নেজামে ইসলাম',

দৈনিক 'নাজাত' এবং দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি খণ্ডকালীন দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ১৯৬০ খৃ. প্রকাশিত দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্র 'দিশারী'র সম্পাদনা পরিষদ এর অন্যতম ছিলেন। ১৯৬১ খৃ. থেকে তিনি 'মাসিক মদীনা' পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা শুরু করেন। তাঁর সম্পাদনা ও পরিচালনায় ১৯৬৬-১৯৭০ খৃ. পর্যন্ত 'নয়া জামানা' নামক একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানে মাসিক 'মদীনা' ও সাপ্তাহিক 'মুসলিম জাহান' নামক পত্রিকার সম্পাদনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানসহ তিনি বিশ্বের প্রায় চল্লিশটি দেশ সফর করেছেন।[৭] তিনি ইসলামী রাজনীতির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকায় অধ্যায়নকালে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার দু'বার সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি ১৯৭০ খৃ. সংসদ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৭৭ খৃ. থেকে ১৯৮৪ খৃ. মধ্যে উর্দু ভাষায় রচিত ৮ খণ্ডের এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদ ৮ খণ্ডে শেষ করেন।[১৩]

'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' এর বঙ্গানুবাদ ইসলামী সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা। নিম্নে তাঁর বঙ্গানুবাদিত 'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' সম্পর্কে আলোচনা করা হল। উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান নিজে বলেন,

> "এ অনুবাদের দায়িত্ব পালন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ছাড়াও ১৯৭৭ সালের শেষে উক্ত সংস্থার তৎকালীন মহাপরিচালক আ.জ.ম. শামসুল আলম ও দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের উৎসাহ উদ্দীপনাও উক্ত তাফসীর বঙ্গানুবাদের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ"।[১৪]

১৯৮০ খৃ. জুন মাসে উক্ত তাফসীরের ১ম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৮৩০ পৃষ্ঠার উক্ত তাফসীরটির শুভেচ্ছা মূল্য ছিল ৯৫ টাকা।[১৫] পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ১৯৮০ খৃ. একই সংস্থা কর্তৃক আলোচ্য তাফসীরের ২য় খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৭০৬ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ৮৮ টাকা।[১৬] এখণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। আলোচ্য তাফসীরের ৩য় খণ্ডটি ১৯৮১ খৃ. প্রকাশিত হয়। ৭১৮ পৃষ্ঠার এ সংখ্যাটির মূল্য ছিল ৯০ টাকা।

তিনি ১৯৯৭ খৃ. ইসলামী ঐক্যজোটে যোগদান করেন।[৮] দেশের বিভিন্ন সমাজ সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও তাঁর সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহ জেলায় স্থানীয় আনছার কল্যাণ ট্রাস্ট এতিমখানা, আদর্শ মকতব নৈশবিদ্যালয়, গণ পাঠাগার ও দুস্থ মহিলাদের সেলাই শিক্ষা প্রকল্পসহ বহু প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে বহু মকতবসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ৮টি কওমী মাদরাসা পরিচালনার সাথে তিনি জড়িত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ওলামা একাডেমীর আহবায়ক ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি মক্কা ভিত্তিক রাবেতা আল-আলম আল ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এযাবত পর্যন্ত তিনি পঁচাত্তরেরও বেশী মৌলিক, সংকলন ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মোট গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যাও পঁচাত্তরের বেশী। (মাসিক দ্বীন দুনিয়া, ১৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৪১; মুহিউদ্দীন খান, '*জীবনের খেলাঘরে*' মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০১, ১ম সংস্করণ পৃ. ১৭)

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. 'প্রকাশকের কথা' দ্রষ্টব্য।

১৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত

১৫. মুফতী, মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, মুহিউদ্দিন খান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড (১৯৯০), ৩য় সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এখানে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদা থেকে আরাফের ৯৩ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে।[১৭] ১৯৮২ খৃ. উক্ত তাফসীরের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৮৫০ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ১০০ টাকা। উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ৯৪ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সূরা তাওবা, আনাফাল, ইউনুস ও হুদ স্থান পেয়েছে। ১৯৮২ খৃ. আলোচ্য তাফসীরের ৫ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৭৫৬ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডের মূল্য ছিল ৯৬ টাকা।[১৯] আলোচ্য খণ্ডে পবিত্র কুরআনের মূল বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরে যে সব সূরা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো সূরা ইউসূফ, রাদ, ইবরাহীম, হিজর, নাহল, বনী-ইসরাইল ও কাহ্‌ফ। ১৯৮৩ খৃ. উক্ত তাফসীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৯৪৮ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ১২৫ টাকা।[২০] আলোচ্য খণ্ডে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় যে সব সূরা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো সূরা মারইয়াম, ত্বাহা, আম্বিয়া, হাজ্জ, মুমিনুন, নূর, ফুরক্বান, কাসাস, আনকাবুত ও রুম। ১৯৮৩ খৃ. উক্ত তাফসীরের ৭ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৯০৭ পৃষ্ঠার আলোচ্য খণ্ডটির মূল্য ছিল ১২০ টাকা।[২১] উক্ত খণ্ডে মূল তাফসীরে পবত্রি কুরআনের সূরা লোকমান থেকে আহকাফ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫টি সূরা স্থান পেয়েছে। ১৯৮৪ খৃ. আলোচ্য তাফসীরের সর্বশেষ ৮ম খণ্ডের ১ম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ১০৫৬ পৃষ্ঠার উক্ত সংস্করণটির মূল্য ছিল মাত্র ১০৫ টাকা।[২২] এই খণ্ডটিতে পবিত্র কুরআনের

Dhaka University Institutional Repository

সূরা 'মুহাম্মদ' থেকে 'নাস' পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৮ খণ্ডের বঙ্গানুবাদিত বৃহৎ এ তাফসীরটি প্রকাশিত হয়। এর মুদ্রণে ছিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, ঢাকা।

উর্দু ভাষায় প্রণীত আলোচ্য এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদটি এককভাবে মাওলনা মুহিউদ্দীন খানের হলেও সম্পাদনা, অনুবাদ, নিরীক্ষণ, প্রভৃতিকাজে যেসব ব্যক্তি সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম, তৎকালীন বায়তুল মোকররাম মসজিদের ইমাম মাওলানা রফিক আহমদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ, উপ-পরিচালক মরগুম হাফেজ মঈনুল ইসলাম,

---

১৭. প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড (১৯৯১), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৮. প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড (১৯৯২), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৯. প্রাগুক্ত ৫ম খণ্ড (১৯৯২), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২০. প্রাগুক্ত ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৯২), ৩য় সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২১. প্রাগুক্ত ৭ম খণ্ড (১৯৯২), ৩য় সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২২. প্রাগুক্ত ৮ম খণ্ড (১৯৯১), ২য় সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মুহাম্মদ মুকসেদ, মাওলানা ওসমান গনী ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয, মাওলানা ওবাইদুল কে জালালাবাদী, মাওলানা সৈয়দ জহিরুল হক, মাওলনানা আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া রহমান, মাওলানা আব্দুল লতিফ মাহমুদী, হাফেজ মাওলানা আবু আশরাফ, শামীম হাসানাইন ইমতিয়াজ, তৎকালীন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহা পরিচালক আ.জ.ম শামসূল আলম, তাঁর পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব এম সোবহান, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল গফুর, উপ-পরিচালক লুৎফর হক প্রমুখ।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) প্রণীত এ তাফসীরে উর্দু ভাষায় প্রতিটি সূরার নাম, নাযিলের স্থান,আয়াত ও রুকু সংখ্যা, আরবীতে তাসমিয়া ও এর উর্দু অনুবাদ, অতপর পবিত্র কুরআনের মূল আরবী, তার নিচে আয়াতের উর্দু অনুবাদ ও শানে নুযূলসহ তাফসীরের সারসংক্ষেপ ও 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়' ইত্যাদি প্রদত্ত হয়েছে।

এ বঙ্গানুবাদের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় উর্দু, আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার তাঁর বঙ্গানুবাদে পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন খানের উক্ত তাফসীরের এই বঙ্গানুবাদ বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় নি:সন্দেহে একটি অমূল্য সংযোজন। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর আখ্যায় 'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' এর আরো একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৯৯৩ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান নিজেই-এ তাফসীরটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এ তাফসীরটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শুরু থেকেই ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান[১] আল্লামা ইমাম উদ্দীন আবুল ফিদা-ইসমাইল ইবন কাসীর (র.) এর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হাদীস ভিত্তিক বিশাল তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরুল কুরআনিল করীম' এর বঙ্গানুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম' আল্লামা ইবন কাসীরের রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

---

১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ১৯৩৬ খৃ. রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শিবগঞ্জের বাবলাবুনা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা অধ্যাপক আব্দুল গনীর নিকট তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। তিনি প্রথমে রাজশাহীর নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী একটি স্থানীয় মাদরাসায় লেখাপড়া করেন এবং ১৯৫৫ খৃ. মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাস করেন। তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খৃ. এম.ও.এল ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আধিকার করেন এবং ১৯৮১ খৃ. পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।[২] লাহোর থেকে এসেই তিনি ১৯৬২ খৃ. স্থানীয় দাদনচকের একটি ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। তারপর কিছুদিন তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে

উক্ত তাফসীর সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন-[২] "এই ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধ হয় নি"। আল্লামা সুয়ূত্বী আরও বলেন-[৩] "অন্যান্য রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর সমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ"। রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর সমূহের মধ্যে এটি বর্তমান সময়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের তাফসীর। প্রথম পর্যায়ের তাফসীর হলো 'তাফসীরে ইবন জারীর আত্ তাবারী'। এ তাফসীরের শুরুতেই আল্লামা ইবন কাসীর তাফসীর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও তাফসীরকারদের দিক নির্দেশনামূলক একটি নাতিদীর্ঘ ভুমিকা লিখেছেন, যা পরবর্তীতে তাফসীরকারদের জন্য পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। উক্ত তাফসীরকে 'উম্মুত তাফসীর' বা তাফসীর জননী বলা হয়। একে তাফসীরে সালাফীও বলা হয়। রিওয়ায়াত

ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর সমূহের মধ্যে আরব- আজম সর্বত্র ইবন কাসীরের তাফসীরটি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের অর্ন্তভূক্ত। মুসলিম বিশ্বের সর্ব মহলের প্রিয় এ তাফসীরটি ১৮৮৩ খৃ. আল্লামা নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (মৃ. ১৩০৭ হি.) কর্তৃক লিখিত 'ফাতহুল বায়ানের' পার্শ্ব টীকায় ১০ খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অতপর মিশরের আল হালাভী প্রেস থেকে এ তাফসীরটি চার খণ্ডে ১৩৫৬ হি. বা ১৯৩৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকেই গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৪] মিশরের শায়খ আহমদ শাকির উক্ত তাফসীরে উল্লেখিত হাদীসের সনদগুলো বাদ দিয়ে শুধু মতন উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।[৫]

অধ্যাপনা করেন। অতপর ১৯৬৭ খৃ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে যোগদান করে উক্ত বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্র জীবন থেকেই তার সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে 'তরজুমানুল হাদীস' নামক একটি সাময়িকীতে 'ত্যাগের দৃষ্টান্ত ও আদর্শের প্রেরণা' নামে সর্ব প্রথম তাঁর ১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকে এযাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জার্নালে মৌলিক ও ভাষান্তরিত প্রবন্ধ, নাটিকা ও গল্প সব মিলিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। তিনি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব যুক্তরাজ্য ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে বহু প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। দেশীয় বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও তিনি জড়িত রয়েছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'মাযামীনে মুজীব', 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ', 'হযরত ইব্রাহীম', 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা', 'ইসলামী সাহিত্যে তাসলিমুদ্দীন', 'ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তাসলিমুদ্দিন আহমদ', 'মিশরের ছোট গল্প কুরআন কণিকা', 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস', 'তাফসীরে ইবন কাসীর অনুবাদ', 'আল্লামা যামাখশারী ও তাফসীরে কাশশাফ' 'ভারতীয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকার' এবং 'বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আবদুল হামিদের কুরআন চর্চা' উল্লেখযোগ্য। [ইবন কাসীর (ইসমাইল ইবন ওমর), তাফসীর ইবন কাসীর (ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৯৯, ১৮শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ. ১২ (অনুবাদক পরিচিতি দ্রষ্টব্য]

২. আলীমুদ্দীন '*আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীর*' সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআনের সংখ্যা, ১১ বর্ষ, ১৯৬৮ পৃ. ৭০

৩. সাপ্তাহিক আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

৪. সাপ্তাহিক আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত তাফসীরে ইবন কাসীর, (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে) ঢাকাঃ ১৯৯৯, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৭

৫. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, প্রাগুক্ত

উক্ত তাফসীরটির জনপ্রিয়তা ও নির্ভরযোগ্যতা উপলব্দি করে মুসলিম বিশ্বে বহু মুসলিম মনীষী বিভিন্ন ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুহাম্মদ আলী আস সাবুনীর (জ. ১৯৩০) 'মুখতাসরু তাফসীরে ইবন কাসীর'। বৈরুতের 'দারুল কুরআনিল কারীম' প্রকাশনী এটিকে ৩ খণ্ডে প্রকাশ করেছে।[৬] ভারতের গুজরাট প্রদেশের কাথিয়াওয়াড় এলাকার অধিবাসী 'আখাবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ি (মৃ. ১৯৪১) উক্ত তাফসীরটির গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আখবারে মুহাম্মাদী' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৭]

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান আশির দশকের শুরুতেই আলোচ্য তাফসীরটির অনুবাদে হাত দিয়ে নব্বই এর দশকের শেষের দিকে অনুবাদ কাজের সমাপ্তি ঘটান। উক্ত তাফসীরের অনুবাদকর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে আমরা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর-সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্যে আমার গুরু দায়িত্ব পালন"।[৮] ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৯ খৃ. পর্যন্ত সময়ে তাফসীরে ইবন কাসীরের এ বঙ্গানুবাদটি ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উক্ত বঙ্গানুবাদটিকে অনুবাদক তাঁর পিতা অধ্যাপক আব্দুল গনী ও শ্বশুর মুহাম্মদ জুনাগড়ির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। আলোচ্য অনুবাদের স্বত্তাধিকারী হলেন অনুবাদক নিজেই। ১৯৮৩ খৃ. আলোচ্য বঙ্গানুবাদটির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯] এতে পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ২২নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৮৪ খৃ. এর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১০] উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৩ থেকে ১৪১ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৮৫ খৃ. এর তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১১] সূরা বাকারার ১৪২ থেকে ২৫০নং আয়াত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর এ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৫ খৃ. আলোচ্য তাফসীরের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১২] এ খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৫১ থেকে সূরা আল ইমরানের ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; সাপ্তাহিক আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৮. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ (অনুবাদকের আরয দ্রষ্টব্য)

৯. ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০৪

১০. ২য় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৮৬ ও এর মূল্য ছিল ৬০.০০ টাকা

১১. ৩য় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৯৫ ও মূল্য ছিল ৬৫ টাকা

১২. ৪র্থ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৯৫ ও মূল্য ছিল ৬৬ টাকা

ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৬ খৃ. এর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৩] এতে চতুর্থ পারার অনুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৭ খৃ. উক্ত অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৪] এতে ৫ম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতপর উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদের সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ একই সনে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ পারার সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসীর এতে স্থান পেয়েছিল।

১৯৮৮ খৃ. আলোচ্য তাফসীরে ৮ম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৫] সপ্তম পারার সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসীর এতে স্থান পেয়েছে। ১৯৯০ খৃ. নবম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৬] এতে অষ্টম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৯১ খৃ. উক্ত অনুবাদের দশম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৭] এতে নবম পারার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অত:পর এর একাদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল। দশম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর এতে স্থান পেয়েছে। ১৯৯৪ খৃ. জানুয়ারী মাসে বঙ্গানুবাদিত এ তাফসীরটির দ্বাদশ খণ্ডটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮] উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা হুদ, ইউসূফ ও রাদ এর বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৯৪ খৃ. ঢাকা থেকে উক্ত তাসীরের ১৩ শ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ও প্রকাশিত হয়।[১৯] এতে পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহীম, হিজর, নাহল ও বনী ইস্রাইল পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৯৪ খৃ. আগষ্ট মাসে ঢাকা থেকে উক্ত তাফসীরের ১৪শ খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২০] উক্ত খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহফ, মারইয়াম, ত্বাহা, আম্বিয়া, হাজ্জ এর বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৭ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে এই বঙ্গানুবাদিত তাফসীরে ১৫ শ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফ্রেণ্ডস প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড প্যাকেজিং ঢাকা কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়। ৮৮৮ পৃষ্ঠার আলোচ্য সংস্করণটির মূল্য ছিল ৪০০.০০ টাকা।[২১] পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন থেকে আহযাব পর্যন্ত ১১টি সূরার অনুবাদ ও তাফসীর এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৮ খৃ. জুলাই মাসে ঢাকা থেকে উক্ত বঙ্গানুবাদিত তাফসীরের ১৬ শ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

---

১৩. ৫ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৩২ ও মূল্য ছিল ৬০ টাকা

১৪. ৬ষ্ঠ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৬০ ও মূল্য ছিল ৭৫ টাকা

১৫. এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১১১ ও মূল্য ছিল ৬৬ টাকা

১৬. এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০৪ ও মূল্য ছিল ৬০ টাকা

১৭. এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪৮ ও মূল্য ছিল ৮০ টাকা

১৮. প্রাগুক্ত, (২০০০ খৃ.), ১২ শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৯. প্রাগুক্ত, (১৯৯৮ খৃ.), ১৩ শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২০. প্রাগুক্ত, (২০০০ খৃ.), ১৪ শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২১. প্রাগুক্ত, (১৯৯৭ খৃ.), ১৫ শ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৮২৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এই খণ্ডে পবিত্র কুরআনের সূরা সাবা থেকে ফাতহ পর্যন্ত ১৫টি সূরার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। ১৯৯৯ খৃ. জানুয়ারী মাসে ঢাকা থেকে এ অনুবাদের ১৭শ খণ্ডের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাত থেকে মুরসালাত পর্যন্ত ২৯টি সূরার অনুবাদ ও তাফসীর এতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। উক্ত বঙ্গনুবাদিত তাফসীরের ১৮শ খণ্ড তথা শেষ খণ্ডটির ১ম সংস্করণ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংস্করণটিতে সূরা নাবা থেকে নাস পর্যন্ত ৩৭টি সূরার অনুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে।

ইমাম ইবন কাসীরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উক্ত খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদে মূল তাফসীরের হুবহু অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছেন। উক্ত বঙ্গনুবাদে আরবী ও বাংলায় প্রতিটি সূরার নাম, অবতীর্ণের স্থান, আয়াত ও রুকুর সংখ্যাও প্রদত্ত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে পৃষ্ঠার ডান পাশে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ পবিত্র কুরআনের মুল আরবী, বামে আয়াতের ক্রমিক নম্বর অনুসারে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। এ বঙ্গানুবাদে ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বাংলা ভাষার চলতিরীতি অনুসরণ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষাকে সহজে, প্রাঞ্জল ও সাবলীল বলা যায়। তবে অনুবাদে আরবী, উর্দূ ও ফার্সী শব্দের ব্যবহারও পলিক্ষিত হয়। অনুবাদের সময় তিনি এমন কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মূল আরবীতে অনুপস্থিত। এগুলো তিনি বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। উক্ত তাফসীরের মূলানুগ অনুবাদ করলেও তিনি বঙ্গানুবাদে মূল গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসের সনদগুলোর বঙ্গানুবাদ পরিহার

করেছেন। এটি নি:সন্দেহে বলা যায় যে, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের এ বৃহৎ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের উদ্যোগটি ছিল অনেক বড় মাপের একটি সাহসী পদক্ষেপ।

৫. তাফসীরে মাজেদী শরীফ

মাওলানা ওবাইদুর রহমান মল্লিক ‘তাফসীরের মাজেদী শরীফ’ আখ্যায় জনাব আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর বিরচিত ‘তাফসীরে মাজেদী’র বঙ্গানুবাদ করেছেন। আলোচ্য তাফসীরটি খণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাওয়াক্কাল প্রেস, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ৫৬৪ পৃষ্ঠার আলোচ্য খণ্ডটির মূল্য হলো ১৭০ টাকা।[১] উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা স্থান পেয়েছে।

---

১. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (ওবাইদুর রহমান মল্লিক কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), *তাফসীরে মাজেদী শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা-১৯৯৪) ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃ. (আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এ বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ডটির আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

তাফসীরে মাজেদী শরীফ

১ম খণ্ড

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী

মাওলানা ওবাইদুর রহমান মল্লিক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

১৯৯৮ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ৬৭০ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডটির মূল্য ছিল ২২৫ টাকা।[২] সূরা আলে ইমরান থেকে সূরা আল মায়েদা পর্যন্ত এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদে স্থান পেয়েছে। এ অনুবাদে বিষয় ভিত্তিক সূচীও প্রদত্ত হয়েছে, এখানে শুরুতে মূল আরবী, তার নিচে বঙ্গানুবাদ, অতপর মার্জিনের নিচে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটির সূরার বঙ্গানুবাদের পূর্বে সেই সূরার পটভূমি স্থান পেয়েছে। উক্ত মূল তাফসীর ও তাফসীরকারক

সম্পর্কে তৎকালীন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক দাউদউজ্জামান চৌধুরী অভিমত ব্যক্ত করে বলেন–

"বর্তমান শতকে (বিংশ শতক) উপমহাদেশে উর্দু ভাষায় যে ক'টি তাফসীর লেখা হয়েছে তাফসীরে মাজেদী সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী একজন ইংরেজী শিক্ষীত দার্শনিক, লেখক ও সাংবাদিক। দর্শন চর্চা তাঁকে নাস্তিক্যবাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র.) দরবারে হাজির হন। আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর মধ্য বিরাট পরিবর্তন সূচীত হয়। নাস্তিক দরিয়াবাদী মুফাসসির দরিয়াবাদীতে রূপান্তরিত হন। তাঁর এ রূপান্তরের ফসল তাফসীরে মাজেদী। ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য প্রথমে তিনি ইংরেজীতে তাফসীর রচনা করেন। পরে উর্দু তাফসীর রচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থটি উর্দূ তাফসীরের বাংলা অনুবাদ। বাইবেলের বিপুল উদ্ধৃতি, ঐতিহাসিক স্থান, ঘটনার নিপুণ বিশ্লেষণ আর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ধারা তাফসীরে মাজেদীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[৩]

আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদক উক্ত তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন-

"প্রচুর কোটেশন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা তাফসীর খানা খুবই সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এটাই তাফসীরে মাজেদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য জগত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বুদ্ধি-ভিত্তিক যুদ্ধ শুরু করেছে তার মুকাবিলায় এ তাফসীর খানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।"[৪]

আলোচ্য তাফসীরের অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চলতিরীতি অনুসৃত হয়েছে। এ অনুবাদের ভাষাকে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বলা যায়।

---

২. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. 'আমাদের কথা' দ্রষ্টব্য

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. 'অনুবাদকের আরজ' দ্রষ্টব্য

৬. ফী যিলালিল কুরআন

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ[১] পবিত্র কুরআনের একজন সফল বঙ্গানুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসী। 'আল কোরআন একাডেমী লণ্ডন' এর পরিচালক হিসেবে তিনি বর্তমানে কর্মরত। মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ কুতুবের প্রসিদ্ধ তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' এর বঙ্গানুবাদে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদটি সম্পাদনাও করেছেন। বাংলাসহ তিনি ইংরেজী, আরবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় সমান পারদর্শী। একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা

'ইসলামিক রিলিফ এজেন্সী (ইসরা)' এর লণ্ডনের পরিচালক এবং লণ্ডন ভিত্তিক মুসলিক লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রাইটার্স ফোরাম' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বর্তমানে তিনি কাজ করছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি লেখা-লেখি করতেন। ইসলামি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি প্রায় ৫০ এরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এসব রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ফী যিলালিল কুরআনের বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা। 'ফী যিলালিল কুরআন' এর লেখক ছিলেন আরবী ভাষী। যার ফলে অন্যান্য ভাষার ন্যায় এতে তরজমা দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। এখানে শুধুমাত্র আরবী ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ এই গ্রন্থের পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও আংশিক তাফসীরের বঙ্গানুবাদ প্রদান করেছেন। আরো যেসব ব্যক্তিবর্গ উক্ত গ্রন্থের তাফসীর অংশের বঙ্গানুবাদে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন- মাওলানা সোলায়মান ফারুকী, হাফেজ আকরাম ফারুক, মাওলানা কুতুবল ইসলাম, মাওলানা এ.কে.এম সিফাতুল্লাহ, হাফেজ গোলাম সোবহান সিদ্দীকি ও শহীদুল্লাহ এফ, বারী। ১৯৭৯ খৃ. থেকে উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কার্যক্রম শুরু হয়।

---

১. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ ১৯৬৪ খৃ. নোয়াখালীর মফস্বল শহর থেকে এসে ঢাকা শহরে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯৫৫ খৃ.। যখন তৎকালীন মিশরের শাসক জামাল নাসের ১৯৬৬ খৃ. ২৯ আগষ্ট মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ কুতুব কে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলালে তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও তাঁর ফাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সাইয়েদ কুতুবের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের ন্যায় হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদও তাঁর জীবন, রাজনীতি ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ১৯৬৯ খৃ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ সাইয়েদ কুতুবের উপর একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে 'ফী যিলালিল কুরআন'র খোঁজ পান। আর তখন থেকেই তিন উক্ত তাফসীর অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৯৭৯ খৃ. তিনি লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানে বসেই উক্ত তাফসীরটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরের আকাঙ্খা পোষণ করেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ১৯৭৯ খৃ. ১০ জানুয়ারী সোমবার সারাদিন কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে কিছু লিখতে ও পড়তে বসলেন। কথা প্রসঙ্গে 'ফী যিলালিল কুরআন'র তরজমার প্রসঙ্গে কথা আসলে তাঁর জীবন সঙ্গিনী খাদিজা আকতার রেজায়ী তাঁকে উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ করার জন্য ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই রাতটি ছিল পবিত্র মিরাজের রাত। এ রাতেই তিনি উক্ত তাফসীরের ভূমিকা অংশ থেকে বঙ্গানুবাদ শুরু করেন।

[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ও অন্যান্য) কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, আল কোরআন একাডেমী, ঢাকা: ১৯৯৭, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ.২১-২২ (সম্পাদকের নিবেদন) দ্রষ্টব্য]

তবে ১৯৯৫ খৃ. ঢাকা থেকে হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কর্তৃক এ তাফসীরের ১ম খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রকাশনার কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং সর্বমোট ২২ খণ্ডে এ বঙ্গানুবাদটি প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারার ১৪১ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থাকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, আল কুরআনের সাথে সাইয়েদ কুতুবের

সম্পর্ক, বঙ্গানুবাদে সম্পাদকের একটি নিবেদন, ফী যিলালিল কুরআনের মূল ভূমিকার বঙ্গানুবাদ আলোচ্য তাফসীরের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হয়েছে। উপরন্তু প্রতিটি খণ্ডের প্রারম্ভে সম্পাদকের একটি নিবেদনও সংযোজিত হয়েছে। জনাব সাইয়েদ কুতুব তার তাফসীরে প্রত্যেকটি সূরার নাম, নাযিলের স্থান, সূরার ক্রমিক নম্বর, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা উল্লেখপূর্বক পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন।[২]

এ তাফসীরের ২য় খণ্ডটি ১৯৯৫ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।[৩] এতে সূরা বাকারার ১৪২-২৮৬ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ৩য় খণ্ডটি ১৯৯৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সূরা আলে ইমরানের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ৪র্থ খণ্ডটিও ১৯৯৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সূরা নিসার বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ৫ম খণ্ডটি ১৯৯৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সূরা মায়িদার বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ডও ১৯৯৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে পর্যায়েক্রমে সূরা আনআম, সূরা আ'রাফ ও সূরা আনফাল এর বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। এ তাফসীরের ৯ম, ১০ম, ১১তম ও ১২তম খণ্ড ১৯৯৮ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সূরা তাওবা, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ, ইব্রাহীম, হিজর, নাহল, ইসরাঈল ও কাহফ এর বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। অতপর ১৩তম (মারইয়াম থেকে হাজ্জ পর্যন্ত), ১৪তম (মুমিনুন থেকে শুয়ারা পর্যন্ত), ১৫তম (নামল থেকে রুম পর্যন্ত), ১৬তম (লোকমান থেকে সাবা পর্যন্ত), ১৭তম (ফাতির থেকে যুমার পর্যন্ত), ১৮তম (মু'মিন থেকে জাছিয়া পর্যন্ত), ১৯তম (আহক্বাফ থেকে কামার পর্যন্ত), ২০তম (আর রাহমান থেকে তাহরীম পর্যন্ত), ২১তম (মুলক থেকে মুরসালাত পর্যন্ত) ও ২২তম (নাবা থেকে নাস পর্যন্ত) খণ্ডগুলো ১৯৯৯ খৃ. প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য তাফসীরে আরবী ভাষার অলংকারিক সৌন্দর্য রক্ষা করে তিনি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় প্রত্যেকটি সূরার বিষয়বস্তু, সূরা সমুহের পূর্বাপর সম্পর্ক, সূরা ও আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা, সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কঠিন ও জটিল আরবী শব্দের অর্থসহ পবিত্র কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

---

২. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ও অন্যান্য) কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, আল কোরআন একাডেমী, ঢাকা: ১৯৯৭, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ.২১-২২ (সম্পাদকের নিবেদন) দ্রষ্টব্য

৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষিগণের তাফসীরর পদ্ধতি বা রীতি-নীতির তেমন কোন অনুসরন করেন নি, বরং তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী

তাফসীর উপস্থাপনের চেষ্টা করেছন। তাঁর তাফসীরে তিনি বিশেষ করে রাজনৈতিক দিকটাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। মূল তাফসীরের অনুরসণে উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদর করা হয়েছে। ফলে বঙ্গানুবাদেও প্রতিটি সূরার নাম, নাযিলের স্থান, সূরার ক্রমিক নম্বর, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা বাংলায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূরার তাফসীরের বঙ্গানুবাদের পূর্বে পবিত্র কুরআনের মূল আরবী ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ এর পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদটি সংযোজিত হয়েছে। অতপর মূল গ্রন্থের তাফসীরের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদে হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ বাংলা ভাষার চলিতরীতির অনুসরণ করেছেন।

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কর্তৃক অনূদিত কুরআনের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। অনুবাদের দুর্বোধ্যতা দূরীকরণের জন্য এমন কিছু অতিরিক্ত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন যা মূল আরবী আয়াতে নেই। তাঁর এই অনুবাদ অনেকটা ভাবার্থ মূলক। বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় ফী যিলালিল কুরআনের বঙ্গানুবাদ নি:সন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজন।

৭. তাফসীর-ই-তাবারী শরীফ

প্রখ্যাত মুফাসসির আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্ তাবারী (র.) বিরচিত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে তাবারী'র বঙ্গানুবাদ ১৯৯১ খৃ. থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে আসছে।[১] তাফসীরটির অনুবাদ সম্পাদনার জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) কে সভাপতি করে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়।[১] এ সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন ড. এ,বি,এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, মুহাম্মদ লুৎফুল হক, হাসান আব্দুল কাইয়ূম, শামসুল হক, মুহাম্মদ মুফাজ্জাল হোসাইন খান, মোঃ আবদুর রব, ওয়াহিদুজ্জামান ও ওয়ালিউর রহমান। অনুবাদক হিসেবে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা হলেন, মুহাম্মদ মুসা, ইসহাক ফরিদী, মোজাম্মেল হক, আ,ন,ম, রুহুল আমিন চৌধুরী, বুরহানুদ্দীন মুহাম্মদ ইসমাইল, বশির উদ্দীন, সৈয়দ মুহাম্মদ ইমদাদ উদ্দীন, আবু তাহের মুহাম্মদ খোরশেদ উদ্দীন ও আবু সাদিক মুহাম্মদ ফজলুল হক। আরবী ভাষায় মূল তাফসীরটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত।

১৯৯১ থেকে ২০০৪ খৃ. পর্যন্ত উক্ত তাফসীরের একাদশ খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্টাংশের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

তবে এখনো আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। নিম্নে উক্ত তাফসীরের অনূদিত অংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল। প্রথমে এ তাফসীরের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তারপর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।[২] দ্বিতীয় খণ্ডটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯১ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে ছিল পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লি: ৯৯, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০। এর মূল্য ছিল ১৭৫ টাকা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৮। এতে সূরা বাকারার ৫৩-১৪১ নং আয়াতের তাফসীরের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। অতপর ১৯৯৩ খৃ. তাফসীরটির ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে ছিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস। এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৪ ও মূল্য ছিল ২১০ টাকা। এতে এ তাফসীরের ভূমিকা, সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ১-৫২নং আয়াতের তাফসীরের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ-[৩]

তাফসীরে তাবারী শরীফ

আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী

রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আলোচ্য অনুবাদের তৃতীয় খণ্ড ১৯৯২ খৃ. প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে ছিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০৬ মূল্য ছিল ১৮০ টাকা। এতে সূরা বাকারার ১৪২-১৯৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। ১৯৯৩ খৃ. একই প্রেস থেকে এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭১ ও মূল্য ২১০ টাকা । এতে উক্ত তাফসীরের সূরা বাকারার ১৯৮-২৫০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। এর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খৃ.। মুদ্রণে ছিল তাওয়াক্কাল প্রেস, লক্ষীবাজার, ঢাকা। এর মূল্য ছিল ১৬০ টাকা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১৯। এতে উক্ত তাফসীরের সূরা বাকারার ১৫১-২৮৬ নম্বর আয়াত ও সূরা আল ইমরানের ১-৫৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদের ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯৪ খৃ. একই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর মূল্য হল ১৬০ টাকা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। এতে বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৫৫-২০০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত্র। ১৯৯৬ খৃ. আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদের সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে ছিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৯ ও মূল্য ছিল ২১৫ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সূরা নিসার ১-১০০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ২০০০ খৃ. এর অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয় একই প্রেস থেকে । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮০ ও মূল্য ছিল ২৩৫ টাকা।

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এতে সূরা নিসার ১০১-১৭৬ ও মায়িদার ১-৪৩ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদের নবম খণ্ড প্রকাশিত হয় একই প্রেস থেকে ২০০০ খৃ.। এর মূল্য ছিল ২৪০ টাকা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৫। এ খণ্ডে তাফসীরের বঙ্গানুবাদ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সূরা মায়িদার ৪৪-১২০ নম্বর আয়াত ও সূরা আনআমের ১-৮৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। ১০ম খণ্ডটি ২০০৪ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে। এতে সূরা আনআমের ৮৬ নং আয়াত থেকে সূরা আরাফের শেষ পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। এ তাফসীরের ১১তম খণ্ডটিও ২০০৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। এতে সূরা আনফালের প্রথম থেকে সূরা ইউনুছের ১০৯ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদের সাথে সংযুক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের বঙ্গানুবাদ হল বঙ্গানুবাদকদের নিজস্ব। নিম্নে আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদ হতে সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের বঙ্গানুবাদ নমুনা হিসেবে পেশ করা হল-[৪]

সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু, মাদানী

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ,

৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনপোকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে,

৪. আর তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান রাখে এবং আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

আলোচ্য তাফসীরটিকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাফসীরের বঙ্গানুবাদ ও অনূদিত কুরআনের ভাষাকে সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। এ তাফসীরটির বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

৮. তাফসীরে মাযহারী

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বিরচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ التفسير المظهري এর বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় রচিত এ তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ খণ্ডকারে প্রকাশ করেছে। ১৯৯৫ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গানুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করেন।[৫]

৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২৬

৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৭ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ভূমিকা, দ্রষ্টব্য

এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল মালেক। সম্পাদনা পরিষদে যাদের সংশ্লিষ্টতা ছিল তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইমদাদুল হক, ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক, এ.কে.এম. আবদুস সালাম ও মুহাম্মদ লুৎফুল হক উল্লেখযোগ্য। অনুবাদে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুহাম্মদ হাসান রহমতী, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন, মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন, মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গানুবাদ ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত। ১৯৯৭ খৃ. তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গানুবাদের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখণ্ডে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা বাকারার ২৫২ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য তাফসীরের বঙ্গানুবাদের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ খৃ.। এতে সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াত থেকে সূরা নিসার ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থাপন পেয়েছে। ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৮খৃ.। এতে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত থেকে সূরা মায়িদার ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। অতপর ৪র্থ খণ্ড (মায়িদার ৮৩ নং আয়াত থেকে আরাফের ৮৭ নং আয়াত পর্যন্ত) ২০০১ খৃ. ৫ম খণ্ড (আরাফের ৮৮ নং আয়াত থেকে তাওবার ৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত) ২০০২ খৃ. ৬ষ্ঠ খণ্ড (তাওবার ৯৪ নং আয়াত থেকে ইব্রাহীমের শেষ পর্যন্ত) ২০০৩ খৃ. ৭তম খণ্ড (হিজরের শুরু থেকে ত্বাহার শেষ পর্যন্ত) ২০০৩ খৃ. ৮ম খণ্ড (আম্বিয়ার শুরু থেকে ফুরকানের ২০ নং আয়াত পর্যন্ত) ২০০৪ খৃ. ৯ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

(ফুরকানের ২১ নং আয়াত থেকে আহযাবের ৩০ নং আয়াত পর্যন্ত) ২০০৪ খৃ. ১০ম খণ্ড (আহযাবের ৩১ নং আয়াত থেকে সাজদাহ এর শেষ পর্যন্ত) ২০০৪ খৃ. ১১তম খণ্ড (হামীম থেকে হাদীদের শেষ পর্যন্ত) ২০০৫ খৃ. ১২তম খণ্ড (মুজাদালাহ এর শুরু থেকে মুরসালাতের শেষ পর্যন্ত) ২০০৫ খৃ. ও ১৩তম খণ্ডটি (নাবার শুরু থেকে নাসের শেষ পর্যন্ত) ২০০৫ খৃ. প্রকাশিত হয়।

অনুবাদটির প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ-[৬]

তাফসীরে মাযহারী

১ম খণ্ড

১ম ও ২য় পারা

(সূরা ফাতিহা ও বাকারা)

আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

---

৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৭ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

প্রতিটি সূরার সংক্ষিপ্ত বিষয়-বস্তু সূচীপত্রে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের নিচে প্রথমে সরল বঙ্গানুবাদ ও তার নিচে তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরের শুরুতে প্রথমে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীর করতে গিয়ে আরবীতে আয়াত/আয়াতংশ উল্লেখ করার পর ব্রাকেটের মধ্যে পুনরায় ঐ অংশের বাংলা অনুবাদও প্রদত্ত হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সূরার তাফসীর শেষ হওয়ার পর বক্স এর মধ্যে উক্ত সূরার নাম উল্লেখ করে তাফসীর সমাপ্ত কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বঙ্গানুবাদের ভাষাকে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল বলা চলে।

৯. তাফসীরে ইবন আব্বাস

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চাচাত ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) কে ‘তরজুমানুল কুরআন’ বলা হয়। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি এ সম্মানজনক উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের যে সব তাফসীর করেছেন তা তাফসীরে ইবন আব্বাস নামে পরিচিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ‘তাফসীরে ইবন আব্বাস’র বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করেছেন। এ তাফসীর বঙ্গানুবাদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ৫ জন।[৭] তাঁরা হলেন মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা রুহুল আমীন খান, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, মাওলানা ইমদাদুল হক ও মাওলানা এ.কে.এম আব্দুস সালাম। মোট পাঁচজন অনুবাদক তাফসীরে ইবন আব্বাসের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তাঁরা হলেন মাওলানা আবদুস সামাদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক, মাওলানা ইমদাদুল হক ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদ তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

২০০৪ খৃ. নভেম্বর মাসে ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ বের হয়েছিল।[৮] এতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা তাওবার ৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। ২য় খণ্ড নভেম্বর ২০০৪ ও ৩য় খণ্ড ডিসেম্বর ২০০৭ খৃ. প্রকাশ পেয়েছিল। ২য় খণ্ডে সূরা তাওবার ৯৪ নং আয়াত থেকে সূরা আনকাবুতের ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে এবং ৩য় খণ্ডে সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। প্রতি খণ্ডে ১০ পারা করে মোট ৩০ পারার তাফসীর এ বঙ্গানুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাফসীরে ইবনে আব্বাসের বঙ্গানুবাদ মোট ১৮৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অনুবাদকগন সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করছেন।

---

৭. মাওলানা আব্দুস সামাদ ও অন্যান্য অনূদিত, *তাফসীরে ইবন আব্বাস*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০৪ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. মহাপরিচালকের কথা দ্রষ্টব্য

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১০. তাফসীরে উসমানী

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার শায়খুল হাদীস শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ

উসমানী (র.) 'তাফসীরে উসমানী'র যৌথ প্রণেতা। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) প্রথম চার পারার তাফসীর সম্পন্ন করার পর ১৯২০ খৃ. ইন্তিকাল করলে তাঁর ছাত্র মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বাকী অংশের তাফসীর সম্পন্ন করেন।[৯] তাঁর নামানুসারেই তাফসীরের নাম তাফসীরে উসমানী রাখা হয়েছে।

তাফসীর উসমানী এর বঙ্গানুবাদ মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত। উর্দু ভাষায় রচিত এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদ করেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের ১ম খণ্ড জুন- ১৯৯৬, ২য় খণ্ড এপ্রিল- ১৯৯৭, ৩য় খণ্ড সেপ্টেম্বর- ২০০৩ ও ৪র্থ খণ্ড জুন- ২০০৪ খৃ. প্রকাশ করে। ১ম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আনআম, ২য় খণ্ডে সূরা আরাফ থেকে সূরা কাহফ, ৩য় খণ্ডে সূরা মারইয়াম থেকে সূরা ছোয়াদ ও ৪র্থ সূরা যুমার থেকে সূরা নাসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। তাফসীরের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে প্রথমে আয়াত উল্লেখ করার পর তার নিচে আয়াতের সহজ বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। মার্জিনের নিচে আয়াতের ক্রমিক নম্বরসহ তাফসীরের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। কোন কোন পৃষ্ঠায় 'বিশেষ জ্ঞাতব্য' উল্লেখ করে বিশেষ তাফসীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১. তাফসীরে কাবীর

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বিরচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মাফাতীহুল গায়ব বা তাফসীরে কাবীরের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আরবী ভাষায় রচিত এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজে সক্রিয় রয়েছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম ও ড. আবদুল্লাহ্ আল-মা'রুফ। সম্পাদনায় রয়েছেন ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক। মূল তাফসীরটি ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাফসীরে কাবীরের বঙ্গানুবাদ ৩০ থেকে ৩২ খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।[১০]

---

৯. শাব্বির আহমদ উসমানী, *তাফসীরে উসমানী* (মাওলানা আ.ব.ম. সাঈফুল ইসলাম অনূদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৬ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃ. অখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১০. ইমাম রাযী, *তাফসীরে কাবীর*, (মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম ও ড. আবদুল্লাহ আল-মা'রুফ অনূদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ২০০৭ খৃ. ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, পৃ. 'মহাপরিচালকের কথা' দ্রষ্টব্য

তাফসীরে কাবীরের ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ডিসেম্বর ২০০৭ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে। এতে সূরাতুল ফাতিহা স্থান পেয়েছে। অনুবাদক তাফসীরের অনুবাদে মাঝে মধ্যে কুরআন কারীমের আয়াত ও মূল আরবী তাফসীরের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের ভাষা অত্যন্ত চমৎকার। বাকী খণ্ডগুলোর বঙ্গানুবাদের কাজ চলমান রয়েছে।

১২. তাফহীমুল কুরআন

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.)[১১] বিরচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ تفهيم القران এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা আধুনিক প্রকাশনী ও খায়রুন প্রকাশনীর একটি অসামান্য অবদান। উর্দু ভাষায় রচিত এ ঐতিহাসিক তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব আবদুল মান্নান তালিব। প্রথমে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) এর বঙ্গানুবাদ ও পরে আব্দুল মান্নান তালিব সাহেবের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) ১৯৭২ খৃ. ছয় খণ্ডে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।[১২] এ গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে মূল তাফসীরকার সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) বলেছেন-[১৩]

> "এ তাফসীরটির মাধ্যমে আমি যাদের খেদমত করতে চাই তাঁরা হচ্ছেন মাঝারী পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোন দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাদের নেই। সর্বাগ্রে তাদের প্রয়োজনই আমার সামনে রয়েছে। এ কারণে তাফসীর সংক্রান্ত অনেক গভীর তত্ত্ব

১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) বর্তমান ভারতের হায়দারাবাদের আওরংগবাদ শহরে ১৯০৩ খৃ. ৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ খৃ. ২২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়েদ আহমদ হাসান। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ১৯০৬-১৯১৩ খৃ. পর্যন্ত দারুল উলুম হায়দারাবাদে পারিবারিক পরিবেশে লিখাপড়া করেন। তিনি ১৯১৮ খৃ. সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে 'মদীনা' ১৯২০ খৃ. 'তাজ' ১৯২২ খৃ. 'মুসলিম' ১৯২৪ খৃ. 'হামদর্দ' ও আল জমিয়ত এবং ১৯৩০ খৃ. 'তর্জুমানুল কুর'আন' প্রভৃতি পত্রিকা ও সাময়িক পত্রের সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন ইসলামী রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। তিনি ১৯৪১ খৃ. জামায়াতে ইসলামী গঠন করে উক্ত সংগঠনের আমীর নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে কারাবরণ করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ইসলামী শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইসলামী সাহিত্যে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাদির মধ্যে কুরআনী সাহিত্যে 'তাফহীমূল কুরআন' আখ্যায় উর্দু ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাই হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। (আব্বাস আলী খান, *মাওলানা মওদুদী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৭, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৭০-৭৫)

১২. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমূল কুরআন*, (আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৯৫ খৃ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬, ১১-১২ 'অনুবাদকের কথা' ও 'প্রসঙ্গ কথা', দ্রষ্টব্য।

১৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

আলোচনায় আমি হাত দিই নি। ইলমে তাফসীরের দৃষ্টিতে সেগুলো অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই শ্রেণীটির জন্য অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার সামনে রয়েছে সেটি হচ্ছে একজন সাধারণ পাঠক যেন এ কিতাবটি পড়ার পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। কুরআন তার ওপর যে ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ কিতাবটি পড়ার পর তার ওপর যেন ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে। কুর'আন পড়তে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ সংশয় জাগবে এবং প্রশ্ন ভেসে উঠবে সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মূলৎপাটন করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি এটা আমার একটা প্রচেষ্টা।"

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) পবিত্র কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ পদ্ধতি পরিহার করে মুক্তভাবে ভাবানুবাদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। এ ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট সূরার নামকরণ, নাযিলের সময়কাল, নাযিলের উপলক্ষ, পটভূমি, বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর সূরার প্রাগালোচনা করেছেন।

অতপর তিনি সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, তাসমিয়া ও পবিত্র কুরআনের মূল আরবী, তৎনিচে তাসমিয়া ও আয়াতের নম্বর বিহীন উর্দু অনুবাদ, টীকাকারে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। গ্রন্থটির রচনাকালে লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

১. উক্ত তাফসীরে অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

২. এ তাফসীরে তাফসীরকার পবিত্র কুরআনের উর্দু অনুবাদ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে ভাষাকে স্বল্প শিক্ষিত ও সাধারণ লোকদের বোধগম্যেপযোগী করে প্রণয়ণ করার চেষ্টা করেছেন।

৩. ভাবানুবাদকে স্পষ্ট করার জন্য মাঝে মাঝে অনুবাদক বন্ধনীর মধ্যে কিছু অতিরিক্ত শব্দ, বাক্যাংশ, কোথাও পূর্ণ বাক্যও সংযোজন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অনুবাদ ও তাফসীরের ভাষাকে উর্দু ভাষার সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ করার চেষ্ট করেছেন।

উর্দু ভাষায় লিখিত এ তাফসীরটি সর্ব প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। অতপর আরও কতিপয় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এর বঙ্গানুবাদে আত্মনিয়োগ করেন।

ঢাকার কাওসার পাবলিকেশন্স ও ইসলামী পাবলিকেশন্স লিঃ ১৯৫৯ খৃ. থেকে পারা ভিত্তিক ৩০ খণ্ডে এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা শুরু করেছিল।[১৪]

১৪. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

পরবর্তীকালে ঢাকার আধুনিক প্রকাশনী ১৯৭৮-৮০ খৃ. মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটিকে সূরা ভিত্তিক ভাগ করে ১৯ খণ্ডে প্রকাশ করে। এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদের একজন প্রকাশক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান বলেন,

> ''পূর্বে পারা হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সূরা সমূহ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা পাঠকদের জন্য বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই কোন সূরাকে খণ্ডিত না করিয়া কয়েকটি সূরার সমন্বয়ে খণ্ড আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ফলে এই ব্যাপারে পাঠকদের আর কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না বলিয়া মনে করা যায়।”[১৫]

১৯৭৮ খৃ. থেকে আশির দশক পর্যন্ত ঢাকার আধুনিক প্রকাশনী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত তাফহীমূল কুরআনের প্রতিটি খণ্ডের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ফলে খণ্ডগুলোর এ বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য, মুদ্রণ ব্যবস্থা ও সময়ের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাওলানা আবদুর রহীমের এ বঙ্গানুবাদে মাওলানা মওদুদী (র.) এর তাফসীর পদ্ধতিটির প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে আলোচ্য বঙ্গানুবাদে প্রতিটি সূরার ভূমিকা, সূরার নাম, ক্রমিক সংখ্যা, অবতীর্ণের স্থান, আয়াত ও রূকু সংখ্যা, তাসমীয়া ও এর বঙ্গানুবাদ, অতপর মূল আরবী, তৎনিচে আয়াতের নম্বর বিহীন বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত সূরা আহযাবের পৃথক বঙ্গানুবাদও করেছেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে ঢাকার আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫ খৃ.। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮ ও মূল্য ছিল ৬.৫০ টাকা।[১৬] তাফহীমুল কুরআনের বঙ্গানুবাদটি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ওয়ারিশদের পক্ষ

থেকেও প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকার খায়রুন প্রকাশনী (১০/ইএ/১, মধু বাগ, নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭) ১৯৯৯-২০০০ খৃ. পুনরায় ১৯ খণ্ডে নতুন উদ্যোগে তাফসীরটি প্রকাশ করে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের স্ত্রী ও খায়রুন প্রকাশনীর স্বত্বাধীকারী খায়রুন নেসা তাদের প্রকাশনার উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন,

> "সম্প্রতি তাফহীমূল কুর'আনের এই অনুবাদ প্রকাশে কিছু অনিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) অনূদিত তাফহীম নিয়মিত বাজারে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পাঠকদের নিকট হইতে উপর্যুপরি অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

---

১৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কোরআন*, (মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৭৮ খৃ, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ. 'প্রসঙ্গ কথা' দ্রষ্টব্য

১৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫,৮

> অনেকেই তাফহীম পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাদিগকে বার বার তাগিদ দিয়াছেন। সেই অভিযোগ ও তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা নুতন ভাবে মাওলানা আবদুর রহীম (র.) অনূদিত তাফহীম এর পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি।[১৭]

'মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী (র.) বিরচিত তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থের আরেকজন বিশেষ বঙ্গানুবাদক হলেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। এ অনুবাদক দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ণ, সাহিত্য রচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ ও অনুবাদ কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর বিশেষ কর্ম হল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রণীত তাফহীমুল কুরআনের বঙ্গানুবাদ। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের মত মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবও তাঁর বঙ্গানুবাদটিকে সজ্জিতকরণে মূল তাফসীর গ্রন্থেরই অনুসরণ করেছেন।[১৮] আবদুল মান্নান তালিব তাঁর অনুবাদে বাংলা ভাষার চলতিরীতির অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁর বঙ্গানুবাদের ভাষা সহজ ও সর্বজন বোধগম্য হয়েছে।[১৯] তবে তাঁর অনুবাদকে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দের প্রভাব থেকে মুক্ত বলা যায় না। বর্তমানে ঢাকার আধুনিক প্রকাশনী ও খায়রুন প্রকাশনী ১৯ খণ্ডে তাঁর অনূদিত তাফহীমুল কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে। এছাড়া অধ্যাপক গোলাম আজমও মাওলানা মওদুদী (র.) বিরচিত তাফহীমুল কুরআন এর আংশিক বঙ্গানুবাদ করেছেন। তাঁর এ বঙ্গানুবাদটি 'তাফহীমুল কুরআন (সারসংক্ষেপ)' শিরোনামে ঢাকার আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৯৮২ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মূল্য ছিল ২৩ টাকা। তাঁর এ অনুবাদটির ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৮৬ খৃ.

১৯৮৮ খৃ. ১৯৮৯ খৃ. ও ১৯৯১ খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসুফ আলী, ৪৫১, মীর হাজীর বাগ, ঢাকা-১২০৪ মূল্য ছিল ৪৫ টাকা।[২০]

তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থের কিছু কিছু স্থানে মাওলানা মওদুদী (র.) পূর্বসূরী মুফাসসীরগণকে অনুসরন না করে স্বীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতে করে আলিম সমাজের একটি অংশ তাঁর তাফসীরের কোন কোন অংশের ব্যাখ্যাকে এক পেশে বলে মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ উক্ত তাফসীরের সমালোচনা করে পুস্তকও রচনা করেছেন।[২১] তবে সমালোচনার পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের একটি অংশের কাছে এ তাফসীরের ব্যাপক চাহিদাও যথেষ্ট লক্ষণীয়।

১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমূল কুর'আন* (মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৯ খৃ, ১৯শ খণ্ড, ১ম সং, পৃ. প্রকাশিকার নিবেদন 'নতুন উদ্যমে তাফহীমূল কুর'আন' দ্রষ্টব্য

১৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: ২০০২ খৃ. ১ম সং, পৃ. ২১৪

১৯. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত. পৃ. ২২০

২০. অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত ও সম্পাদিত, তাফহীমূল কুরআন সারসংক্ষেপ, আম পারার তাফসীর, (ঢাকা: ১৯৯১), ৫ম সংস্করণ, পৃ. আখ্যাপত্র পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২১. বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা রফিক আহমেদেও লিখিত 'মওদুদীর তফসীর ও চিন্তাধারা: একটি পর্যালোচনা' গ্রন্থটি অন্যতম

১৩. তাফসীর-ই-জালালাইন

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী (র.) ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বিরচিত 'তাফসীরুল জালালাইন' এর বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯১ খৃ. 'তাফসীর-ই-জালালাইন' নামে প্রকাশ করে। এটির অনুবাদক ছিলেন মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। এতে সূরা ফাতিহ থেকে সূরা ইসরা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছ।[১] বঙ্গানুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। মূল আরবী ইবরাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনুবাদক বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেছেন বলে অনুমিত হয়।

১৪. উম্মুল কুরআন

খ্যাতিমান গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আখতার ফারুক অনেক দিন পূর্বে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র.) এর উম্মুল কুরআন এর একটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এটি বাংলা

একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৬৬ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ঢাকার বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৯৭৪ খৃ. এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮৬ খৃ. এর তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করে।[২] অনুবাদের ভাষা খুবই সহজ-সরল ও সর্বজন বোধগম্য।

১৫. আহকামুল কুরআন

বিশিষ্ট গবেষক মুফাসসির ও ফকীহ আল্লামা আবু বকর আহমাদ আল জাসসাস (র.) বিরচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আহকামুল কুরআন এর বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের একটি প্রশংসনীয় অবদান। পবিত্র কুরআনের বিধান সম্পর্কীয় আয়াতসমূহের বিস্তারিত তাফসীর এ গ্রন্থে বিদ্যমান। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.)। আহকামুল কুরআনের বঙ্গানুবাদ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। জুন-১৯৮৮ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশ করেন।[৩] সেপ্টেম্বর- ২০০৬ খৃ. প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নভেম্বর- ১৯৮৮ খৃ. এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশ যায়।

আহকামুল কুরআনের বঙ্গানুবাদের ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। মূল আরবী ইবারতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থে উল্লেখিত আয়াতসমূহের বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় স্থানে অনুবাদের নিচে মার্জিন দিয়ে যে টীকা উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুবাদকের নিজস্ব।

---

১. মোফাখখার হুসেইন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শর্তবর্ষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

২. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩. আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস (র.), *আহকামুল কুরআন*, (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৮ খৃ. ১ম প্রকাশ, পৃ. 'প্রকাশকের কথা' দ্রষ্টব্য

১৬. বয়ানুল কুরআন (তাফসীরে আশরাফী)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষভাগে ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে একটি অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'র[৪] 'বয়ানুল কুরআন' এর বঙ্গানুবাদ করে 'তাফসীরে আশরাফী' নামে প্রকাশ করতে থাকে। অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্যদের নাম ও তাঁদের জীবনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য এ তাফসীরের বঙ্গানুবাদে উল্লেখ করা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

'তাফসীরে আশরাফী'

উর্দু ভাষায় প্রণীত 'বয়ানুল কুরআন' তাফসীরটি সর্ব প্রথম ১৩৩৬ হি. প্রকাশিত হয়। অতপর 'মুকাম্মাল বায়ানুল কুরআন' আখ্যায় ১৩৫২ হি. প্রকাশিত হয়। এভাবে উর্দু ভাষায় তাফসীরটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অতপর 'তাফসীরে আশরাফী' শিরোনামে ১৯৫০ খৃ. থেকে ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। নিম্নে আলোচ্য তাফসীরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল-

১. এ তাফসীরে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা ও আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র বর্ণিত হয়েছে।

২. সমার্থবোধক আয়াতগুলোকে একত্রে লিপিবদ্ধ করে সেগুলোর বিষয়বস্তুর আলোকে নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীন আয়াতগুলোর অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ভাবার্থ ও টীকা-টিপ্পনী প্রদত্ত হয়েছে।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করে পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।

৪. পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ভাষার অলংকারিক বিষয়ের চেয়ে আভিধানিক অনুবাদের প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

৫. এতে অনেক আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব প্রদত্ত হয়েছে।

৬. এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাল্ফ সালিহীনের মতামত গৃহীত হয়েছে। যেখানে মুফাসসিরগণের মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতটি গৃহিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

---

৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) ১২৮০ হি./ ১৮৬৩ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬২ হি./ ১৯৪৩ খৃ. ১৯ শে জুলাই সোমবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১২৯৫ হি. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ১৩০১ হি. পাঠ্য জীবন সমাপ্ত করেন। অতপর তিনি ১৩১৫ হি. পর্যন্ত কানপুর মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৩০৭ হি. আধ্যাত্মিক শিক্ষা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং হাজী শাহ এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ উক্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদটি ১৯৫০ খৃ. থেকে পারা ভিত্তিক ৩০ খণ্ডে প্রকাশ করে। পাকিস্তান আমলে উপরোক্ত ত্রিশ খণ্ডের প্রতিটি খণ্ড বা পারা একাধিকবারও প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পারা ভিত্তিক উক্ত তাফসীর প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উক্ত তাফসীরটি ৬ খণ্ডেও পাওয়া যায়।

১ম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসার ১৪৭ নং আয়াত, ২য় খণ্ডে সূরা নিসার ১৪৮ নং আয়াত থেকে সূরা তাওবার ৯৩ নং আয়াত, ৩য় খণ্ডে সূরা তাওবার ৯৪ নং আয়াত থেকে সূরা কাহাফ এর ৭৪ নং আয়াত, ৪র্থ খণ্ডে সূরা কাহাফ এর ৭৫ নং আয়াত থেকে সূরা আনকাবুত এর ৪৪ নং আয়াত, ৫ম খণ্ডে সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নং আয়াত থেকে সূরা জাসিয়াহ সম্পূর্ণ ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে সূরা আহকাফ এর প্রথম থেকে সূরা নাস এর শেষ পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদটির পৃষ্ঠাঙ্ক ছিল পারা ভত্তিক। এতে প্রতিটি পারার বঙ্গানুবাদের পূর্বে প্রতিটি পারার অন্তর্গত সূরা সমূহের আয়াতের বিষয়বস্তুর সূচী সংযোজিত হয়েছে। মূল তাফসীরে আরবী ভাষায় প্রতিটি পারা ও সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক মূল আরবী ও এর উর্দু অনুবাদ, তৎনিচে আয়াতের ব্যাখ্যামূলক তরজমা, অতপর আয়াতের টীকা-টিপ্পনীসহ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। বঙ্গানুবাদেও এ নীতি অনুসৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তিনি তৎকর্তৃক খিলাফতপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন। তাসাউফসহ ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় তিনি ছয় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাদির মধ্যে কুরআনী সাহিত্যে 'বয়ানুল কুরআন' আখ্যায় উর্দু ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

(মাওলানা মুহাম্মদ সিকান্দার মোমতাজী ও মাওলানা মু. আবদুল হক জালালাবাদী, *হায়াতে আশরাফ*, সিলেট, ১৯৬৫ খৃ, ১ম সং, পৃ. ৮, ২২, ২৭-২৮, ৩১, ৬৯-৮৭, ১৩১)

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম: জীবন ও কর্ম

ভূমিকা

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বাংলাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদগণের অন্যতম। গবেষক, তাফসীরকার, ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা ও বাগ্মী হিসেবে তিনি এ দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজকে তিনি তাঁর জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য-কবিতা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়াজ-মাহফিল যেখানেই তিনি সুযোগ পেতেন দ্বীনের প্রচারের কাজে এ মাধ্যম গুলোকে অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজে লাগাতেন। তিনি একাধারে 'আল বালাগ' পত্রিকার সম্পাদক, 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যান, তাফসীরে তাবারীর অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি, বুখারী শরীফ অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি এবং সাবেক আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১] কর্মজীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি অনেকগুলো ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মাঝে 'তফসীরে নুরুল কোরআন' অন্যতম। এ তাফসীরটি তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার ফসল। ১৯৮১ খৃ. থেকে শুরু করে ১৯৯৮ খৃ. পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বছর অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি এ তাফসীর গ্রন্থখানি রচনা করেন। যা ঢাকার আল বালাগ পাবলিকেশন্স ১৯৮১ হতে ১৯৯৮ খৃ. পর্যন্ত ৩০ খণ্ডে ১১,১০২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।[২] তিনি এ তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে ১৫৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'অবতরণিকা' পেশ করেছেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের সংকলন, সংরক্ষণ থেকে শুরু করে মানব জীবনে কুরআনুল কারীমের আবশ্যকতাসহ ইসলামের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় এবং তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।[৩] বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে কুরআনের আলোক পৌঁছে দেয়ার এক অমোঘ তাগিদ রয়েছে এই তাফসীরের প্রতিটি পাতায়।

---

১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, *হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম-জীবন ও সাধনা*, আন নূর পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০৩ খৃ. পৃ. ৩৭

২. প্রাগুক্ত, ৩৫

৩. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নুরুল কোরআন*, আল বালাগ পাবলিকেশনস, ঢাকা : ১৯৮১ খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য

অতীতের সবকটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের পাশাপাশি এটি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক মহামূল্যবান সংযোজন। তাঁর জীবনের সর্বদিকে ও সর্বকাজে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের একটি ব্যাকুলতা লক্ষ করা যায়। পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকেই তিনি যেন তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। নিম্নে এ মনীষির জীবন ও কর্মের একটি নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা তুলে ধরা হল-

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৩২ খৃ. (৩০ চৈত্র, ১৩৩৮ বা. রোজ শনিবার, বাদ ফজর) কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার অন্তর্গত বাঘমারা গ্রামের মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আলী মিয়া, মায়ের নাম মোসাম্মৎ আনোয়ারুন্নেছা। তিনি তাঁর সাত ভাই বোনের মাঝে পঞ্চম।[৪] তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ:

পিতার দিক থেকে :

দিল্লীর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর ভাইদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ভাই শাহসূজা দিল্লী ছেড়ে তদানীন্তন বাঙ্গালার ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লায় আগমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানও করেন। কুমিল্লা শহরের বিখ্যাত 'সূজা বাদশার মসজিদ' আজও তাঁর স্মৃতির পরিচয় বহন করছে। যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে এদেশে এসেছিলেন জনাব নায়েব আলী মিয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শুজাত আলী মিয়া ও গোলাম আলী মিয়া নামে তাঁর দু'জন পুত্র সন্তান ছিল। তিনি তাঁর এ দু'পুত্রকে নিয়ে কুমিল্লার বাশপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁদের লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। বাশপুর গ্রামে আজও তাঁর পরিচয় বহনকারী একটি পুরাতন পাকা মসজিদ ও একটি দিঘী রয়েছে। যে দিঘীর পাড়েই তাঁর কবরটি বিদ্যমান। বাশপুর থেকে প্রায় আট মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত বাঘমারা গ্রামে জনাব গোলাম আলী মিয়া বিবাহ করেন। কথিত আছে। ঢাকার তদানীন্তন মুঘল শাসনকর্তা শায়েস্তা খান একবার সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন। তখন তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন কোন অবস্থাতেই নবাব শায়েস্তা খানের স্ত্রীর রোগ নিরাময় হচ্ছিল না তখন নবাব হযরত শাহ কমরুদ্দীন (র.)[৫] এর শরনাপন্ন হন।

---

৪. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭,১৯

৫. ঢাকার আজিমপুর দরবার শরীফের সুফী দায়েম সাহেব (র.) এর ভাগিনা, আর সুফী দায়েম (র.) ছিলেন শাহ্ সূফী হযরত বখতিয়ার মাহী সাওয়ার বাগদাদী (র.) এর বংশধর।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ কমরুদ্দীন (র.) এর দোয়ার বরকতে আল্লাহর অশেষ কৃপায় বেগম শায়েস্তা খান সুস্থ হয়ে উঠেন। এতে অত্যন্ত খুশী হয়ে নবাব তাঁকে এক হাজার একর লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। উপরোল্লোখিত বাঘমারা গ্রামটি সে যমীনেরই অন্তর্ভুক্ত। এ এলাকায় যমীন লাভের পর শাহ কমরুদ্দীন (র.) এখানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ এলাকার পার্শ্বে বিষ্ণুপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সেখানে বিষ্ণুরায় চৌধুরী নামে একজন অমুসলিম জমিদার বাস করতেন। হযরত শাহ কমরুদ্দীন (র.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে এই হিন্দু জমিদার তাঁর নাম পরিবর্তন করে মাহতাবুদ্দিন চৌধুরী নাম ধারণ করেন। ঐ নওমুসলিম জমিদার অবিবাহিত ছিলেন। হযরত শাহ কমরুদ্দীন (র.) তাঁর একমাত্র কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। পরবর্তীকালে তাঁদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান। নবজাতকের নাম রাখা হয় নূরজাহান। পরবর্তীতে এই নূরজাহানের সাথে বিয়ে হয় পূর্বোল্লিখিত বাশপুর গ্রামের জমিদার নায়েব আলী মিয়ার পুত্র গোলাম আলী মিয়ার সাথে। এই দম্পতি বাঘমারা গ্রামেই বসবাস শুরু করেন। তাঁদের ঔরসে চার সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চার সন্তানের মধ্যে নাজীম আলী মিয়া ছিলেন সবার বড়। মরহুম নাজীম আলী মিয়ারও চারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম হলো মোহাম্মদ আলী মিয়া। আর তিনিই হলেন আলোচ্য লেখক মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর সম্মানিত পিতা। [৬]

মাতার দিক থেকে : কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত পাশাপুর গ্রামের মিয়া বাড়ীর মিয়া বংশের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া। তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন আশরাফ আলী মিয়া। তাঁর ঔরসে মৌলভী মুনাওয়ার আলী মিয়া, মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসীন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসাইন সাদু মিয়া নামে তিন জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসীন মিয়া কুমিল্লার মানিকশার মিয়া বাড়ির মরহুম মোমতাজ উদ্দীন মিয়ার বোনকে বিবাহ করেন। তাঁরই গর্ভে মোসাম্মৎ আনোয়ারুন্নেছা নামে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আর এ আনোয়ারুন্নেছাই হলেন মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর মুহতারামাহ জননী।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

৬. মোহাম্মদ মাহদুর হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

মাওলানার পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর পিতা মৌলভী মোহাম্মদ আলী মিয়া (মৃ. ১৯৮৫ খৃ.) ছিলেন একজন অত্যন্ত পরহেজগার ও দানশীল ব্যক্তি। দ্বীনি ইলমের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অবিস্মরণীয়। কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানাধীন রহমতগঞ্জ গ্রামে তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এতে একাধারে ৬০ বছর দ্বীনি ইলমের প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন।[৮] তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) বলেন

> "আব্বাজান (র.) শুধু যে আমাদেরকে দ্বীনি তা'লীম দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা-ই নয়; বরং এ কারণে তিনি তদানীন্তন কালের সকল খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন, তাঁদেরকে বাড়ীতে দাওয়াত দিতেন এবং আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে তাঁদের ওয়াজ নসিহতের ব্যবস্থা করতেন।"[৯]

তিনি তাঁর সন্তান মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন "তোমার নিকট দুনিয়ার কিছুই চাই না। আমি চাই তুমি আখেরাতে আমার উপকারী হও।"[১০] তাঁর আম্মাজান মোসাম্মৎ আনোয়ারুন্নেছা (মৃ. ১৯৯৮ খৃ.) ছিলেন একজন আদর্শ মহীয়সী নারী। তিনি ছিলেন শরীয়তের যথাযথ অনুসারী, পর্দার ব্যাপারে ছিলেন সদা সর্তক। মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর কাছেই পবিত্র কুরআনের প্রথম সবক গ্রহণ করেন।[১১] তিনি তাঁর সন্তানদেরকে মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার, গরীব-দু:খীদের প্রতি সহায়তা করা, সময়ের সদ্ব্যবহার করা ও লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করার দীক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) বলেছেন "আব্বাজান ও আম্মাজানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যতীত আমি দ্বীনি এলম হাসিল করতে সক্ষম হতাম না।" [১২]

শিক্ষা জীবন:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) নিজ গৃহে তাঁর সম্মানিতা মায়ের কাছে প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁর মা-ই তাঁকে পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক সবক প্রদান করেছেন। তারপর তিনি কুমিল্লার বরুড়ায় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত রহমতগঞ্জ মাদরাসার

মুহতামিম মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট ইলমে ক্বিরাআত এবং স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৮. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

১০. আল বালাগ, অক্টোবর, ১৯৯৮ সংখ্যা

১১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

এরপর রহমতগঞ্জ মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হামীদ, মাওলানা আব্দুল হাকীম ও মাওলানা আব্দুল মতিন (র.) এর নিকট উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি তাঁদের নিজস্ব বাড়ীতে বিশেষভাবে মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট অন্যান্য গ্রন্থাদিও অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মাওলানা আবুল কাসেম সাহেবের নিকট পূর্ণ একবছর যাবৎ আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন।[১৩] অতপর ১৯৪৭ খৃ. আগষ্ট মাসে ঢাকার বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় কাটারা আশরাফুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। সে সময় উক্ত মাদরাসার সঙ্গে তদানীন্তন সময়ের যে সকল বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মধ্যে হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (র.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উক্ত মাদরাসায় মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) সু-দীর্ঘ তিন বছর লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে ঢাকায় তাঁর মুরুব্বী মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (র.) এর নিকট মেশকাত শরীফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতপর তাঁর মুরুব্বী মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (র.) পরামর্শক্রমে নোয়াখালী জেলার ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি এ মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় নবম স্থান এবং ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জন করেন এবং সেই সাথে তিনি সরকারী স্কলারশীপও লাভ করেন।[১৪]

এ সময় শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে সকল স্কুল-মাদারাসায় বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষায় বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হলে জেলা পর্যায়ে উর্দু ভাষায় বিতর্কে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেই সাথে বিভাগীয় প্রতিযোগীতার জন্য নির্বাচিত হন। সেখানেও তিনি শীর্ষ স্থান অধিকার করার ফলে প্রাদেশিক প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি আবারও নির্বাচিত হন। এরপর রাজধানী ঢাকার আরমানিটোলা হাইস্কুল মাঠে প্রাদেশিক বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হলে সেখানেও তিনি বিজয়ী ঘোষিত হন। পরের দিন 'দৈনিক আজাদ'

পত্রিকা তাঁর জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করে এবং বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও উর্দু ভাষায় বিতর্ক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন।[১৫] ওস্তাজগণ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পড়াশুনা শেষ করে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন তাঁর ওস্তাজগণ তাঁকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় প্রদান করেন। কোন ছাত্রের বিদায় অনুষ্ঠানে ওস্তাজবৃন্দের এ রকম ব্যথিত মনোভাব একটি বিরল ও অবিস্মরণীয় ঘটনা।[১৬]

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৫. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, *বয়ানুল ইসলাম*, বারকাতী পাবলিকেশনস, ঢাকাঃ ২০১১ খৃ. পৃ. ৪৮

১৬. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল পাস করে ১৯৫৫ খৃ. তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় কামিলে ভর্তি হন। প্রখ্যাত আলিম মুফতী আমীমূল ইহসান (র.) তখন ঢাকা আলিয়ার হেড মাওলানা ছিলেন। তাঁর কাছেই মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) বোখারী শরীফ পড়ার সুযোগ পান। ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি সারাদেশে মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অধিকার করেন। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে দু'বছরের জন্য হাদীস শাস্ত্রের একটি বিশেষ গবেষণায় 'রিসার্চ স্কলারশীপ' প্রদান করা হয়। ১৯৫৭ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ২ বছরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেবের তত্ত্বাবধানে উক্ত গবেষণার কাজ সমাপ্ত করেন এবং আরবী ভাষায় রচিত গবেষণা রিপোর্ট টি তাঁর কাছে দাখিল করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল–

تخريج احاديث شرح معاني الاثار للطحاوي

অর্থাৎ ইমাম ত্বাহাবী (র.) তাঁর 'শরহে মা'আনিল আছার' গ্রন্থে যে সকল হাদীস সংকলন করেছেন, সে গুলো সিহাহ সিত্তার কোন্ গ্রন্থে কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করে সূত্র লিপিবদ্ধ করা।[১৭] তাঁর এ গবেষণালব্দ পাণ্ডুলিপিটি পেয়ে মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন হেড মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) এর নিকট তাঁর ভুয়সী প্রশংসা করেন। ফলে মুফতী সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) কে বাড়ীতে ডেকে নেন এবং বলেন। "বাবা! একগীর ও মুহকাম গীর" অর্থাৎ বাবা তুমি জ্ঞান সাধনার এ কাজটিই কর এবং এর উপর সুদৃঢ় থাক। [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন:

মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) এর বক্তব্য “বাবা একগীর ও মুহকাম গীর”-তুমি জ্ঞান সাধনার এ কাজটিই কর এবং এর উপর সুদৃঢ় থাক। এ নসিহতটি মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) কে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে, তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনকে জ্ঞান সাধনায় ও এর প্রচারে উৎসর্গ করেন। এ জন্য জ্ঞান সাধনা ও জ্ঞানের প্রচার কার্য থেকে তাঁর কর্মজীবনকে আলাদা করে বর্ণনা করা কঠিন। এই কাজের অংশ হিসেবে তিনি ১৯৭৯ খৃ. বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত ‘উলামা প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেন। ১৪১৩ হি. মিশর সরকার কর্তৃক দ্বীনি খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৪০৭-১৪০৮ হি. তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।[১৯]

---

১৭. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, *বয়ানুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

তিনি ওয়াজ-মাহফিল, দ্বীনি গ্রন্থ প্রণয়ন, রেডিও-টেলিভিশন ও জুমু‘আর খুৎবায় দ্বীনি বক্তব্য প্রদান ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করে কর্ম জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। এমনকি তিনি ইন্তিকালের পূর্বেও তাঁর নিজস্ব বাসভবনে ১৬ নভেম্বর ২০০৭ খৃ. শুক্রবার বাদ মাগরীব সাপ্তাহিক মাহফিলে ওয়াজ শেষ করে সালাতুল ইশা পড়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরদিন সকাল বেলায় তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠেননি। ঈমানী তেজদীপ্ততায় তিনি ছিলেন আপোষহীন স্বভাবের অধিকারী। সত্য ও ন্যায় প্রকাশে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। ১৯৭৮ খৃ. জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কার্যালয়ে গমন করেন এবং প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে বলেন, শুনেছি আজ সংসদ অধিবেশন বসতে যাচ্ছে এবং অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াতের পর গীতা পাঠ করা হবে। প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখন তিনি বললেন এতে, কুরআনের অবমাননা করা হবে। প্রেসিডেন্ট তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বললেন, ঠিক আছে যান, শুধু কুরআন কারীমই তিলাওয়াত করা হবে।[২০]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তাঁকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তাঁদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।[২১] তাঁর কর্মজীবন বৈচিত্রময়তায় ভরপুর। নিম্নে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

ওয়াজ-মাহফিল :

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর জীবনের বিরাট একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-মাহফিল করার মাধ্যমে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এ কাজটি অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে পালন করেছেন। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে ইসলামকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

১৯৫৮ খৃ. কুমিল্লা শহরে ৫৫টি মসজিদ ছিল। এ মসজিদ গুলোতে প্রায়শ: দ্বীনি মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। আর এ মাহফিল গুলোতে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) দুই-তিন ঘন্টা সময় নিয়ে একটানা বয়ান করতেন। নবীন বক্তা হিসেবে চতুর্দিকে তখনই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।[২২]

২০. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, *বয়ানুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২২. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯৫৯ খৃ. মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার নবাব বাড়িস্থ ইসলামিয়া মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালিন মুহতামিম মাওলানা তৈয়্যব সাহেব (র.) প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। অথচ ঐ দিন বিকালে নবাব বাড়ী ময়দানে ১৫ থেকে ২০ হাজার লোকের সমাগম হয়। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর শরনাপন্ন হন। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাহফিলে যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঐ দিন তিনি মাগরিব থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত বয়ান করেন। মাহফিল শেষে ঘোষণা করা হয় যে, ইনশা আল্লাহ আগামীকাল মুহতারাম তৈয়্যব সাহেবের শুভাগমন হবে। কিন্তু সেদিনও ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁর ঢাকা আসা সম্ভব হয়নি। তাই দ্বিতীয় দিনও মাওলানা মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

আমিনুল ইসলাম (র.) রাত এগারটা পর্যন্ত নবাব বাড়ীর মাহফিলে বয়ান করে সবাইকে অভিভূত করে দেন। তাঁর এ অভাবনীয় বাগ্মীতার কারণে উক্ত মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব, সদরুল মুদাররিসীন মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ সাহেব ও নায়েবে তা'লিমাত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব (র.) তখন তাঁকে 'তাজুল খোতাবা' উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৩]

তিনি এমন মাহফিলও করেছেন যা আসরের নামাযের পর শুরু হয়ে রাত সাড়ে এগারটায় শেষ হতো। একদিনে তিনি একাধিক মাহফিলে আলোচনা করেছেন এমন ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে। কোন একদিন সকাল সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে সোয়া আটটায় সিলেট বিমান বন্দরে অবতরণের পর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে বিয়ানী বাজার মাহফিলে সকাল দশটা থেকে দুপুর বারটা পর্যন্ত বয়ান করেন। অতপর আরো দশ মাইল দূরে আরেকটি মাহফিলে আলোচনা করে সেখান থেকে সাড়ে তিনটায় সিলেট বিমান বন্দরে পৌঁছেন এবং চারটা পনের মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইটে চট্টগ্রাম পৌঁছে চট্টগ্রামের একটি মাহফিলে বাদ মাগরীব থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত বয়ান করেন। অতপর ফিরতী ফ্লাইটে ঢাকা পৌঁছে লালবাগ শাহী জামে মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। রাত পৌনে একটায় মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।[২৪]

---

২৩. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। এ ভাষাগুলোর সমন্বয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতেন। শ্রোতাদের কেউ তাঁর মাহফিল থেকে উঠে যেত না এবং অস্থিরও হত না।[২৫] তিনি ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে ধারাবাহিক তাফসীর মাহফিল প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭৬ খৃ. ঢাকার আব্দুল হাদী লেন মহল্লার জনাব মনিরুদ্দীন বিশ্বাস ও আব্দুর রশীদ সাহেবের অনুরোধক্রমে আব্দুল হাদী লেন মসজিদে প্রতি শনিবার বাদ এশা তাফসীর মাহফিল শুরু করেন। সুদীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত সাপ্তাহিক এ তাফসীর মাহফিলটি অব্যাহত ছিল। ঠিক একই সময়ে ঢাকার চৌধুরী বাজার মসজিদেও

আলহাজ্জ সিরাজ উদ্দীন সাহেবের অনুরোধক্রমে তাফসীর মাহফিল শুরু করেন। এখানেও প্রায় তের বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক তাফসীর মাহফিল অব্যাহত রেখেছেন। পরবর্তীতে 'তফসীরে নূরুল কোরআন' রচনার প্রয়োজনে পবিত্র কুরআনের প্রায় বার পারা পর্যন্ত তাফসীর করে উক্ত দু'টি ধারাবাহিক তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেন। তিনি ওয়াজ-মাহফিলের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন। কেহ ধারণা করতে পারেন যে, দেশ-বিদেশ সফর করে ওয়াজ-মাহফিলে বক্তৃতা করা তাঁর পেশা ছিল। এটা নিতান্তই একটি ভুল ধারণা; বরং তিনি পেশা হিসেবে নিজের ব্যবসাকে পছন্দ করতেন। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁর সিমেন্ট এর ব্যবসা ছিল। তিনি তখন একটি জুট মিলেরও মালিক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি এসব ব্যবসা গুটিয়ে পুস্তক প্রকাশনার দিকে মনোযোগী হন। আল বালাগ পাবলিকেশন্স, গাওসিয়া পাবলিকেশন্স ও আন নূর পাবলিকেশনস নামে তাঁর তিনটি পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যে গুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবীকা নির্বাহ করতে পারতেন।[২৬]

মাহফিলের দাওয়াত নেয়ার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলীঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সময়ের সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজনে মাহফিলের দাওয়াত নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মেনে চলতেন।[২৭] নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

এক. মাহফিলে তাঁর আলোচনার সময়-সূচী মাহফিলের দাওয়াত গ্রহণ করার সময়ই নির্ধারণ করা হত।

দুই. যথা সময়ে তাঁকে আলোচনা করার সুযোগ করে দিতে হত।

তিন. আলোচনার শেষে পানাহার ইত্যাদির অনুরোধ করে সময় নষ্ট করা নিষিদ্ধ ছিল।

---

২৫. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, *বয়ানুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৬. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, *কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, আন-নূর পাবলিকেশনস, ঢাকা : ২০১৩ খৃ. পৃ. ৪৩

চার. আসা-যাওয়ার বাহনের সু-ব্যবস্থা মাহফিলে কর্তৃপক্ষকেই করতে হত।

পাঁচ. যিনি তাঁকে মাহফিলে নিতে আসবেন তাঁকে পূর্ব পরিচিত হতে হত। একেবারে নতুন স্থানের লোক হলে মাহফিলের আগে একবার সাক্ষাৎ করে যেতে হত।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. সফর সঙ্গী যথা সময়ে হাজির থাকবেন এবং সফর কালে তাঁর সাথে বেশী গল্প-গুজব করার থেকে বিরত থাকবেন।

সাত. মাহফিলে আলোচনার সময় কোন রকমের স্লিপদিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল ।

বিদেশ সফর

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ তাঁর ক্ষুরধার যবান থেকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুনার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। তিনি মানুষকে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিচালনা করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য অর্জনের ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করতেন। আর এ কাজের নিমিত্ত তাঁকে প্রায়ই দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। নিম্নে তাঁর এ জাতীয় সফরের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল:

সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮২ খৃ. আগষ্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ‘মুসলিম রিলিজিয়ার্স বোর্ড’ এর দাওয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।[২৮] তিনি ১৫ আগষ্ট ১৯৮২ খৃ. ঢাকা থেকে রওয়ানা করে বোম্বে, করাচী ও তাসখন্দ হয়ে পরদিন ১৬ আগষ্ট মস্কো পৌছেন এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় বিমানযোগে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে পৌঁছেন। দু’দিন বাকুতে অবস্থানের পর সেখান থেকে শুক্রবারে কাজাকিস্তানের আলমাতিতে পৌঁছেন। আলমাতিতের বড় মসজিদের জুমু‘আর নামাজ শেষে তিনি মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।[২৯] এরপর তিনি সেখান থেকে হুজান্দা যাকে বর্তমানে লেলিনগ্রাদ বলা হয় সেখানে পৌঁছেন। এ এলাকাটি ৯৯% মুসলিম অধ্যুষিত। উমাইয়া খলীফা ওয়লিদ বিন আবদুল মালিকের যামানায় কোতায়বাহ ইবনে মুসলিম বাহেলী এই এলাকাটি জয় করেন।

২৭. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৮. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

২৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৮২

তখন থেকে ১৯১৭ খৃ. রুশ বিপ্লবের আগ পর্যন্ত এখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে তিনি মুসলমানগণের উদ্দেশ্যে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন।[৩] তারপর তিনি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে যান এবং বাদ জোহর মসজিদে সমবেত মুসল্লীগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তারপর সেখান থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ২৫ আগষ্ট সকাল ১০টায় ইমাম বুখারী (র.) এর জন্মস্থান বোখারাতে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি সমরকন্দে গিয়ে শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদে প্রায় দু'হাজার লোকের উপস্থিতিতে বাদ জুমু'আ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৫ কোটি মুসলমান অধ্যুষিত সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সফরে তিনি রাসূল (সা.) এর চাচাত ভাই হযরত কোসাম ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম বুখারী (র.) ও বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (র.) সহ আরো অনেক মনীষির মাযার যিয়ারত করার সুযোগ লাভ করেন। অতপর তিনি আগষ্ট মাসের শেষদিকে সমরকন্দ থেকে মস্কো হয়ে দেশে প্রর্ত্যাবর্তন করেন।[৪]

যুক্তরাজ্য সফরঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৯৮ খৃ. জুন মাসে মাহফিলের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য সফর করেন।[৫] মুহতারাম মাওলানার লণ্ডন প্রবাসী বন্ধু জনাব মাহমুদুল হক সাহেবের নিকটাত্মীয় জনাব আব্দুল আহাদ খান এ সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৩ জুন ১৯৯৮ খৃ. সোমবার বাংলাদেশ বিমান যোগে ঢাকা থেকে লণ্ডন রওয়ানা হন এবং পরদিন সকালে জনাব মাহমুদুল হক সাহেব ও জনাব আব্দুল আহাদ খান সাহেব তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। তাঁরা সকালে বিমানবন্দর থেকে কভেন্ট্রিশহরে আবদুল আহাদ খান সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছেন। পরদিন আছরের নামাযের পর প্রথম মাহফিল অনুষ্ঠিত হল কভেন্ট্রির একটি মসজিদে। এরপর দিনও কভেন্ট্রির সবচেয়ে বড় মসজিদে আরেকটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৬] এ মাহফিলে তিনি সোয়া দু'ঘন্টা বক্তৃতা পেশ করেন। পরদিন শুক্রবার বার্মিংহামের কেন্দ্রীয় মসজিদে তিনি জুমু'আর নামাজে ইমামতি করেন এবং পরদিন ঐ মসজিদের ওয়াজ মাহফিলেও প্রায় আড়াই ঘন্টা বক্তব্য রাখেন।[৭] অতপর পরদিন বরিবার সকাল দশটায় সেখান থেকে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরের নিকবর্তী একটি মসজিদে বাদ আছর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে তিনি বাংলা ভাষার বক্তৃতা করেন, কেননা শ্রোতাদের সবাই ছিল বাংলাদেশী।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪. মাওলানা মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

তারপর ব্রিকলেন মসজিদে ঐ দিন বাদ মাগরীব আরেকটি মাহফিলে তাফসীর পেশ করেন। পরদিন মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজের পর হিথ্রো বিমান বন্দরে এসে ঢাকার উদ্দেশ্যে বিমানে চড়েন এবং একটানা উড্ডায়নের পর বুধবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকায় পৌঁছেন।[৮]

ইরাক সফরঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৭৮ খৃ. সর্ব প্রথম ইরাক সফর করেন।[৯] এ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁরই বন্ধু মাওলানা আবদুল মান্নান ও মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এ সফরে তিনি শুক্রবারে বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বিমান বন্দর থেকে হোটেল পৌঁছেই দেরী না করে জুমু'আর নামাজের পূর্বেই হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর মাযার যিয়ারত করতে হাজির হন। সেখানে আসর পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করেন। পরদিন শনিবার ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) এর মাযার যিয়ারত করেন। এর পর তিনি পর্যায়ক্রমে ইমাম মুসা কাজেম, ইমাম ইউসুফ, ইমাম গাজালী, জুনায়েদ বাগদাদী, সীররি সাকতি (র.) এর কবর যিয়ারত করেন। এ সফরে তিনি বাগদাদের উপকণ্ঠে আল্লাহর নবী হযরত শিস্তীল (আ.) এর মাযার, নাজাফে হযরত আলীর (র.) এর মাযার এবং কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর মাযার যিয়ারত করেন।[১০] মূলত তাঁর এ সফরটি ছিল ইরাকের ঐতিহাসিক স্থান সমূহের পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে। এরপর ১৯৯০ খৃ. ১৬ জুন তিনি আরেকবার ইরাক সফর করেছিলেন। আর এ সফরটি ছিল বাগদাদে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াতী মেহমান হিসেবে। তবে তাঁর এ সফরের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জানা যায়নি।

আমেরিকা সফরঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৯১ খৃ. আমেরিকা সফর করেন। তাঁর প্রতিবেশী জনাব শহীদুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে 'নিউইয়র্ক জ্যামাইকা ইসলামিক সেন্টার'র

নিমন্ত্রণে ১৯ নভেম্বর '৯১ মঙ্গলবার রাত আটটায় আমেরিকার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছেন।[১১] সেখানে ইশার নামাজ পড়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি জাম্বো জেটে আরোহণ করেন এবং প্রায় তের ঘন্টা আকাশে অবস্থানের পর লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১০. মাওলানা মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

সেখানে ছয় ঘন্টা অবস্থানের পর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের নিউইয়র্কগামী আরেকটি বিমানে আরোহণ করে আট ঘন্টা পর নিউইয়র্ক কেনেডী বিমান বন্দরে পৌঁছেন।[১২] ২২ নভেম্বর শুক্রবার জ্যামাইকা মসজিদে জুমু'আর নামাজের আগে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর ২৪ নভেম্বর জ্যামাইকা মসজিদের আরো একটি মাহফিলে আবারো বয়ান পেশ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে নিউইয়র্ক ইসলামিক সেন্টার মসজিদ, মক্কী মসজিদ, মদীনা মসজিদ, ব্রঞ্চ মসজিদ, ওয়েষ্টবেরী ইসলামিক সেন্টার ও ব্রুকলেণ্ডসহ আরো অনেকগুলো মাহফিলে বক্তব্য রাখেন।[১৩] এরপর ৬ ডিসেম্বর শিকগো শহরের একটি হল রুমে আয়োজিত মাহফিলে বক্তৃতা করেন। পরদিন ৭ ডিসেম্বর ইলোনয় শহরের একটি মাহফিলেও বক্তব্য রাখেন। ৯-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন একাধিক মাহফিলে বক্তৃতা প্রদান করেন। আমেরিকার ২৬ দিনের এই সফরে তিনি ৩০টি মাহফিলে নসিহত পেশ করেছেন। অতপর ১৫ ডিসেম্বর রোববার রাত ১১ টায় পি, আই, এর একটি জাম্বো জেটে করে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট, সিরিয়ার দামেস্ক ও পাকিস্তানের করাচী বিমান বন্দর হয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছেন। [১৪]

মিশর সফরঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) মিশর সরকারের আমন্ত্রণে পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আয়োজিত মাহফিলে অংশ নেয়ার জন্য ১৯৯২ খৃ. মিশর সফর করেন।[১৫] ৫ সেপ্টেম্বর '৯২ শনিবার সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে মিশরের উদ্দেশ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্যাগ করেন। ইজিপশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে করে তিনি করাচী ও দুবাই হয়ে কায়রো বিমান বন্দর পৌঁছেন। প্রথমে তিনি নীলনদের তীরে অবস্থিত পাঁচ তারকা

হোটেল মেরিভিয়ানে উঠেন এবং এখানে ৮ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) এর মাযার যিয়ারত করেন।[১৬] ১৪১৩ হি.১২ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার রাতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক ঐ মাহফিলে বিশ্ব বিখ্যাত তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলিমকে পদক ও সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানীত করেন।

১২. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৬. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) ছিলেন ঐ তেরজনের অন্যতম। [১৭] এই সফরে তিনি হযরত আলীর (রা.) কন্যা জয়নাব ও হযরত সাকীনা (রা.) ইমাম শাফেঈ, সৈয়দ আহমদ রেফায়ী ও হযরত আহমদ দরবিরী (র.)সহ অনেক বিশ্ব বিখ্যাত বুযুর্গের মাযার যিয়ারত করেন। এভাবে নীলনদের দেশে দীর্ঘ ৮ দিন অতিবাহিত করার পর ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আরব আমিরাতের একটি বিমানে করে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৮]

ইস্তাম্বুল সফর:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৯৭ খৃ. মার্চ এর প্রথম সপ্তাহে তুরস্কের ইস্তাম্বুল সফর করেন। তিনি তাঁর সফরসঙ্গী জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেবকে সাথে নিয়ে ১৯৯৭ খৃ. ২ মার্চ রবিবার রাত দশটা দশ মিনিটে এমিরেটস এয়ারওয়েজ এর একটি বিমানে করে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। [১৯] পাঁচ ঘন্টা আকাশে থাকার পর বিমান দুবাই এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। পরদিন সোমবার বিকাল বেলা দুবাই থেকে চার ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে ইস্তাম্বুলের আলফাসন বিমান বন্দরে পৌঁছেন। বিমান বন্দর থেকে সরাসরি ইস্তাম্বুলের 'হোটেল দিলশানে' চলে যান এবং সেখানে ঐ দিনটি বিশ্রাম করে অতিবাহিত করেন। পরদিন মঙ্গলবার সকালবেলা 'মসজিদে সোলায়মানিয়া' পরিদর্শন করে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এর মাযার যিয়ারত করেন।[২০]

অতপর বুধবার সকাল বেলা তুরস্কের বিখ্যাত তোপকাপি মিউজিয়াম পরিদর্শনে বের হন। মিউজিয়ামটি এক সময় তুর্কী ওসামানীয় খলিফাদের প্রাসাদ ছিল। এটির পরিধি প্রায় এক মাইল। এখানে তিনি রাসূল (সা.) এর চুল মোবারক, দান্দান মোবারক ও কদম মোবারকের ছাপ পরিদর্শন করেন। আর এটাই ছিল তাঁর এ সফরের মূল উদ্দেশ্য।[২১] এছাড়াও এখানে তিনি রাসূল (সা.) এর তরবারী, রওজা মুবারকের মাটি, রাসূল (সা.) এর লিখিত চিঠির অনুলিপি, রাসূল (সা.) এর ব্যবহৃত ঝাড়ু, কাবা শরীফের গিলাফের অংশ বিশেষ, কাবা শরীফের কয়েকটি চাবি, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর টুপি, হযরত মুসা (আ.) এর ঐতিহাসিক লাঠি, হযরত ইউসুফ (আ.) এর পাগড়ি, চার খলিফার ব্যবহৃত তরবারি সমূহ ও হযরত ওসমান (রা.) এর কুরআন শরীফ পরিদর্শন করার সুযোগ লাভ করেন।[২২]

১৭. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

১৯. সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২০. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৬

২১. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২২. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮

অবশেষে ইস্তাম্বুল সফরের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ৮ মার্চ ১৯৯৭ খৃ. সন্ধ্যা বেলায় তিনি ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। [২৩]

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) আফ্রিকার জোহান্সবার্গ শহরের আধিবাসী মুফতী মোহাম্মদ হোসাইন বাইয়াত এর নিমন্ত্রণে ১৯৯৮ খৃ. দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন।[২৪] ঐ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন আল-মারকাজুল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাবেক এম.পি মাওলানা শহীদুল ইসলাম। তাঁরা ১৬ মার্চ ১৯৯৮ খৃ. রোজ সোমবার সকাল আটটায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এমিরেটস এয়ারওয়েজের একটি বিমানে আরোহণ করেন। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর তাঁরা দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। পরদিন রাত এগারটা পর্যন্ত দুবাইতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি দুবাই বিমান বন্দরের পার্শ্বের একটি হোটেল ওঠেন এবং দুবাইতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ব্যবস্থাপনায় ওখানের একটি মসজিদে এশার নামাজের পর এক ঘন্টা আরবীতে বয়ান পেশ করেন।[২৫] অতপর রাত

এগারটায় দুবাই থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ালাইন্স এর একটি বিমান আরোহণ করেন। ১৭ মার্চ জোহান্সবার্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণের পর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব তাঁদেরকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। আসরের নামাযের পর দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের জন্য[২৬] প্রতিষ্ঠিত রেডিও ষ্টেশন 'রেডিও নেদাউল ইসলাম' কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তাঁদের রেডিওতে তিনি ইসলামরে মূল শিক্ষার উপর ইংরেজীতে বিশ মিনিট বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী দশ দিনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বারটি মসজিদে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন।[২৭] এ সফরের শেষার্ধে তিনি বিমান যোগে ডারবান প্রদেশে গমন করেন[২৮] এবং ২৫ তারিখ রাতে ডারবান থেকে জোহান্সবার্গে পৌঁছেন। ২৬ তারিখ সকাল ৯ টা ৪০ মিনিটে সাউথ আফ্রিকান এয়ার লাইন্সের একটি বিমানে করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। অতপর দুবাই হয়ে পরদিন সকাল দশটায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[২৯]

২৩. প্রাগুক্ত,

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

২৬. দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ (১৯৯৮ খৃ.)। সে দেশের জনসংখ্যার ১% মুসলমান। তবে মুসলমানগণের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল। অর্থনৈতিক ভাবে তারা উন্নত, ঈমানের দৃঢ়তাও চমৎকার। ওখানকার মসজিদগুলো অনেক সুন্দর। প্রায় সকল মসজিদের ইমাম নিজেই গাড়ী চালিয়ে মসজিদে আসেন এবং নামাজে ইমামতি করেন। (মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭)

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬

২৮. ডারবান প্রদেশটি ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত এখানেই শেষ। এরপর আর মানব বসতি নেই।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭)

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭

হজ্জ ও ওমরার যিয়ারত

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) অসংখ্যবার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তবে তিনি মোট কতবার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করেছেন তা জানা যায়নি। কেননা তাঁকে তাঁর বড় জামাতা মাওলানা মো: আব্দুল হালিম এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি শুধুমাত্র মুচকি হাসি দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান। হতে পারে এখলাসের কারণেই তিনি এ

বিষয়টি প্রকাশ করেন নি।[১] তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম এ সৌভাগ্যটি নসীব হয় ১৯৬৪ খৃ.।[২] তখন হজ্জের সফরে ব্যয় হত মাত্র চার হাজার টাকা। চারজন সঙ্গী সাথে নিয়ে তিনি ঢাকা থেকে পি,আই, এর একটি বিমানযোগে প্রথমে করাচী পৌঁছেন। সেখান থেকে একদিন পর জেদ্দা হয়ে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছেন এবং জীবনের প্রথম ওমরার কাজ সম্পন্ন করেন। মক্কায় পৌঁছার পর তিনি জানতে পারেন সে বছর তাঁকে পাকিস্তান হজ্জ ডেলিগেশনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এ সুবাধে তিনি হজ্জ কালীন সময়ে মিনায় অবস্থানকালে তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।[৩] যথাসময়ে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন এবং সেখানে ৮ দিন অবস্থান করেন। অতপর সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

দ্বিতীয় বার যিয়ারত:

জীবনের প্রথম হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্ত করে যদিও তিনি দেশে ফিরে এসেছেন কিন্তু মক্কা ও মদীনার স্মৃতি তিনি এক মুহুর্তের জন্যও ভুলতে পারছিলেন না, তাই পরের বছর ১৯৬৫ খৃ. আবারো হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ঢাকায় তাঁর হজ্জে যাওয়ার অনুমতি মিললনা। কেননা তখন অত্যন্ত কঠোর ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করা হত। তাই তিনি স্টেট ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাথে দেখা করার জন্য করাচী চলে গেলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে[৫] দু'দিন পর সেখান থেকে মক্কায় পৌঁছেন।

---

১. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪. দেশে ফিরে আসার তারিখ তিনি মনে রাখতে পারেন নি। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬)

৫. হজ্জে যাওয়ার অনুমতি নেয়া প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বলেন: "সকালে স্টেট ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কারী কর্মকর্তাকে টেলিফোন করে বললাম, আমি ঢাকা থেকে এসেছি,

পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি পাকিস্তান হজ্জ ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে মিনাতে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। হজ্জ শেষ করে মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন এবং সেখানে আট দিন অবস্থানের পর ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ খৃ. ঢাকায় ফিরে আসেন।[৬]

তৃতীয় বার যিয়ারতঃ

১৯৬৭ খৃ. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর জীবনে তৃতীয় বার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুযোগ আসে। আর সেটা হয়েছিল সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে।[৭] তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাজ সাইয়্যেদ আবদুল করীম মাদানী (র.) ১৯৬৭ খৃ. ইন্তেকাল করেন। রাত একটার দিকে তাঁর বন্ধু জনাব নওশের আলী খানের মাধ্যমে তিনি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পান এবং পার্সপোর্ট সঙ্গে নিয়ে পি,আই,এর একটি বিমান যোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে হাজির হয়ে দেখতে পান ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পাসপোর্ট সাথে নিয়ে হুজুরের মরদেহ তাঁর ওসিয়ত মুতাবিক জান্নাতুল বাকীতে দাফন করার জন্য সৌদি আরব নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। কিন্তু সৌদি দুতাবাস থেকে অনুমতি মিলছে না। তখন মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) চট্টগ্রাম থেকে করাচীতে আবস্থানরত সৌদি রাষ্টদূত মোতলাক সাহেবের সাথে কথা বলে অনুমতির ব্যবস্থা করেন। অতপর তিনি হুজুরের মরদেহ নিয়ে চীন থেকে ফেরা পি,আই,এর একটি বিমানে করে করাচী হয়ে জেদ্দা পৌঁছেন। জেদ্দা বিমান বন্দরে হুজুরের মরদেহ গ্রহণ করার জন্য সৌদি সরকারের পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য দফতরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়েছেন।[৮] বিমান বন্দর থেকে সবাই মিলে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং বৃহস্পতিবার এশার নামাজের সময় মদীনায় পৌঁছেন। পরদিন শুক্রবার বাদ জুমু‘আ মসজিদে নববীতে তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করে হুজুর (সা.) এর আওলাদগণের[৯] জন্য নির্ধাতির স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার সঙ্গে মুলাকাত প্রার্থী। বিকাল সাড়ে তিনটায় সময় র্নিধারিত হল। আমি তাঁর কক্ষে হাযির হয়ে বললাম আমি আল্লাহ পাকের দরবার কাবা শরীফে হাযির হওয়ার নিয়তে সুদূর ঢাকা থেকে এখানে এসেছি। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে যেতে পারব এবং আপনার জন্য দোয়া করব। আর যদি অনুমতি না দেন তবে আমি এ মুহুর্তে আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করবো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আসতে চাই, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে বাধা দিচ্ছে। একথাটি শ্রবণ করে ভদ্রলোক তাঁর চেয়ার থেকে উঠে গেলেন এবং তাঁর রুমে কয়েকবার চক্কর দিয়ে পায়চারী করলেন। এরপর স্টেট ব্যাংকের গভর্নরকে টেলিফোন করলেন, তিনি অনুমতি দিলে দু’দিন পর মক্কা শীরফ পৌছালাম”। (মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭)

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৯. সাইয়্যেদ আবদুল করীম মাদানী (র.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর বংশ ধারায় ৪৮ তম ব্যক্তি।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮)

এরপর পাঁচ দিন মদীনায় অবস্থান করেন। মদীনায় তিনি মাদানী হুজুর (র.) এর নিকটাত্নীয়গণের মেহমান হিসেবেই অবস্থান করেছিলেন। একদিন গভীর রাতে মাদানী হুজুরের পরিবারের একজন মুরব্বী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা.) এর রওজা মোবারকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং দু'জন মিলে খুব কাছ থেকে রাসূল (সা.) কে সালাম প্রদান করেন। রওজা মোবারকের ভেতরটায় হাত লাগিয়ে ঘষে-মেজে যা ধুলাবালি পাওয়া গেল ঐ মুরব্বী তাঁকে তা হাদিয়া করে দিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর অসিয়ত মুতাবিক এ ধুলাবালিগুলো তাঁর ইন্তেকালের পর দাফনের সময় তাঁর কবরে দেয়া হয়।[১০] অতপর তিনি ওমরা করার জন্য মক্কা মুয়াজ্জামায় হাজির হন এবং ওমরার কাজ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন।

চতুর্থ বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৭৫ খৃ. আরেকবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১১] যদিও তিনি ১৯৭৪ সনেও আরেকবার হজ্জ পালন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু লটারীতে নাম না উঠায় ঐ বছর হজ্জে যেতে পারেননি। পরবর্তী বছর ৩০ নভেম্বর রবিবার বিকাল তিনটায় হজ্জের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে রওয়ানা করে কলকাতা বিমান বন্দর হয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর একটি বিমানে করে বিকাল বেলা দিল্লী পৌঁছেন এবং ঐ রাত দিল্লী শাহী জামে মসজিদের পাশে একটি হোটেলে অবস্থান করেন। ভোর পাঁচটায় হোটেলের টেলিফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁর গন্তব্যের জন্য নির্ধারিত বিমান প্যান-অ্যামিরিকান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জেদ্দার ফ্লাইটটি বাতিল করেছে।[১২] পরবর্তীতে অনোন্যপায় হয়ে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এর একটি বিমানে করে দিল্লী থেকে বোম্বে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে সৌদী এয়াললাইন্স এর একটি বিমানে চড়েন। বাহরাইন হয়ে জেদ্দায়, অতপর আরাফার দিনে মক্কায় পৌঁছার তাওফীক লাভ করেন। হজ্জ ও ওমরার

যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করে এক সপ্তাহ পর মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন[১৩] এবং মদীনাতে কয়েকদিন অবস্থান করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

---

১০. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭,২৮

১১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১২. এই ফ্লাইটটি বৈরুত হয়ে জেদ্দা যাওয়ার কথা ছিল। আর তখন বৈরুতে রায়ট চলছিল। তাই এই অনিবার্য কারণে প্যান অ্যামেরিকান কোম্পানী ফ্লাইট বাতিল করে।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩)

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১

পঞ্চম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮২ খৃ. পঞ্চম বার পবিত্র কাবা যিয়ারতের সুযোগ লাভ করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ খৃ. মঙ্গলবার ঢাকা থেকে ওমরার এহরাম বেঁধে বিকাল বেলা বিমানে আরোহণ করে রাত ৯ টায় জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[১৪] কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত [১৫] কারণে ঐ রাত ও পরের দিন দুপুর পর্যন্ত জেদ্দায় অবস্থান করে মাগরিবের সময় মক্কায় পৌঁছেন। ওমরা ও হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে ১ অক্টোবর ’৮২ খৃ. ইশার নামাজ পড়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ফজরের পূর্বেই মদীনায় পৌঁছেন।[১৬] ৭ দিন মদীনায় অবস্থান করে ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে মদীনা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে জেদ্দা হয়ে ৮ অক্টোবর ভোর বেলা ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। [১৭]

ষষ্ঠ বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮৩ খৃ. আবারো আল্লাহর ঘর যিয়ারতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন এবং এ বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর একটি বিমানে করে ঢাকা থেকে জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছেন। [১৮] এ সফরে তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন জনাব আনসার উদ্দীন ও জনাব মতিউর রহমান সাহেব। যথারীতি ওমরাহ ও হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে ১৪ জিলহাজ্জ সকালে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান যোগে রওয়ানা হয়ে ২৭ সেপ্টম্বর খুব প্রত্যুষে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। [১৯]

সপ্তম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮৪ খৃ. সপ্তম বার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুযোগ লাভ করেন। এ সফরে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন তাঁরই একজন বন্ধু জনাব মীর মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব। তাঁরা ২৮ আগষ্ট '৮৪ খৃ. রাত ১১ টায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

১৫. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) জেদ্দা পৌঁছে দেখেন তাঁর ও তাঁর সফর সঙ্গী জনাব আহমদ আলী এবং ড. মুশফিকুর রহমান সাহেবের মামলামাল তাঁদের টার্মিনালে পৌঁছেনি। তাই রাত ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তাঁরা সৌদী আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব জনাব সোহরাব উদ্দিন সাহেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁর বাসায় মেহমান হন। পরের দিন জানা গেল ঢাকা বিমান বন্দর থেকে তাঁদের মালপত্রে ভুলক্রমে হজ্জ টেগ ব্যবহার না করে সাধারণ টেগ ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই তাদের মালামাল হজ্জ টার্মিনালে যায়নি। তবে পরদিন মাগরিবের নামাজের পর বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের সামনে তাঁরা তাঁদের মালামালগুলো খুঁজে পেয়েছেন। (মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭)

১৬. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

১৮. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

বন্দরে পৌঁছেন এবং রাত ১টায় বিমানে আরোহণ করেন।[২০] অতপর জেদ্দা হয়ে সকাল ১০ টার দিকে মক্কা শরীফে পৌঁছেন। যথারীতি ওমরা ও হজ্জের কাজ সমাপ্ত করে ১৩ জিলহাজ্জ বাদ মাগরিব মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সারারাত গাড়ীতে কাটিয়ে তাহাজ্জুদের সময় মদীনায় পৌঁছেন। চার দিন মদীনায় অবস্থান করে আবারো মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২১] অতপর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ খৃ. ফজরের নামাজ আদায় করে বিদায়ী তাওয়াফ করে দুপুর ১২ টায় জেদ্দায় পৌঁছেন। সেখান থেকে বাংলাদেশে এয়ারলাইন্স এর ৭০৭ বিমান যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করনে। [২২]

অষ্টম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮৬ খৃ. অষ্টম বার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুযোগ লাভ করেন। এবার তাঁর হজ্জের সাথী ছিলেন তাঁর মসজিদের দু'জন মুসল্লি

জনাব ইয়াসীন সাহেব ও মোহাম্মদ মনির উদ্দিন সাহেব। তাঁরা ৮ আগষ্ট '৮৬ খৃ. রাত ১১ টায় ঢাকা থেকে রওয়ানা করে ৯ আগষ্ট সকাল বেলা জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছেন।[২৩]

বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্তির পর তাঁরা মক্কায় পৌঁছে ওমরার কাজ সম্পন্ন করেন। হজ্জের দিন গুলোতে যথারীতি হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে ১৩ জিলহাজ্জ ফজর নামাজের পর বিদায়ী তাওয়াফ সুসম্পন্ন করেন। অতপর ঐদিন বিকাল বেলা মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন এবং রাত প্রায় আড়াইটার দিকে মদীনা শরীফ পৌঁছতে সক্ষম হন।[২৪] কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করে ২০ আগষ্ট রাতে জেদ্দা হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে সকাল ৯ টায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[২৫]

নবম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮৭ খৃ. আরো একবার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর মসজিদের মুসল্লি জনাব মোহাম্মদ ইয়াসীন। তাঁরা ৬ জুলাই ১৯৮৭ খৃ. বৃহস্পতিবার আছরের নামাজ পড়ে বিমানে আরোহণ করেন এবং টানা ৬ ঘন্টা ২৫ মিনিট উড্ডয়নের পর জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[২৬]

---

২০. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

অতপর মক্কায় পৌঁছে তাঁরা যথারীতি ওমরা ও হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করে ১৩ জিলহাজ্জ রবিবার বাদ মাগরীব মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করেন। সোম, মঙ্গল ও বুধ এ তিন দিন মদীনায় অবস্থান করে বুধবার বাদ মাগরীব জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখান থেকে সকাল সাড়ে ছয়টায় বাংলাদেশ বিমানে চড়ে বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে চারটায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

দশম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সৌদী সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৯০ খৃ. সস্ত্রীক আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুযোগ লাভ করেন।[২৮] তাঁরা ২৫ জুন, ১৯৯০ খৃ. সোমবার সকাল ১০ টায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সৌদী এয়ালাইন্স এর একটি বিমানে করে সৌদী আরবের আসরের সময় জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[২৯] তারপর ঐ দিন বিকাল বেলায় মক্কা শরীফ পৌঁছে ওমরার কাজ সম্পন্ন করেন। সৌদী সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমান হওয়ার সুবাধে এ সফরে তাঁরা দু'জনই মক্কায় হেরেমের পাশে বাদশাহর বাড়ীতে থাকার সুযোগ লাভ করেন।[৩০]

হজ্জের দিন সমূহে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে তাঁরা ১২ জিলহাজ্জ বিকালে জেদ্দা হয়ে বিমানযোগে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। মদীনায় কয়েকদিন অবস্থান করে ৮ই জুলাই রাত ১১ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে সৌদী এয়ারলাইন্স এর বিমানে আরোহণ করেন এবং ৯ জুলাই বাংলাদেশ সময় সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।[৩১]

এগারতম বার যিয়ারত:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৯৩ খৃ. আরো একবার পবিত্র কাবা শরীফ যিয়ারত করার সুযোগ লাভ করেন। আর এটা ছিল বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮,২১৯

২৮. পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সৌদী দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে সৌদী রাষ্ট্রদূত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামকে সস্ত্রীক হজ্জে যাওয়ার জন্য সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানান। টিকেট ও ভিসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সৌদী দূর্তবাস কর্তৃপক্ষই পালন করেছেন।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০)

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮, ২২৯

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সফর।[৩২] এ সফরে তাঁর সাথে এ দেশের আরো চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও শামিল ছিলেন। তাঁরা সকলে ১৯ নভেম্বর ১৯৯৩ খৃ. শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করেন। শনিবার দিন মক্কায় পৌঁছে ওমরার কাজ সম্পন্ন করেন। রবিবার ভোরে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ঐ দিনটি মদীনায় অতিবাহিত করে রাতেই আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৩] অতপর সোমবার সকাল থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও তিনি আরো অসংখ্যবার আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তবে তাঁর সর্বশেষ বায়তুল্লাহর যিয়ারত ছিল ২০০৭ খৃ. রমজান মাসে। এ সফরে তিনি তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও জামাতাদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহ ও তার প্রিয় নবীর (সা.) এর দরবারে শেষ বারের মত হাজির হয়েছিলেন।[৩৪]

ইমামও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) জুমু'আর নামাজের ইমাম ও খতীব হিসেবে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ব্যয় করেন। তিনি ১৯৬৩ খৃ. শুরুতে ঢাকার চুড়িহাট্টা জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ খৃ. পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।[৩৫] তিনি জুমু'আর পূর্বে বাংলা ও উর্দু ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। পূরাতন ঢাকার বহু লোক তাঁর এ বয়ান শুনার জন্য সে মসজিদে সমবেত হতেন। ১৯৭৪ খৃ. লালবাগ শাহী মসজিদ কমিটির অনুরোধে তিনি ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন[৩৬] এবং ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।

---

৩২. ১৯৯৪ খৃ. সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠ ও সুন্দর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪/১১/৯৩ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্মেলন কক্ষে দেশের বিশিষ্ট আলিমগণকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশী হাজীদের সুষ্ঠ ও সুন্দর হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সহ ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে হজ্জের পূর্বে সৌদী আরব গমন করেন।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১)

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৩৪. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৬

৩৬. লালবাগ শাহী মসজিদ কমিটির অনুরোধে মুহতারাম মাওলানা এ মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে এ মসজিদে আনার জন্য যারা সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে লালবাগের মরহুম সলীমুল্লাহ খান, মরহুম হাজী আকবর সাহেব, মরহুম হাজী আহমদ সাহেব এবং এ মসজিদের তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব খোকা মিয়া উল্লেখযোগ্য।

(মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬)

লালবাগ মসজিদে তিনি জুমু'আর নামাজের খোৎবার পূর্বে সাধারণ মুসল্লিদের জন্য বয়ান করতেন এবং জুমু'আর নামাজের পরে পুনরায় খাস মজলিসে আবারো প্রায় সোয়া এক ঘন্টা বয়ান পেশ করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে দ্বীনি ইলমের অন্বেষণকারীগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উভয় মজলিসে অংশ গ্রহণ করতেন। লালবাগ শাহী মসজিদে জুমু'আ ব্যতীত দু'ঈদের নামাজের ইমামতিও তিনিই করতেন। তাঁর অক্লান্ত সাধনায় এ মসজিদটিও একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।[৩৭] তাঁর জীবনের অন্যতম একটি সৌভাগ্যের ঘটনা হল, তিনি মসজিদে নববীতে একদিন মাগরিবের নামাজে ইমামতি করেছিলেন। গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা শামসুল হক সাহেব সেদিন মসজিদে নববীতে তাঁর পিছনে মাগরিবের নামাজ আদায় করেছিলেন। আর এ ঘটনাটি মাওলানা শামসুল হক সাহেব হুজুরের ইন্তেকালের পর তাঁর স্মরণ সভায় বর্ণনা করেছেন।[৩৮]

রেডিও টেলিভিশনে বক্তৃতা প্রদান :

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) '৫০ এর দশক থেকে ঢাকা রেডিও সেন্টারে ও '৬২ খৃ. আইউব খান কর্তৃক ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের উদ্বোধনের পর থেকে টি.ভির ঢাকা কেন্দ্রে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। ৬০ খৃ. শেষের দিকে তৎকালীন ঢাকা রেডিও সেন্টার কর্তৃপক্ষ তাঁকে আল্লামা ইকবাল দর্শনের উপর ধারাবাহিক কথিকা পেশ করার জন্য মনোনীত করেন। রেডিও'র এ অনুষ্ঠানটি প্রতি বুধবার রাত দশটায় প্রচারিত হতো। সুদীর্ঘ দু'বছর নিয়মিত ভাবে তিনি এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এছাড়াও রেডিও'র দৈনন্দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৫৪ খৃ. থেকে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে 'কোরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন,[৩৯] যা বর্তমানে 'পথ ও পাথেয়' শিরোনামে প্রচারিত হচ্ছে। এমনিভাবে রমজান মাসে সেহরী অনুষ্ঠান ও রবিউল আউয়াল মাসের মিলাদ মাহফিল পরিচালনার দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। ঢাকা রেডিও সেন্টারে যারা চল্লিশ বছর একাধারে প্রোগ্রাম করেছেন তাঁদের সম্পর্কে '৯৮ খৃ. বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। উক্ত

অনুষ্ঠানে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) কে নিয়ে সুদীর্ঘ ৪৫ মিনিট আলোচনা করা হয়।[৪০]

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৮. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৯৯৮ খৃ. দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে রেডিও থেকে মাওলানার প্রোগ্রাম প্রচারিত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে সেখানকার মুসলমানগণ তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার 'নেদাউল ইসলাম' রেডিও চ্যানেলে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করলে তিনি ২০ মিনিট ইংরেজি ভাষায় ইসলামের মূল শিক্ষার উপর ঐ চ্যানেলে আলোচনা করেন।[৪১]

গ্রন্থাবলী রচনা:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) দ্বীনি গ্রন্থাবলী রচনার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক হিসেবে তাঁর অনন্য ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। 'তফসীরে নূরুল কোরআন'সহ তাঁর মৌলিক রচনা ও বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত।[৪২] নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের কয়েকটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

(i) তারীখে ইসলাম

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৫৫ খৃ. সর্ব প্রথম তারীখে ইসলাম বা ইসলামের ইতিহাসের উপর গবেষণা শুরু করেন এবং ঐ বছরই উর্দু ভাষায় দু'খণ্ডে 'তারীখে ইসলাম' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম খণ্ডে মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবন, তাঁর মহান আদর্শ, মাক্কী ও মাদানী জীবনের ইতিবৃত্ত এবং খোলাফায়ে রাশেদার খেলাফত কালের আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বনু উমাইয়া ও আব্বাসিয়দের শাসনামলের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

(ii) আল মিনহাজুস ছাবী ফী হাল্লিল বায়যাবী

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ খৃ. তিনি বিখ্যাত আরবী তাফসীর বায়যাবী শরীফের প্রথম আড়াই পারা ব্যাখ্যা করে উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ঐ বছরই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

(iii) হাজীদের সাথী

তিনি ১৯৫৭ খৃ. তাঁর পিতার হজ্জে গমন উপলক্ষে 'হাজীদের সাথী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৪১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

(iv) জীবন ও কোরআন

১৯৬১ খৃ. তিনি বাংলা ভাষায় 'জীবন ও কোরআন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

(v) বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান

লেখকের এ গ্রন্থটি সর্ব মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৬৯ খৃ. প্রকাশিত এ গ্রন্থটি পর পর তিনটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলা ভাষায় এমন গ্রন্থ খুবই দুর্লভ। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থটির ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(vi) বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (সা.) এর অবদান

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) রচিত এ গ্রন্থ খানি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ২১৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত চমৎকার।

(vii) যুগ সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন

এ গ্রন্থটি ৩০ জুন ১৯৭৮ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিত এ গ্রন্থখানি মানুষের কাছে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার বিভিন্ন জটিল ও কঠিন সমস্যার

কুরআন ভিত্তিক বাস্তব সমাধান উপস্থাপন করেছে। বাংলা ভাষায় এমন গ্রন্থ খুবই বিরল।

(viii) এনায়েতুল কোরআন

বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় করুণা। পবিত্র কুরআনই পারে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মুক্তির পথ বাতলে দিতে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ এনায়েতুল কোরআন ১৯৭৭ খৃ. মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(ix) পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন

মানুষের জীবনকে পবিত্র কুরআনের আয়নায় বিম্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। মানুষের জীবনের উত্থান-পতনের সুস্পষ্ট ও বাস্তবমুখী মূল্যায়ন পবিত্র কুরআনের আলোকে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(x) যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

এটি মুহতারাম মাওলানার অনুবাদ কর্মের অন্তর্ভূক্ত। বইটি হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বিরচিত 'নশরুত্ত্যীব ফি যিকরিন্নাবিয়্যীল হাবীব' নামক গ্রন্থের সার্থক বঙ্গানুবাদ।

(xi) মহান রাষ্ট্র নায়ক হযরত রসূলে করীম (দ.)

বিশ্বনবী (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং সুদীর্ঘ দশ বছর তা পরিচালনা করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। এ গ্রন্থে লেখক রাসূল (সা.) এর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর পরিচালনার মূলনীতি সমূহ সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।

(xii) দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম

এ গ্রন্থটিও মুহতারাম মাওলানার অনুবাদ কর্ম। এটি শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (র.) এর 'ফাজায়েলে দরুদ শরীফ' গ্রন্থের সার্থক বঙ্গানুবাদ। এ গ্রন্থে দরুদ শরীফের ফজিলত, দরুদ শরীফ না পড়ার পরিণাম ও দরুদ শরীফ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

এ গুলো ছাড়াও তিনি 'স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী (দ.)', 'হযরত গওসুল আজমের অমর বাণী', 'আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন ধারা', 'ইমাম বোখারী (র.)', 'পবিত্র কোরআনের মর্মকথা', 'মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ.)', 'হযরত রাবেয়া বসরী (র.)', 'মুসলমানের কর্তব্য', 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা', 'পবিত্র কোরআনের আলোকে চন্দ্রে অবতরণ', 'দুই ঈদ', 'হাদীস শরীফের আলো', 'সাহাবা চরিত', 'আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের অবদান', 'ইমাম হোসাইন (রা.)' ও 'নূরে নবী (দ.)' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শিক্ষকতা :

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৫৯ খৃ. মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার নবাব বাড়ী ইসলামিয়া মাদরাসা কমিটির অনুরোধে উক্ত মাদরাসা কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪৩] তখন মাদরাসা কমিটির সভাপতি ছিলেন নবাব হাসান আসকারী এবং সহ-সভাপতি ছিলেন আলহাজ্জ আবদুল মাজেদ সরদার। কমিটি মাদরাসা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব মুহতারাম মাওলানার উপর অর্পণ করেন।

৪৩. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ কালীন সময়ে এই মাদরাসায় প্রাথমিক কিতাব সমূহ পড়ানো হত। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ মাদরাসাটিকে দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ে উন্নীত করেন।

তিনি এ মাদরাসায় তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে বায়যাবী পড়াতেন। দাওরা ক্লাসের ছাত্রদেরকে তিনি পবিত্র কুরআন খুলে তাফসীরের দরস দিতেন। বছরের শুরুতে সূরা ফাতেহা থেকে আরম্ভ করতেন এবং শত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব পড়াতে থাকতেন। তিনি মাঝে মাঝে দাওরা ক্লাসের ছাত্রদেরকে ইসলামের ইতিহাসের উপরও পাঠদান করতেন। ইসলামের ইতিহাসের উপর তাঁর ধারাবাহিক আলোচনা শুনে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধেরমত তন্ময় হয়ে যেত। ১৯৭০ খৃ. পর্যন্ত এ মনীষী অত্যন্ত সুখ্যাতির সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

পত্রিকার সম্পাদনাঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সেপ্টেম্বর ১৯৮১ খৃ. থেকে মাসিক আল-বালাগ পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশের পর থেকে মুহতারাম মাওলানার ইন্তিকাল পর্যন্ত কোন রকমের বিপত্তি ব্যতীত পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। [১] বর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নুরুল কোরআন' গ্রন্থটি সেপ্টেম্বর ১৯৮১ খৃ. থেকে আল বালাগ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৯৮ খৃ. এ পত্রিকাতেই এই তাফসীরের সর্বশেষ অংশ ছাপা হয়।[২] পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া, প্রশ্নোত্তরের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে পাঠকদের ধৈর্য হারা না করে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণীকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা, হুজুর (সা.) এর পূত-পবিত্র জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা, সম্পাদকীয়তে দ্বীন-দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণের পথ নির্দেশনা পেশকরাসহ ইসলামের মহান শিক্ষাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রাণন্তকর প্রচেষ্টা করা।[৩]

---

১. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত পৃ, ৩৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮

পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর জীবদ্দশায় স্বীয় কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেকগুলো পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভে ধন্য হন। নিম্নে তার কয়েকটির বর্ণনা[৪] তুরে ধরা হল।

এক. তাঁর মৌলিক রচনাবলীর জন্য 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার-১৯৮৯' এ ভূষিত হন।

দুই. তিনি ১৯৯২ খৃ. দ্বীনি খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ মিশরের কায়রোস্থ আন্তর্জাতিক সম্মলনে 'প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক (ফাস্টগ্রেড)' লাভ করেন।

তিন. ইরানের রাজধানী তেহরানে ২০০০ খৃ. অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' গ্রন্থটি প্রদর্শিত হয়।

চার. বাংলা ভাষায় তাফসীর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০১ খৃ. 'হুফফাজুল কোরআন ফাউণ্ডেশন' তাঁকে ক্রেষ্ট প্রদান করে।

বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) অনেক গুলো সামাজিক ও সেবাধর্মী সংস্থার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। নিম্নে তার কিয়দংশের বর্ণনা তুলে ধরা হল–[৫]

এক. তিনি একাধারে চৌদ্দ বছর 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' এর বোর্ড অব গর্ভনস এর সদস্য ছিলেন।

দুই. জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিন. জাতীয় যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

চার. 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' এর একাডেমিক কাউন্সিল সিলেকশন কমিটি, তাফসীরে তাবারী সম্পাদনা পরিষদ, বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা কমিটির সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

পাঁচ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

ছয়. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন।

৪. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

আধ্যাত্মিক জীবন:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় তাঁর পিতার নিকট থেকে। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আলী মিয়া তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের প্রখ্যাত বুজুর্গ শাহ ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) এর সাহেবজাদা ও খলীফা হযরত আহমদ মিয়া (র.) এর মুরীদ ছিলেন।[৬] মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) শৈশবেই তাঁর পিতার সঙ্গে জেহরী জিকিরে অভ্যস্ত হন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৫৮ খৃ. থেকে ১৯৬০ খৃ. পর্যন্ত একাধারে দু'বছর তিনি চট্টগ্রামে আওলাদে রাসূল (সা.) সৈয়দ আবদুল করীম মাদানী (র.) এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। এ সময় তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রশিক্ষণ হয়।[৭]

তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৬৪ খৃ. দারুল উলুম দেওবন্দের তদানীন্তন মুহতামিম মাওলানা তৈয়্যব (র.) তাঁকে চিশতীয়া তরীকায় বায়'আত করেন। এভাবে তিনি কাদেরিয়া তরীকার পাশাপাশি চিশতীয়া তরীকার সবক ও অব্যাহত রাখেন। সবশেষে তিনি প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর নিকট বায়'আত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাজগণের প্রত্যেকেরই আধ্যাত্মিক সিলসিলা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রমাণিত।[৮]

পারিবারিক জীবন:

পারিবারিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক।[৯] জ্যেষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি আল বালাগ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখাশুনা করছেন। কনিষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম লালমাটিয়া মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেছেন[১০] এবং তিনি বর্তমানে স্বপরিবারে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।

---

৬. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭. প্রত্যেকদিন এশার নামাজের পর কায়েদীয়া তরীকায় সৈয়দ আবদুল করীম মাদানী (র.) এর খানকাতে জিকিরের মজলিস অনুষ্ঠিত হত। মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) নিয়মিত সে মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর সৈয়দ সাহেব (র.) তাঁর মুরীদগণকে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর মাধ্যমেই তা'লীম দিতে শুরু করেন। (মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯)

৮. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৯. সাক্ষাৎকার: মোঃ শহিদুল ইসিলাম তারেক (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর মেঝ ছেলে), ৫২, বাংলা বাজার, ঢাকা: সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-০৫/০৫/১২ খৃ.

১০. প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ০৬/০৬/২০১৩ খৃ.

তার বড় জামাতা আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল হালীম ঢাকার বিখ্যাত এমদাদিয়া লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী। মেঝ জামাতা আলহাজ্ব ফজলুল আমিন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তৃতীয় জামাতা আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাফওয়ান ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাশ করেছেন। তিনি একজন সুবক্তা ও বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন। চতুর্থ জামাতা আলহাজ্ব নুরুল আমীন সাহেবও একজন ব্যবসায়ী এবং পঞ্চম জামাতা আলহাজ্ব মিফতাহ উদ্দীন খান ইসলামপুরে কাপড়ের ব্যবসা করেন।[১১]

ইন্তিকাল:

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৬ নভেম্বর ২০০৭ খৃ. শুক্রবার তাঁর মোহাম্মদপুরের বাসায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মাহফিলে বাদ মাগরীব বয়ান পেশ করেছেন। বয়ান শেষে ইশার নামাজ পড়ে অসুস্থতা বোধ করেন। ঐ রাত্রিটি ছিল প্রচণ্ড অন্ধকারচ্ছন্ন। হুজুর অনুমতি না দেয়ায় রাতে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয় নি। ১৭ নভেম্বর সকাল বেলা তাঁকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১২] সেখান থেকে পরবর্তীতে তাঁকে তৎকালীন পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পিজি হাসপাতাল থেকে তাঁকে ১৭ তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকার এ্যাপেলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর শারিরীক অবস্থা পর্যায়ক্রমে খারাপ হতে থাকে। অবশেষে ১৯ তারিখ দুপুর ১ টার সময় এ্যাপেলো হাসপাতালেই এ মনীষী ইন্তিকাল করেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

---

১১. প্রাগুক্ত

১২. মাওলানা মো: আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

তফসীরে নূরুল কোরআন : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও রচনা শৈলী

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের যথাযথ ব্যাখ্যা করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ ইলমে অহী। তাই অহীর ধারক রাসূলুল্লাহ (সা.)ই হলেন পবিত্র কুরআনের একমাত্র যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাকারী। সাধারণ মানুষ শুধু আয়াতের সম্ভাব্য দিকগুলোর বিশ্লেষণ

করতে পারে। সম্মানিত মুফাসসিরগণ তা-ই করেছেন। তাঁদের এ বিশ্লেষণধর্মী তাফসীর গ্রন্থ সমুহের মধ্যে 'তফসীরে নুরুল কুরআন' অন্যতম। এ তাফসীর গ্রন্থে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দু'টি দিক রয়েছে। একটি যাহিরী বা প্রকাশ্য, অন্যটি বাতিনী বা অপ্রকাশ্য। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন-[১]

ان القران انزل علي سبعة احرف ما منها حرف الا وله ظهروبطن

'আল কুরআন সাতটি হরফ বা পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। যার প্রতিটি বর্ণের রয়েছে একটি যাহিরী ও একটি বাতিনী তাৎপর্য।' এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) আরো বলেছেন-[২]

ظاهره انيق وباطنه عميق له نجوم علي نجومه لاتحصي عجائبه ولاتبلي غرائبه فيه مصابيح الهدي ومنار الحكمة

'তার বাহিরের দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ, ভেতরের দিক অনেক গভীর। তার অনেকগুলো তারকা রয়েছে। রয়েছে তারকা সমূহের উপর আরো অনেক তারকা। তার বিস্ময় অবারিত ও অভিনবত্ব অজীর্ণ, এতে রয়েছে হেদায়েতের বাণী ও হেকমতের নির্দেশনা।'

পবিত্র কুরআনের মূল ভাবকে মানব জাতির সম্মুখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মনীষি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাই পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে ভাষাতে পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচিত হয়নি। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট পবিত্র কুরআনের বাণীকে সবিস্তারে তুলে ধরার জন্য যে সকল মনীষি অনবদ্য অবদান রেখেছেন, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁদের অন্যতম।

---

১. উদ্ধৃত: ড. যাহাবী, *আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

২. উদ্ধৃত : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ* , খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা: ১৯৮৮ খৃ. পৃ. ৯

তিনি সূদীর্ঘ ১৭ বছর অত্যন্ত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে পবিত্র কুরআনের আলোকে পৌঁছে দেয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে ৩০ খণ্ডে 'তফসীরে নূরুল কুরআন' আখ্যায় পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ বাংলায় একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।[৩] বাংলা ভাষায় তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থের মত বিস্তারিত আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় চলতি ভাষায় লিখিত এ তাফসীর গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দ্বারা অথবা হাদিস দ্বারা, আবার কোথাও সাহাবাগণের উক্তি দ্বারা বর্ণনা করে রেফারেন্সসহ উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রচিত বিভিন্ন মূল্যবান

তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্ব সম্ভারের উপস্থাপনা এ গ্রন্থটিকে আরো নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। নিম্নে এ গ্রন্থটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর নামকরণের তাৎপর্য

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) যদিও ‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ কে বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন তথাপি এ তাফসীর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন আরবী শব্দ দিয়ে। তিনি তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থের জন্য এমন একটি নাম পছন্দ করেছেন যার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যে এ তাফসীর রচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মধ্যে লুকায়িত আলোকচ্ছটাকে উন্মুক্ত করে অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির হৃদয়কে হিদায়াতের আলোতে উদ্ভাসিত করে দিতে চেয়েছেন, তা এ তাফসীরের নামকরণ থেকেই অনুমিত হয়।

মূলত: نورالقران বাক্যাংশটি نور ও القران শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। نـور শব্দের অর্থ -আলো, আলোর কিরণ, লণ্ঠন ইত্যাদি।[৪] এর বহুবচন হল انـوار আর পরিভাষায় نور বলা হয় [৫]

ما يبين الاشياء ويري الابصارحقيقتها

‘যা বস্তু সমূহকে প্রকাশ করে দেয় এবং চোখকে তার রহস্য দেখিয়ে দেয়’। পবিত্র কুরআনে نور শব্দটিকে অসংখ্যবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নিসাতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

يايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا-

‘হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।’[৬]

৩. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, *হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম- জীবন ও সাধনা*, আন নুর পাবলিকেশন্স , ঢাকা: ২০০৩ খৃ. পৃ. ৬২

৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল কাওসার*, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১৯৯৪ খৃ. ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৬৮৯

৫. ড.ইব্রাহিম মাদকুর, *মু‘জামুল ওয়াসীত*, কুতুবখানা হুসাইনিয়া, দেওবন্দ: ১৯৭২ খৃ. ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯৬২.

৬. আল কুরআন, ৪:১৭৪

সূরা আন‘আমে এসেছে -

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروابربهم يعدلون

‘সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যকে সমতুল্য স্থির করে।’[৭] এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদা,[৮] তাওবা,[৯] নূর,[১০] হাদীদ,[১১] সাফ,[১২] তাহরীম[১৩] সহ অনেক সূরাতে নূর শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনকেও সরাসরি নূর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

فامنوابالله ورسوله والنورالذي انزلنا والله بما تعملون خبير

'অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।'[১৪] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকেও নূর বলেছেন[১৫]

بريدون ليطفووا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون-

'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাফওয়াতুত্ তাফাসীর প্রণেতা বলেন-[১৬]

اي يريدالمشركون بان يطفؤوا دين الله وشرعه المنيربافواههم

আর এ কুরআন নাযিলও হয়েছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন-[১৭]

الركتب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمت الي النورباذن ربهم الي صراط العزيزالحميد-

---

৭. আল কুরআন, ৬:১

৮. আল কুরআন, ৫:১৫, ১৬, ৪৬

৯. আল কুরআন, ৯:৩২, ৩৩

১০. আল কুরআন, ২৪:৩৫

১১. আল কুরআন, ৫৭:২৮

১২. আল কুরআন, ৬১:৮

১৩. আল কুরআন, ৬৬:৮

১৪. আল কুরআন, ৬৪:৮

১৫. আল কুরআন, ৬১:৮

১৬. শায়খ মোহাম্মদ আলী সাবুনী, *সাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, দারু এহইয়াউত তুরাছি আরাবী, বৈরুত: ২০০৮ খৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪

১৭. আল কুরআন, ১৪:১

'আলিফ- লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন- পরাক্রান্ত, প্রশংসারযোগ্য পালন কর্তার নির্দেশে তারঁই পথের দিকে।'

যেহেতু মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর রচিত এ তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অভ্যন্তরীন আলোকে মানবতার সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে দিতে চান। তাই তাঁর এ তাফসীরের নামকরণ نورالقران তথা 'কুরআনের আলো' যথার্থ হয়েছে।

'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর গঠন কাঠামো ও রচনাশৈলী

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনেক তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কুরআনের বিস্তারিত তাফসীর সরাসরি এ ভাষাতে খুব একটা রচিত হয়নি বললেই চলে। এ শুণ্যতাটি উপলব্ধি করে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) ১৯৮০ খৃ. বাংলা ভাষায় মৌলিক, প্রামাণ্য ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ খৃ. থেকে নিয়মিত লেখা শুরু করেন।[১৮] ১৯৮১ খৃ. সেপ্টেম্বর থেকে 'মাসিক আল বালাগ' পত্রিকায় তা ছাপা হতে থাকে।[১৯] মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এ গ্রন্থটি রচনায় কেন হাত দিয়েছেন তা তিনি নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন।[২০]

> "পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে বিগত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ আজো রচিত হয়নি। তখন থেকেই আমার মনের গোপনতম প্রকোষ্টে যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তা হলো: বাংলা ভাষায় এমন একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করা, যা হবে মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত, যা হবে অন্যান্য ভাষায় রচিত মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ সমূহের নির্যাস। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআন তরজমায় হাত দেই।"

তাঁর এ তাফসীরের ১ম খণ্ড ১৯৮৪ খৃ. **'তফসীরে নূরুল কোরআন'** শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ তাফসীর খণ্ডখানী পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হওয়ায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বাকী কাজ সম্পন্ন করায় ব্রতী হন। সর্বশেষে ১৯৯৮ খৃ. উক্ত তাফসীরের ৩০তম খণ্ডের প্রকাশনার মাধ্যমে **'তফসীরে নূরুল কোরআন'** পরিপূর্ণতা লাভ করে।[২১]

---

১৮. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ২০০৯, ৪র্থ প্রকাশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ('লেখকের আরজ' দ্রষ্টব্য)

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ ('লেখকের আরজ' দ্রষ্টব্য)

২১. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

তাঁর এ তাফসীরের প্রথম খণ্ডের শুরুতে 'লেখকের আরজ' নামে চার পৃষ্ঠার একটি আবেদন, সাত পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র, নয় পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। অতপর 'অবতরণিকা' নামে লেখক পুনরায় ১৫৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বৃহৎ ভূমিকার অবতারণা করেছেন।[২২] এই 'অবতরণিকা' অংশে তিনি পবিত্র কুরআন ও কুরআনের তাফসীরের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কুরআন সংকলনের ইতিহাস, কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম, ফাযায়েলে কুরআন, কুরআনের তাফসীর প্রসঙ্গ, কুরআনে একই ঘটনা বারবার উল্লেখ করার কারণ, ওহী নাযিলের পদ্ধতি, কুরআনে বর্ণিত ফেরেস্তা, সাহাবায়ে কেরাম ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিবরণ, প্রথম যুগের তাফসীরকারগণের পরিচিতি, উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন ও কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্যযোগ্য।[২৩] প্রতিটি খণ্ডের শুরুতে প্রথম খণ্ডের মতই তিনি ৩ থেকে ৭ বা ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ভূমিকা ও ৩ থেকে ৭ বা ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বিষয় সূচী প্রদান করেছেন।

অনুবাদ ও তাফসীরের পূর্বে বাংলায় প্রতিটি সূরার নাম, অবতীর্ণের স্থান, আয়াত ও রুকুর সংখ্যা, শানে নুযূল ও ফাযায়িলুল কুরআন ইত্যাদি আলোকপাত করেছেন। অতপর প্রতিটি সূরার আংশিক মূল আরবী, তৎনিচে 'তরজমা' আখ্যায় বঙ্গানুবাদ, অতপর 'তাফসীরুল কুরআন' আখ্যায় পবিত্র কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর এ তাফসীর রচনায় যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে 'জামিয়ুল বায়ান', 'মাফাতিহুল গায়িব', 'ইবনে কাসীর', 'আদদুররুল মানসূর', 'মাযহারী', 'খুলাসাতুত তাফাসীর', 'সাফওয়াতুত তাফাসীর', 'বায়ানুল কুরআন', 'তাফসীরে হাক্কানী', 'তাফসীরে মাজেদী', 'আল বাহরুল মুহীত', 'মা'আরেফুল কুরআন', 'কাসাসুল কুরআন', 'তানবীরুল মিকইয়াস' ও বুখারী-মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থ উল্লেখ্যযোগ্য।

ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত ১১,১০২ পৃষ্ঠায় রচিত এই সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থে ইসলামী জীবন ধারার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এমন প্রায় সাড়ে চার হাজার বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২৪] এ বৃহৎ তাফসীরটি খণ্ডাকারে প্রকাশনার সময় ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা-পাক -ভারত উপমহাদেশের বহু মুসলিম মনীষী উক্ত তাফসীরের প্রসংশা করে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের অভিমত তুলে ধরা হল-

~~২২. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত~~

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. মোহাম্মদ মাহামুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২,৬৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এমিরিটার্স প্রফেসর ড. সিরাজুল হক বলেন-"আমার ক্ষুদ্র মতে এই তাফসীর খানা একটি আধুনিক গ্রন্থ, যার মারফত আমরা আরও জ্ঞান লাভের সন্ধান পেতে পারি।"[২৫]

১৩৯৩ বা. ২৫ বৈশাখ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বিশিষ্ট লেখক হাসান আব্দুল কাইয়ুম উক্ত তাফসীরের ১ম খণ্ড সর্ম্পকে মন্তব্য করে বলেন- " মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বাংলা ভাষায় মৌলিক ও প্রামাণ্য তাফসীর লিখার ক্ষেত্রে এক নব-দিগন্তের সূচনা করেছেন।"[২৬]

পাকিস্তানের লাহরের বাদশাহী মসজিদের খতীব, মজলিসে ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি ড. সৈয়দ আব্দুল কাদের আজাদ তাঁর অভিমতে বলেন-

"আমার মতে তাঁর এ তাফসীর হলো সমস্ত তাফসীর গ্রন্থের ফুলের তোড়া বিশেষ । যামাখ্শারী, বায়জাভী, তাবারী, ইবনে কাসীর এক কথায় উল্লেখ্যযোগ্য সমস্ত তাফসীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এতে প্রতিফলিত হয়েছে।"[২৭]

ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আজমী এ তাফসীরটিকে "প্রামাণ্য, বিস্তারিত এবং যথা নিয়মে রচিত"[২৮] বলে মন্তব্য করেছেন।

২৫. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ.৮ ('অভিমত' পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. 'দৈনিক ইত্তেফাকের দৃষ্টিতে তাফসীরে নূরুল কোরআন' দ্রষ্টব্য

২৭. প্রাগুক্ত, ঢাকা: ১৯৯৮, ৩০তম খণ্ড, ৩০ পারা, ১ম সংস্করণ, পৃ. গ্রন্থের শেষে 'অভিমত' পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২৮. প্রাগুক্ত

'তফসীরে নূরুল কোরআন' গ্রন্থটির খণ্ডাকারে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল-

খণ্ড	পারা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মূল্য	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রক, মুদ্রণ সংস্থা	প্রথম সংস্করণ
১ম	১ম	৫৪৭		মো: মইনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড , ব্লক এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।	মনোরম মুদ্রায়ন, শিরিশ দাস লেন, ঢাকা -১	১৯৮৪ খৃ.
২য়	২য়	৪২৯	১৫০ টাকা	মো: শহিদুল ইসলাম তারেক, ঐ	ঐ	১৯৮৫ খৃ.
৩য়	৩য়	৩২০	১২৫ ,,	মো: মাহমুদুল হাসান, ঐ	ঐ	১৯৮৭ খৃ.
৪র্থ	৪র্থ	৩৭৪	১৭৫ ,,	মো: মইনুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৮৮ খৃ.
৫ম	৫ম	২৬২	১২৫ ,,	মো: মাহমুদুল হাসান, ঐ	মুজাহিদ, প্রিন্টিং, ১৪/এ কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা- ১০	১৯৮৯ খৃ.
৬ষ্ঠ	৬ষ্ঠ	৩৩৮	১৭৫ ,,	মো: মইনুল ইসলাম ঐ	দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০ হাট খোলা রোড, ঢাকা।	১৯৮৯ খৃ.
৭ম	৭ম	৩১০	১৭৫ ,,	মো: শহিদুল ইসলাম তারেক, ঐ	ঐ	১৯৯০ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৮ম	৮ম	৩১৯	১৭৫ ,,	মো: মইনুল ইসলাম ঐ	ঐ	১৯৯০ খৃ.
৯ম	৯ম	৩৩৬	১৭৫ ,,	মো: মাহমুদুল হাসান, ঐ		১৯৯০ খৃ.
১০ম	১০	৩৮৪	২০০ ,,	মো: শহিদুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯১ খৃ.
১১ম	১১ম	৩৫৬	২০০ ,,	মো: মাহমুদুল হাসান, ঐ	ঐ	১৯৯১ খৃ.
খণ্ড	পারা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মূল্য	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রক, মুদ্রণ সংস্থা	প্রথম সংস্করণ
১২শ	১২শ	৩২৬	২০০ টাকা	মো: মইনুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯১ খৃ.
১৩শ	১৩শ	৩১২	২০০ ,,	মো: মাহমুদুল হাসান ঐ	ঐ	১৯৯২ খৃ.
১৪শ	১৪শ	৩৩৬	২০০ ,,	মো: শহিদুল ইসলাম ঐ	মুজাহিদ প্রিঃ এণ্ড প্যাকেজিং, ১৪/এ কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা	১৯৯২ খৃ.
১৫শ	১৫শ					১৯৯২ খৃ.
১৬শ	১৬শ	৩৫২	২০০ ,,	মাহমুদুল হাসান, ঐ	মুজাহিদ প্রিঃ এণ্ড প্যাকেজিং, ১৪/এ কৈলাশ ঘোষলেন, ঢাকা	১৯৯৩ খৃ.
১৭শ	১৭শ	৩৪৬	২২৫ ,,	ঐ	নূরানী প্রেস, ১৪-এ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, ঢাকা	১৯৯৩ খৃ.
১৮শ	১৮শ	৩৪৯	২৫০ ,,	শহিদুল ইসলাম, ঐ	মুজাহিদ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং. ১৪- এ কলুটোলা, ঢাকা	১৯৯৩ খৃ.
১৯শ	১৯শ	৩০৯	২২৫ ,,	মইনুল ইসলাম, ঐ	নূরানী প্রেস, ১৪/এ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, ঢাকা	১৯৯৪ খৃ.
২০শ	২০শ	২৭২	২০০ ,,	মো: মইনুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯৪ খৃ.

২১শ	২১শ	৪১৯	৩২৫ ,,	ঐ	মাষ্টার প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং ৮৯ মহাখালী; ঢাকা	১৯৯৪ খৃ.
২২শ	২২শ	৩৬৭	২৫০ ,,	মাহমুদুল হাসান, ঐ	ঐ	১৯৯৫ খৃ.
২৩শ	২৩শ	৩৩৪	২৫০ ,,	মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯৫ খৃ.

খণ্ড	পারা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মূল্য	প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা	মুদ্রক, মুদ্রণ সংস্থা	প্রথম সংস্করণ
২৪শ	২৪শ	২৯৩	২৫০ টাকা	মো: শহিদুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯৬ খৃ.
২৫শ	২৫শ					১৯৯৬ খৃ.
২৬শ	২৬শ					১৯৯৬ খৃ.
২৭শ	২৭শ	৩১৩	৩০০ ,,	হাফেজ মো: মইনুল ইসলাম	মাষ্টার প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ৮৯ মহাখালী, ঢাকা	১৯৯৭ খৃ.
২৮শ	২৮শ	৩৩৬	৩২০ ,,	মো: মাহমুদুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯৭ খৃ.
২৯শ	২৯শ	৩৯৪	৩৫০ ,,	মো: শহীদুল ইসলাম ঐ	ঐ	১৯৯৭ খৃ.
৩০শ	৩০শ	৪৯০	৪৫০ ,,	হাফেজ মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, ঐ	ঐ	১৯৯৮ খৃ.

‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ এর খণ্ড ভিত্তিক পর্যালোচনা

ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত এ তাফসীর গ্রন্থটির প্রতিটি খণ্ডের অবকাঠামোগত দিক ও রচনা শৈলী সম্পর্কীয় নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হল-

প্রথম খণ্ড

(সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ১ থেকে ১৪১ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ১ম খণ্ডটি (চতুর্থ প্রকাশ) এখন আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এটি রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হি. মার্চ ২০০৯ খৃ. ফাল্গুন ১৪১৫ বা. ঢাকার আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২১। এ খণ্ডের শুরুতে 'লেখকের আরজ' নামে চার পৃষ্ঠার একটি আবেদন, ১ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'তৃতীয় সংস্করণে লেখকের আরজ' নামে আরেকটি আবেদন, অতপর সাত পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র ও ৯ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এবং পুনরায় 'অবতরণিকা' নামে ১৫৬ পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। এ খণ্ডটির প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪ খৃ. আল বালাগ পাবলিকেশনস কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ খণ্ডে সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ ও সূরা বাকারার শুরু থেকে ১৪১ নং পর্যন্ত আয়াতের তাফসীর অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। লেখক শুরুতে সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, আয়াত, বাক্য ও অক্ষর সংখ্যা লিখে তাসমিয়া উল্লেখ করেছেন।[১] তারপর 'ফাজায়েলে কুরআন' শিরোনামে তাসমিয়ার ফজিলত তুলে ধরেছেন। অতপর 'তাফসীরুল কুরআন' শিরোনামে তাসমিয়ার ব্যাখ্যা করত: 'মাসায়েলুল কুরআন' ও 'আমালুল কোরআন' শিরোনাম দিয়ে তা'আউউজ ও তাসমিয়া সংক্রান্ত মৌলিক কিছু আলোচনা পেশ করেছেন। তারপর সূরা ফাতেহার আরবী অংশটুকু উপস্থাপন করে 'সূরা ফাতেহার ফজিলত', 'নামকরণ', 'তাফসীরুল কুরআন', 'মাসায়েলুল কুরআন', ও 'আমালুল কুরআন' শিরোনাম দিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[২]

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এ খণ্ডের ১৮১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে সূরা বাকারার তাফসীর শুরু করেছেন। প্রথমে তাসমিয়া, হামদ্ ও দরূদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক সূরার নাম, অবতীর্ণ স্থান, আয়াত ও রুকু সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অতপর 'শানে নুযুল' ও 'ফাজায়েলুল কুরআন' শিরোনামে সূরা বাকারা নাযিল হওয়ার কারণ ও সূরা বাকারার ফজিলত সংক্রান্ত দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৩] তারপর সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের আরবী অংশ উল্লেখপূর্বক তরজমা প্রদান করে তাফসীর শুরু করেছেন। তিনি তাঁর এ তাফসীরে সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআনের সূরা আলে এমরান, আরাফ, মুলক, মুমেনুন, ও মনাফেকুন সহ অন্যান্য সূরার আয়াতে কারীমা উপস্থাপন করে تفسير القران بـالقران এর ব্যাখ্যা রীতি অনুসরণ করেছেন।[৪] ঠিক একই সাথে মুসলিম ও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে تفسير القران بالحديث এর রীতিকেও সামনে রেখেছেন।[৫] তাঁর তাফসীরের এ অংশের আরেকটি লক্ষণীয় দিক হল- তিনি এ পাঁচ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৮০

Dhaka University Institutional Repository

৩. **প্রথম হাদীস:** ইমাম বায়হাকী এই হাদীস সকলন করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ পাঠ করবে, তাকে বেহেশতে মুকুট পরানো হবে। **দ্বিতীয় হাদীস:** সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতা রয়েছে, আর কুরআনের উচ্চতা হল সূরা বাকারাহ। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১)

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৯৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

আবু বকর, ওমর, আলী, উবাই বিন কা'ব, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, কাতাদা, যুহরী, রুবাই বিন আনাস, ইবনে জারীর ও শাহ আব্দুল আযীয (র.) সহ ১৩ জন বিখ্যাত মুফাসসিরের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্বৃতি উল্লেখ করে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন।[৬]

তিনি এ তাফসীরের কোন কোন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।[৭] আবার কোন কোন স্থানে প্রশ্ন উত্থাপন করে মনীষিগণের বক্তব্য দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে আয়াতের ব্যাখ্যাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন।[৮] তিনি সমকালীন পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন ঘটনার উদ্ধৃতিও এ তাফসীরের কোন কোন স্থানে উল্লেখ করেছেন।[৯] সর্বোপরি 'মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য',[১০] 'আল্লাহদ্রোহীদের শোচনীয় পরিণতি',[১১] 'মান্না সালওয়া ও পাথর থেকে পানি নির্গত হওয়া',[১২] 'পিতামাতার প্রতি এহসান করার শুভ পরিণাম',[১৩] 'যাদু বিদ্যা',[১৪] 'উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সৃষ্টি',[১৫] 'ইসলামী আদর্শের তত্ত্ব কথা',[১৬] 'বায়তুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস',[১৭] এবং 'কা'বা জমজম ও হজরে আস্‌ওয়াদসহ'[১৮] অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি এ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৯২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৮. এখানে তিনি 'বে-আমল আলেমদের ওয়াজ নসিহত করা কি উচিৎ ?' এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লামা আলুসী, আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মোহাম্মদ শফি (র.) এর উক্তি দ্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫)

৯. এখানে তিনি 'তাদের সূরা বাকারার (ইহুদীদের) উপর অপমান ও দারিদ্র্য নিপাতিত করা হল') এর ব্যাখ্যায় দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'এস্তেকলাল' ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক দাওয়াত' পত্রিকায় বর্ণিত কিছু ঘটনা তুলে ধরেছেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫)

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯৮০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮-৪৯০

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূরা বাকারার ১৪২ থেকে ২৫০ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ২য় খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স ঢাকা কর্তৃক কার্তিক, ১৩৯২ বা. নভেম্বর, ১৯৮৫ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম তারেক, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটি মনোরম মুদ্রায়ণ, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত হয়। [১৯] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৯ এবং মূল্য ২০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও পাঁচ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা বাকারার ১৪২ থেকে ২৫০ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'দ্বিতীয় খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা বাকারার ১৪২ ও ১৪৩ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজহারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে হাক্কানী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, খোলাসাতুত তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে ওসমানী সহ অনেকগুলো প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থের তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর তাফসীরের এ অংশে 'শানে নুজুল,'[২০]
কেবলা পরিবর্তনের কারণ,[২১] 'নামাজে কেবলা নির্দিষ্ট করার কারণ,'[২২] 'সর্বোত্তম উম্মত,'[২৩] 'তোমরা সাক্ষী হবে মানুষের জন্য',[২৪] এভাবে কোটেশন দিয়ে তারপর আয়াত গুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। একটি আয়াতের ব্যাখ্যার সম্ভাব্য যত দিক থাকতে পারে, তিনি সবগুলো দিকের প্রতিই নজর দিয়েছেন।[২৫] পাঠক যেন এ আয়াতটির মূল ভাব পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনার পরিচয় দিয়ে তাফসীর কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন।

১৯. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫ খৃ. ২য় খণ্ড, পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২১. প্রাগুক্ত,

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

২৫. যেমন- فاذكروني اذكركم সূরা বাকারার ১৫২ নং আয়াত- 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো' এর ব্যাখ্যায় লেখক দশটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তাঁর এ তাফসীরে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে সাথে 'আমালুল কোরআন' শিরোনাম দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন উপকার হাসিল করার সুযোগ থাকলে সেটাও বর্ণর্না করেছেন। যেমন, সূরা বাকারার ১৫৬ নং আয়াত-'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এর ব্যাখ্যার পর লিখেছেন-

"ক. কোন জিনিস হারিয়ে গেলে 'ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' আয়াত খানি পাঠ করে অনুসন্ধান করলে অবশ্যই সে জিনিস পাওয়া যাবে। অথবা তার চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদত্ত হবে।

খ. কোন জিনিস হারিয়ে গেলে অথবা অপহরন করা হলে ২৯ বার উপরোক্ত আয়াত এবং ৭বার সূরা 'ওয়াদ্দোহা' পাঠ করতে হয় এবং পূর্বে ও পরে ১১ বার দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করতে হয়। এই আমল করলেও হারানো বস্তু পাওয়া যায়।"[২৬]

এক. তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার প্রতি আনুগত্যের দ্বারা, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আমার রহমত দ্বারা।

দুই. মূলতঃ আলাহ পাক আলোচ্য আয়াতে আদেশ দিয়েছেন যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর রহমতের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং তাঁর আযাবের ভয় ভীতি নিয়ে তাঁকে স্মরণ করে এবং আলাহ পাককে স্মরণ করে এখলাছ তথা আন্তরিকতার সঙ্গে। তাহলে আলাহ পাক বান্দাদেরকে স্মরণ করবেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তথা তাঁর মহান দানে তিনি তাদের ধন্য করবেন এবং তাদের প্রতি বর্ষিত হবে তাঁর করুণা বৃষ্টি।

তিন. তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার প্রশংসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো প্রশংসা এবং নেয়ামতের মাধ্যমে।

চার. তোমরা আমাকে স্মরণ কর দুনিয়াতে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আখেরাতে।

পাঁচ. তোমরা আমাকে স্মরণ কর একা একা, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো মজলিস সমূহে।

ছয়. তোমরা আমাকে স্মরণ কর সুখ-শান্তি ও নেয়ামত লাভের সময়, আর আমি তোমাদের স্মরণ করবো তোমাদের বিপদের মূহুর্তে।

সাত. তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার এবাদতের মাধ্যমে, আমি তোমাদের স্মরণ করবো তোমাদের প্রতি সাহায্যের মাধ্যমে।

আট. তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার পথে সাধনার মাধ্যমে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমাদেরকে আমার হেদায়েত দানের মাধ্যমে।

নয়. তোমরা আমাকে স্মরণ কর পূর্ণ সততা ও এখলাছ-আন্তরিকতার সঙ্গে, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো বিশেষভাবে দোযখ থেকে নাজাত প্রদানের মাধ্যমে।

দশ. তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার লালন পালনের কথা স্মরণ করে, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমদের প্রতি রহমত নাজেলের মাধ্যমে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর এ তাফসীরের কোন কোন স্থানে ফিক্হী মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন, সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াত-'(হে রাসুল! আপনাকে তারা রক্তস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।') এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হায়েজ সংক্রান্ত ফিক্হী মাসায়েল সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭] এছাড়াও এ খণ্ডে তিনি 'কেবলা পরিবর্তন,'[২৮] 'শহীদগণের মর্যাদা',[২৯] 'তওবার ফজিলত',[৩০] 'নরহত্যা হারাম সম্পর্কীয় বিধান'[৩১] 'সিয়ামের মাসায়িল,'[৩২] 'এহসানের তাৎপর্য,'[৩৩] 'হজ্বের 'শরয়ী বিধান',[৩৪] 'মদ ও জুয়ার অপকারিতা',[৩৫] 'বিবাহ ও তালাক',[৩৬] 'নামাজে খুশু-খুজু'[৩৭] সহ আরো অনেক গুলো বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৪০

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২৮০

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খণ্ড

(সূরা বাকারার ২৫৩ থেকে সূরা আলেল ইমরানের এর ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত)

'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ৩য় খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক চৈত্র, ১৩৯৩ বা. শাবান-১৪০৭ হি. এপ্রিল-১৯৮৭ খৃ. মোতাবেক সর্ব প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মো: মাহমুদুল হাসান। এটি মনোরম মুদ্রায়ণ, ২৪, শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১, থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০ ও মূল্য ২০০ টাকা।

এ খণ্ডটির শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও এ গ্রন্থ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটার্স প্রফেসর ড. সিরাজুল হকের অভিমত এবং 'দৈনিক ইত্তেফাকের দৃষ্টিতে তফসীরে নূরুল কোরআন' শিরোনামে আরেকটি অভিমত সংযোজন করা হয়। অতঃপর চার পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি সূচী পত্র প্রদত্ত হয়েছে। এ খণ্ডে সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াত থেকে এ সূরার অবশিষ্ট অংশ ও সূরা আলে ইমরানের প্রথম থেকে ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লেখক শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ করে সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতের আরবী অংশ উপস্থাপন করেছেন। অত:পর উক্ত আয়াতের তরজমা প্রদান করে 'তফসীরুল কোরআন' শিরোনাম দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা শুরু করেন।[২] শুরুতেই তিনি এ আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের কী সম্পর্ক ছিল তা 'পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক' শিরোনাম দিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন- আগের আয়াতের শেষাংশ ছিল 'ইন্নাকা লামিনাল মুরছালিন' তথা (হে মোহাম্মদ!) নিশ্চয় আপনি (আমার) রাসূলগণের অন্যতম। কেউ যেন এটা মনে না করে যে, তিনি (সা.) অন্য নবীগণের মতই একজন নবী; বরং নবুয়াত ও রেসালাত প্রাপ্ত হওয়ার দিক থেকে সকল নবী সমান হলেও সম্মান ও ফজিলতের দিক থেকে মোহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন- 'তিলকার রুসুলু ফাদ্দালনা বা'দ্বাহুম আলা বা'দ।' তথা 'এই রসুলগণ, আমি তাদের একের উপর অন্যকে অধিক মর্যাদা প্রদান করেছি।' তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের উপর ১৭টি আয়াত ও ১৪টি হাদীস সহ মোট ১৯ প্রকারের নকলী ও আকলী প্রমাণ পেশ করেছেন।[৩]

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-১৬

এ খণ্ডে যেহেতু সূরা বাকারা সমাপ্ত হয়েছে এবং সূরা আলে ইমরান আরম্ভ হয়েছে, সেহেতু তিনি এ খণ্ডে এই দু'সূরার মাঝে কোন্ কোন্ দিক থেকে সামঞ্জস্য রয়েছে তা অত্যন্ত

চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন।[৪] এছাড়াও এখণ্ডে তিনি 'আল্লাহর রাহে দান করার তাগিদ',[৫] 'আরশ-কুরসীর বিবরণ',[৬] 'জিযিয়া-কর',[৭] 'নমরুদ ও তার সৈন্য বাহিনীর শোচনীয় পরিণাম',[৮] 'হেকমতের তাৎপর্য',[৯] 'ইসলামের উদার নীতি',[১০] 'আসহাবে সোফফা্',[১১] 'ভিক্ষাবৃত্তির পরিণাম',[১২] 'সুদ প্রথার ভয়াবহ পরিনাম',[১১] 'খৃষ্টানদের বাতিল আকিদা',[১৪] 'ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন-বিধান',[১৫] 'আল্লাহর মহববতের তাৎপর্য',[১৬] 'হযরত মরিয়মের বৈশিষ্ট্য',[১৭] সহ আরো অনেকগুলো বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

---

৪. তিনি বলেন- সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানের মধ্যে তত্ত্বের দিক থেকে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে।

এক. সূরা বাকারায় তৌহিদের সত্যতার উপর দলিল পেশ করা হয়েছে, আর আল ইমরানে ওয়াহদানিয়াতের উপর যাবতীয় সন্দেহ দুর করা হয়েছে।

দুই. সূরা বাকারায় মানব সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর আলে ইমরানে মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতিদানের কথা বলা হয়েছে।

তিন. সূরা বাকারায় আদম (আ.) এর সৃষ্টির ইতি কথা বর্ণিত হয়েছে, আর আলে ইমরানে আদম সন্তানের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।

চার. সূরা বাকারা শুরুর দিকে মাতা-পিতাহীন আদম (আ.) এর আলোচনা করা হয়েছে, আর আলে ইমরানের শুরুর দিকে পিতাহীন ইসা (আ.) এর আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।

পাঁচ. সূরা বাকারাতে দোযখের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে اعدت للكافرين তথা দোযখ কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আর আলে ইমরানে বেহেস্তের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে اعدت للمتقين তথা জান্নাত মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ছয়. সূরা বাকারা মুত্তাকিগণের আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, আলে ইমরান মুত্তাকিদের সফলতার কথা বলে শেষ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ খণ্ড

(সূরা আলে ইমরান ৯২ থেকে সূরা নিসা ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর চতুর্থ খণ্ডটি রজব-১৪০৮ হি. ফাল্গুন-১৩৯৪ বা. মার্চ-১৯৮৮ খৃ. আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। খণ্ডটি মনোরম মুদ্রায়ণ ২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৪ ও মূল্য ছিল ১৭৫ টাকা।[১]

এ খণ্ডটির শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও পাঁচ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। ভূমিকাতে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর এ তাফসীর কর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার তৌফিক প্রদান করাকে অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন- "যদি আমার সারা দেহ রসনায় পরিণত হয়, আর সেই রসনা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের শোকর গুজারীতে মশগুল থাকে, তবুও তাঁর এই একটি মাত্র নেয়ামতের শোকরও আদায় করতে সক্ষম হবে না।"[২] তিনি পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনে সংগঠিত সকল সমস্যার সমাধানের উৎস মনে করেন। তবে এ জন্য প্রয়োজন কুরআনের প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করা। আর এ চিন্তা থেকেই তিনি এ তাফসীর কর্মে হাত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর একটি কবিতার লাইন উল্লেখ করেছেন-[৩] لوضاع عقال بعير لوجدته في كتاب الله 'যদি আমার উটের রশি হারিয়ে যায়, তবে আমি তা-ও আল্লাহর কিতাবে পেয়ে যাব।'

এ খণ্ডের ভূমিকাতে তিনি তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটিকে ব্যাপক কলেবরে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সহ কেন রচনা করেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন ইলমে কুরআন চর্চার প্রচেষ্টা আজ প্রায় বিলুপ্ত। কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার প্রয়াস প্রায় অনুপস্থিত। অগণিত সমস্যার যাতাকলে পিষ্ট আজ তামাম বিশ্ব। আর এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে আবার ফিরে আসতে হবে পবিত্র কুরআনের দিকে। তাই এখন প্রয়োজন পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ অনুসন্ধানের বিস্তারিত প্রয়াস। যে কাজে মুসলিম জাতির সুদিনের ওলামাগণ তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন।[৪]

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

৩. প্রাগুক্ত,

৪. প্রাগুক্ত,

অতীতে অনেক মনীষি পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ষষ্ঠ হিজরী শতকের বিখ্যাত তাফসীরকার আবু আব্দুল্লাহ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর

রহমান (মৃ. ৫৪৬ হি.) যে তাফসীর রচনা করেছিলেন তা ১০০০ (এক হাজার) খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল।[৫] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এমন মৌলিক, বিস্তারিত ও প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। মূলত: এ জন্যই তাফসীরে নূরুল কুরআনের অবতারণা।[৬]

এ খণ্ডে সূরা আলে ইমরানের ১-৯২ নং আয়াত থেকে সূরা নিসার ১-২৩ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া উল্লেখ করে তাফসীরের নাম ও 'চতুর্থ খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অত:পর সূরা আলে ইমরানের ৯২-৯৫ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে।[৭] এ অংশে তিনি হযরত আবু বকর, ওমর ফারুক, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আবু তালহা, উবাই বিন কাব, আবু মুসা আশআরী (রা.) ও হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইমাম রাজী, বায়যাবী, ইমাম বাগবী, আল্লামা আলুসী ও সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) সহ আরো অনেক মণীষীর বক্তব্য ও তাঁদের থেকে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে উক্ত আয়াত গুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।[৮]

তিনি এ খণ্ডে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য প্রেরণ ও ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণ গুলো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।[৯]

---

৫. এখানে তিনি আরো কয়েকজন মনীষীর তাফসীর কর্মের উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন- আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার প্রথম ৫০ আয়াতের তাফসীর রচনা করেছিলেন ১৪০ খণ্ডে। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (র.) পবিত্র কুরআনের যে তাফসীর লিপিবদ্ধ করেন তা ৬০০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। আবু আব্দুল্লাহ জামালুদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে সোলাইমান ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন বলখী (মৃ. ৬৬৮ হি.) পবিত্র কুরআনের যে তাফসীর রচনা করেন তা ১০০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। তাঁর তাফসীরটির নাম হল 'আততাহরীরু ওয়াত্ তাহবিরু লি আকওয়ালি আইম্মাতিত তাফসীর ফি মা'আনী কালাম ছামিই ওয়া বাছির'। ইমাম গাজ্জালী (র.) রচিত তাফসীর 'ইয়াকুতুত্যাবীল' চল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। জামেউল বায়ান বা তফসীরে ইবনে জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজীর (মৃ. ৬০৬ হি.) মাফাতিহুল গায়ব বা তাফসীরে কবীরও ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত)

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-১২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬,১৩২

এ ছাড়াও তিনি এ খণ্ডে 'ইহুদিদের চরিত্র',[১০] 'মানব জীবনে সফলতার মাধ্যম',[১১] 'উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য',[১২] 'মুত্তাকির পরিচয়',[১৩] 'জান্নাতীদের বিশেষ গুণাবলী',[১৪] 'রাষ্ট্র নায়কের কর্তব্য',[১৫] 'তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য',[১৬] 'খেয়ানতের পরিণাম',[১৭] 'এলমে গায়েব',[১৮]

'জুলমের পরিণাম'[১৯] ও 'উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিধিবিধানসহ'[২০] আরো অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম খণ্ড

(সূরা নিসা ২৪ থেকে ১৪৭ নং আয়াত পর্যন্ত)

'তফসীরে নূরুল কোরআন'[১] এর পঞ্চম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক শাওয়াল ১৪০৯ হি. বৈশাখ ১৩৯৬ বা. মে ১৯৮৯ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭। এ খণ্ডটি মুজাহিদ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ১৪/এ কৈলাস ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬২ ও মূল্য ১২৫ টাকা।[১]

এ খণ্ডের শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে। সূচী পত্রে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) মোট ১২০ টি বিষয়ের তালিকা পেশ করেছেন। তিনি এখণ্ডে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত থেকে ১৪৭ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রারম্ভে তাসমিয়া, হামদ ও দরুদ শরীফ উপস্থাপন করত, তাফসীরের নাম ও খণ্ড নং উল্লেখ করে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের আরবী অংশ লেখা হয়েছে। অতপর তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তরজমার ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল। নিম্নে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের তরজমা তুলে ধরা হল-[২]

~~১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭~~

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৬

২১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, ১৯৮৯ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

'আর তোমাদের জন্য হারাম সে সমস্ত রমনীগণ, যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে। তবে যাদের তোমরা মালিক হয়েছ, তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ। এছাড়া অন্য রমনীগণ তোমাদের জন্য হালাল। যেন তোমরা স্বীয় অর্থ সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে করতে পার। (সাবধান!)

ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়োনা। অনন্তর তোমরা উক্ত রমনীগণ থেকে যে উপকার লাভ করেছ সেজন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট মোহরানা আদায় কর এবং মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পরও যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হও তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।'[৩]

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এ সূরার ৩৪ নং আয়াত-

الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض

'পুরুষগণ নারীগণের উপর ক্ষমতাবান। কেননা, আল্লাহপাক তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৪] এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা পুরুষগণকে নারীগণের উপর কেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা যুক্তি ও তথ্যের[৫] ভিত্তিতে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

৩. আল কুরআন, ৪ : ২৪

৪. আল কুরআন, ৪ : ৩৪

৫. পুরুষের প্রাধান্য: পুরুষগণকে নারীগণের উপর প্রাধান্য দেয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেমন-

এক. পুরুষদের জ্ঞান-বুদ্ধি মেয়েদের চেয়ে বেশী।

দুই. কঠিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের সক্ষমতা নারীর তুলনায় বেশী।

তিন. সমাজের নেতৃত্ব বা ইমামত পুরুষদেরই বৈশিষ্ট্য।

চার. রনাঙ্গনে জিহাদ পুরুষগণই করে থাকে।

পাঁচ. মসজিদে ই'তেকাফ করার অনুমতি পুরুষগণকে দেয়া হয়েছে।

ছয়. পাশ্চাত্য গবেষকগণ এ তথ্যও পরিবেশন করেছেন যে, নারীর দৈহিক দৈর্ঘ্য পুরুষের দৈহিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় গড়ে বার সেন্টিমিটার কম।

সাত. সমবয়সী পুরষগণের তুলনায় নারীগণের ওজন গড়ে পাঁচ কিলোগ্রাম কম।

আট. পুরুষের মাংসপেশীর স্পন্দন নারীর তুলনায় দ্রুত, তীব্র ও শক্তিশালী।

নয়. পুরুষের হৃদযন্ত্র অপেক্ষা নারীর হৃদযন্ত্র গড়ে ষাট গ্রাম ছোট।

দশ. পুরুষ ঘন্টায় গড়ে ১১ গ্রাম কার্বন জ্বালায়। নারী জ্বালায় মাত্র ছয় গ্রাম। তাই নারীর স্বাভাবিক উত্তাপ পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

এগার. প্রখ্যাত দার্শনিক মি: গাইডন বলেন, নারীর বুদ্ধি যেমন পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা দুর্বল, তেমনি তার অনুভূতিও পুরুষের তুলনায় যথেষ্ট কম।

বার. যে পরিমাণ খুশবো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূর হতে নারী অনুভব করতে পারে, পুরুষ ঐ পরিমাণ খুশবো এর দ্বিগুণ পরিমাণ দূর হতে অনুভব করতে পারে।

তের. পুরুষের তুলনায় নারীর স্বাদ এবং শ্রবণ শক্তি অনেক দূর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

এখণ্ডে তিনি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী ও শ্রমিকের অধিকারের উপর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন।[৬] এছাড়াও ‘নেককার স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য’,[৭] ‘আখরাতের চিত্র’,[৮] ‘তায়াম্মুমের বিধান’,[৯] ‘আমানতদারীতা’,[১০] ‘সালামের প্রচলন’,[১১] ‘দিয়াতের বর্ণনা’,[১২] ‘জিহাদের তাৎপর্য’,[১৩] ও ‘হিজরতের গুরুত্ব’[১৪] সহ আরো অনেক গুলো বিষয়ে এখণ্ডে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূরা নিসা ১৪৮ থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা মায়িদা ১ থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত ‘তফসীরে নূরুল কোরআন’র ষষ্ঠ খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মইনুল ইসলাম, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এই খণ্ডটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত হয়ে আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক রবিউসসানী-১৪১০হি. কার্তিক-১৩৯৬ বা. নভেম্বর-১৯৮৯ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮ ও মুল্য ১৭৫ টাকা।

চৌদ্দ. প্রফেসর লুমব্রোজ সুর্জি বলেন- নারীর অনুভূতি শক্তিও পুরুষের তুলনায় কমজোর। এটা তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার বিশেষ একটি করুনা। না হয় অন্তসত্বা অবস্থায় ও প্রসবকালীন যন্ত্রনার সে অতিমাত্রায় কাতর হয়ে যেত।

পনের. পুরুষের ব্রেইনের ওজন নারীর ব্রেইনের তুলনায় একশত গ্রাম বেশী। পুরুষের ব্রেইনের শক্তি তার দেহের তুলনায় চল্লিশ ভাগের একভাগ; পক্ষান্তরে নারীর ব্রেইনের শক্তি তার দেহের তুলনায় পয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ।

ষোল. পুরুষের ব্রেইনের ওজন গড়ে সাড়ে উনপঞ্চাশ আউন্স; পক্ষান্তরে নারীর ব্রেইনের ওজন মাত্র চুয়াল্লিশ আউন্স। এ তারতম্যটি সাময়িক নয়, বরং সৃষ্টিগত, চিরন্তন ও শ্বাশ্বত।
(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৬)

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫০
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৮৯ খৃ. পৃ. ভূমিকা’র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

লেখক এ খণ্ডের শুরুতে ছয় পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজন করেছেন। ভূমিকাতে তিনি রাসূল (সা.) এর জন্মকালিন সময়ে তদানিন্তন আরবের

আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল ও রাসূল (সা.) এর জন্মের দিনে কি কি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল,[২] এগুলোর বর্ণনা সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অতপর ঐ অন্ধকার সমাজকে রাসূল (সা.) কুরআনের আলোতে কিভাবে আলোকিত করে তুলেছিলেন তার একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনাও তিনি ভূমিকায় তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে বর্তমান পৃথিবীর মানুষ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যাতাকলে কিভাবে পিষ্ঠ হচ্ছে পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ টেনে তিনি একটি পর্যালোচনা ও এতে উপস্থাপন করেছেন।[৩] আর কুরআনই যে এ অশান্ত পৃথিবীকে আবারো শান্তি দিয়ে ভরে দিতে পারে। প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় এটাই ছিল তার এ ভূমিকার মূল প্রতিপাদ্য।

এ খণ্ডে সূরা নিসার ১৪৮ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা মায়িদার ১-৮২ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হামদ, ও দরুদ শরীফ লিখে তাফসীরের নাম ও ‘ষষ্ঠ খণ্ড’ কথাটি উল্লেখ পূর্বক সূরা নিসার ১৪৮ নং আয়াত থেকে ১৫২ নং পর্যন্ত আয়াতের আরবী অংশ লেখা হয়েছে। অতপর তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ অংশের তাফসীরে তিনি ‘জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুমতি’, ‘আয়াতের মর্মকথা’, ‘সৎকাজ: প্রকাশ্যে বা গোপনে’,‘আয়াতের অন্য একটি অর্থ’ ও ‘ঈমান কখন কবুল যোগ্য হয়?’ ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন এবং এ শিরোনাম গুলোর অধীনে উপযুক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪] তাঁর এ অভিনব তাফসীর পদ্ধতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে থাকে এবং তাফসীর পাঠে মনে একগুয়েমির সঞ্চার হয় না।

এ খণ্ডে হযরত ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে ইহুদিদের নিন্দনীয় ভূমিকা, তাঁর আসমানে গমন ও বর্তমান অবস্থান, ঈসায়ীদের বিভিন্ন ফেরকা, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামী আকিদা ও হযরত ঈসা (আ.) এর পুন:আগমনের হেকমত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এগার পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৫]

---

২. রাসূল (সা:) এর আগমনের দিন পারস্য রাজার রাজমহলের কয়েকটি ইট খসে পড়েছিল। রোমক সম্রাটের সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল। (প্রাগুক্ত, পৃ. ‘ভূমিকা’ দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-২৬

এ খণ্ডে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতের السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ‘চোর পুরুষ ও নারী উভয়েরই হাত কেটে দাও’ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন এবং এ বিধানটির বিরোধিতাকারীদের জবাব প্রদান করেছেন।[৬] আর চোরের হাত কাটার জন্য ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত শর্তাবলীও তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।[৭]

এছাড়াও এখণ্ডে 'কোন সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না',[৮] 'আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আসমানী কিতাবের সংখ্যা',[৯] 'পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য',[১০] 'রুহের ব্যাখ্যা',[১১] 'বিবাহের গুরুত্ব',[১২] 'তাকওয়া-পরহেজগারী',[১৩] 'ইহুদী নাসারাদের পরিণাম',[১৪]

---

৬. আরব্য কবি আবুল আলা চোরের হাত কাটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, একটি হাতের ক্ষতিপূরণ যে ইসলামী আদালতে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারণ করে আবার সেই আদালতে দশ দিরহাম চুরি করলে এ মূল্যবান হাত কাটা যায়। এটা কিভাবে হয়? একথার জবাবে কাজী আব্দুল ওহাব মালেকী লিখেছেন:

ما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت ها نت

'যতক্ষণ এ হাতটি আমানতদার ছিল, ততক্ষণ এ হাতটি ছিল মূল্যবান, কিন্তু যখন সে খেয়ানত করেছে, তখন তা অপমানিত হয়েছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০)

৭. চোরের হাত কাটার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে-

এক. চোর প্রাপ্ত বয়স্ক ও আকলবান হতে হবে। অতএব শিশু, পাগল ও মাতালের উপর বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

দুই. চুরি গোপনে সংগঠিত হতে হবে। জবরদস্তি করে বা প্রকাশ্যে কোন জিনিস নিয়ে গেলে অন্য শাস্তি হবে; কিন্তু হাত কাটা যাবে না।

তিন. চুরি হওয়া সম্পদ মালিকানায় থাকতে হবে। তাই কাফন চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না।

চার. অতি আপন জন তথা স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রমুখের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

পাঁচ. শরিকানা মাল চুরি করলে হাতকাটা যাবে না।

ছয়. সম্পদ সংরক্ষিত হতে হবে। যদি সম্পদ সংরক্ষিত না হয়, তাহলে চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর হবে না।

সাত. কোন ব্যক্তি যদি কয়েকবার চুরির পর গ্রেফতার হয় একবারই হাত কাটা হবে। তবে শাস্তির পর আবার চুরি করলে আবারও শাস্তি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে দারে কুতনী বর্ণনা করেন- হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) একজন চোরের ব্যাপারে একহাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর সে আবার চুরি করল, এবার তার এক পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় চুরি করল, রাসূল (সা.) তার দ্বিতীয় হাট কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর সে আবার চুরি করে ধরা পড়ল, রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৫)

৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯

৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৪০, ৪২

১০. প্রাগুক্ত পৃ. ৫১

১১. প্রাগুক্ত পৃ. ৬০

১২. প্রাগুক্ত পৃ. ১২৪

১৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৭

১৪. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৩

'তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য',[১৫] 'উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য',[১৬] 'হাবিল কাবিলের ঘটনা',[১৭] 'ওয়াসিলাহ শব্দের ব্যাখ্যা',[১৮] 'হযরত ওমর (রা.) এর আদালত',[১৯] 'মুরতাদের শাস্তি',[২০] ও 'ইসলাম ক্ষমা ও ঔদার্যের ধর্ম'[২১] ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম খণ্ড

(সূরা মায়িদার ৮৩নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আন'আমের ১ থেকে ১১০নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর সপ্তম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে শাবান-১৪১০ হি. ফাল্গুন ১৩৯৬ বা. মার্চ ১৯৯০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ শহীদুল ইসলাম তারেক, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১]এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১০ ও মূল্য ১৭৫ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে ৮ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৪ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে। ভূমিকাতে রাসূল (স.) এর যুগ থেকে চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইলমে তাফসীর চর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।[২]

---

১৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯১

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৫

১৭. প্রাগুক্ত পৃ. ২০৩

১৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২২৪

১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৩

২০. প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৩

২১. প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৭

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. তাফসীর বিশারদগণের ধারা পরম্পরাঃ রাসূল (সা.) নিজেই ছিলেন পবিত্র কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। মা আয়েশা ছিদ্দিকাহ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'তাঁর মহান জীবন চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন'। সাহাবাগণের মাঝে যাঁরা পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন- খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আবু মুসা আশ'আরী (রা.)। তাবেঈগণের মধ্যে বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- হযরত আলকামা, আমর বিন শারহীল, সাঈদ বিন যুবাইর, ইব্রাহীম নাখয়ী, শা'বী, মুজাহিদ, আকরামা, হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে যারা তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা হলেন- হযরত সাঈদ বিন যুবাইর, আবুল আলীয়া, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব, আতা বিন আবি রুবাহ, হাসান বসরী ও আকরামা (র.) প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা মায়িদার ৮৩ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আন'আমের ১ থেকে ১১০ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর এ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হামদ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও সপ্তম খণ্ড কথাটি লেখা হয়েছে। তারপর সূরা মায়িদার ৮৩ থেকে ৮৬ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[৩] মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কসম বা শপথ এর মাসআলা-মাসায়িল সমূহ সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে কসম করার নিয়ম, কসম ভঙ্গের কাফফারা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে আইম্মায়ে কেরামের এখতেলাফ সমূহ ও ফিকহী মাসায়েলের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৪]

তাবে তাবঈগণের মধ্যে যাঁরা তাফসীর শাস্ত্রে অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন- আবু আমর ইবনুল আলা, শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইমাম মালেক, ইউনুস ইবনে হাবীব এবং ওকী ইবনুল যাররা (র.) প্রমুখ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- আবু ওবায়েদ কাসেম ইবনে সালাম (মৃ. ২২৩ হি.), বাকী ইবনে মোখাল্লাদ কুরতুবী (মৃ. ২৭৬ হি.) ও আবু মোহাম্মদ সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ আত্‌তাসতরী (মৃ. ২৮৩ হি.) প্রমুখ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফসসিরগণ হলেন ইবনে জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.), আবুল হাসান আশআরী (মৃ. ৩২৪ হি.) ও আবু মনসুর মাতুরিদী (মৃ. ৩৩৩ হি.) প্রমুখ। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- আবু আবদুর রহমান মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন (মৃ. ৪১২ হি.) ও আবু ইসহাক আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইব্রাহীম আস্‌সালবী (মৃ. ৪২৭ হি.) প্রমুখ। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ হলেন- আবু মোহাম্মদ হোসাইন ইবনু মাসউদুল কোররা আল বাগী (মৃ. ৫১৬ হি.) ও মাহমুদ ইবনে ওমর জামাখশারী (মৃ. ৫২৮ হি.) প্রমুখ। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- ইমাম ফখরুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে ওমর রাজী (মৃ. ৬০৬ হি.), আবু বকর মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (মৃ. ৬৩৬ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবি বাকর আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) ও কাজী নাসির উদ্দীন বায়যাবী (মৃ. ৬৮২ হি.) প্রমুখ। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন নাসাফী (মৃ.৭০১হি.) ও হাফেয আবুল ফিদা ইসমাইল ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (মৃ.৭০০হি.) প্রমুখ। হিজরী নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- আবু জায়েদ আব্দুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ আত আবী (মৃ. ৮৭৬ হি.) ও শেখ বুরহান উদ্দীন ইব্রাহীম আল বাকারী (মৃ. ৮৮৩ হি.) প্রমুখ। হিজরী দশম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ হলেন- আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) ও আবুস সাউদ ইবনে মোহাম্মদ আল এমাদী (মৃ. ৯৮২ হি.) প্রমুখ। হিজরী এগারশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ হলেন- আবুল ফয়েজ ফয়জী (মৃ. ১০০৪ হি.) ও মোল্লা আলী ক্বারী (মৃ. ১০১০ হি.) প্রমুখ। হিজরী বারশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন- সাইয়েদ হাসেম বোরহানী (মৃ. ১১০৭ হি.) ও শেখ ইসমাঈল হাক্বী (মৃ. ১১২৭ হি.) প্রমুখ। হিজরী তেরশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে- কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (মৃ. ১২২৫ হি.), কাজী মোহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী (মৃ. ১২৫০ হি.) ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আলুসী (মৃ. ১২৭০ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর হিজরী চৌদ্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে- আল্লামা জাওহারী তানতাবী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আশরাফ আলী থানবী, মুফতি মোহাম্মদ শফী, মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর এ তাফসীরের অনেক স্থানে বিভিন্ন ফার্সী ও উর্দু কবিতার চরণের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে আয়াতের ব্যাখ্যাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন- সূরা আন‘আমের ৫২ নং আয়াত ‘(হে রাসূল!) যারা সকাল সন্ধায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আপনি তাদেরকে মজলিশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন না।’ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর কবিতার দু’টি চরণ উল্লেখ করেছেন-

نه خواهم خو بي دينانه خواهم راحت عقبي

اكر خواهم ترا خواهم نه خواهم بارغ رضوان را

‘হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য চাইনা। আর আখেরাতের কোন আরমও চাইনা। যদি আমি কিছু চাই তবে তোমার নিকট শুধু তোমাকেই চাই।’[৫]

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেছেন-

حب درويشان كليد جنت است

وشن ايشان سراتي لعنت است

‘দরবেশদের প্রতি ভালবাসা হল জান্নাতের চাবি, আর তাদের প্রতি শত্রুতা হল লানত।’[৬]

এছাড়াও তিনি এ খণ্ডে ‘মানত মানা প্রসঙ্গ’,[৭] ‘মদ্যপানের ক্ষতির দিক’,[৮] ‘এবাদত কবুল হওয়ার শর্ত’,[৯] ‘শোকরের তাৎপর্য’,[১০] ‘জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব’[১১] ও ‘এহসানের তাৎপর্য’[১২] ইত্যাদিসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

অষ্টম খণ্ড

(সূরা আনআমের ১১১ থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আরাফের ১ থেকে ৭ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর অষ্টম খণ্ডটি সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ খৃ. আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মুঈনুল ইসলাম, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, হাট খোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৯ ও মূল্য ১৭৫ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। এ ভূমিকাতে লেখক পবিত্র কুরআন কী কারণে রাসূল (সা.) এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হিসেবে ওলামায়ে উম্মাতের নিকট স্বীকৃত, তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।[২] এ খণ্ডে সূরা আন'আমের ১১১ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আরাফের ১ থেকে ৮৭ নং আয়াত পর্যন্ত অনুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও 'অষ্টম খণ্ড' কথাটি লিখা হয়েছে। অতপর সূরা আন'আমের ১১১-১১৩ নং আয়াতের আরবী অংশটুকু লিখে তার অনুবাদ ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ অংশে তিনি 'হক্ক ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে' শিরোনামে সত্য মিথ্যার চিরকালীন দ্বন্দ্ব কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

---

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. পবিত্র কুরআন রাসূল (সা.) এর জীবন্ত মু'জিযা, কারণঃ

এক. কুরআন যে ভবিষ্যদ্বানী করেছে সেগুলো পরবর্তীকালে বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দুই. কুরআনে বর্ণিত পূর্বকালের ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার মত।

তিন. কুরআন মানুষের মনের কথা বলে দেয়।

চার. কুরআনের এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের একটি অভিনব সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেকটি আয়াতের স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও একটি কথার সাথে আরেকটি কথার চমৎকার সংযুক্তি রয়েছে।

পাঁচ. কুরআনের ভাষার অলংকার, ভাবের উচ্ছাস অদ্বিতীয় ও অনন্য।

ছয়. কুরআন তিলাওয়াতে যে অসাধারণ তৃপ্তি ও আনন্দ পাঠক অনুভব করে তা অকল্পনীয় ও ভাষায় প্রকাশের অসাধ্য।

সাত. শ্রুতি মধুরতায় পবিত্র কুরআন অনন্য ও অনবদ্য।

আট. কুরআনের তিলাওয়াতে পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে খোদা ভীতির যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

নয়. কুরআনের বক্তব্যের ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ।

দশ. বারবার পঠনে পুরাতন হয় না, পাঠক ক্লান্তি অনুভব করেনা।

(মাওলানা আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

সূরা আন'আমের ১২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- মানুষ খাওয়া-পরার জন্য বেঁচে থাকবেনা বরং বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া-পরা গ্রহণ করবে। পানাহার, বিশ্রাম আর আনন্দ-উল্লাস কে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবেনা বরং তার স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে। আর যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে খুশী করতে পারেনি সে জীবিত থেকেও মৃত।[৪] এ প্রসঙ্গে তিনি মাওলানা রুমীর কবিতার দু'টি চরণ উল্লেখ করেছেন-

زندكي ازبهر طاعت وبند كي است – **زندكي بي بند كيشرمندكي لست**

ادميت لحم و شحم و يوست نيست – ادميت خبر رضاكي دوست نيست

'জীবন হল আল্লাহপাকের প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগীর জন্য। বন্দেগী ব্যতীত জিন্দেগী লজ্জা বৈ কিছুই নয়। গোস্ত এবং চর্মই মানুষ্য নয়, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত মানবতার উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব।'[৫]

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা আন'আমের ১২৮ নং আয়াত 'সেদিন আল্লাহপাক এরশাদ করবেন- দোযখই তোমাদের বাসস্থান। তোমরা তাতে চিরদিন থাকবে।' এ অংশের ব্যাখ্যায় কাফেরও মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জাহান্নামকে চিরস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ৫৭ টি আয়াত উপস্থাপন করেছেন।[৬] এছাড়াও এখণ্ডে তিনি 'এতিমের হক',[৭] 'সিরাতুল মোস্তাকীমের ব্যাখ্যা',[৮] 'কিয়ামতের আলামত',[৯] 'দাজ্জালের ফেৎনা',[১০] 'ইমাম মাহদী',[১১] 'আমলের ওজন প্রসঙ্গে',[১২] 'তাকওয়ার পোষাক',[১৩] 'কাদিয়ানীদের পথ ভ্রষ্টতা'[14] ও 'জিকিরের প্রকার'[১৫] ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৫. উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

নবম খণ্ড

(সূরা আরাফের ৮৮ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আনফালের ১-৪০ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর নবম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স-ঢাকা কর্তৃক পৌষ-১৩৯৭ বা./ জমাদিউল আউয়াল-১৪১১ হি./ ডিসেম্বর-১৯৯০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৬ ও মূল্য ছিল ১৭৫ টাকা।

এখণ্ডের শুরুতে ৩ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৩ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। খণ্ডটিতে সূরা আরাফের ৮৮ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আনফালের ১-৪০ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ দরুদ শরীফ, তাফসীরের নাম ও 'নবম খণ্ড' কথাটি উল্লেখ করে সূরা আরাফের ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে আরবী অংশ লিখা হয়েছে। অতপর যথারীতি তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।[২]

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা আরাফের একশত নং আয়াত 'আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরে মোহর এটে দিতে পারি' এর ব্যাখ্যায় বলেন: যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে, সত্যকে বুঝে শুনেও তা অস্বীকার করে তাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা মোহরাঙ্কিত করে দেন। তাই সত্য তাদের অন্তরের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করে না। আর বাস্তবতা হল সত্যের আহ্বানকে অন্তরের কান দিয়েই শুনতে হয়; এটি চামড়ার কানের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি মাওলানা রুমী (র.) এর অত্যন্ত মূল্যবান দু'টি কবিতার[৩] অংশও এখানে তুলে ধরেছন।

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩. অন্তরের কান দিয়ে সত্যের আহ্বান শুনা প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী বলেন-

این سخن ازکوش دل باید شنود
کوش کل این جاندارد هیح سود

'এই কথাটি অন্তরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করতে হয়, শুধু চর্মের কর্ণ এখানে উপকারী হয় না।'

کوش سربا جملة حیوان همدم است
کوش سرمخصوص نسل ادم است

'মাথার সঙ্গে যে কর্ণ রয়েছে তাতো সকল প্রাণীরই আছে, কিন্তু অন্তরের গোপন কর্ণ শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য।'

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)

হযরত মুসা (আ.) এর সাথে ফের'আউন যে বিতর্ক করেছিল এবং তার দেশের যাদুকরদের[৪] সমবেত করে হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত করেছিল এ ঘটনাটিও এখণ্ডে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫] এখণ্ডে তিনি সূরা আনফালের ৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণের (রা.) প্রার্থনার পর আল্লাহ তা'আলা যে ফেরেস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূল (সা.) এর ডান পার্শ্বে পাঁচশত ফেরেস্তা নিয়ে হাজির থেকেছেন, হযরত মিকাঈল (আ.) রাসূল (সা.) এর বাম পার্শ্বে পাঁচশত ফেরেস্তা নিয়ে হাজির থেকেছেন। ফেরেস্তাগণ সাদা পোষাকে পুরুষের বেশে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৬]

এছাড়াও এখণ্ডে 'হযরত মুসা (আ.) এর মোজেযার বিবরণ',[৭] 'মোজেযা ও যাদুর পার্থক্য',[৮] 'বনী ইসরাঈলের পথ ভ্রষ্টতা',[৯] 'উম্মিনবী কথাটির ব্যাখ্যা',[১০] 'নেককার হওয়ার পূর্বশর্ত',[১১] 'জিকিরের গুরুত্ব ও আদব',[১২] 'ঈমানের তাৎপর্য'[১৩] সহ আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

৪. তদানীন্তন পৃথিবীতে মিশর ছিল যাদু বিদ্যার প্রাণ কেন্দ্র। অসংখ্য যাদুকর ওখানে বসবাস করত। ঐদিন হযরত মুসা (আ.) এর সম্মুখে কতজন যাদুকর হাজির হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে, সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) বলেন-

এক. মুকাতেল (র.) বলেছেন: সমবেত যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৭২ জন, ৭০ জন ইসরাঈলী আর ২ জন শামউনী।

দুই. কালবী (র.) বলেন: যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

তিন. কা'ব (র.) বলেন: যাদুকরের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার।

চার. সুদ্দী (র.) বলেন: যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের কিছু বেশী।

পাঁচ. আকরামা (র.) বলেন: যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার।

ছয়. মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (র.) বলেন: যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার।

(সানাউল্লাহ পানিপতি, তাফসীরে মাজহারী, পৃ. ৩৬২)

৫. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-৬০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

দশম খণ্ড

(সূরা আনফালের ৪১নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা তাওবার ১-৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর দশম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে ফাল্গুন-১৩৯৭ বা./ শাবান-১৪১১ হি./ মার্চ-১৯৯১ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। খণ্ডটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছে।[১] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪ ও মূল্য ২০০ টাকা।

শুরুতে ৯ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৪ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। ভূমিকাতে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের কারণ কী ছিল তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই এ মহান গ্রন্থ বিশ্বনবী হযরত রাসূলে কারীম (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন হল শেফা ও রহমত, হিদায়তে এবং নসিহত। মুসলিম জাতি যতদিন যথাযথভাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছে ততদিন বিশ্বের নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই ছিল।[২] কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত: যেদিন থেকে তারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা শুরু করেছে সেদিন থেকেই তাদের অবনতি শুরু হয়েছে।

খণ্ডটিতে সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা তাওবার ১-৯৩ আয়াত পর্যন্ত তাফসীর স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হামদ ও দরুদ শরীফ লিখে তাফসীরের নাম ও 'দশম খণ্ড' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর-সূরা আনফালের ৪১ ও ৪২ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।[৩]

১. ~~মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*~~, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. রাসূল (স.) এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগ পর্যন্ত ইসলাম সারা বিশ্বে একক ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার কারণে মুসলিম জাতি যে ঈমানী শক্তি লাভ করেছিল তার মুকাবিলা করা পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। তাই ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে ২ লক্ষ ৪০ হাজার পারস্য সৈন্যকে ৪০ হাজার মু'মিনের হাতে পরাজিত হতে হয়েছে। কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে মাত্র ৮ হাজার মুসলমানের নিকট ৬০ হাজার কাফের পরাজিত হয়েছিল। স্পেনের রাজা রডারিকের ১ লক্ষ সৈন্যকে মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদ মাত্র ৭ হাজার সৈন্য নিয়ে পরাজিত করেছিলেন। এমনি ভাবে সিন্ধু রাজা দাহিরের ৬০ হাজার সৈন্যকে মোহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র ৫ হাজার মু'মিন নিয়ে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। এ সবই ছিল পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলশ্রুতি। (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

এখণ্ডে লেখক সূরা আত তাওবার দূর্লভ কিছু নাম তুলে ধরেছেন।[৪] যে নামগুলো এ সূরার মৌলিকত্বের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সূরার শুরুতে কেন 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করা হয়নি এ নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫] সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াত

('আল্লাহর মসজিদ তো শুধু সেই ব্যক্তিই আবাদ করে যে ঈমান আনে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি') এর ব্যাখ্যায় মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজী ও ইবনে মাজাসহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে মসজিদ আবাদ করার তাৎপর্য, কারা মসজিদ আবাদ করবে, মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত, কাফের ব্যক্তির দান মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি-না? ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৬]

এছাড়াও এখণ্ডে 'মালে গনিমতের তাৎপর্য',[৭] 'আশ্রয় প্রার্থীর জন্য ইসলামী বিধান',[৮] 'হোনায়েনের যুদ্ধের ঘটনা',[৯] 'যিজিয়া ও খেরাজের বিধান',[১০] 'কাফেরদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি',[১১] 'ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিকানা',[১২] 'তাবুক অভিযান'[১৩] ও 'মুনাফিকদের পরিণাম'[১৪] ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. এ সূরার একাধিক নাম রয়েছে-

এক. বারাআত। কেননা এই সূরায় কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দুই. তওবা কেননা এই সূরায় মুসলমানদের কয়েকজন ব্যক্তির তওবা কবুল হওয়ার কথা রয়েছে।

তিন. মোকাশকাশা অর্থাৎ মুনাফেকীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী। ইবনে মারদুয়্যাহ যায়েদ বিন আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে ওমর (রা.) বলেন: মোকাশকাশা নামকরণের কারণ হল এই সূরাতে মুনাফেকীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

চার. মোবায়ছেরা। ইবনুল মুনজের মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন: যেহেতু মানুষের মনের গোপন রহস্য এ সূরাতে প্রকাশ করা হয়েছে তাই একে মোবায়ছেরা বলা হয়েছে।

পাঁচ. আল বহুস। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং হাকেম আবু রুশদ হাববানীর সূত্রে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের থেকে এ নাম টি বর্ণনা করেন।

ছয়. আল মাসীরা, ইবনুল মুনজির আবুস শায়খ এবং ইবনে আবী হাতেম কাতাদার সূত্রে লিখেছেন এই নামে এ সূরার নামকরণের কারণ হল এই সূরায় মুনাফিকদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।

সাত. মুনকিলা (আজাব বিশিষ্ট)

আট. মুদামদিমা (ধ্বংস আনয়নকারী)

নয়. সূরাতুল আজাব, হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন- তোমরা যে সূরাকে সূরাতুত তাওবা বল তা আসলে সূরাতুল আজাব। আল্লাহর কসম! এমন কেউ নেই যার উপর এই সূরা প্রতিক্রিয়া করেনা। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হযরত ওমর (রা.) এই সূরাকে সূরাতুল আজাব বলতেন।

দশ. আল ফাতেহা, (মুনাফিকদেরকে) অবমাননাকারীদের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই সূরার এ নামটি বলেছেন। (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৫২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

একাদশ খণ্ড

(সূরা তাওবার ৯৪নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা ইউনুছ সম্পূর্ণ ও সূরা হুদের ১-৫ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর একাদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক আষাঢ়-১৩৯৭ বা./ জিলহাজ্ব-১৪১১ হি./ জুন ১৯৯১ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৬ ও মূল্য ২০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে ৬ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৪ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে। ভূমিকাতে তিনি এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের তাফসীরের খেদমত কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ[২] আঞ্জাম দিয়েছেন তাঁদের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরেছেন। এখণ্ডে সূরা তাওবার ৯৪ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সুরা ইউনুস সম্পূর্ণ ও সূরা হুদের ১-৫ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও 'একাদশ খণ্ড' কথাটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা তাওবার ৯৪ ও ৯৫ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[৩] ৯৪ নং আয়াত '(হে রাসূল!) আপনি যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তারা আপনার নিকট বাহানা উপস্থাপন করবে।' এর ব্যাখ্যায় মুদাসসির মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ[৪] কী ছিল তা সবিস্তারে তুলে ধরেন।

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ১১ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. এ উপমহাদেশে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) সর্ব প্রথম ১১৫০ হি. পবিত্র কুরআনের ফার্সী ভাষায় তরজমা পেশ করেন। এরপর শাহ আবদুল কাদির (র.) ১২০৫ হি. উর্দুতে কুরআনের অনুবাদ করেন। এরপর শাহ রফিউদ্দিন (র.) ১২৩৩ হি. উর্দুতে কুরআন তরজমা করেন। সর্ব প্রথম ফার্সী ভাষায় তাফসীর লিপিবদ্ধ করেন শাহ আবদুল আজীজ (র.) অবশ্য তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তীতে আশরাফ আলী থানভী (র.) উর্দু ভাষায় সংক্ষিপ্ত তাফসীর রচনা করেন। এরপর আল্লামা শিবিবর আহমদ ওসমানী, মাওলানা ইদ্রীস কান্দালভী, মুফতি মোহাম্মদ শফী ও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরীয়াবাদী (র.) প্রমুখ উর্দু ভাষায় তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

৪. যে সকল মুনাফিক তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সারাংশ ছিল- 'তোমরা কোন মিথ্যে অজুহাত আমার (রাসূলের) নিকট পেশ করোনা, আমরা তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস করবনা। এখন শুধু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কর, তোমাদের ভবিষ্যত কার্যকলাপই তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।' (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও এখণ্ডের প্রথম থেকে ৪৭ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি নিফাক, মুনাফিকদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক[৫] ও তাদের প্রতিষ্ঠিত 'মসজিদে জেরার'[৬] নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ খণ্ডের ১২৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ইউনুস এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রথমেই মুফাসসির পূর্ববর্তী সূরার ও এ সূরার যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- পূর্ববর্তী সূরা তাওবায় মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা এবং মুনাফিকদের অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে, এ সূরায় তাওহীদ ও রেসালাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে 'নেসবতে তাবাউয়ূন' বা বৈপরীত সম্পর্ক রয়েছে।

সূরা তাওবার শেষে মুনাফিকদের কুরআন নিয়ে বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় 'কিতাবে হাকীম' এর আলোচনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। সুরা তাওবায় মুনাফিকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, আর এই সূরায় কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা, কথাবার্তা ও পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৭]

---

৫. এ অংশে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) মুনাফিকদের স্বভাবজাত আচরণ তথা প্রতারণা, দু'মুখো নীতি ও ছলচাতুরীর বর্ণনা তুলে ধরেছেন। মুনাফিকদের অধিকাংশই মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বসবাস করত। যদিও মদীনা শহরেও কিছু কিছু মুনাফিকের আবাস ছিল, তবে মোজায়না, জোহায়না, আসজায়া, আসলাম এবং গেফার গোত্রই অধিকাংশ মুনাফিকের মূল আবাসস্থল। এ ছাড়াও এ অংশে তিনি মুনাফিকদের দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৪৭)

৬. 'মসজিদে জেরার' তৈরীর পরিকল্পনা ছিল মুনাফিকদের ইসলাম বিদ্বেষী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের একটি বাস্তব নমুনা। মসজিদে কোবার অনতিদূরে প্রথম সারির ১২ জন মুনাফিকের যৌথ প্রচেষ্টায় আবু আমের নামক চরম ইসলাম বিদ্বেষী দুরাত্মার পরামর্শ মুতাবিক গানম ইবনে আওফ গোত্রের নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমনেরা রাসূল (সা.) এর যুগে মসজিদ রূপী যে ঘরটি তৈরী করেছিল তাকে ইসলামের ইতিহাসে 'মসজিদে জেরার' বলে। মসজিদ রূপী এ ঘরটি নির্মাণের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটাকে তারা তাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে। সেখানে তারা নামাজের নামে একত্রিত হবে এবং দ্বীন বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে শলা-পরামর্শ করবে। যথারীতি এটি নির্মাণের পর মুনাফিকদের একটি দল রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করে একটি নতুন মসজিদের প্রয়োজনীয়তার বাখ্যা উপস্থাপন করে এবং দু'রাকায়াত নামায পড়ে রাসূল (সা.) কে তাদের এ 'মসজিদ' উদ্বোধন করার অনুরোধ করে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) দু'জন সাহাবীকে নির্দেশ দিলে তাঁরা মসজিদ রূপী ষড়যন্ত্রের এ কেন্দ্রটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬)

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

অতপর মুফাসসির সূরা ইউনুছের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর ধারাবাহিক ভাবে এ খণ্ডে তুলে ধরেছেন। এখণ্ডের ৩৪৯ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হুদ এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। এ সূরার ব্যাখ্যার শুরুতে তিনি 'পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য, ও 'কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য' শিরোনামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৮] এছাড়াও এখণ্ডে তিনি 'সাহাবাগণের উচ্চ মর্তবা',[৯] 'হিজরতের নির্দেশ',[১০] 'খাটি তাওবা',[১১] 'তাবুক যুদ্ধের ঘটনা',[১২] মৃত্যুর পর পুনর্জীবন',[১৩] 'বেঈমানদের চারটি বৈশিষ্ট্য',[১৪] 'বেলায়াতের মর্তবা লাভের পন্থা'[১৮] ইত্যাদি শিরোনামে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

দ্বাদশ খণ্ড

(সূরা হুদের ৬ নং আয়ত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা ইউসূফের ১-৫২ নং আয়াত পর্যন্ত)

'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর দ্বাদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক ভাদ্র-১৩৯৮ বা./ রবিউল আউয়াল-১৪১২ হি./ সেপ্টেম্বর-১৯৯২ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোঃ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১৯] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬ ও মূল্য ২০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে ছয় পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। এ খণ্ডে সূরা হুদের ৬ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা ইউসুফের ১-৫২ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হামদ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ করে তাফসীরের নাম ও 'দ্বাদশ খণ্ড' কথাটি লেখা হয়েছে। তারপর সূরা হুদের ৬-৮ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[২০]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১
১৯. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ১২ তম খণ্ড, ১৯৯১ খৃ. প্রথম প্রকাশ, পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৬ নং আয়াত ('পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী মাত্রেরই রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।') এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির সূরা যারিয়াত, ইয়াসিন, নাহল ও হাশরসহ আরো অনেকগুলো সূরার আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে একথা দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রিযিক দাতা নেই।[৩] সূরা হূদের ৩২-৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসির নূহ (আ.) এর জাতির অবাধ্যতা, তার পরিণামে মহা প্লাবন, আল্লাহর হুকুমে নৌকা বানানো[৪] এবং তাতে আরোহণ[৫] ও জুদী পাহাড়ে অবতরণ[৬] ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ খণ্ডের ২১৪ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ইউসুফের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। তাসমিয়ার পর সূরা ইউসুফের প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর সূরা হুদের সঙ্গে সূরা ইউসুফের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে।[৭]

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৮

৪. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ইরাকের কুফা নগরীতে কাঠ কেটে তা নৌকার উপযোগী করে শুকাতে ও নৌকা বানাতে নূহ (আ.) এর ২০০ বছর সময় লেগেছিল (ইবনে কাছির)। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত। বাইরে এবং ভেতরে কাঠের উপর এক প্রকার তৈল ব্যবহার করা হয়েছিল। কাতাদা (র.) বলেছেন- নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত। ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা মতে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। ইবনে আব্বাসের অন্য একটি বর্ণনা মতে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ১০০ হাত, উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। এটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। নিম্ন তলাতে চতুষ্পদ জন্তু, মধ্যম তলাতে মানুষ ও উপরের তলাতে পাখিদের থাকার জায়গা দেয়া হয়েছিল। আল্লামা বগভী (র.) হযরত কা'ব (রা.) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন- নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৫০০ হাত, উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। এর মধ্যে তিনটি স্তর ছিল। সর্ব নিম্ন স্তরে বন্য এবং চতুষ্পদ জন্তু, দ্বিতীয় স্তরে অশ্ব, উষ্ট্র আর গৃহপালিত জন্তু এবং সর্বোচ্চ স্তরে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর মু'মিন সাথীগণ অবস্থান করেন। আল্লাহ তা'আল হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নূহ (আ.) কে নৌকা তৈরী করার কৌশল শিক্ষা দেন। নৌকাটির সামনের দিক মুরগীর মাথার ন্যায়, পেছনের দিক মুরগীর পশ্চাদ ভাগের ন্যায় এবং মধ্যবর্তী অংশ পাখির বক্ষের ন্যায় প্রস্তুত করে পেরেক দ্বারা মজবুত করে তৈরী করা হয়। (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৩)

৫. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক শুধু মুমিনগণই ঐ নৌকাতে আরোহণ করেছিলেন। হযরত কাতাদাহ, ইবনে যুবাইর এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কারজী বলেন- নৌকায় মাত্র ৮ জন আরোহণ করেছিলেন। আর তারা হলেন- হযরত নূহ (আ.), তাঁর স্ত্রী, তাঁদের তিন পুত্র- সাম, হাম, ইয়াসেফ এবং তাঁদের স্ত্রীগণ। আ'মাশ (র.) বলেন- নৌকায় মাত্র ৭ জন আরোহণ করেছিলেন। নূহ (আ.), তাঁর তিন পুত্র ও তাঁদের স্ত্রীগণ। ইবনে ইসহাক (র.) বলেন- তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ১০ জন । মুকাতিল (র.) বলেন- তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৭৮ জন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৮০ জন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬)

৬. হযরত কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেন, রজব মাসের দশ তারিখে মুসলমানগণ নৌকায় আরোহণ করে মহররমের দশ তারিখে দীর্ঘ ছয় মাস পর নৌকা থেকে জুদী পাহাড়ে অবতরণ করেন। জাহহাক (র.) এর বর্ণনা মতে- জুদী পাহাড়টি মোসেল এলাকায় অবস্থিত। আর মোসেল হচ্ছে আধুনিক ইরাকের একটি প্রদেশ।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩)

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

তিনি লেখেছেন- সূরা হুদে রাসূল (সা.) এর নবুওয়তের প্রমাণ এবং তাঁর সান্ত্বনার জন্য অতীত কালের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফেও ঐ আলোচনার ধারাবাহিকতায় হযরত ইউসুফ (আ.) এর জীবনে ঘটে যাওয়া কঠিন বাস্তবতাগুলোর আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তারপর হযরত ইউসুফ (আ.) এর জীবনের উপর বিস্তারিত গবেষণা মূলক আলোচনা এ খণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এখণ্ডে 'পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোযেজা',[৮] 'মুমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত',[৯] 'আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য',[১০] 'আদ জাতির পরিচয়',[১১] 'ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের কথা',[১২] 'স্বপ্নের তাবির',[১৩] 'উত্তম সবরের তাৎপর্য',[১৪] 'হযরত ইউসুফ (আ.) এর মোযেজা', [১৫] ও 'কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ.)'[১৬] ইত্যাদি শিরোনামে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

(সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা রা'দ ও সূরা ইব্রাহীম সম্পূর্ণ ও সূরা হিজর এর ২নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ত্রয়োদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক মাঘ-১৩৯৮ বা./ রজব-১৪১২ হি./ ফেব্রুয়ারী-১৯৯৮ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটি দি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১৭] এ খণ্ডের শুরুতে ৭ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৩ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। ভূমিকাতে তিনি আরবের জাহেলিয়া যুগের পথহারা লাখো মানুষ কোন জিয়ন কাঠির কোমল পরশে এসে সত্যের দিশা পেয়ে এক-একজন আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে দামী মানুষে পরিণত হলেন তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
১৭. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ খৃ. পৃ. ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিনি মূলত পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আটটি মৌলিক গুণাবলীকেই[২] পরশ পাথর হিসেবে সাব্যস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় তাঁরা সোনার মানুষে পরিণত

হয়েছিলেন। এখণ্ডে সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াত থেকে এ সূরার বাকী অংশ, সূরা রা'দ, ইব্রাহীম সম্পূর্ণ ও সূরা হিজর এর প্রথম দু'আয়াতের তাফসীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও 'ত্রয়োদশ খণ্ড' কথাটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা ইউসুফের ৫৩-৫৭ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[৩] এই পাঁচ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) তাফসীরে মাজহারী, খোলাসাতুত্যাফাসীর, ইবনে কাসীর, ফাওয়ায়েদে ওসমানী ও তাফসীরে কবীরসহ অনেকগুলো তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে হযরত ইউসুফ (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পেশ করেছেন।[৪]

২. আত্মসংশোধনের জন্য পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আট দফা কর্মসূচী নিম্নরূপ:

এক. রাতের শেষ প্রহরের ইবাদত: রাতের শেষ প্রহরে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ ঘুমন্ত, সব কিছু থাকে নিরব নিস্তব্ধ তখন স্রষ্টার সৃষ্টি নৈপুন্য দেখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার এক সূবর্ণ সুযোগ আসে। তাইতো যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায় তাদের কর্ম পন্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানে বলেছেন-

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

'আর যারা রাত্রি কাটায় আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত বা দণ্ডায়মান অবস্থায়।'

দুই. কুরআন তিলাওয়াত: অধিক হারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত মানব মনে আল্লাহর প্রেম তৈরী করে দেয়। বিশেষ করে রাতের বেলা কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফলদায়ক।

তিন. সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা: রাত্রিবেলায় আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলে সহযোগীতা করে।

চার. সার্বক্ষনীক জিকির: উঠা-বসায়, চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এক কথায় সর্বাবস্থায় রসনায় আল্লাহ তা'আলার মোবারক নামের জিকির দ্বারা অন্তরকে জীবন্ত করে রাখা।

পাঁচ. এখলাছ বা একাগ্রতা: একাগ্র চিত্তে শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ধ্যান মানুষের অন্তরে এখলাছ তৈরী করে দেয়। শুধু আল্লাহর ধ্যান তাকে সর্ব কাজে, সর্বস্থানে আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি তৈরী করে দেয়।

ছয়. তাওয়াক্কুল বা ভরসা: মানুষের জীবনের পথ বড়ই কন্টকাকীর্ণ ও বিপদ সংকুল। তাই সর্বাবস্থায় আল্লহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ভরসাই তার মনে অনাবিল প্রশান্তি তৈরী করে দেয়।

সাত. সবর বা ধৈর্য: জীবনে কোন কোন সময় অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতাও জীবনেরই অংশ। তাই বিপদ-মুছিবত ও ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে হাসি মুখে এগুলোর মুকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নামই সবর। যারা সবর অবলম্বন করে তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আট. হিজরে জামিল বা উত্তম পন্থায় এড়িয়ে যাওয়া: যখন দ্বীন বিদ্বেষীরা সত্য সাধনায় বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে, তখন তাদের অপ্রয়োজনীয় কথার উত্তর না দিয়ে নিজের অভিষ্ট লক্ষে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-১৫

বিশেষ করে সূরা ইউসুফের ৬২ নং আয়াত ('আর ইউসুফ তার চাকরদেরকে বললেন- তারা যে পণ্যমূল্য আদায় করেছে, তা তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দাও। যাতে করে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট ফিরে যাওয়ার পর তারা উপলব্ধি করতে পারে, যে তা প্রত্যার্পন করা হয়েছে। হয়ত তারা পুনরায় আসবে।') এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের (যারা তাঁর সাথে চরম দুশমনি করেছিল) সাথে পরম উদারতা কেন প্রদর্শন করেছিলেন তার কিছু অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ[৫] এখানে তুলে ধরেছেন।

এ খণ্ডের ১১৪ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা রা'দ এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া উল্লেখ করে সূরা রা'দ এর প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ সূরার ১৯-২২ নং আয়াতে প্রকৃত বুদ্ধিমান লোকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সে বৈশিষ্ট্য গুলো সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত রূপ হল- প্রকৃত বুদ্ধিমান তারাই যারা আল্লাহ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা, যাদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে। আর তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, আখেরাতের কঠিন হিসাব নিকাশের ভয়ে অস্থির থাকে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় ও মন্দকে ভাল দ্বারা মুকাবিলা করে।[৬] এখণ্ডের ২১২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ইব্রাহীমের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া লিখে সূরা ইব্রাহীমের প্রথম পাঁচ আয়াতের আরবী অংশ উল্লেখ করে

৫. মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) বলেন- তাফসীরকারগণ বলেছেন, বৈমাত্রেয় ভাইদের পক্ষ থেকে দেয়া বিনিময় মূল্য গোপনে ফেরত দেয়ার একাধিক কারণ রয়েছে-

এক. হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতা ও ভ্রাতাগণের প্রতি দুর্ভিক্ষের সময় ইহসান করতে চেয়েছিলেন।

দুই. একান্ত আপনজনদের থেকে খাদ্য দ্রব্যের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা তিনি ভদ্রতা ও শরাফতের খেলাফ মনে করেছিলেন।

তিন. তাদের নিকট খাদ্য শস্যের মূল্য এজন্যই ফেরৎ দেয়া হয়েছে তারা যেন অর্থাভাবে না পড়ে; বরং আবারও মিশর আসতে সক্ষম হয়।

চার. হযরত ইউসুফ (আ.) এর ইহসানে তারা যেন লজ্জিত না হন, তাই গোপনে তা ফেরৎ দেয়া হয়েছিল।

পাঁচ. তারা যেন তাদের আমানতদারীতার কারণে ফিরে এসে ঐ মূল্য পুনরায় জমা দিতে প্রয়াসী হয়। এতে তাঁদের সাথে হযরত ইউসুফ (আ.) এর আরো একবার দেখা হয়ে যাবে।

ছয়. মূলতঃ হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে পরম উদারতার মাধ্যমে তাদের চরম অত্যাচারের উত্তম পর্যায়ের জবাব দিয়েছেন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১)

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৯

তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। অতপর 'পবিত্র কুরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য',[৭] 'কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি',[৮] 'সবর ও তাওয়াক্কুল',[৯] 'তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য',[১০]

'কেয়ামতের দিন কাফেরদের আস্ফালন',[১১] 'কালেমা তায়্যেবার দৃষ্টান্ত',[১২] 'শিরকের মূল ভিত্তিতে আঘাত',[১৩] ও 'দোয়ার আদব'[১৪] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা ইব্রাহীমের বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এখণ্ডের শেষ দু'পৃষ্ঠায় সূরা হিজর এর প্রথম দু'টি আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরে এখণ্ডের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।[১৫]

চর্তুদশ খণ্ড

(সূরা হিজর এর ২নং আয়াত থেকে সম্পূর্ণ সূরা ও সূরা নাহল পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর চর্তুদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক জ্যৈষ্ঠ-১৩৯৯ বা./ জিলহাজ্ব-১৪১২ হি./ জুন-১৯৯২ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। খণ্ডটির প্রকাশক ছিলেন মোঃ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এটি মুজাহিদ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ১৪/এ কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১৬] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৬ ও মূল্য ছিল ২০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে ৩ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৩ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। এখণ্ডটিতে সূরা হিজর এর ২নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত ও সূরা আন নাহল এর সম্পূর্ণ অংশের তাফসীর স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও খণ্ড নং উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর সূরা আল হিজর এর ২-৯ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।[১৭]

~~৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪~~
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২
১৬. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, চর্তুদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ খৃ. পৃ. ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

এ সূরার ২৬ নং আয়াত থেকে ৪২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টি, ফেরেস্তাকুলের সেজদা ও ইবলিসের নাফরমানী ইত্যাদি নিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচনা করেছেন। মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) উল্লেখিত বিষয়াবলী এ আয়াত গুলোর ব্যাখ্যায় বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন।[৩] এ সূরার ৯৪-৯৫ নং আয়াত ('অতএব আপনাকে যে আদেশ

করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন, আর মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। বিদ্রূপকারীদের বুঝবার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট।') এর ব্যাখ্যায় মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) মক্কায় কোন্ কোন্ দুর্বৃত্ত রাসূল (সা.) কে বিদ্রূপ করে কষ্ট দিত তাদের নাম[৪] ও আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কিরূপ আজাব প্রেরণ করেছিলেন তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

এ খণ্ডের ১০০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আন নাহল এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে এ সূরার নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- নাহল বলা হয় মধু মক্ষীকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষীকার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাই এইনামে এ সূরার নামকরণ করা রয়েছে। এই সূরার আরেকটি নাম হল সূরাতুন নি'আম। যেহেতু এ সূরাতে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের আলোচনা করা হয়েছে তাই একে সূরাতুন নি'আমত ও বলা হয়।[৫] মূলত এই সূরাতে তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর দলীল ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং শিরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।[৬] আল্লাহ তা'আলার অগণিত নি'আমতের মুকাবিলায় তাঁর প্রতি শোকর গোজার হওয়া যে মানুষের একান্ত কর্তব্য তা এ সূরাতে যৌক্তিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[৭]

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৫০

৪. যে সকল দুর্বৃত্ত মক্কায় রাসূল (সা.) কে বিদ্রূপ করে মানসিক কষ্ট দিত তাদের মাঝে প্রথম সারিতে ছিল ওলীদ বিন মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মোত্তালেব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও হারেস ইবনে কায়েস ইবনুত তালালা। এদের সকলেই আল্লাহর গজবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। ওলীদের পায়ে খাজায়ী গোত্রের এক ব্যক্তির তীরের মাথা সামান্য একটু ঢুকে যায়, এই হালকা আঁচরেই তার মৃত্যু হয়। আস ইবনে ওয়ালে উট থেকে নামার সময় একটু কাপড়ের টুকরোতে পা রেখেছিল, এতে তার পায়ে ঐ কাপড় থেকে কাঁটা বিদ্ধ হয়, তাক্ষণাৎ তার পা ফুলে উটের ঘাড়ের ন্যায় মোট হয়ে গেল এবং সেখানেই তার মৃত্যু হল। আসওয়াদ ইবনে মোত্তালেব তার এক গোলাম সহ একটি গাছের নীচে বসা ছিল। জীব্রাঈল (আ.) সেখানে পৌঁছে তার মাথা ধরে গাছের সঙ্গে ঠুকে দিচ্ছিলেন আর তার মুখের উপর কাঁটা বসিয়ে দিচ্ছিলেন। সে চিৎকার করে বলল, আমাকে সাহায্য কর। গোলাম বলল, আমিতো কাউকে দেখছিনা, আপনি নিজেই তো এ কাজ করছেন। এতে তার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেল এবং সেখানেই মৃত্যু মুখে পতিত হল। আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস একদিন ঘর থেকে বের হলে তার গায়ে লু হাওয়া লাগে, এতে তার দেহ জ্বলে কাল হাবশীর মত হয়ে গেল। বাড়ীর লোকজন তাকে ঘরে ঢুকতে দিলনা, কেননা তারা তাকে চিনতে পারেনি। ঘরের দরজায় তার মৃত্যু হয়ে গেল। হারেস ইবনে কায়েস কোন একদিন লবনাক্ত পানির মাছ খেয়েছিল, সে কারণে তার পিপাসা বেড়ে যায়, এতে সে অধিক পরিমাণে পানি পান করে। অবশেষে তার পেট ফেটে যায় এবং মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

যারা মুমিন তাঁরা তাঁদের উত্তম কর্মফল মৃত্যুর সময় থেকেই লাভ করবে এটা এসূরার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-'ফেরেস্তাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায়, তখন তারা বলবেন তোমাদের উপর সালাম, তোমাদের কর্মফল হিসাবে তোমারা জান্নাতে প্রবেশ

কর।[৭] জান্নাতে প্রবেশের এ সুসংবাদ মুমিন দুনিয়াতে থাকতেই পাবে।[৮] এবিষয়ে এখণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ খণ্ডে 'বেহেশত-দোযখের বিবরণ',[৯] 'হেদায়াত লাভের পন্থা'[১০], 'তাকলীদের গুরুত্ব'[১১], 'মধুর উপকারিতা'[১২], 'কোন কোন কাফেরের শাস্তি হবে দিগুণ'[১৩], 'মোমেন মিথ্যাবাদী হয়না'[১৪], 'আখেরাতের অবস্থা'[১৫], 'হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর গুণাবলী'[১৬] ও 'মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের তাৎপর্য'[১৭] ইত্যাদি শিরোনামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চদশ খণ্ড

(সূরা বনী ইসরাঈল সম্পূর্ণ ও সূরা কাহাফ এর ১-৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর পঞ্চদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা কর্তৃক অক্টোবর-১৯৯২ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডের দ্বিতীয় প্রকাশ সংখ্যাটি আমাদের সামনে। এটি আগষ্ট-১৯৯৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। মাষ্টার প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, মহাখালী, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৮ ও মূল্য ছিল ৩০০ টাকা।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫৩
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০.
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৫ তম খণ্ড, ১৯৯৩ খৃ. পৃ. ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ খণ্ডের শুরুতে ৪ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ৬ পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র সংযোজীত হয়েছে। খণ্ডটিতে সূরা বনী ইসরাঈল সম্পূর্ণ ও সূরা কাহাফ এর প্রথম থেকে ৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত অনুবাদ ও তাফসীর স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরের নাম ও 'পঞ্চদশ খণ্ড' কথাটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা বনী ইসরাঈলের নামকরণ ও ফজিলত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।[২] তারপর পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র[৩] বর্ণনা করে সূরা

বনী ইসরাঈলের প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম আয়াত ('পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেমে মসজিদুল আকছা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছিলাম, যাতে করে তাঁকে আমি আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।') এর ব্যাখ্যায় মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) রাসূল (সা.) এর মি'রাজে গমনের বিষয়ে ১৪টি সুক্ষ্ম মাসয়ালা[৪] অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

---

২. সূরা বনী ইসরাঈলকে সূরাতুল 'ইসরা'ও বলা হয়। এ সূরাতে যেহেতু বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে তাই এর নাম সূরা বনী ইসরাঈল। আবার এ সূরাতে রাসূল (সা.) এর মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই একে সূরাতুল ইসরাও বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-রাসূল (সা.) প্রত্যেক রাতে সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত করতেন। (মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১)

৩. দু'সূরার মাঝে আলোচনার যে যোগসূত্র পাওয়া যায় তা হল:

এক. পূর্ববর্তী সূরায় তাওহীদের উপর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর এ সূরায় রেসালাতের উপর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দুই. পূর্বের সূরায় শনিবার ওয়ালাদের সীমালংঘন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আর এ সূরায় বনী ইসরাঈলদের সীমা লংঘন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)

৪. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা বনী ইসরাঈল এর প্রথম আয়াত থেকে যে ১৪ টি সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম বিষয় বের করেছেন তা নিম্নরূপ:

এক. মি'রাজ যে একটি অতি বিস্ময়কর ব্যাপর ছিল, তা 'সুবহানা' শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

দুই. কাবা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ কে 'ইসরা' ও বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উপরের দিকের ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়।

তিন. 'বি আবদিহি' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে- তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি প্রিয়তম ব্যক্তি এবং তিনি 'উপাস্য নন' বরং উপাস্যের বান্দা।

চার. রাত্রিকালীন সফর কে ইসরা বলে। তার পরও 'লাইলান' শব্দ বলে এ সফর সম্পূর্ণ রাত্রিতে নয়; বরং রাতের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল তা বুঝানো হয়েছে।

পাঁচ. ' মসজিদে হারাম' বলে শুধু কাবার অভ্যন্তরকে বুঝানো হয়নি: বরং তার চার পাশকে বুঝানো হয়েছে।

অতপর মি'রাজ সংক্রান্ত আলোচনায় ১ নং ঘটনা ২ নং ঘটনা এভাবে ২৪ নং ঘটনা পর্যন্ত উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে মি'রাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন।[৫] এ সূরার ২৩-৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতীর হেদায়েত লাভের মাধ্যমে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) ঐ আয়াত সমূহ থেকে ২৩ টি মৌলিক শিক্ষা বের করে তা তাঁর এ তাফসীরে উপস্থাপন করেছেন।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

এ খণ্ডের ৩৪১ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা কাহাফের তাফসীর শুরু হয়েছে। শুরুতে সূরা কাহাফের ফজিলতের উপর মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজী, মুসতাদরাকে হাকেম, বায়হাকী, আবু দাউদ ও নাসাঈ প্রভৃতি গ্রন্থের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

ছয়. বাইতুল মুকাদ্দাস মক্কা থেকে অনেক দূরে তাই তাকে 'মসজিদুল আকসা' বলা হয়েছে।

সাত. রাসূল (সা.) কে স্বগৃহে রেখেই মি'রাজের যাবতীয় বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব নয়; বরং সহজ। কিন্তু তা না করে বিস্ময়কর পন্থায় এ সফর করিয়ে রাসূল (সা.) এর মর্তবা বা সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আট. রাত্রিতে এ সফর এ জন্যই হয়েছে, কেননা রাতই হল প্রভূর সাথে মিলনের সর্বোত্তম সময়।

নয়. 'আল্লাজী বারাকনা' বলে মসজিদে আকসার চতুস্পার্শ্বের সম্মান বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা সেখানকার মাটিতে অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) দেহ ও আত্মার সংস্পর্শ রয়েছে।

দশ. 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' দ্বারা বুঝা যায় এ সফর বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না।

এগার. মিন আয়াতিনা' এর 'মিন' দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নিদর্শন নয়; বরং আংশিক নিদর্শন দেখেছেন।

বার. আয়াতে একবার নাম পুরুষের সর্বনাম (আসরা বি আবদিহি), আবার প্রথম পুরুষের সর্বনাম (বারাকনা) ইত্যাদি ব্যবহার করে বর্ণনা শৈলীতে শ্রুতি মধুরতা আনয়ন করা হয়েছে।

তের. আয়াতের শেষংশে 'তিনি সর্শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' বলে ইসরায় অবিশ্বাসী কাফেরদের প্রচ্ছন্ন ধমক দেয় হয়েছে।

চৌদ্দ. 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' ও 'হুয়াস সামিয়ুল বাসির' বাক্যদ্বয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে রাসূল (সা.) কে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো হয়েছে। তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা নন; বরং একমাত্র আল্লাহই হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১০)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-৫৭

৬. মৌলিক শিক্ষাগুলো হল- ইবাদত হবে শুধু আল্লাহর, পিতা-মাতার সাথে ইহসান করতে হবে, তাঁদের সম্মুখে 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করা যাবেনা, তাঁদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলা যাবেনা, তাঁদের সাথে অত্যন্ত বিনম্র আচরণ করতে হবে, তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করতে হবে, আত্মীয় স্বজনদের হক আদায় করতে হবে, মিসকীনদের প্রতি দায়িত্ব আদায় করতে হবে, অপচয় করা নিষিদ্ধ, দারিদ্র পীড়িত মানুষ যদি কিছু চায়, তাদের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলতে হবে, কৃপনতা পরিহার করতে হবে, সর্বস্ব দান করে নিজে ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া যাবে না, খাদ্যের অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাওয়া যাবেনা, নরহত্যা নিষিদ্ধ, প্রতিশ্রুতি পালন করা বাধ্যতামূলক, পরিমাপ ও ওজনে কম দেয়া যাবেনা, না জেনে কথা বলা যাবেনা এবং অহংকার অত্যন্ত ঘৃণিত তাই তা পরিত্যাজ্য।

(মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪)

অতপর 'সূরা কাহাফের আমল' ও 'পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক' শিরোনামে আরো কিছু আলোচনা পেশ করে সূরা কাহাফের প্রথম ছয় আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।[৭] এ সূরার ৯ নং আয়াত ('হে রাসূল! আপনি কি মনে করেন গুহা এবং গুহাবাসীরা আমার কুদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে বিস্ময়কর?') এর ব্যাখ্যায় মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.) আসহাবে কাহাফ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৮] এছাড়াও এখণ্ডে 'বনী ইসরাঈল জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস'[৯], 'হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর শাহাদাতের ঘটনা'[১০], 'মুশরিকদের মৃত শিশুদের পরকালীন অবস্থা'[১১], 'পাপাচারের পরিণতিঃ ধ্বংস'[১২], 'মানব সৃষ্টির ইতিকথা'[১৩], 'মাকামে মাহমুদ'[১৪], 'রুহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম'[১৫], 'আসহাবে কাহাফের কুকুর'[১৬], 'হযরত খিজির (আ.)

প্রসঙ্গে'[১৭] ও 'এল্‌ম হাসিল করার আদব'[১৮] সহ আরো অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৩৫০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৭৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

ষষ্ঠদশ খণ্ড

(সূরা আল কাহাফ এর ৭৫ নং আয়াত থেকে, সূরা মারইয়াম সম্পূর্ণ ও সূরা ত্বাহার শেষ পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ষষ্ঠদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৩ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির ৩য় প্রকাশ সংখ্যা আমাদের সামনে। এটি নাদীয়াতুল কোরআন প্রিন্টিং প্রেস, লালবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬ ও মূল্য ৩০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা[২] ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা কাহাফ এর ৭৫ নং আয়াত থেকে সূরা মারইয়াম ও ত্বাহার শেষ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উলেখপূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'ষষ্ঠদশ খন্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা কাহাফের ৭৫-৭৮ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এখানে হযরত মূসা (আ.) এর সাথে হযরত খিজির (আ.) এর কথপোকথন এবং হযরত খিজির (আ.) এর বিস্ময়কর-

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠদশ খন্ড, ৩য় প্রকাশ, ২০০৭ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. ভূমিকাতে পবিত্র কুরআন যে মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং এতে যে মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবই আলোচনা করা হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন- যদি আমি সূরা ফাতেহার তাফসীর লিপিবদ্ধ করি, তবে তা ৭০টি উষ্ট্রের বোঝা হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে হাজর (র.) বলেছেন পবিত্র-কুরআন থেকে যে সব ইলমের সন্ধান পাওয়া যায় তার কোন সীমা নেই, শেষও নেই। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) কাজী আবু বকর ইবনে আরবী (র.) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– পবিত্র কুরআনে সাতাত্তর হাজার চারশত পঞ্চাশ প্রকারের ইলমের সন্ধান পাওয়া যায়। ইমাম শা'রানী আল জাওহার নামক গ্রন্থে পবিত্র কুরআনে তিন হাজার প্রকার ইলমের আলোচনা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাইতো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন– পবিত্র কুরআনে সর্ব প্রকার ইলম রয়েছে, তবে মানুষ তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। যদি আমার উষ্ট্রের রশিও হারিয়ে যায়, তবে আমি তা আল্লাহর কিতাবেই খুঁজে পাব।'

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

কর্মকাণ্ডগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরে মাজহারী, রুহুল মা'আনী ও তাফসীরে ইবনে কাসীর এর উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] সূরা কাহাফের ৮৩ নং আয়াত-

ويسئلونك عن ذي القرنين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا

('হে রাসুল! আপনাকে লোকেরা জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করব।') এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) জুলকারনাইন প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৪] তিনি বলেন, জুলকারনাইন একজন অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ ও প্রচন্ড ক্ষমতাধর বাদশাহ ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তাগণ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। তিনি ইব্রাহীম (আ.) এর যুগে বর্তমান ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। কাবার প্রাঙ্গনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল এবং তাঁর সাথে মোছাফাহা করে দোয়ার দরখাস্তা করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়ার বরকতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সফর তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়।[৫] তাঁকে জুলকারনাইন নামে কেন ডাকা হত তাও তিনি এ অংশে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।[৬]

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-২২

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬. আল্লামা বাগভী (র.) বলেন, তাঁকে জুলকারনাইন নামে ডাকার কারণ হল–

ক. সূর্যের দু'টি প্রান্ত রয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম। জুলকারনাইন উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন।

খ. তিনি রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

গ. তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের দেশেই প্রবেশ করেছিলেন।

ঘ. তাঁর দু'টি অতি সুন্দর জুলফি ছিল।

ঙ. তাঁর মাথায় শিং এর মত দুটি উঁচু স্থান ছিল, যা তিনি পাগড়ী দ্বারা ঢেকে রাখতেন। আর এ স্থান দু'টি তাঁর অবাধ্য জাতি (তাঁর উপর) জুলমের স্মৃতিচিহ্ন ছিল। তারা তাঁর মাথায় আঘাত করাতে তাঁর মাথার দু'দিক ফুলে উঠেছিল।

চ. তাঁর ক্ষমতা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে সুবিস্তৃত ছিল।

ছ. সুফী-সাধকগন বলেছেন, তাঁকে এজন্যই জুলকারনাইন বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাহেরী ও বাতেনী এ দু'প্রকারের ইলম-ইদান করেছেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫, ১৭)

এসূরার ৯৪ নং আয়াত- ('তারা বলে, হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের দেশে দারুণ অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টি করছে, আমরা কি তোমাকে কর আদায় করব এ শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেবে।') এর ব্যাখ্যায় 'ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়' ও 'জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর,[৮] সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ৫৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মারইয়াম এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। শুরুতে এ সূরার নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক ও দোয়ার আদব প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[৯] অতপর হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর বৈশিষ্ট্য, [১০] হযরত ইদ্রিস (আ.) এর

৭. আল্লামা বাগভী (র.) বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ ইয়াসেফ ইবনে নূহের বংশধর। যাহহাক (র.) এর মতে, তারা তুর্কদের বংশধর। সুদ্দী (র.) বলেন, তুর্কী ইয়াজুজদের একটি সৈন্যদল ছিল। কাতাদাহ (র.) বলেন, ইয়াজুজ এর বাইশটি গোত্র ছিল। একুশটি গোত্র জুলকারনাইনের প্রাচীর আবদ্ধ হয়ে আছে। আর যারা প্রাচীরের বাইরে আছে তারাই তুর্ক। তারা সংখ্যায় সমগ্র মানব জাতির দশগুণেরও অধিক। তাদের দেশ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। কিয়ামতের পূর্বে তারা জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর ভেঙ্গে পঙ্গ পালের ন্যায় পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং অশ্ব, শুকর সহ যাবতীয় জংলী জন্তু তারা খেয়ে ফেলবে। তাদের দলের প্রথম ভাগ যখন সিরিয়াতে থাকবে তখন পেছনের ভাগ থাকবে খোরাসানে। তারা পৃথিবীতে চরম অশান্তি সৃষ্টি করবে। তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় দন্তবিশিষ্ট, সারা দেহ অত্যন্ত বেশী পশমাবৃত। হযরত ইসা (আ.) তাদের বদদোয়া করলে তারা সবাই অস্বাভাবিক ভাবে একসঙ্গে মরে যাবে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, ২৯)

৮. আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত জুলাকারনাইন তাঁর যুগের মু'মিনগণের সহযোগীতা নিয়ে লোহার পাত একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে তাতে গলিত তাম্র ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত মজবুত করে ইয়াজ মাজুজের এলাকার সুড়ঙ্গ পথে একটি সু উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ প্রাচীরটি অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে নির্মিত হয়েছে। ইয়াজুজ মাজুজ এ প্রাচীরটি টপকাতে পারবে না। আল্লামা বাগভী (র.) লিখেছেন এ প্রাচীরটির প্রস্থ পঞ্চাশ হাত, উচ্চতা একশত হাত আর দৈর্ঘ হল তিন মাইল। ইয়াজুজ মাজুজের অবস্থান স্থলের উত্তর দিকে শীতল পানির সমুদ্র যা সব সময় বরফে ঢাকা থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, দু'টি পাহাড় দণ্ডায়মান রয়েছে। দু'

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ের মাঝখানে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যাতায়াতের একটি সুড়ঙ্গ আছে মাত্র। তারা এ সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে জনপদে লুটতরাজ করত। হযরত জুলকারনাইন তাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ প্রাচীরটি নির্মাণ করেন।
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, ২৯)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

আসমানে উত্তোলনের ঘটনা,[১১] হযরত ঈসা (আ.) এর বিশেষ সাতটি বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা[১২] সহ সূরা মারইয়ামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর এ খণ্ডের ১৬২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ত্বাহা এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রথমে এ সূরার নামকরণের তাৎপর্য, এ সূরার ফযিলত ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ সূরার ১৪নং আয়াতের শেষ অংশ- وأقم الصلوة لذكري
'আর আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম কর।' এর ব্যাখ্যায় নামাজের ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর রাসূল (সা.), আবু বকর, আলী, ইবনে যুবায়ের ও জয়নুল আবেদীন (রা.) সহ আরো অনেক মনীষীর নামাজ পড়ার নমুনা কেমন ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে।[১৩] এছাড়াও এ খণ্ডে 'হযরত মূসা (আ.) এর কঠিন পরীক্ষা',[১৪] 'ফেরআউন ও তার যাদুকরদের অবস্থা'[১৫] ও 'পবিত্র কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার শোচনীয় পরিণতি'[১৬] ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তদশ খণ্ড

(সূরা আম্বিয়া ও সূরা হজ্ব সম্পূর্ণ)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর সপ্তদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক জুন-১৯৯৩ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির ২য় প্রকাশ সংখ্যাটি আমাদের সামনে। এটি মাস্টার প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং ৮৯, মহাখালী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৭ এবং

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

~~১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৭~~

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৯১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, সপ্তদশ খন্ড, ২য় প্রকাশ, পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মূল্য ২২৫ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা আম্বিয়া ও সূরা হজ্ব এর সম্পূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'সপ্তদশ খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা আম্বিয়া এর প্রথম পাঁচ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। প্রথমেই সূরা আম্বিয়ার ফযিলত প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস তুলে ধরা হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।[২] এ সূরার ৫৮-৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গা ও কৌশলে তার জবাব প্রদান করা,[৩] পরবর্তীতে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা ও তাঁর নিরাপদে অগ্নিকুন্ড থেকে বের হয়ে আসা[৪] প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩

৩. কোন একদিন মেলা উপলক্ষে মুশারিকরা যখন শহরের বাহিরে চলে গেল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) মন্দিরে প্রবেশ করে সেখানে সংরক্ষিত মূর্তিগুলোর বড়টিকে বাদ রেখে বাকী সবগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। আর যে কুড়াল দিয়ে তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ছিলেন ঐ কুড়ালটিকে বড় মূর্তিটির ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে এ কান্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে তর্ক শাস্ত্রের কৌশল অবলম্বন করে উত্তর দিলেন এবং বললেন, 'বরং তাদের বড়টি তা করেছে; যদি তারা কথা বলতে পারে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাস করে দেখ'।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯)

৪. মূর্তি পূজার বিপক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন অত্যন্ত চমৎকার যুক্তি তর্ক প্রদান করে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, তখন জালিমগুলো যুক্তির পথ পরিহার করে শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল। যা সাধারণত অহংকারী দাম্ভিক লোকেরা করে থাকে। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। আর এ প্রস্তাবটি দিয়েছিল 'হনূন' নামের এক পাপাচারী। আল্লাহ তাকে জমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে। বাগদাদ থেকে প্রায় ৪২ মাইল দূরে নমরূদের এলাকা অবস্থিত। ওখানে সুদীর্ঘ এক মাস যাবৎ জ্বালানী সংগ্রহ করা হয় এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। অগ্নিকান্ড এতটা ভয়াবহরূপ ধারণ করল যে, দীর্ঘ ১৬ মাইল এলাকা পর্যন্ত তার উপর দিয়ে কোন পাখি পর্যন্ত উড়তে পারতনা, অবশেষে হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে তাতে নিক্ষেপ করা হল। তবে আল্লাহর হুকুমে সেই আগুন ইব্রাহীম (আ.) কে যে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সে রশিগুলো ব্যতীত তাঁর গায়ের একটি পশমও স্পর্শ করে নি। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বা পঞ্চাশ দিন সেখানে অবস্থান করে পরিপূর্ণ সুস্থবস্থায় আগুন থেকে বের হয়ে আসেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৮)

এ সূরার ৮৭নং আয়াত- ('আর স্মরণ কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল একটি শস্য-ক্ষেত্র সম্পর্কে, যাতে রাত্রিকালে অন্য সম্প্রদায়ের ছাগল প্রবেশ করেছিল, আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।') এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এর উল্লেখিত বিচারের ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন- দু'ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.) এর দরবারে হাজির হলেন। একজন শস্য ক্ষেতের মালিক আর অপরজন বকরীর মালিক। বকরী শস্য ক্ষেত বিনষ্ট করার কারণে তাদের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দাউদ (আ.) ক্ষতিপূরণ হিসেবে শস্য ক্ষেতের মালিককে বকরীগুলো দিয়ে দিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.)

এ ফয়সালার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে হযরত দাউদ (আ.) তাঁকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান করেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, বকরীগুলো ক্ষেতের মালিকের জিম্মায় থাকবে। ক্ষেতের মালিক বকরীর দুধ, পশম ও তার বংশধর দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। আর ক্ষেতটি বকরীর মালিকের জিম্মায় দেয়া হবে। সে ক্ষেতের শস্যকে যত্ন করে আগের অবস্থায় যখন ফিরিয়ে আনবে তখনই তার বকরীগুলো ফিরে পাবে। সন্তানের বিচারিক ক্ষমতা দেখে বাবা দাউদ (আ.) অত্যন্ত খুশী হলেন।[৫] এছাড়াও এ সূরার ব্যাখ্যায় 'হযরত দাউদ (আ.) এর সাথে পাহাড় ও পাখিদের জিকির করা,'[৬] 'সুলাইমান (আ.) এর আকাশ ভ্রমণ',[৭] 'আইয়ূব (আ.) এর বংশ পরিচয় ও অসুস্থতার ঘটনা',[৮] 'হযরত ইউনুস (আ.) এর মাছের পেটে অবস্থানের ঘটনাসহ [৯] আরো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ১৮৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হজ্বের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে সূরা হজ্ব অবতীর্ণের স্থান ও এ সূরার ফজিলত নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।[১০] তারপর এ সূরার প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে 'হজ্বের আহ্বান ও সর্ব প্রথম আহ্বানে সাড়া দানকারীর বর্ণনা,'[১১] 'কুরবানীর ফজিলত ও বিধান,'[১২] 'কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি,' [১৩] 'ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা' [১৪] ও 'নবী-রাসূলগণের সংখ্যা' [১৫] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা হজ্বের বিস্তারিত তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫, ১০৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৮. হযরত আইয়ূব (আ.) এর বংশ পরিচয় হল আইয়ূব ইবনে আহরাম ইবনে রাজেখ ইবনে রূম ইবনে আইস ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (আ.)। হযরত আইয়ূব (আ.) আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্ত্রী, সন্তান, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, ও ধন-দৌলতসহ অসংখ্য নি'আমত দান করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুমে এক-এক করে সব নি'আমাত তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। তিনি একটি নি'আমতের ধ্বংসের খবর শুনলেই বলতেন "আল হামদুলিল্লাহ! যিনি দিয়েছেন, তিনিই নিয়েছেন। আমিতো সর্বদা আমার জান ও অর্থ সম্পদকে ধ্বংসোম্মুখ মনে করি।" এক পর্যায়ে তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে- পড়লেন, তাঁর পুরা শরীর পঁচে গেল এবং তাতে পোকা তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু তিনি অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও শোকর আদায়ে ব্যস্ত থাকলেন। এক পর্যায়ে যখন পোকাগুলো তাঁর জিহ্বার দিকে অগ্রসর হল তখন তিনি জিকির বন্ধ হওয়ার আশংকা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন-

اني مسني الضروانت ارحم الراحمين

'হে আমার বর! বড় কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করে দীর্ঘদিন পর তাঁকে আবারো সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লামা বাগভী (র.) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ.) ১৮ বছর বিপদগ্রস্থ ছিলেন। ওয়াহহাব ইবনে মোনাব্বাহ (র.) বলেন, তিনি পূর্ণ তিন বছর বিপদগ্রস্থ ছিলেন। কা'ব আহবার (র.) এর মতে, তিনি সাত বছর বিপদগ্রস্থ ছিলেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১২৭)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

অষ্টাদশ খণ্ড

(সূরা মু'মিনূন ও সূরা নূর সম্পূর্ণ, সূরা ফুরকান এর ১-২০ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর অষ্টাদশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক জুন-১৯৯৩ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন শহিদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির চতুর্থ প্রকাশ সংখ্যাটি আমাদের সামনে। এটি নিউ এস.আর প্রিন্টার্স ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৯ এবং মূল্য ৩০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা মু'মিনূন, সূরা নূর সম্পূর্ণ এবং সূরা ফুরকান এর ১-২০ নং পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'অষ্টাদশ খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা মু'মিনূন এর নামকরণ ও এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি[২] তুলে ধরা হয়েছে।

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, অষ্টাদশ খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১০ খৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. নাসাঈ, তিরমিজী ও মুসনাদে আহমদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল (সা.) এর প্রতি অহী নাজিল হত, তখন মধু মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শোনা যেত। একবার এমন অবস্থাই হল। তৎক্ষনাত রাসূল (সা.) কেবলমুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন-

اللهم زدنا ولاتنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولاتحرمنا وا ثرنا ولا تؤثرعلينا وارض عنا وارضنا

এরপর তিনি এরশাদ করলেন- 'আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে সে জান্নাতী হবে।' তারপর তিনি এই সূরার প্রথম দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (সা.) এর চরিত্র মাধুর্য কেমন ছিল? তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র হল আল কুরআন। এরপর তিনি সূরা মুমিনূনের প্রথম দশ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, এগুলো হল রাসূল (সা.) এর চারিত্রিক গুণাবলী।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২)

তারপর পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র[৩] বর্ণনা করে সূরা মু'মিন এর প্রথম ১১ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় আয়াত-

الذين هم في صلاتهم خاشعون

('সফলকাম সে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী থাকে'।) এর ব্যাখ্যায় এ গ্রন্থের মুফাসসির خشوع তথা 'বিনয় প্রকাশ' এর নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অনেক মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৪] অতপর 'প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য', [৫] 'জীবন সায়াহ্নে মানুষের অবস্থা',[৬] 'আলমে বরজখের বিবরণ',[৭] 'আমল পরিমাপের প্রক্রিয়া',[৮] 'কাফেরদের শোচনীয় পরিণতি'[৯] ও 'পবিত্র কুরআনের বর্ণনা শৈলী' [১০] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে পর্যায়ক্রমে সূরা মু'মিনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. পূর্ববতী সূরার শেষ আয়াত ছিল وافعلوا الخير لعلكم تفلحون আর এ সূরার প্রথম আয়াত হল قدافلح المؤمنون এ যেন সফলতা লাভের ধারাবাহিক আলোচনা।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.)

৪. 'খুশু' বা বিনয় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকমের বক্তব্য প্রদান করেছেন-

এক. অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, কারো সম্মুখে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাজির হওয়া এবং তাঁর সম্মান ও ভয়ে সম্পূর্ণ ভীত ও নীরব থাকার নামই হল 'খুশু'।

দুই. হাসান বসরী (র.) বলেন, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান রয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে।

তিন. মুকাতিল (র.) বলেছেন, যারা বিনয়ী, যারা কাকুতি-মিনাতি করে তারাই হল।

চার. মুজাহিদ (র.) এর মতে, যারা নিচের দিকে নজর রাখে, যারা নিজের আওয়াজকে ছোট করে এবং বিনীত হয়ে দরবারে এলাহীতে হাজির হয় তারাই হল।

পাঁচ. হযরত আলী (রা.) বলেন, নামাজে এদিক-সেদিক না তাকানোই হল 'খুশু'।

ছয়. হযরত সায়ীদ বিন যুবায়ের (রা) বলেছেন, নামাজে এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়া যে, ডানে-বাঁয়ে কে আছে তার খবরও না রাখা, আর ডানে বাঁয়ে দৃষ্টিপাত না করাই হল 'খুশু'।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬)

৫. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

অতপর এ খণ্ডের ১২৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা নূরের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) এর বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তিনি কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারী করে ছিলেন। 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।'[১১]

তারপর সূরা নূরের মূল বক্তব্য উল্লেখ করে এ তাফসীরের মুফাসসির লেখেন- 'সর্ব প্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি ঘোষণা করত এক পর্যায়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর চরিত্রের নিষ্কলুষতা ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখিরাতের স্মরণের তাগিদ প্রদান করে সূরা শেষ করা হয়েছে।' [১২]

অতপর সূরা নূরের প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এখানে ব্যাভিচারের শাস্তি প্রদানের নিয়ম কি হবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে ব্যাভিচারের কঠোর শাস্তির বিধানের তাৎপর্য ও বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩] এ সূরার ১১ নং আয়াত- ('নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একদল।') এর ব্যাখ্যায় এ গ্রন্থের মুফাসসির হযরত আয়িশা (রা.) এর প্রতি আরোপিত অপবাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। [১৪] এ সূরার ২৬ নং আয়াত- ('তারা যা কিছু বলে অপবাদ দেয়, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা'।) এর ব্যাখ্যায় হযরত আয়িশা (রা.) এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য [১৫]

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৬১

১৫. হযরত আয়িশা (রা.) এর অনেকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি নিম্নরূপঃ

এক. বিয়ের পূর্বে জিব্রাঈল (আ.) রাসূল (সা.) এর কাছে তাঁর একটি ছবি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসে বলেছিলেন, ইনি আপনার স্ত্রী।

ও বিশেষ কিছু ফযিলত[১৬] বর্ণনা করেছেন। অতপর 'তওবা ও এস্তেগফার',[১৭] 'নূরের তাৎপর্য', [১৮] 'মুনাফিকরাই জালিম',[১৯] 'উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য'[২০] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা নূরের বিস্তারিত তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।

এ খণ্ডের ৩২৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ফুরকানের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে এ সূরার প্রথম দুই আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।[২১] তারপর 'প্রিয় নবী (সা.) হলেন একমাত্র কামিল বান্দা', [২২] 'সবর অবলম্বনের তাগিদ' [২৩] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরার প্রথম ২০ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করে এ খণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

দুই. তিনিই রাসূল (সা.) এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী।

তিন. ইন্তেকালের সময় তাঁর কোলেই হুজুর (সা.) এর মাথা মোবারক ছিল।

চার. তাঁর হুজরাতে বিশ্বনবী (সা.) কে দাফন করা হয়।

পাঁচ. শুধু তিনি এবং রাসূল (সা.) এক চাদরে আবৃত থাকা অবস্থায় অহী নাযিল হত।

ছয়. তাঁর উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট আসমান থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাত. তাঁর ক্ষমা ও রিয্ক প্রদানের ওয়াদা পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০)

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

ঊনবিংশ খণ্ড

(সূরা ফুরকানের ২১ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা শু'আরা সম্পূর্ণ ও সূরা নাম্‌ল ১-৫৯ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ঊনবিংশ খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৪ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন হাফেজ মুইনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির ৪র্থ প্রকাশ সংখ্যাটি আমাদের সামনে। এটি নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৯ ও মূল্য ৩০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা ফুরকানের ২১ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা শু'আরা সম্পূর্ণ ও সূরা নাম্‌ল ১-৫৯ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'ঊনবিংশ খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা ফুরকানের ২১-২৬ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার ৩২ নং আয়াত- ('এবং হে রাসুল! আপনার মনকে অবিচল রাখার জন্যই আমি এমনভাবে কুরআন নাজিল করেছি। আর ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আপনাকে তা পাঠ করে শুনিয়েছি।) এর ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআন একসঙ্গে নাজিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাজিল করা হয়েছে তার উপর বিশ্লেষণ ধর্মী অত্যন্ত চমৎকার একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে[২]।

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ঊনবিংশ খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. পবিত্র কুরআন অল্প অল্প করে নাজিল করার কারণ সমূহ নিম্নরূপ:

এক. মুখস্ত করে তা আয়ত্বে রাখা ও এর মর্মবাণীকে উপলব্ধি করানোর জন্য।

দুই. অন্তরে এর মর্মবাণীকে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্য।

অতপর 'কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি',[৩] 'কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম',[৪] 'আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের পন্থা',[৫] 'ভরসা শুধু আল্লাহর উপর', [৬] 'প্রকৃত বান্দার পরিচয়',[৭] ও 'জাহান্নামের কিছু বিবরণ'[৮] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা ফুরকানের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

তারপর এ খণ্ডের ৯৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা শু'আরার তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ৪ আয়াতের আরবী অংশ লিখে এ সূরার নামকরণ,[৯] পূর্ববর্তী সূরার সাথে এর যোগসূত্র উপস্থাপন ও সূরা শু'আরার ফজিলত বর্ণনা করে তরজমা এবং তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।

তিন. সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পর অহীর মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সমাধান পাঠিয়ে মুমিনগণের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য।

চার. বিশেষ প্রয়োজন মাফিক আয়াত নাজিল করে কুরআনের মহিমাকে আরো বিকশিত করে তোলার জন্য।

পাঁচ. বারবার জিব্রাঈল (আ.) এর আগমন ঘটিয়ে মুমিনগণের মনে সাহস সঞ্চয় করার জন্য।

ছয়. দুরাত্মা কাফেরদের নতুন ষড়যন্ত্রের মুকাবিলার নতুন আয়াত নাজিল করে রাসূল (আ.) কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য।

সাত. কিছু বিধান স্থগিত করে নতুন কিছু বিধান প্রবর্তন করার জন্য।

আট. জিব্রাঈল (আ.) কে বারবার পাঠিয়ে রাসূল (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য।

নয়. কাফেরদের নতুন নতুন উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করার জন্য।

দশ. কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে অল্প অল্প নাজিল করা হয়েছে। তারা যদি সক্ষম হয়, তাহলে এ অল্প অল্প আয়াতের অনুরূপ আয়াত বানিয়ে নিয়ে আসুক।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০-২১)

৩. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৯. এ সূরার ২২৪ নং আয়াতে কবিদের আলোচনা করা হয়েছে, তাই শু'আরা নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এ জন্য করা হয়েছে, যেন তাদের মধ্যে আর আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশিত হয়ে যায়। আম্বিয়ায়ে কিরামের বক্তব্যে থাকে হিদায়াত আর কবিদের বক্তব্যে থাকে সাময়িক আনন্দ।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩)

সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– '(হে রাসূল!) তারা মু'মিন হয় না বলে আপনি কি দু:খে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন? আমি ইচ্ছা করলে তাদের উপর আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন নাজিল করতে পারি, যার ফলে তার সম্মুখে তাদের গ্রীবা নত হয়ে পড়বে।' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'প্রিয় নবী (সা:) কে সান্ত্বনা' [১০] শিরোনামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর পর্যায়ক্রমে 'হযরত মুসা (আ:) এর মুজিযার তাৎপর্য',[১১] 'যাদুকরদের এখলাস ও পরিণতি',[১২] 'ফেরআউনের ধ্বংস',[১৩] সামুদ জাতির আবাস',[১৪] 'আল্লাহর রহমত লাভের পূর্বশর্ত',[১৫] 'পবিত্র কুরআন কাব্য নয়' [১৬] ও 'কাফেরদের উদ্দেশ্যে

সতর্কবাণী' [১৭] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এ সূরার শেষ আয়াত

('আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল'।) এর ব্যাখ্যায় 'হযরত আবু বকর (রা.) এর আসিয়ত' [১৮] নামক একটি শিরোনাম দিয়ে এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করে এ সূরার তাফসীর সমাপ্ত করেন।

১০. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২, ১৩৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
১৮. ইবনে আবি হাতেম লিখেছেন, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আব্বাজান তাঁর আসিয়ত নামায় দু'টি ছত্র লিখেছেন, আর তা হল– 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। এটি হল সেই আসিয়ত যা আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি এমন এক সময় যখন কাফেরও ঈমান আনে, বদকার লোকও নেককার হয়ে যায়, আর মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও সত্য কথা বলে। আমি তোমাদের উপর ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি, যদি তিনি ন্যায় বিচার কায়েম করেন, আর তাঁর ব্যাপারে আমি তাই আশা করি। পক্ষান্তরে যদি তিনি জুলুম করেন তবে ....

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫)

তারপর এ খণ্ডের ২৩৬ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আন নাম্‌ল এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে তাসমিয়া উল্লেখ করে এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা প্রদত্ত হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে 'হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান' [১৯] 'পাখীদের ভাষা',[২০] 'হযরত দাউদ (আ.) এর মৃত্যু', [২১] 'হযরত সুলায়মান (আ.) এর সৈন্য বাহিনীতে', [২২] পিপীলিকার জীবন ধারা', [২৩] 'সাবা', [২৪] 'বিলকিসের উপঢৌকন' [২৫] ও 'ইসলাম গ্রহণের পর বিলকিসের অবস্থা' [২৬] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশতম খণ্ড

(সূরা নাম্‌ল এর ৬০ নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরা কাসাস সম্পূর্ণ ও সূরা আনকাবুত ১-৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর বিশতম খণ্ডটি ১৯৯৪ খৃ. আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'পঞ্চম প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি ২০১২ খৃ. নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৯ এবং মূল্য ২৫০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা নাম্‌ল এর ৬০ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা কাসাস সম্পূর্ণ ও সূরা আনকাবুত এর ১-৪৪ নং পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'বিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সুরা নাম্‌ল এর ৬০-৬২ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। শুরুতেই তাওহীদের প্রমাণ সাব্যস্ত করতে গিয়ে মুফাসসির পবিত্র কুরআনের সূরা নাম্‌ল এর ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন কারীমের অন্যান্য সূরার ২০টি আয়াত উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি দৃঢ়তার সাথে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এক আল্লাহ ব্যতীত যদি আরও কোন ইলাহ এর অস্তিত্ব থাকত তাহলে সৃষ্টি জগতের এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় অনেক আগেই গোলযোগ দেখা দিত।

এ সূরার ৮২ নং আয়াত ('আর যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি মাটির গর্ভ থেকে বের করব এমন এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে। এ জন্য যে লোকেরা আমার নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাসী ছিল।') এর ব্যাখ্যায় 'দাব্বাতুল আরদ'[৩] শিরোনামে

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, বিশতম খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ, ২০১২ খৃ. পৃ. ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৫

৩. কিয়ামাতের পূর্বে মক্কার সাফা পর্বতটি বিদীর্ণ হবে, সেখান থেকে একটি বিস্ময়কর প্রাণী বের হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। তার চারটি পা থাকবে। তার মাথা হবে গরু মাথার ন্যায়, চোখ হবে শুকরের চোখের ন্যায়, কান হবে হাতির কানের ন্যায়, পাঁজর হবে বিড়ালের পাঁজরের ন্যায়। তার পা হবে উটের পায়ের ন্যায়, তার নিকট মুসা (আ.) এর লাঠি থাকবে, সুলায়মান (আ.) এর আংটি থাকবে, প্রত্যেক মু'মিনের কপালে লাঠি দ্বারা চিহ্ন দেবে, ফলে তার চেহারা জ্যোতির্ময় হবে। কাফিরের চেহারায় আংটি দ্বারা চিহ্ন দেবে, পরিণামে চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করবে। মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে।
(মোহাম্মদ আমিনুল আসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫)

কিয়ামাতের পূর্বে জমিন ফেটে বের হওয়া এক বিস্ময়কর প্রাণীর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন। অতপর 'হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত,'[৪] 'কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা'[৫] ও 'নেক আমলের শুভ পরিণতি[৬] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা নাম্‌ল এর উপর বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ খণ্ডের ৪৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা কাসাস এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তাফসীরের পূর্বে 'এ সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার সম্পর্ক' নিয়ে ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে। অতপর হযরত মুসা (আ.) এর শৈশব কাল ও ফিরআউনের বাড়ীতে তাঁর লালন পালন প্রসঙ্গে বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।[৮] এখানে প্রসঙ্গত হযরত মুসা (আ.) এর নাম কেন মুসা রাখা হয়েছিল তাও বর্ণনা করা হয়েছে।[৯] এ সূরার ২৬ নং আয়াত ('নারীদ্বয়ের একজন বলল, হে আব্বাজান! আপনি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন, কেননা আপনার কর্মচারী হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।') এর ব্যাখ্যায় হযরত শুয়াইব (আ.) এর কন্যার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন: তিন ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী পাওয়া যায়না। এক. হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি হযরত ওমর (রা.) কে তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। দুই. হযরত ইউসুফ (আ.) এর ক্রেতা। তিনি তাঁকে একনজর দেখেই চিনে ফেলেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, একে ভালভাবে রেখো। তিন. হযরত শুয়াইব (আ.) এর কন্যা। যিনি তাঁর পিতার কাছে হযরত মুসা (আ.) এর ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন।[১০]

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৭. পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মুসা (আ.) এর আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সূরা নাম্‌লে যেভাবে নবী-রাসূলগণের আলোচনার পর তাওহীদের আলোচনা অতপর আখেরাতের আলোচনা উল্লেখ করে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে, ঠিক এ সূরাতেও হযরত মুসা (আ.) এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর তাওহীদের উপর দলীল-প্রমাণ পেশ করে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫)

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৭

৯. বর্ণিত আছে, লোকেরা আছিয়াকে বলল, এই প্রিয় দর্শন শিশুটির নাম রাখা হোক আছিয়া বললেন, আমি তার নাম রাখলাম মুসা। কেননা আমরা তাকে পানি এবং বৃক্ষের মাঝে পেয়েছি। 'মু' অর্থ পানি, আর 'সা' অর্থ বৃক্ষ।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৩)

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

অতপর পর্যায়ক্রমে ‘হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির ইতিকথা’,[১১] ‘মিসরের পথে হযরত মুসা (আ.’)[১২], ‘ফিরআউনের ঔদ্ধত্য’[১৩], ‘কারুণের পরিচিতি ও পরিণতি’[১৪], ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা কাসাস এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এ খণ্ডের ১৭৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আনকাবুত এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তরজমার পরপরই এ সূরার সাথে পূর্ববর্তী সূরার যোগসূত্র[১৫] সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অতপর পর্যায়ক্রমে ‘কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী’[১৬] ‘মোমেনদের জন্য সুসংবাদ,’[১৭] ‘আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম,’[১৮] ‘হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর হিজরত’[১৯] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে।

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫৩

১৫. সূরা কাসাস ও সূরা আনকাবুত এর মধ্যে আলোচনার যোগসূত্র হিসেবে যা উল্লেখযোগ্য তা হল-

এক. সূরা কাসাসের শেষ দিকে’ ان الذي فرض عليك القران لرادك الي معاد আয়াতে কারীমার মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সূরা আনকাবুতের শুরুতে এ বিজয় যে সহজ নয়; এ জন্য চাই চরম ত্যাগের মানসিকতা তা বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই. সূরা কাসাসে বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউনের জুলুমের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। আর এ সূরায় মু’মিনগণের উপর মক্কার কুরাইশদের জুলমের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

তিন. সূরা কাসাসে অত্যাচারী ফিরআউনের জুলমের অবসানের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আনকাবুতে কুরাইশদের জুলমের অবসানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯)

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

একুশতম খণ্ড

(সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরা রুম, সূরা লোকমান, সূরা সাজদা সম্পূর্ণ ও সূরা আহযাবের ৩০ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর একুশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৪ খৃ. ডিসেম্বর মাসে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির '৩য় প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি নিউ এস, আর, প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮ ও মূল্য ৩৫০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরা রুম, সূরা লোকমান, সূরা সাজদা সম্পূর্ণ ও সূরা আহযাবের ৩০ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'একুশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা আনকাবুতের ৪৫-৪৭ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার ৩২ নং আয়াত

('নামাজ কায়েম করুন; নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে') এর ব্যাখ্যায় 'নামাজ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' শিরোনাম দিয়ে বলা হয়– নামাজের কারণে মানব মনে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের উদ্রেক হয়, আর তা মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। আল্লামা বাগভী (র.) লিখেছেন, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন–নামাজের মধ্যে পাপাচার প্রতিরোধ করার শক্তি আছে। যার নামাজ তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে না সে নামাজ তার জন্য বিপদের কারণ হবে। হাসান বসরী ও কাতাদা (র.)ও বলেছেন, সে নামাজ তাকে আল্লাহর দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[২]

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, একুশতম খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

অতপর এ সূরার ৫৬ নং আয়াত

'(হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর।') এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির বলেন- এ আয়াত দ্বারা রাসূল (সা.) কে হিজরত করার নির্দেশ[৩] দেয়া হয়েছে। এ খণ্ডের ৫০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা রুমের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ৫ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর

তুলে ধরা হয়েছে। ৩ নং আয়াত ('এ পরাজয়ের পর পুনরায় তারা শ্রীঘ্রই বিজয় লাভ করবে।') এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির 'জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে' শিরোনাম দিয়ে চুড়ান্ত বিজয় যে জালিমদের হয় না তা তিনি বর্তমান কালের[৪] কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তারপর 'সৃষ্টির বুকে কিয়ামতের প্রমাণ,' [৫] 'মানব সৃষ্টির ইতিকথা', [৬] 'মানুষের প্রধানতম কর্তব্য',[৭]

৩. হিজরতের আদেশ প্রসঙ্গে তাফসিরকার মুজাহিদ (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, আমার পৃথিবী অতি প্রশস্ত। অতএব, তোমরা দেশ ত্যাগ করে যেখানে সম্ভব চলে যাও এবং সেখানে পৌঁছে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। তাফসীরকার সাঈদ ইবনে জুবাইর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– যখন কোন এলাকায় সচরাচর গুনাহ হতে থাকে তখন সেখান থেকে বের হয়ে পড়, কেননা আমার পৃথিবী অনেক প্রশস্ত।
মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, জমিন প্রশস্ত হওয়ার তাৎপর্য হল, আমার রিযি্ক অসীম। অতএব তোমরা দেশ ত্যাগ কর, আমি তোমাদের রিয্ক দেব।
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০)

৪. এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে বিজয়ী করতে চান সে-ই বিজয় লাভ করে। এ কথাটি কোন যুগের জন্য নির্ধারিত নয়; বরং সর্বকালের জন্যই তা প্রযোজ্য। ১৯৩৯ খৃ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম তিন বছর হিটলার লাগাতার বিজয় লাভ করতে থাকে, এতে তার অহমিকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে শুধু পরাজিত হয় নি; বরং সে এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ঠিক এমনিভাবে সাবেক পরাশক্তি সেভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ খৃ. আফগানিস্তানের উপর আক্রমন করে। প্রথম দিকে মুসলমানগণকে অকাতরে শহীদ করলেও পরবর্তীতে শুধু পরাজিতই হয় নি; বরং চরম ভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে ১৯৯১ খৃ. ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেছে।
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ.৫৯)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

'নাজাত লাভের উপকরণ', [৮] 'কাফিরদের বিচিত্র চরিত্র,' [৯] 'সুখ-দূ:খ আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণে' [১০] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা রুমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।

এ খণ্ডের ১৪৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা লোকমানের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১০ আয়াতের আরবী অংশ তুলে ধরে তার বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে। অতপর এ সূরার নামকরণ [১১] প্রসঙ্গে আলোকপাত করে পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র[১২] প্রসঙ্গে বলা হয়–পূর্ববতী সূরার শেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং আলৌকিকত্বের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আর এ সূরার প্রথম আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে সে সব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর আস্থা স্থাপন করে। আর এ সূরার শুরুতে সে সব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে

যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে। পূর্ববর্তী সূরার শেষে কিয়ামতের উল্লেখ করে

৮. সূরা রুমের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'নাজাত লাভের উপকরণ' শিরোনাম দিয়ে বর্ণনা করা হয়, হযরত ওমর (রা.) মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেছেন, এ আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, আর এ তিনটি বিষয়ই আখেরাতে নাজাত লাভের মৌল উপাদান–

এক. এখলাস। অর্থাৎ জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে।

দুই. নামাজ। আর তাই হল দ্বীনের ভিত্তি।

তিন. এতা'আত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। আর এটিই হল মানুষের জন্য দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কবয। হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) এর ব্যাখ্যা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিক বলেছন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

১১. এ সূরায় লোকমান হাকীমের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, তাই সূরাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু নবী ছিলেন না। তিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পেশা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ বলেছেন– তিনি পেশায় ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি। কেউ বলেন, তিনি দর্জীর কাজ করতেন। কেউ বলেন, তিনি বকরী চরাতেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪)

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছিল। আর এ সূরার শেষে কিয়ামতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা সংঘটিত হওয়ার সময় আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর 'হেকমতের তাৎপর্য',[১৩] 'শিরক হল মহাপাপ',[১৪] 'লোকমান হাকীমের উপদেশ',[১৫] সূর্যের গন্তব্য কোথায়?' [১৬] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা লোকমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর ২৫৪নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আহযাবের ব্যাখ্যা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তারপর 'নবীর সাথে উম্মতের সম্পর্ক',[১৭] 'আহযাব যুদ্ধ', [১৮] 'ঈমানের পরীক্ষা', [১৯] 'মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য,' [২০] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে পর্যায়ক্রমে এ সূরার তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।

বাইশতম খণ্ড

(সূরা আহযাবের ৩১ নং আয়াত থেকে সম্পূর্ণ অংশ, সূরা ফাতির সম্পূর্ণ এবং সূরা ইয়াসিনের ২১ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর বাইশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৫ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকশিত হয়। এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'পঞ্চম প্রকাশ' আমাদের সামনে। এ খণ্ডটি ২০১২ খৃ. নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ও মূল্য ৩৫০ টাকা।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২২ তম খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ, ২০১২ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ খণ্ডের শুরুতে দুই পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা আহযাবের ৩১ নং আয়াত থেকে সম্পূর্ণ অংশ, সূরা ফাতির সম্পূর্ণ এবং সূরা ইয়াসিনের ২১ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখপূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। ৩২ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। ৩২ নং আয়াত (হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর তাহলে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলোনা।') এর ব্যাখ্যায় সব নারীদের উপর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের ফজিলত[২] প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৩ নং আয়াত (এবং তোমরা গৃহেই অবস্থান কর, প্রথম জাহেলিয়া যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করনা।') এর ব্যাখ্যায় পর্দাহীনতার ৭টি ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। ১. যারা পর্দাহীন তাদের মাঝে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়। ২. পর্দাহীনতা ব্যাভিচারের ঘৃণ্য দ্বার উন্মুক্ত করে। ৩. সমাজে অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব ঘটে। ৪. পর্যায়ক্রমে বংশধারা বিনষ্ট হয়। ৫. পর্দাহীনতা সমাজে বেহায়পনা ছড়িয়ে দেয়। ৬. পর্দাহীন স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার কবলে আক্রান্ত হয়। ৭. পর্দাহীনতার শোচনীয় পরিণামে পারিবারিক ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৩] অতপর পর্যায়ক্রমে 'খতমে নবুয়্যতের ব্যাখ্যা,'[৪] 'সিরাজুম মুনীরার তাৎপর্য', [৫] 'পর্দা প্রথার গুরুত্ব', [৬] 'আমানতের তাৎপর্য'[৭] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

২. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সকল নারীদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীগণকে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করে বলেন, সমগ্র বিশ্বের স্ত্রীলোকদের উপর তোমাদের মর্যাদা যথেষ্ট। সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, মেয়েদের মধ্যে আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব হল এমন, যেমন খাবারের মধ্যে সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব। রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণকে অন্য কারো জন্য বিয়ে করা জায়েজ নয়; এটাই তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-০৭)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

এ খণ্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা সাবা এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে ‘হযরত দাউদ (আ.) এর বিশেষ ফজিলত,’[৮] ‘সাবা জাতির পরিণতি’, [৯] ‘কাফেরদের শাস্তি’,[১০] ‘আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা’, [১১] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা সাবার তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। এ খণ্ডের ২৫২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ফাতির এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা উপস্থাপন করে এ সূরার নামকরণ ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক কী তা বর্ণনা করে আয়াত গুলোর তাফসীর পেশ করা হয়েছে। নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– ‘ফাতির’ শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। আর এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টি-নৈপূণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। [১২] এ সূরার ২৯ নং আয়াত-

এর ব্যাখ্যায় ‘জীবনকে সার্থক করার তিনটি কর্মসূচী’ শিরোনাম দিয়ে মুফাসসির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। [১৩]

৮. নবুয়্যত এবং বাদশাহী সাধারণত এ দু’টি একত্রিত হয় না, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা দাউদ (আ.) কে এ দু’টি নি‘আমাতই দান করেছিলেন। এর সাথে তাঁকে যাবুর কিতাবও দান করেছিলেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠ ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ নি’আমাত। আর স্পর্শ করা মাত্র লৌহ নরম হয়ে যাওয়ার মু‘জিযাও তাঁকে দান করা হয়েছিল। তিনি যখন তাসবীহ পাঠ করতেন তখন পর্বতমালা ও পক্ষীকূল তাঁর সাথে সাথে তাসবীহ পাঠ শুরু করত। (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
১৩. তিনটি এমন বিষয় যে গুলো জীবনে নিশ্চিত সফলতা এনে দেয়। আর তা হল–

এক. তিলাওয়াতে কুরআন: এটি যেন আল্লাহর সাথে বান্দার কথাপোকথন।

দুই. যথানিয়মে নামাজ আদায়: এটি দ্বীনের অন্যতম খুঁটি। যা বান্দাকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ রাস্তায় দানঃ এটা আখেরাতের ব্যবসায় পুঁজি। যাতে ক্ষতির বিন্দু মাত্র আশংকা নেই। (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩)

অতপর 'ইসলামের মৌলিক শিক্ষা', [১৪] 'আলিমগণের মর্যাদা,' [১৫] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা ফাতিরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। অতপর এ খণ্ডের ৩৪০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ইয়াসিনের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম নয় আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তারপর 'সূরা ইয়াসিনের ফযিলত', [১৬] 'পূর্ববতী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র' [১৭] 'এনতাকিয়ার ঘটনা' [১৮] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা ইয়াসিনের প্রথম একুশ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করে এ খণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

তেইশতম খণ্ড

(সূরা ইয়াসিনের ২২ নং আয়াত থেকে সূরা সাফ্ফাত, সূরা ছোয়াদ সম্পূর্ণ ও সূরা যুমার এর ৩১ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর তেইশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৫ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির চতুর্থ প্রকাশ আমাদের সামনে। এ খণ্ডটি ২০১০ খৃ. নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৪ এবং মূল্য ৩৫০ টাকা।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, তেইশতম খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ খণ্ডে শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা[২] ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা ইয়াসিনের ২২ নং আয়াত থেকে সূরা সাফ্ফাত, সূরা ছোয়াদ সম্পূর্ণ ও সূরা যুমার এর ৩১ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'তেইশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। তারপর

'কাফেররা আখেরাতের শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে',[৩] 'আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের প্রমাণ', [৪] 'কিয়ামাত কবে হবে?', 'পূণর্জীবন ও পুনরুত্থান',[৬] 'এ সূরার মর্মকথা,'[৭] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ৬৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা সাফ্‌ফাত এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম **১৩** আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাফসীরের পূর্বে এ সূরার ফজিলত প্রসঙ্গে বলা হয়–তাফসীরকার জাহ্যাক (র.) হযরত

---

২. ভূমিকাতে পবিত্র কুরআনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলো পবিত্র কুরআন ব্যতীত আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এক. পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার মহিমা অতুলনীয়, অকল্পনীয়।

দুই. ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের যা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

তিন. এটা এমনি এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ যা পদ্য নয়, গদ্য। কিন্তু কবিতার ছন্দ ও স্বাদ তাতে অনুপস্থিত নয়।

চার. যাতে জ্ঞানের সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাঁচ. এটা বিজ্ঞান বিয়ষক গ্রন্থ নয়; কিন্তু তা বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৭. 'এ সূরার মর্মকথা' শিরোনাম দিয়ে মুফাসসির বলেন, এ সূরাতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। **এক.** রিসালাতের ঘোষণা। **দুই.** তাওহীদের উপর যৌক্তিক বর্ণনা। **তিন.** তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)

ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা ইয়াসিন এবং সূরা সাফ্‌ফাত পাঠ করবে, এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে, আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন এবং তাকে কাংখিত বস্তু দান করবেন।[৮] তারপর পর্যায়ক্রমে 'কিয়ামতের দিন যা জিজ্ঞাসা করা হবে,'[৯] 'জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসঙ্গে', [১০] 'নেককার সন্তানের জন্য দু'আ',[১৩] 'হযরত ইলিয়াস (আ.) প্রসঙ্গে,' [১২] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা সাফ্‌ফাতের বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে।

এ খণ্ডের **১৮৫** নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ছোয়াদ এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে এ সূরার প্রথম আয়াতের তাফসীর উদ্ধৃত করা হল–

অন্যান্য 'মুকাত্তিয়াত' অক্ষরের ন্যায় এর অর্থও একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন। অবশ্য তাফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে অক্ষরটি আল্লাহ পাকের

একটি পবিত্র নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন অথবা থেকে নেয়া হয়েছে। অথবা থেকে। তাফসীরকার জাহ্যাক (র.) বলেছেন: ব্যবহৃত হয়েছে অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সত্যই বলেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, অর্থ হলো অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।[১৩] অতপর 'সবর অবলম্বনের তালীম',[১৪] 'হযরত দাউদ (আ.) এর ক্রন্দন', [১৫]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

'বিশ্ব সৃষ্টির গুঢ় রহস্য', [১৬] 'দোযখের অবস্থা,' [১৭] 'ইবলিসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত' [১৮] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা ছোয়াদ এর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর এ খণ্ডের ২৮১ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা যুমার এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। তাফসীরের পূর্বে 'সূরা যুমার প্রসঙ্গে' শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিভিন্ন পরিসংখ্যান'[১৯] বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ধারাবাহিক ভাবে এ সূরার প্রথম ৩১ আয়াতের তাফসীর এ খণ্ডে উপস্থাপন করে খণ্ডটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

চব্বিশতম খণ্ড

(সূরা যুমার এর ৩২ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা মু'মিন সম্পূর্ণ ও সূরা হা-মীম সাজদা'র ৪৬ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর চব্বিশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৬ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'চতুর্থ প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি ২০১১ খৃ. নিউ

এস, আর প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৩ এবং মূল্য ৩০০ টাকা।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১৯. এ সূরায় ৮টি রুকু, ৭৫টি আয়াত রয়েছে। তিনটি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াত সমূহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১১৯২টি বাক্য ও ৪০০০টি অক্ষর রয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২)

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, চব্বিশতম খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ খণ্ডের শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা[২] ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা যুমার এর ৩২ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা মু'মিন সম্পূর্ণ ও সূরা হা-মীম সাজদা'র ৪৬ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'চব্বিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। তারপর 'কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী',[৩] 'পবিত্র কুরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য',[৪] 'কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা',[৫] 'তওবার আহবান',[৬] 'প্রকৃত বান্দার কর্তব্য,'[৭] ও 'কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি'[৮] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরা যুমার এর বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ খন্ডের ৭৬ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মু'মিন এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ৭ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাফসীরের পূর্বে এ সূরার নামকরণ[৯] ও ফযিলত [১০] প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

২. ভূমিকাতে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) তাঁর এ তাফসীরের নাম 'নূরুল কোরআন' কেন রেখেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার ইঙ্গিত জ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন– পবিত্র কুরআনের দু'টি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, একটি হল নূর বা আলো, আর অন্যটি হল জুলুমাত বা অন্ধকার। এখনে নূর বা আলো বলতে হিদায়াতের আলো বুঝানো হয়েছে। আর এ হিদায়াতের আলো হল পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ। এদু'টো ব্যতীত যা আছে সবই জুলুমাত বা অন্ধকার। আর এ জুলুমাত দূরীভূত করতে হলে চাই পবিত্র কুরআনের নূর বা 'নূরুল কুরআন'। আংশিক ভাবে নয়; সামগ্রিক ভাবে, মৌখিক ও লৌকিক নয়; বরং আন্তরিক ও বাস্তবিক ভাবে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৯. সূরা মু'মিনকে সূরা গাফিরও বলা হয়। সূরাতুত তাওল নামে এর আরেকটি নামও রয়েছে। মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১০. এ সূরার ফযিলত প্রসঙ্গে বায়হাকী শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন– আলে হামীম (হা-মীম পরিবারের সূরা) সাতটি, আর জাহান্নামের দরজাও সাতটি। যারা এ সূরাগুলো তিলাওয়াত করবে প্রত্যেকটি সূরা এক

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– পূববর্তী সূরার শেষাংশে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম ও গুণাবলীর আলোচনা পেশ করা হয়েছে, আর এ সূরার শুরুতে 'আযীয', 'আলীম' ইত্যাদি গুণাবলী তুলে ধরে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর 'আরশ বহনকারী ফেরেস্তা' [১১] 'চির সাফল্য লাভের পথ,' [১২] 'আত্মবিস্মৃতিই ধ্বংসের কারণ' [১৩] 'ইসলামের বিজয় যুগে যুগে', [১৪] 'দোয়া ও ইবাদতের তাৎপর্য'[১৫] 'দোয়ার আদব'[১৬] ও 'অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি'[১৭] ইত্যাদি শিরোনামে সূরা মু'মিন এর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ২১৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হা-মীম আস সাজদা এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম সাত আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ সূরার ফজিলত প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে– রাসূল (সা.) প্রত্যেক রাতে এ সূরা ও সূরা মূল্‌ক পাঠ করতেন, তারপর ঘুমাতে যেতেন। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– পূর্ববর্তী সূরা আল মু'মিন এ তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার কুদরাত ও কিয়ামাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, আর এ সূরায় রিসালাত, মৃত্যু ও আখেরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে 'নেককারগণের পুরস্কার'[১৮] 'আদ জাতির শাস্তি'[১৯]

একটি জাহান্নামের দরজা থেকে তাকে রক্ষা করবে। হাকেম ইবনে মাসউদ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– হা-মীম বিশিষ্ট সূরাগুলো পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য।
(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮)

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

অসৎ সঙ্গ বিষতুল্য',[২০] 'জান্নাতীগণের আপ্যায়ন',[২১] 'আযানের ফযিলত ও মাহাত্ম্য'[২২] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার ৪৬ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

পঁচিশতম খণ্ড

(সূরা হা-মীম সাজদা এর ৪৭ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরা শুরা, যুখরুফ, দুখান ও জাসিয়াহ সম্পূর্ণ)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর পঁচিশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক খৃ.
সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'চতুর্থ প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি ২০১০ খৃ. নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৫ এবং মূল্য ৩০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে সাত পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা হা-মীম সাজদা এর ৪৭ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরা শুরা, যুখরুফ, দুখান ও জাসিয়াহ এর সম্পূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখপূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'পঁচিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। তারপর সূরা হা-মীম সাজদার ৪৭-৪৯ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এখানে মু'মিন ও কাফেরের মাঝে মৌলিক যে পাথক্য[২] রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পঁচিশতম খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. যারা অকৃতজ্ঞ, কাফির তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ পাওয়ার পরও তারা তুষ্ট হয় না। অথচ তাদেরকে কোন প্রকার দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করলেই তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা মু'মিন তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা সর্বাবস্থায় থাকে আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল। তারা ভরসা এবং আশা একমাত্র আল্লাহর কাছেই করে থাকে। নি'আমাত প্রাপ্ত হলে আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার হয়। আর বিপদ-মুসিবত স্পর্শ করলে সবর অবলম্বন করে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯)

এছাড়া 'মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি',[৩] 'কিয়ামত কবে হবে',[৪] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরার বাকী অংশের তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।

এ খণ্ডের ১৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আশ শুরা এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ৬ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে।

তাফসীরের পূর্বে এ সূরার নামকরণ ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সূরার ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'রাসূল (সা.) এর বিশেষ কিছু ফজিলত'[৫] নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অত:পর পর্যায়ক্রমে 'মানব জাতির কর্তব্য',[৬] 'দ্বীন এক ও অভিন্ন,'[৭] ও 'আসহাবে সুফ্‌ফা'[৮] 'সাহাবাগণের গুণাবলী'[৯] ' নবুয়্যত ও অহীর তাৎপর্য' [১০] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। এ খণ্ডের **১৩২** নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা যুখরুফের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম **১১** আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। তারপর 'চির বিদায়ের সফরকে বিস্মৃত হয়োনা' [১১] ' দুনিয়ার হাকীকত,' [১২]

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪. প্রাগুক্ত

৫. রাসূল (সা.) বলেছেন, সমস্ত নবীর উপর আমাকে বিশেষভাবে পাঁচটি ফজিলত দান করা হয়েছে।

এক. আমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।

দুই. আমার জন্য শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তিন. এক মাসের দূরত্বে দুশমনের অন্তরে আমার ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

চার. সমগ্র জমীনকে আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাঁচ. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৭. প্রাগুক্ত,

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

'কিয়ামতের আলামত',[১৩] ও 'তাওহীদের বর্ণনা' [১৪] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর ২২৬ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা দুখান এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা পেশ করা হয়েছে। তারপর এ সূরার ফজিলত, এ সূরার আমল ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে 'কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা'[১৫] 'জান্নাতের সুখ-সামগ্রী'[১৬] 'জান্নাতীদের পোষাক'[১৭] 'হুর প্রসঙ্গ' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ২৭০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা জাসিয়াহ এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ছয় আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।

অতপর 'সৃষ্টিজগতে স্রষ্টার নিদর্শন'[১৯] 'কাফেরদের গন্তব্যস্থল দোযখ' [২০] 'মু'মিন-কাফেরের পরিণতি এক হতে পারে না' [২১] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার তাফসীর বর্ণনা করে এ খণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
১৪. প্রাগুক্ত পৃ. ২০১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
১৮. প্রাগুক্ত,
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
২১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৫

ছাব্বিশতম খণ্ড

(সূরা আহকাফ, মুহাম্মাদ, ফাত্হ, হুজরাত, ক্বাফ সম্পূর্ণ এবং সূরা যারিয়াত এর ১-৩০ নং আয়াত পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ছাব্বিশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক খৃ.
সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খন্ডটির 'চতুর্থ প্রকাশ' এখন আমাদের সামনে। এটি ২০১০ খৃ. নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৭ এবং মূল্য ৩৫০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা[২] ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা আহকাফ, মুহাম্মাদ, ফাত্হ, হুজরাত, ক্বাফ সম্পূর্ণ এবং সূরা যারিয়াত এর ১-৩০ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

---

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ছাব্বিশতম খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. ভূমিকাতে জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের উপর অত্যন্ত জরুরী কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

এক. রাসূল (সা.) বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

দুই. ওমর (রা.) বলেছেন, একজন আলিমের মৃত্যু এক হাজার আবিদের মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

তিন. হযরত ওসমান (রা.) বলেছেন, ইলম আমল ব্যতীত উপকারী হয়, কিন্তু আমল ইলম ব্যতীত উপকারী হয় না।

চার. আবু দারদা (রা.) বলেছেন, ইলমের রাস্তার সফরকে যে জিহাদ মনে করে না, তার বিবেক বুদ্ধিতে ত্রুটি রয়েছে।

পাঁচ. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সাধারণ মু'মিনদের উপর আলিমগণের মর্তবা সাতশত গুণ বেশী।

ছয়. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নবুয়াতের পর ইলমের চেয়ে দামী কোন জিনিষ দান করেন নি।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)

প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখপূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'ছাব্বিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা আহকাফের প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তারপর 'আমি কোন নতুন রাসূল নাই'[৩] ' ইহুদীদের ঘৃণ্য চরিত্র'[৪], 'আহকাফের পরিচিতি'[৫] 'জ্বীনেরা জান্নাতে যাবে না'[৬] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।

এ খণ্ডের ৮৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুহাম্মাদ এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার ১নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। অতপর 'সূরার নামকরণ' 'পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক', 'এ সূরার মূল বক্তব্য', 'এ সূরার আমল', 'শানে নুযূল' শিরোনামে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা তুলে ধরে এ সূরার প্রথম আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর 'ঈমানের বরকত',[৭] 'সত্য-অসত্যের সংঘাত চিরন্তন', [৮] 'জেহাদের আদেশ',[৯] 'আল্লাহর রাহে দানের গুরুত্ব'[১০] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ খণ্ডের ১৫০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ফাত্‌হ এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ৫ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। ১ নং আয়াতের তাফসীরে ' হুদায়বিয়ার সন্ধি' [১১] প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১১. **হুদায়বিয়া সন্ধিঃ** হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষের রজব মাসে রাসূল (সা.) স্বপ্নে দেখলেন তিনি পবিত্র কা'বা তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় ছায়ী করছেন। এ স্বপ্নকে তিনি অহী (প্রত্যাদেশ) হিসেবে গ্রহণ করে কিছুদিন পর চৌদ্দশ সাহাবা সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। মক্কাবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে তারা মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

তারপর ' সালাতুল খাওফ,'[১২] 'মাগফিরাতের সুসংবাদ',[১৩] 'রাসূল (সা.) এর মু'জিযা'[১৪] 'হযরত আবু জান্দাল (র.) এর ঘটনা'[১৫] 'গায়বী মদদ' [১৬] 'ওয়াদিউল কুরার বিজয়'[১৭] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করেছেন। অতপর এ খণ্ডের ২৬৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হুজরাত, ৩১২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ক্বাফ ও ৩৬৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা যারিয়াতের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। 'রাসূল (সা.) এর দরবারের আদব রক্ষার পুরস্কার', [১৮] 'গীবতের কাফফারা', [১৯] 'সূরা ক্বাফের ফজিলত',[২০] 'মৃত্যু যন্ত্রনা',[২১] 'সূরা যারিয়াতের আমল',[২২] 'নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্য'[২৩] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরাগুলোর বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরে এ খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

মক্কা থেকে মাত্র ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যখন রাসূল (সা.) এর কাফেলা এসে পৌঁছল তখন রাসূল (সা.) এর উটটি আপনা থেকেই বসে গেল, কিছুতেই সে অগ্রসর হতে চাইল না। তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ .... আবরাহার হাতিকে যিনি অগ্রসর হতে দেননি, তিনিই এটিকে বসিয়ে দিয়েছেন পরবর্তীতে এখানেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৩-১৫৪)

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
২০. প্রাগুক্ত পৃ. ৩১৩
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সাতাশতম খণ্ড

(সূরা যারিয়াতের ৩১ নং, আয়াত থেকে শুরু করে সূরা তূর, নাজ্‌ম, কামার, আর রাহমান, ওয়াকিয়াহ, ও সূরা হাদীদ সম্পূর্ণ)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর সাতাশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৭ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'দ্বিতীয় প্রকাশ' এখন আমাদের সামনে। এটি মুজাহিদ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৩ এবং মূল্য ৩০০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে তিন পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও তিন পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা যারিয়াতের ৩১ নং, আয়াত থেকে শুরু করে সূরা তূর, নাজ্‌ম, কামার, আর রহমান, ওয়াকিয়াহ, ও সূরা হাদীদ এর সম্পূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখ পূর্বক তাফসীরটির নাম লিখে 'সাতাশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা যারিয়াতের ৩১-৪০ নং আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ অংশের তাফসীরে 'শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত' শিরোনামে মুফাসসির বলেন– হযরত লুত (আ.) এর জাতির এ ধবংসলীলা, তাদের এ শোচনীয় পরিণতি অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্য নি:সন্দেহে একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা এ পৃথিবীতে অন্যায়, অশ্লীল ও অমানবিক কুকর্মে লিপ্ত হবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি এসব ক্ষেত্রে নবীর নিকটাত্মীয় হয়েও আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় নি।[২] তারপর 'ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী',[৩] 'আয়াতের মর্মকথা' [৪] ও 'মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য' [৫] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, সাতাশতম খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৬ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

~~৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭~~

এ খণ্ডের ২৬ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা তূরের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১৪টি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। অতপর 'বায়তুল মা'মুরের অবস্থান'[৬] 'সমুদ্রগুলো দোযখে পরিণত হবে',[৭] 'শপথের তাৎপর্য'[৮] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে সূরা তূরের বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ খণ্ডের ৬১ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা নাজ্‌ম এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১৮ আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। এ সূরায় মৌলিকভাবে 'রাসূল (সা:)

কর্তৃক জিব্রাঈল (আ.) এর সাক্ষাৎ',[৯] 'সিদরাতুল মুন্তাহা',[১০] 'আত্মপ্রশংসা নিষিদ্ধ',[১১] 'আদ ও ছামুদ জাতির ঘটনা',[১২] 'তাকদীর'[১৩] ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

তারপর এ খণ্ডের ১৪৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আর রাহমানের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১৩টি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'এ সূরার বৈশিষ্ট্য' [১৪] 'স্বপ্নের তাবীর' [১৫] 'দয়াময়ের শ্রেষ্ঠ দান'[১৬] 'পাপীষ্ঠদের পরিণতি'[১৭] 'ও জান্নাতের কয়েকটি নি'আমাত'[১৮] ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর ১৯৯ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ওয়াকিয়ার আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
~~৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯~~
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৯২

প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১৬টি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'অগ্রবর্তী কারা',[১৯] 'জান্নাতীদের খদেম ও খাবার',[২০] 'হুরদের বিবরণ',[২১] 'বেহেশতের পরিবেশ',[২২] 'মানুষের কর্তব্য' [২৩] ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করে সূরাটির বিস্তারিত তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে।

এ খণ্ডের ২৫০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হাদীদের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'অর্থ সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ'[২৪] 'আখেরাতে মুনাফিকদের দুরবস্থা', [২৫] 'জান্নাত শুধু আল্লাহর অনুগ্রহেই পাওয়া যাবে',[২৬] 'রাসূল (সা.) ই হলেন একমাত্র আদর্শ' [২৭] সহ আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আটাশতম খণ্ড

(সূরা মুজাদিলাহ্, হাশর, মুমতাহিনা, সাফ, জুমু'আহ, মুনাফিকূন, তাগাবুন, ত্বালাক ও তাহরীম এর সম্পূর্ণ অংশ)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর আটাশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৭ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'তৃতীয় প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২ এবং মূল্য ৩৫০ টাকা।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, আটাশতম খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১০ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এ খণ্ডের শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা মুজাদিলাহ এর প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'জিহার প্রসঙ্গ',[২] 'মজলিসে আসন গ্রহণ করার আদব',[৩] 'প্রকৃত মু'মিন কখনও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করেনা'[৪] ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তারপর এ খণ্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা হাশর এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে 'এ সূরার শেষ তিন আয়াতের ফজিলত',[৫] 'বানী নাজীরের ঘটনা',[৬] 'হাশরের ময়দান কোথায় হবে',[৭] 'আনসার ও মুহাজিরগণের সম্মান', [৮] 'লোভ ও কৃপণতা বর্জনীয়,'[৯] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ১০৪ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুমতাহিনা এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম তিন আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'হাতিব ইবনে আবি বালতা'আর চিঠি'[১০] 'আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না'[১১] 'মানবিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট নমুনা'[১২] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরার তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তারপর ১৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা সাফ এর তাফসীর বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর পর্যায়ক্রমে ‘ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার’,[১৩] ‘হযরত ইসা (আ.) এর ঘটনা’ [১৪] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে।

এ খণ্ডের ১৫৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা জুমু‘আ এর তাফসীর আরম্ভ করা হয়েছে। শুরুতে এ সূরার প্রথম ছয় আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর তুলে ধরা হয়েছে। তাফসীরে ‘এ সূরার নামকরণ ও ফজিলত’,[১৫] ‘এ সূরার আমল’,[১৪] ‘ এ সূরার মূল বক্তব্য’[১৭] ইত্যাদি আলোকপাত করে পর্যায়ক্রমে ‘সাহাবাগণের উচ্চ মর্যাদা’,[১৮] ‘জুমু‘আর দিনের ফজিলত’,[১৯] ‘জুমু‘আর নামাজের তাগিদ’,[২০] ‘ ‘দু’আ কবুল হওয়ার বিশেষ সময়’ [২১] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। তারপর ১৯৫ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুনাফিকূন, ২২২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা তাগাবুন, ২৪৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ত্বালাক ও ২৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা তাহরীমের তাফসীর শুরু করা হয়েছে। এ অংশের তাফসীরে ‘মু’মিনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী’,[২২] ‘সূরা তাগাবুন প্রসঙ্গে’,[২৩] ‘ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ’,[২৪] ‘সূরা ত্বালাক প্রসঙ্গে’,[২৫] ‘সূরা তাহরীমের মূল বক্তব্য’ [২৬] ও ‘দু‘আর তাৎপর্য’[২৭] ইত্যাদি শিরোনামে এ সূরাগুলোর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

---
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

ঊনত্রিশতম খণ্ড

(সূরা মূলক, ক্বালাম, আল হাক্কাহ, মা'আরিজ, নূহ, জ্বিন, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাসসির, কিয়ামাহ, দাহর ও মুরসালাত সম্পূর্ণ)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ঊনত্রিশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৭ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'তৃতীয় প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[১] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৪ এবং মূল্য ৩৫০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে চার পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও চার পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা মূলক, ক্বালাম, আল হাক্কাহ, মা'আরিজ, নূহ, জ্বিন, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাসসির, কিয়ামাহ, দাহর ও মুরসালাত এর সম্পূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখপূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'ঊনত্রিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা মূলক এর প্রথম চার আয়াতের আরবী অংশ লিখে তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। তাফসীরের মাঝে এ সূরার নামকরণ, ফজিলত, এ সূরার আমল ও এ সূরার মূল বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারপর 'জীবন এক মহা পরীক্ষা',[২] 'মৃত্যু ও জীবন আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি',[৩] 'কিয়ামাত অনিবার্য'[৪] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। এ খণ্ডের ৪৪ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা ক্বালাম এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। প্রথমে এ সূরার শুরুর ছয় আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে 'খুলুকে আজীম',[৫]

১. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ঊনত্রিশতম খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

'তাওবার ফলশ্রুতি',[৬] 'বদ নজর সত্য'[৭] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। অতপর এ খণ্ডের ৯২ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা আল হাক্কাহ এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। প্রারম্ভে এ সূরার প্রথম ১২টি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সূরার তাফসীরে 'সূরার মূল বক্তব্য', [৮] 'পবিত্র কুরআনের

শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব,'[৯] এবং 'পবিত্র কুরআন মুত্তাকিদের জন্য উপদেশ"[১০] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ১৫৭ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা নূহ, ১৮৪ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা জ্বিন ২৩৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুয্যাম্মিল, ২৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুদ্দাসসির, ৩১০ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা কিয়ামাহ, ৩৩৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা দাহর এবং ৩৬৯ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা মুরসালাত এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। এ সূরাগুলোর তাফসীরে পর্যায়ক্রমে 'মানুষের চারিত্রিক দূর্বলতা',[১১] 'প্রকৃত নামাজীর বৈশিষ্ট্য',[১২] 'কিয়ামাতের দিন সূরা নূহ পাঠ করা হবে',[১৩] 'মূর্তিপূজার উৎপত্তি',[১৪] ' জ্বিনদের পরিণাম',[১৫] 'পবিত্র কুরআন পাঠের আদব',[১৬] 'তাহাজ্জুদের নামাজের ফজিলত',[১৭] 'শাফা'আতের সুসংবাদ',[১৮] 'মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী হবে',[১৯]

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

'নেককারগণের শুভ পরিণতি'[২০] 'সর্বাধিক শক্তিশালী মাখলুক'[২১] এবং 'মু'মিন মুত্তাকিদের পুরস্কারের ঘোষণা'[২২] ইত্যাদি শিরোনাম উল্লেখ করে এ সূরাগুলোর বিস্তারিত তাফসীর উপস্থাপন করা হয়েছে।

ত্রিশতম খণ্ড

(সূরা নাবা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত)

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) বিরচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ত্রিশতম খণ্ডটি আল বালাগ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ১৯৯৮ খৃ. সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। এ খণ্ডটির 'চতুর্থ প্রকাশ' আমাদের সামনে। এটি

নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।[২৩] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৪ এবং মূল্য ৩৫০ টাকা।

এ খণ্ডের শুরুতে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা ও ছয় পৃষ্ঠার একটি সূচীপত্র প্রদত্ত হয়েছে। সূরা 'নাবা' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত ব্যাখ্যা এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথমে তাসমিয়া, হাম্‌দ ও দরুদ শরীফ উল্লেখপূর্বক এ তাফসীরটির নাম লিখে 'ত্রিশতম খণ্ড' শব্দটি লেখা হয়েছে। অতপর সূরা 'নাবা' এর প্রথম ষোলটি আয়াতের আরবী অংশ লিখে তার তরজমা ও তাফসীর প্রদত্ত হয়েছে। এ অংশের তাফসীরে সূরা 'নাবা' এর নামকরণ, পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক, এ সূরার আমল, শানে নুযূল, এ সূরার মূল বক্তব্য ও কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অতপর 'পুলসিরাত'[২৪] 'দোযখীদের চরম শাস্তি'[২৫] 'পরহেযগারদের চির সাফল্য'[২৬] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০
২৩. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ঊনত্রিশতম খণ্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১১ খৃ. পৃ. 'ভূমিকা'র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

পুলসিরাত প্রসঙ্গে তাফসীরকার ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণিত একখানা হাদীস উপস্থাপন করেছেন- হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূল (সা.) বলেছেন, পুলসিরাত তলোয়ারের চেয়েও ধারালো এবং সূক্ষ হবে। ফেরেস্তাগণ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের হেফাজত করবে। জিবরাইল (আ.) আমার কোমর ধরে রাখবে। আমি বলতে থাকব, হে আল্লাহ! রক্ষা কর, হে আল্লাহ! রক্ষা কর। আর হোচট খেয়ে বহু নারী ও পুরুষ পড়ে যাবে।[২৭]

তারপর ৩৩ নং পৃষ্ঠা থেকে সূরা 'নাযি'আত', ৫৯ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আবাসা' ৭৬ নং পৃষ্ঠা থেকে 'তাকভীর', ৯৪ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ইনফিতার' ১০৬ নং পৃষ্ঠা থেকে 'মুত্বাফফিফীন', ১২৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ' ইনশিকাক্' ১৪১ নং পৃষ্ঠা থেকে 'বুরুজ', ১৫৯ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ত্বারিক' ১৬৯ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আ'লা', ১৪৮ নং পৃষ্ঠা থেকে 'গাশিয়াহ', ১৯৮ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আল ফাজর', ২২৫ নং পৃষ্ঠা থেকে 'বালাদ', ২৩৮ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আশ্‌শামছ', ২৪৯ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আল লাইল', ২৬৩ নং পৃষ্ঠা থেকে 'দ্বোহা', ২৭৪ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ইনশিরাহ', ২৮৩ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ত্বীন', ২৮৯ নং পৃষ্ঠা থেকে 'আলাক্ব', ৩০১ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ক্বাদর', ৩১২ নং পৃষ্ঠা থেকে ' বায়্যিনাহ', ৩২১ নং পৃষ্ঠা থেকে 'যিলযাল', ৩২৯ নং পৃষ্ঠা থেকে ' আদিয়াহ', ৩৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে 'ক্বারিয়াহ', ৩৪৪ নং পৃষ্ঠা থেকে 'তাকাছুর', ৩৫৪ নং পৃষ্ঠা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

‘আছর’, ৩৬০ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘ হুমাযা’, ৩৬৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘ফীল’, ৩৭৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘কুরাইশ’, ৩৮১ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘মা’উন’, ৩৮৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘কাউছার’, ৩৯৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘কাফিরূন’, ৩৯৮ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘নাছর’ ৪১৬ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘লাহাব’, ৪২৩ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘এখলাছ’, ৪৩১ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘ফালাক্ব’ এবং ৪৪১ নং পৃষ্ঠা থেকে ‘নাস’ এর তাফসীর শুরু করা হয়েছে। এ সূরা গুলোর তাফসীরে ‘কিয়ামতের মাঠ কোথায় হবে,’[২৮] ‘জীবন্ত সমাধিস্থ করা প্রসঙ্গে’,[২৯] ‘সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ,’[৩০] ‘ সর্ব প্রথম যিনি কবর থেকে উঠবেন’,[৩১] ‘পরীখা খনন করীদের ঘটনা,’ [৩২] ‘ গোপন বিষয় সমূহ প্রকাশ পাবে,’ [৩৩] ‘শাদ্দাদের পরিণতি,’[৩৪]

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

‘রাসূল (সা.) এর বক্ষবিদারণের ঘটনা,’ [৩৫] ‘ মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য,’ [৩৬] ‘ লাইলাতুল ক্বাদর,’ [৩৭] ‘ চারটি রক্ষা কবচ,’ [৩৮] ‘ কুরাইশদের বিশেষ ফজিলত,’ [৩৯] ‘ আবরাহার ধ্বংসের ঘটনা,’ [৪০] ‘ কাউছার কী?,’ [৪১] ‘সূরা ফালাক ও নাস এর ফজিলত’ [৪২] ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে এ সূরাগুলোর বিস্তারিত তাফসীর পেশ করা হয়েছে। কিয়ামতের মাঠ কোথায় হবে এ প্রসঙ্গে তাফসীরকার কয়েকজন মনীষির বক্তব্য উল্লেখ করেন- হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন, কিয়ামতের ময়দান হবে সিরিয়াতে। আবুল আলিয়া (র.) বলেন, তা হবে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায়। ওহহাব ইবনে মুনাবাহ (র.) বলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ পাহাড়ের পাদদেশে হবে কিয়ামতের ময়দান। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন- পৃথিবীর যে কোন স্থানে আল্লাহ তা'আলার মর্জি হবে, সেখানেই কিয়ামতের মাঠ তৈরী হবে। অতপর খণ্ডটির শেষে খতমে কুরআনের দু’আ, গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ এবং অত্র তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষির দেয়া মতামত ও বাণী সমষ্টি উপস্থাপন করে তাফসীরটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক গ্রন্থেরই নিজস্ব স্বকীয়তা থাকে, থাকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্য গুলো একটি গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থ থেকে আলাদা করে রাখে। তাফসীর শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীও এর ব্যতিক্রম নয়। আর এখানে ‘তফসীরে নূরুল কোরআন’ই হল প্রতিপাদ্য। নিম্নে এ তাফসীর গ্রন্থের প্রধান প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হল।

এক. কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর: পবিত্র কুরআনের কোন একটি অংশের ব্যাখ্যাকে অধিকতর স্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য পবিত্র কুরআনের অন্য অংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করার উদাহরণ এ তাফসীরে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১]

১. সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াত

(وان كنتم في ريب مما نز لنا علي عبدنا فاتوا بسورة من مثله الخ

‘আর যদি তোমরা এই কিতাব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দিহান হও, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন, আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের তথাকথিত সাহায্যকারীদেরকেও আহ্বান জানাও, যদি তোমারা সত্যবাদী হও।’) এর ব্যাখ্যায় মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা হুদ ও সূরা ইউনুস এর ৩টি আয়াত উপস্থাপন করে ব্যাখ্যাত আয়াতের মমার্থকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতগুলো হল: সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قل لئن اجتمعت الانس والجن علي ان ياتوا بمثل هذا القران لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا-

‘বলুন: যদি মানব ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।’ (আল কুরআন, ১৭:১৮)

সূরা হুদে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريت وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صدقين-

'তারা কি বলে, কুরআন সে তৈরী করেছে! তুমি বলে দাও, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।' (আল কুরআন, ১১:১৩)

সূরা ইউনুছে বলা হয়েছে-

ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من من دون الله ان كنتم صدقين-

'মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছে? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমারা সত্যবাদী হয়ে থাক।' (আল কুরআন, ১২:৩৮)

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০)

দুই. হাদীস দিয়ে কুরআনের তাফসীর: কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাকে জীবন্ত ও প্রমাণ্য রূপে উপস্থাপন করার জন্য এ তাফসীর গ্রন্থে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হাদীসের যথেষ্ট পরিমান উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।[২]

তিন. পূর্ববর্তী মনীষীগণের মতামত উপস্থাপন: বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এ তাফসীরের মুফাসসির নিজের মতামত উপস্থাপনের পাশাপাশি পূর্ববর্তী যামানার মনীষীগণের মতামতও উপস্থাপন করেছেন।[৩] যা এ তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

---

২. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) সূরা নিসার ১৪৮ ও ১৪৯ নং আয়াত-

(لايحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما- ان تبدوا الخ

'মজলুম ব্যতীত আর কারো নিকট থেকে আল্লাহ পাক উচ্চস্বরে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না। আল আল্লাহ পাক সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। যদি তোমরা সৎকাজ কর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কিংবা কারো অপরাধ মার্জনা কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় ক্ষমতাবান।') এর ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশা, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করে এ আয়াত গুলোর মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- হযরত আয়েশার (রা.) কোন জিনিষ চুরি হলে তিনি চোরকে বদদোয়া করতে লাগলেন, তখন রাসূল (সা.) তা শ্রবণ করে বললেন- কেন তার বোঝা হালকা করছ?

হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন- দু'জনের মধ্যে যে প্রথম গালি দেয় দোষ তারই হবে, যতক্ষণ মজলুম সীমা লংঘন না করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল খাদেমকে কতবার ক্ষমা করা যায়? তিনি বলেন- প্রত্যহ ৭০ বার।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২)

৩. সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ নং আয়াত-

(اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا

'সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর এবং কায়েম কর ফজরের নামাজ। নিশ্চয়ই ফজরের নামাজ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।) এর ব্যাখ্যায় মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত যাবের, হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) ও হযরত কাতাদা, আতা, হাসান বসরী, ইবনে মারদুইয়্যাহ, ইব্রাহীম নখয়ী, ইবনে হাব্বান, যাহ্যাক এবং সুদ্দী (র.) এর মতামত উল্লেখ করেছেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭)

চার. ফিকহী মাসাইলের বর্ণনা: পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাসআলা-মাসাইলও এ তাফসীরের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করা হয়েছে।[৪] এ সব মাসআলা গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, এ তাফসীরের মুফাসসির হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

পাঁচ. বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার: এ তাফসীরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় অতীতের বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ করে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫]

ছয়. যুগজিজ্ঞাসার জবাব উপস্থাপন: বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর করার সময় আধুনিক যুগের কতিপয় জিজ্ঞাসার জবাবও এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬]

---

৪. যেমন: সূরা ময়িদার ৮৯ নং আয়াত

(لايؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)

এর ব্যাখ্যায় কসমের ব্যাপারে 'মাসআলা' শিরোনামে ফক্বীহগণের কিছু মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– যদি কেউ কা'বা শরীফ অথবা কোন নবীর নামে কসম করে, ইমাম আহমাদ (র.) ব্যতীত অন্য তিন জন ইমামের মতে কসম হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আহমাদ (র.) এর মতে, নবীর নামে কসম করলে কসম হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) ও অন্যান্য ইমামগণের দলীল হল, হাদীস শরীফে এসেছে- যদি কসম করতেই হয় তবে আল্লাহর নামে কসম কর অথবা নিরব থাক।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৬)

৫. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এ তাফসীরে সূরা তাওবার ১০১-১০৫ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির তাফসীরে মাজহারী-৫ম খন্ড, তাফসীরে কবীর-১৬তম খন্ড, তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন-৩য় খন্ড, তাফসীরে ইবনে কাসীর-১১তম খন্ড, তাফসীরে রুহুল মা'আনী-১১তম খন্ডসহ অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১১তম খন্ড, পৃ. ২১-৩০)

৬. ভূগোল বিশারদগণের কেউ কেউ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন যে, সারা দুনিয়া খুঁজেও তারা জুলকারনাইনের প্রাচীরের সন্ধান পান নি। এর জবাবে আল্লামা আলুসী (র.) এর তাফসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- এ প্রাচীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সত্য, এ বিষয়ে ঈমান রাখা কর্তব্য। তবে প্রাচীরটির অবস্থান স্থল অজ্ঞাত। হতে পারে সেই জাতির আবাসস্থল ও তাদের প্রাচীর বড় বড় পাহাড় ও সমুদ্রের অপর প্রান্তে অবস্থিত। আর তামাম দুনিয়া খুঁজে দেখার দাবী অবান্তর। কেননা ভূ-

পৃষ্ঠে এমনও জায়গা রয়েছে যেখানে আজও কেউ পৌঁছতে পারে নি। বরফে ঢাকা এমনও পর্বতমালা রয়েছে যেখানে মানুষের পক্ষে পৌঁছানো অসম্ভব।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠদশ খন্ড, পৃ. ৩০)

সাত. যোগসূত্রের বর্ণনা: তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের মুফাসসির প্রথমে পূর্বের আয়াতের সাথে বর্তমান তাফসীরকৃত আয়াতের[৭] ও পূর্বের সূরার সাথে বর্তমান তাফসীরকৃত সূরার[৮] যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন। এটা এ তাফসীরে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আট. সূরা নামকরণের তাৎপর্য বর্ণনা: বিভিন্ন সূরার তাফসীরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম করণের তাৎপর্য নিয়েও এ তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।[৯]

নয়. উর্দু ও ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতি উপস্থাপন: এ তাফসীরে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসির অসংখ্য আরবী, উর্দু ও ফার্সী কবিতার চরণ উল্লেখ করেছেন।[১০]

---

৭. যেমন: সূরা মুজাদিলার ৪-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতে জিহারের কাফ্ফারার আদেশ প্রদানের পাশাপাশি এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এসব হল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা, মু'মিন মাত্রের কর্তব্য হল এ সীমা গুলো মেনে চলা। আর এ আয়াতে ঐ সীমালংঘন কারীর ভয়বহ পরিণতির কথা ঘোষনা করে বলা হয়েছে-

ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايت بينت وللكا فرين عذاب مهين

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, তাদেরকে অপমানিত করা হবে, যেমন অপমানিত করা হয়েছে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি'।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, আটাশতম খন্ড, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১০ খৃ. পৃ. ১২)

৮. যেমন: সূরা হাশর এর তাফসীরের শুরুতে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর বিরোধীতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতে ইহুদী ও মুনাফিকদের শাস্তির বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)

৯. সূরা হাক্কাহ এর নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন -হাক্কাহ কিয়ামাতের একটি নাম। আর এ নামে নামকরণের কারণ হল- কিয়ামাতের দিনই সকল প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন হবে। অথবা এ নামকরণের কারণ এ ও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনই সকল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য জানা যাবে, সে দিনই সকল আমলের বদলা দেয়া হবে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, উনত্রিশতম খন্ড, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২ খৃ. পৃ. ৯৩)

১০. যেমন সূরা কাসাস এর ৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কারুনের সম্পদ প্রসঙ্গে দু'টি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে-

نصيبك مما تجمع الدهر* رداء ان تلوي فيهما وحنوط

'দুনিয়াতে সারা জীবন যা তুমি রোজগার কর, তা থেকে তোমাকে শুধু দু'টি চাদর আর একটু সুগন্ধি দেয়া হবে'।

اكرملك تونشلم تا يمن خواهد بود* ازسرحد روم تا ختن خواهد بود

اتنرور كزين جهان بها عزم سفر* همراه تو حند كز كفن خواهد بود-

'যদি তুমি সিরিয়া থেকে ইয়ামান পর্যন্ত, এমনকি রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত স্থানের অধিকারী হও, কিন্তু যে দিন তুমি চলে যাবে, সে দিন তোমার সঙ্গে কয়েক গজ কাফনের কাপড় ব্যতীত আর কিছুই যাবে না।'

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, বিশতম খন্ড, পঞ্চম প্রকাশ, ২০১২ খৃ. পৃ. ১৫৫)

দশ. নবীগণের নাম ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপনা: আম্বিয়া (আ.) গণের আলোচনা এ তাফসীরে তাঁদের নাম আলাদা-আলাদা ভাবে উল্লেখ করে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[১১]

এগার. 'আ'মালুল কোরআন' এর বর্ণনা: পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা বাস্তব জীবনে নানা রকম অভিজ্ঞতালব্ধ উপকারীতার বর্ণনা এ তাফসীরে 'আ'মালুল কোরআন' শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১২] নি:সন্দেহে এটি এই তাফসীরেরই একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বার. প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা উপস্থাপন: পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এ তাফসীরের মুফাসসির প্রশ্ন উপস্থাপন করে তারপর নিজেই আবার জবাব প্রদান করে আয়াতের মূলভাব অধিকতরভাবে স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৩]

---

১১. উদাহরন স্বরূপ হযরত আইয়ূব (আ.) এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ তাফসীরের সপ্তদশ খন্ডে হযরত আইয়ূব (আ.) এর বংশ পরিচয় থেকে শুরু করে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ঘটনা এক জায়গায় ধারবাহিক ভাবে দীর্ঘ ১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী উল্লেখ করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, সপ্তদশ খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃ. পৃ. ১১৭-১৩৪)

১২. সূরা বাকারার ৭৪ নং আয়াত

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اواشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الا نهار الخ

এর ব্যাখ্যার পর মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) 'আমালুল কোরআন' শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করেন- 'কোন গাভী বা বকরীর দুধ কমে গেলে তামার তৈরী পাত্রে এ আয়াত লিপিবদ্ধ করে পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করে সেই পানি গাভীকে পান করালে আল্লাহ পাকের হুকুমে দুধ বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে, যদি কোন কূপ বা নহরের পানি কমে যায়, এ আয়াত লিপিবদ্ধ করে তাতে ফেললে আল্লাহ পাকের হুকুমে পানি বৃদ্ধি পায়।'

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫)

১৩. সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াত-

(وبشر الذين امنوا وعملواالصلحت ان لهم جنت تجري من تحتها الانهار)

এর ব্যাখ্যায় মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) লিখেছেন 'আমলে সালেহ কি?' তারপর তিনিই উত্তর প্রদান করে লিখেন, 'তাফসীরকারগন লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কাজে ৪টি বিষয় পাওয়া যাবে তাকে আমলে সালেহ বলা যাবে। ১. ইলম ২. সবর ৩. নিয়ত ৪. আন্তরিকতা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে 'আমলে সালেহ' শব্দটির অর্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আরোপিত ফরজ এবং আল্লাহর বান্দাদের হক্ব।'

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, ২০০৯ খৃ. পৃ.২২৪)

তের. 'মাসায়েলুল কোরআন' এর বর্ণনা: এ তাফসীরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মাসায়েলুল কোরআন' শিরোনাম দিয়ে আয়াতে কারীমার আলোকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া তুলে ধরা হয়েছে।[১৪] এটাও এই তাফসীরেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চৌদ্দ. প্রতিটি খণ্ডের শুরুতে ভূমিকা উপস্থাপন: এ তাফসীরটির ৩০ খণ্ডের প্রতিটি খণ্ডের শুরুতেই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা 'ভূমিকা' শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব 'ভূমিকা'য় মুফাসসির এক-এক খণ্ডে এক-এক ধরণের আলোচনা তুলে ধরেছেন, যাকে পাঠকের হৃদয়ে খোরাক হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়।

পনের. শিরোনাম দিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপন: এ তাফসীরের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট হল, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে মুফাসসির বিভিন্ন শিরোনামে নামকরণ করে তারপর ব্যাখ্যা করেছেন।[১৫] এতে করে ঐ বিষয়টি পাঠকের স্মরণে আলাদা করে স্থান করে নেয়। এ তাফসীর গ্রন্থের প্রথম খন্ডের শুরুতে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) তাঁর শাহাদাতের পূর্বে মূহুর্তে যে কুরআন শরীফ খানা তিলাওয়াত করছিলেন তার অংশ বিশেষের দুর্লভ একটি ফটোকপিও সংযোজীত হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দ লাইব্রেরীতে এটি সংরক্ষিত আছে এবং মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এটি স্বচক্ষে দেখেছেন বলেও এ ফটোকপির ছবির নিচে তিনি উল্লেখ করেছেন। এ তাফসীরের ১ম খণ্ডের শুরুতে হরিণের চামড়ায় লিপিবদ্ধ প্রাচীনতম পবিত্র কুরআনের একটি অংশের ফটোকপিও সংযোজীত হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ ও তাফসীরে সারল্যের ছোঁয়া সুস্পষ্ট। নিম্নে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কুরআন হতে সূরা আল কাহাফের প্রথম ৬ আয়াতের বঙ্গানুবাদ তুলে ধরা হল-

সূরা কাহফ

তরজমা

(১) প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে কোন প্রকার বক্রতা রাখেন নি।

---

১৪. 'মাসায়েলুল কোরআন' শিরোনামে সূরা বাকারার ৯৪ নং আয়াত-

(قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوالموت ان كنتم صادقين)

এর ব্যাখ্যায় 'মৃত্যু কামনা কি বৈধ?' এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৮৩)

(২) তিনি এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন- যেন তা এক কঠোর আযাবের তা প্রদর্শন করে, যা আসবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। আর সু সংবাদ প্রদান করে নেককার মোমেনদেরকে যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়।

(৩) ঐ উত্তম প্রতিদানের মধ্যে তারা থাকবে চিরদিন।

(৪) আর সে সব লোকদেরকে সাবধান করার জন্য, যারা বলে আল্লাহপাক সন্তান সন্ততি রাখেন।

(৫) এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল না। কি সাংঘাতিক কথাই না তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা যা বলে সবই মিথ্যা।

(৬) অত:পর (হে রসূল!) যদি তারা এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান না আনে তবে হয়তো আপনি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবন বিসর্জন দিবেন।[১৫]

'তফসীরে নূরুল কোরআন' এ ব্যবহৃত আরবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। যেমন: যের এর প্রতিবর্ণায়নে 'ই' ব্যবহার না করে 'এ' ব্যবহার করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) এর স্থলে এবনে মাসউদ লেখা হয়েছে।[১৬] আকরামা (রা.) এর স্থলে একরামা (রা.) লেখা হয়েছে।[১৭] পেশ এর প্রতিবর্ণায়নে কোথাও (ু) কার আবার কোথাও (ো) কার ব্যবহার করা হয়েছে।[১৮] আর বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমূহের তথ্য সূত্র কিছু কিছু স্থানে পরিহার করা হয়েছে।[১৯] কিছু দূর্বল বক্তব্য[২০] ও মুহাদ্দিসগণের নিকট সমালোচিত হাদীস[২১] ও এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১৫. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৫তম খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ. পৃ.৩৪১

১৬. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

১৯. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১৮তম খন্ড, পৃ. ১৬৭, ১৮৬; ১৯তম খন্ড, পৃ. ২৪৬; বিশতম খন্ড, পৃ. ৬৩, ৮৪

২০. 'ইমাম জয়নূল আবেদীন (র.) দৈনিক এক হাজার রাকা'আত নামাজ পড়তেন' এ বক্তব্যটি এ তাফসীরের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৭ নং পৃষ্ঠায় সূরা বাকারার .... নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ তথ্যটি নামাজ আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি ও বিবেক বিরুদ্ধ। কেননা নামাজ আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি হল ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ আদায় করা। (বুখারী, হাদিস নং- ২০১৩)। অথচ ১ দিনে (২৪ ঘন্টা×৬০ মিনিট=১৪৪০ মিনিট) ঘুম, প্রয়োজনীয় মৌলিক কাজকর্ম ও নামাজের মাকরূহ সময় ইত্যাদি বাদ দিলে কোন মানুষের পক্ষে দৈনিক এক হাজার রাকা'আত নামাজ সুন্নাহ মুতাবিক আদায় করা সম্ভব হবেনা। সুতরাং এ তথ্যটিকে যৌক্তিক ভাবে দূর্বল বক্তব্য বলেই অনুমিত হয়।

২১. উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এ তাফসীরের ১ম খণ্ডর ১২২ নং পৃষ্ঠায় হাদীসে কুদসী বলে একটি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে- لولاك لما خلقت الافلاك 'হে নবী! যদি আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকত,

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় ছোট খাট কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলো বাদ দিলে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (র.) এর লিখিত 'তাফসীরে নূরুল কোরআন' বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় শাখায় নি:সন্দেহে একটি অমূল্য সংযোজন।

তবে বিশ্ব-সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করতো না।' অথচ আল্লামা সাগানী, আল মাউদু'আত এর ৫২ নং পৃষ্ঠায়; মোল্লা আলী ক্বারী, আল আসরার এর ১৯৪ পৃষ্ঠায়; আলা-আজলূনী, কাশফুল খাফা এর ২/২১৪ নং পৃষ্ঠায়; শাওকানী, আল ফাওয়াইদ এর ২/৪৪১ পৃষ্ঠায়; আবদুল হাই লাখনবী, আল আসারুল মারফূফা এর ৪৪ নং পৃষ্ঠায় এ বর্ণনাটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যত আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুরআন হল সে সবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা চিরন্তন ও শাশ্বত। ইহা কোন দিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না। এর বিস্ময় অবারিত, আকর্ষণ অফুরন্ত। এতে রয়েছে হিদায়াতের মশাল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য সম্ভার। সকল যুগের সকল সমস্যার যৌক্তিক সমাধান এতে বিদ্যমান রয়েছে। এ মহা মূল্যবান গ্রন্থটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এটি অবতীর্ণের কাল থেকেই শুরু হয়েছে, চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কেহ এর কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করে এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারবে না যে, এ ব্যাখ্যাই শেষ ব্যাখ্যা। বরং যুগের চাহিদা মুতাবিক নিত্য-নতুন অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা মানুষ নতুন করে পবিত্র কুরআনে খুঁজে পাবে। যেমন সূরা হাদীদে আল্লাহ তা'আলা লোহা প্রসঙ্গে বলেছেন- فيه بأس شديد 'এতে প্রচন্ড ক্ষমতা রয়েছে।' এ প্রচন্ড ক্ষমতা কী? এক সময় তার ব্যাখ্যা ছিল, ঢাল তলোয়ার। আর আজ এর ব্যাখ্যা হল 'আণবিক শক্তি'। হয়ত ভবিষ্যতে হবে নতুন অন্য কিছু। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ولوان مافي الارض من شجرة اقلام ويمده من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمت الله

'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর ব্যাখ্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।' (আল কুরআন, ৩১:২৭)। তাফসীরে মাযহারী ও রূহুল মা'আনী প্রণেতার মতে كلمت الله এর ভাবার্থ হল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যাবলী।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই হলেন এ গ্রন্থের সর্ব প্রথম ব্যাখ্যা দাতা। তিনি রাসূল (সা.) কে নিজ দায়িত্বে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। রাসূল (সা.)ও আল্লাহ তা'আলার শিখানো ইলমের আলোকে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। সাহাবীগণ রাসূল (সা.) থেকে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা আয়ত্ব করেছেন এবং তাঁর (সা.) তিরোধানের পর বাস্তবতার আলোকে নিজেরা এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে আরবী ভাষার সাথে সাথে অনারবী ভাষায়ও পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চা শুরু হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষাভাষী আলিমগণও পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চায় এগিয়ে আসেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও পবিত্র কুরআনের বাণী প্রায় হাজার বছর ধরে বাচনিক অনুবাদেই প্রচলিত ছিল। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ খৃ.) কতিপয় মুসলিম কবি দেশাচার লংঘন করে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন কাহিনীকে লিখিতভাবে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। তবে বাংলায় প্রত্যক্ষ তাফসীর চর্চা শুরু হয় আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। তখন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল অনেকটা খণ্ডিত আকারে অনুবাদ সংশ্লিষ্ট। আর এ ক্ষেত্রে জনাব আকবর আলী, (জ. অজানা), নঈম উদ্দীন (জ. ১৮৩২),

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল সাত্তার সুফী (জ. অজানা), মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (জ. ১৮৭৫), সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (জ. ১৯১৫), মোল্লা দিদার বখশ (জ. অজানা), মুহাম্মদ আবদুল আযীয হিন্দী (জ. ১৮৬৮), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (জ. ১৮৮৫), অধ্যাপক আবুল ফজল (জ. ১৯০৩) ও আলাউদ্দীন আল আজহারী (জ. ১৯৩৫)সহ আরো অনেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কতিপয় আলিম টীকা-টিপ্পনী আকারে পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চায় ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ আব্বাছ আলী (জ. ১৮৫৯), খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম (জ. ১৮৭৫), মুহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ (জ. ১৮৯৪), ফজলুর রহমান চৌধুরী (জ. ১৮৯৬), মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (জ. ১৮৯৪) ও ড. ওসমান গনী (জ. ১৯৩৫) উল্লেখযোগ্য। আর যাঁরা এ ভাষায় পূর্ণাঙ্গ তাফসীর চর্চায় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (জ. ১৯২২), খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ (জ. ১৮৯০), ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (জ. ১৮৯৮) ও মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩২)। তবে মাওলানা আমিনুল ইসলাম রচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' গ্রন্থটিই শুধু বিস্তারিত ও মৌলিক।

এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কাজও বাংলা ভাষায় যথেষ্ঠ গুরুত্বের সাথে এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত তাফসীরে ইবনে কাসীর, মা'আরেফুল কুরআন, ফী যিলালিল কুরআন, তাফসীর-ই-তাবারী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে কাবীর, তাফহীমুল কুরআন ও তাফসীরে মাজেদী, জালালাইন, আহকামুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন এর মত অনেকগুলো বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ দেশের খ্যাতনামা আলিমগণের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক প্রকাশনী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ও আল কুরআন একাডেমী লণ্ডন এর অবদান অবিস্মরণীয়।

বর্তমানে পবিত্র কুরআনের তাফসীর চর্চায় বাংলা ভাষাভাষী আলিম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাতে আশা করা যায় অচিরেই বাংলা ভাষায় তাফসীরে শাস্ত্রের একটি বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ। আর এ মহৎ কর্মটিতে যে সকল মনীষী অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন আল্লাহ আ'আলার কাছে তাঁদের সকলের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

আরবী গ্রন্থাবলী

গ্রন্থকার		গ্রন্থ
	:	আল কুরআনুল কারীম
আব্দুল মালেক বিন আব্দিল কাদের	:	*কামূসূল মসতালেহাত*, নিজস্ব প্রকাশনা, কুমিল্লা : ১৯৯৭ খৃ.
মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল যারকানী	:	*মানাহিলুল ইরকান ফী ইলূমিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল আল ইসলামিয়্যা, বৈরুতঃ ১৯৮৮ খৃ.
জালালুদ্দীন সুয়ূতী	:	*আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, কুতুব খানা এশায়াতে ইসলাম, দিল্লী : তাঃ বিঃ
আহমদ মোল্লা জিউন	:	*নূরুল আনওয়ার ফী শরহিল মানার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : তা. বি.
মুহাম্মদ আলী সাবুনী	:	*আত তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, রিয়াদ : তা.বি.
আমীমুল ইহসান	:	*ইযাহুত তানবীর ফী উসূলিত*, তাফসীর আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা:-১৯৯৫ খৃ.
ইসমাইল ইবনে কাসীর	:	*তাফসীররুল কুরআনিল আজীম*, দারুল গাদ্দীল জাদীদ, মিশর, কায়রো : ২০০৭ খৃ.
মান্না আল কাত্তান	:	*মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, মাকতাবা আল মা'আরিফ, রিয়াদ : ১৯৯৯ খৃ.
ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আল খালিদী	:	*আত তাফসীরুল মাওদায়ী*, দারুন নাসাফিয়া, জর্দান : ১৯৯৭ খৃ.
রাগিব ইস্পাহানী	:	*মুফরাদাত*, মানতাবা মুরতাযা, লাহোর : তা. বি.
আল্লামা যারকাশী	:	আল বুরহাআন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত : ২০-১ খৃ.
ড. হুসাইন আয যাহাবী	:	*আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরু*, এদারা তুল কুরআন, পাকিস্তান : ১৯৯৭ খৃ.
ইবনু মানযুর	:	*লিসানুল আরব*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত : ১৯৯৫ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

নূরুদ্দীন নিয়ামাতুল্লাহ আল জাযায়িরী : *ফরকুল লুগাত ফিত তাময়ীযে বাইনা মাফাদিলিল কালিমাত*, মাকতাবা নাশরিস সাফাকাতিল ইসলামিয়্যা, তেহরান : ১৪০৮ হি.

খালিদ বিন উসমান আস সাবত : *কাওয়ায়িদুত তাফসীর*, দারু ইবনে আফফান, কায়রো: ১৪২১ হি.

আশফাকুর রহমান : : *মিরআতুত তাফসীর*, কুতুব খানা রাহীমিয়্যা, দিল্লী: তা. বি.

শরীফ আলী : : *কিতাবুত তা'রিফাত*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত : ১৯৯৫ খৃ.

কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী : : তাফসীরু বায়যাবী, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত : তা. বি.

যামাখশারী : : *আসাসুল বালাগাহ*, দারুল কলম, বৈরুত: তা. বি.

আল বাগাভী : : *মা'আলিমুত তানযীল*, ইদারা তালীফাত, মুলতান, তা. বি.

ত্বাকী উসমানী : *উলূমুল কুরআন*, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ: তা. বি.

মাহমুদ আলূসী : *রূহুল মা'আনী*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.

আব্দুর রায্যাক আস সামআনী : *তাফসীরু আবদির রায্যাক*, দারু কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত : ১৯৯১ খৃ,

ইবনু তাইমিয়াহ : *মাজমুউ ফাতাওয়া*, আর রু'আসাতুল আম্মাহ, রিয়াদ : তা. বি.

ইয়াকুত আল হামাভী : *মু'জামুল উদাবা*, মাতবা'আতু ঈসা আল-হালাবী, কায়রো : ১৯৩৬ খৃ.

ড. হুসাইন আয যাহাবী : *তাযাকিরাতুল হুফফায*, দিল্লী, তা.বি.

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ আল ফিরোযাবাদী : *আল কামূসুল মুহীত*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত : ১৪১৫ হি.

খায়রুদ্দীন আল যিরিকানী : *আল আলাম*, কায়রো: ১৯৫৪ হি.

আবুল লায়স সামারকান্দী : *বাহুরুল উলূম*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত : ১৪১৩ হি.

Dhaka University Institutional Repository

সামসুদ্দীন দাউদী : *তাবাকাবুল মুফাসসিরীন*, দামেস্ক : ১৩৭০ হি.

আবু হাইয়্যান আন্দালুসীন : *আল বাহরুল মুহীত*, দারুল ফিকর, বৈরুত : ১৯৯২ খৃ.

ইবনু খালদুন : *আল মুকাদ্দমাহ*, আর শারফিয়্যা, মিশর : ১৩৭২ হি.

আবু ঈসা আত তিরমিজী : *আল জামি*, দারুল কলম, বৈরুত : তা. বি.

সুয়ূতী : *তাবাকুতুল হুফফায* , লেডন : ১৮৩৯ খৃ.

গাযালী : *এহইয়ায়ূ উলূমিদ্দীন*, দিল্লী, তা. বি.

ইবনু হাজার আসকালানী : *লিসানুল মিযান*, দারুল ফিকর, বৈরুত : তা. বি.

ইবনু হাজার আসকালানী : *ফাতহুল বারী*, আনসারী প্রেস, দিল্লী : ১৪০৩ হি.

ইবনু খাল্লিকান : *ওয়াফিইয়াতুল আ'ইয়ান ফী আম্বাউ আবনাইব যামান*, দারু কিতাবিল আরাবী, বৈরুত : ১৪১৪ হি.

ইসমাইল পাশা আল বাগদাদী : *হাদিয়াতুল আরিফীন ওয়া আসমাউল মুয়াল্লিফীন ওয়া আসারুল মুসান্নিফীন*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : তা. বি.

মুস্তাফা আল আফিন্দী (হাজী খলীফা) : *কাশফুয যুনন*, দারুল ফিকর, দামেশক : ১৪০২ হি.

মুহাম্মদ যুহায়ের আশ শাওয়াশ : *মালিক*, আল মাকতাবা আল ইসলামী, দামেশক: ১৯৬৪ খৃ.

মুহিউদ্দীন শায়খ যাদাহ : *হাশিয়া শায়খ যাদাহ আলা তাফসীরি বায়যাবী*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত : ১৯৯৯ খৃ.

ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন : *আলকাযী নাসির উদ্দীন আল বায়যাবী ওয়া আসরুহ ফী তাফসীরিল কুরআন*, মারকাযুল বহুসিল ইসলামিয়্যা, রাজশাহী : ২০০১ খৃ.

শায়খ ইসমাইল : *তাফসীরু রূহিল বয়ান*, দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : তা. বি.

মুসলিম : *আস সহীহ*, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা: তা. বি.

মারাগী : *তাফসীরুল মারাগী*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো : তা. বি.

বুখারী : *আল জামি*, কুতুবখানা ইসলামিয়া, দেওবন্দ : তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

বদরুদ্দীন আঈনী	:	*উমদাতুলকারী*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : তা. বি.
আহমদ	:	*মুসনাদ, দারুল কলম*, বৈরুত : তা.বি.
মুহাম্মদ সাববাগ	:	*লামহাত ফী উলূমিল কুরআন*, আল মাকতাবা আল ইসলামী, দামেশক : ১৩৯৪ হি.
ড. ফাহাদ রূমী	:	*উলূমুত তাফসীর*, মাকতাবাতুত তাওবা, রিয়াদ : ১৪১৬ হি.
যাহাবী	:	*সিয়ারু আলাম আন নুবালা*, দারু এহইয়াতুত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : ১৪০৬ হি.
কাওসারী	:	*নসবুল বারিয়াহ*, মাতবা'আতুল আনওয়ার, কায়রো : তা. বি.
মুহাম্মদ ইবনে সা'দ	:	*তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুত : ১৯৮৫ হি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	*তাহযিবুত তাহযীব*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত : ১৪১৫ হি.
ইমাম নববী	:	*তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত : তা. বি.
মান্না আল কাত্তান	:	*মুআসসাসাতুর রিসালাহ*, বৈরুত : ১৯৯৯ খৃ.
তাবারী	:	*জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, দারুল ফিকার, বৈরুত : তা. বি.
যাহাবী	:	*তাযাকিরাতুল হুফফায*, দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ : তা. বি.
আবু নাঈম ইস্ফাহানী	:	*হুল ইয়াতুল আউলিয়া*, দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত : ১৯৮৭ খৃ.
আদনাছাবী	:	*তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম মদিনা : ১৯৯৮ খৃ.
আব্দুল ওহহাব ইবরাহীম	:	*কিতাবুল বাহাছ ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ*, দারুশ শারক, জিন্দা : ১৯৮৬ খৃ.
মোহাম্মদ আবদুল আজীজ	:	*তাকমীলুল বায়ান ফী তাফসীরুল কুরআন*, ঢাকা : ১৯৮৭ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

ড. ইব্রাহীম মাদকুর	:	*মু'জামূল ওয়াসীত*, কুতুব খানা হুসাইনিয়া, দেওবন্দ : ১৯৭২ খৃ.
মোহাম্মদ আলী সাবুনী	:	*সাফওয়াতুত তাফাসীর*, দারু এহইয়াউত তুরাসিল, আরাবী, বৈরুত : ২০০৮ খৃ.
মুখতার শানকীতি	:	*আদওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো : ১৯৯৫ খৃ.
ড. সুবহি সালিহ	:	*মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত : ১৯৯৫ খৃ.

বাংলা গ্রন্থাবলী

গ্রন্থকার		গ্রন্থ
অধ্যাপক আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীন	:	*আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬ খৃ.
ইবনে কাছীর	:	*তাফসীরে ইবনে কাছীর*, (অ্যধাপক আখতার ফারুক অনূদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩ খৃ.
মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ	:	*কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ঢাকা : ১৯৮৬ খৃ.
ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ	:	*কুরআন পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৫ খৃ.
ড. ওসমান গনী	:	*কোরআন শরীফ* (অনূদিত), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৯৯৫ খৃ.
কাযী ছানাউল্লাহ পানি পথী	:	*তাফসীরে মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৭ খৃ.
সম্পাদনা পরিষদ	:	*দাইরাহ মা'আরিফুল ইসলামিয়্যাহ*, লাহোর : ১৯৮৯ খৃ.
সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯০ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

ড. আব্দুর রহমান আনোয়ারী : *তাফসীরুল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০২ খৃ.

মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ : *তাফসীরে মাজহারী* (বঙ্গানুবাদ), খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, হাকিমাবাদ : ১৯৯৮ খৃ.

আবদুর রহীম : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৭ খৃ.

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ : *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা :* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ১৯৮৯ খৃ.

আল্লাম ইবনু কাসীর : *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (অনুদিত), তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা : ১৯৯৯ খৃ.

ত্বকী ওসমানী : *উলূমুল কুরআন*, (বাংলা অনুবাদ), আল জামিয়াতুস সিদ্দীকিয়া, ঢাকা : ২০০৫ খৃ.

ড. এম.এম. রহমান : *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

ড. মোহাম্মদ বেলাল : *মোফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী : ২০১১ খৃ.

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৬৫ খৃ.

অধ্যাপক আলী আহমদ : *বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ*, সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৮৮ খৃ.

ড. এনামুল হক (সম্পাদিত) : *ইউসুফ জোলেখা*, ঢাকা : ১৯৮৪ খৃ.

সৈয়দ সুলতান : *ওফাত-ই-রাসূল*, নোয়াখালী : ১৩৫৬ ব.

অমলেন্দু দে : *বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা* : রত্না প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৯৯ খৃ.

গিরিশ চন্দ্র সেন : *কোরআন শরীফ (অনুদিত)*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৯ খৃ.

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬ খৃ.

মোফাখখার হুসেইন খান : *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৭ খৃ.

ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ : *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা :* উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ, আল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা : ২০০৪ খৃ.

আলী আহমদ : *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৫ খৃ.

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ : *কোরআন শরীফ (অনূদিত)*, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা : ১৩৮২ ব./১৯৭৫ খৃ.

আব্দুর রহমান : *আমপারার তরমজা*, সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮ খৃ.

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক : *বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি*, রাজশাহী : ১৯৮৮ খৃ.

আবদুল সাত্তার : *তফছির ছাত্তরী*, কলকাতা : ১৩২৩ ব.

মুহাম্মদ রূহুল আমিন : *কোরআন শরীফ (অনূদিত) কলকাতা*, তা. বি.

মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁন : *চরমেনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী*, বরিশাল : ১৯৮৩ খৃ.

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক : *তাফসীরে তাবারাকাল্লাজী*, ঢাকা : ১৩৯৩ ব.

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক : *তাফসীরে আমপারা*, ঢাকা : ১৩৯৯ ব.

শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত) : *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৫ খৃ.

ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা : *পবিত্র কুরআনের পুত কথা*, কলকাতা : ১৯৪৫ খৃ.

এয়ার আহমদ এল,টি : *আম্পারার বাঙ্গালা তাফছীর*, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৪৪ খৃ.

মোহাম্মদ আলী হাসান ও মোহাম্মদ আবদুল হাকীম : *কোরআন শরীফ (অনূদিত) :* ওসমানিয়া বুক ডিপু, ঢাকা : তা. বি.

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী : *মহা কুরান কাব্য*, কলকাতা : ১৩৩৪ খৃ.

দাদু মিজানুর রহমান : বেহেস্তী সাওগাত, ফেণী : ১৯৭৬ খৃ.

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮০ খৃ.

মুহাম্মদ এনামুল হক : *মহান মনীষী ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* রেনেসা প্রিন্টার্স, ঢাকা : ১৯৬৭ খৃ.

হুমায়ন আজাদ : *মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৪ খৃ.

আজহার উদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* কলকাতা : ১৯৬৮ খৃ.

আবদুর রহমান : *কুরআন ও জীবন দর্শন,* রহমান সন্স পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম : ১৯৬৩ খৃ.

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *মাওলানা আবদুর রহীম (র.) একটি বিপ্লবী চেতনার প্রতীক,* মাওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন, ঢাকা : ১৯৯৪ খৃ.

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *সূরা ফাতিহার তাফসীর,* খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা : ২০০০ খৃ.

মীর মোহাম্মদ আখতার : *সূরা ফাতিহার তাফসীর,* আঞ্জুমান ইত্তেহাদ, চট্টগ্রাম : ১৯৭৭ খৃ.

মোহাম্মদ হাদীসুর রহমান : *আনওয়ারুত তানযীল,* আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৭৯ খৃ.

মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী : *দরসে কুরআন করীম,* তৈয়্যবিয়া একাডেম, চট্টগ্রাম ১৯৯১ খৃ.

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান : *আমপারা ও পঞ্চ ছুরা : ধানমন্ডি,* ঢাকা : ১৯৮০ খৃ.

ফাযলুল করীম আনওয়ারী : *উম্মুল কুরআন,* ঢাকা : ১৯৬৮ খৃ.

আবুল হাশিম : *আল ফাতিহা,* ঢাকা : ১৯৮০ খৃ.

মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম : *তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ,* ঢাকা : ১৯৮৮ খৃ.

শামসুল হক দৌলতপুরী : *তাফসীর আহকামুল কুরআন,* ঢাকা : ১৯৯৩ খৃ.

শ্রীমতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : *মৌলভী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৯ খৃ.

মুনশী শেখ জমীরুদ্দীন : *গিরিশ বাবু: ইসলাম প্রচারক,* কলকাতা : ১৯০১ খৃ.

এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী : *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৫ খৃ.

আবদুল কাদির	:	*কুরআন মাজীদের বাংলা অনুবাদ*, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা : ১৯৬১ খৃ.
শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ	:	*আমপারা (অনূদিত)*, কলকাতা : ১৯২৪ খৃ.
খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম	:	*কোরআন (অনূদিত)*, এসলামিয়া লাইব্রেরী, টাঙ্গাইল : ১৩২১ ব.
খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম	:	*আল কোরআন (পদ্যানুবাদ)*, আমপারা, কলকাতা : ১৯৩২ খৃ.
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ	:	*বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ*, কলকাতা : ১৩৭৮ ব.
আবদুল ওয়াসেক	:	*আমপারা (অনূদিত)*, কলকাতা : ১৯৩৩ খৃ.
আলী হায়দার চৌধুরী	:	*কুরআন শরীফ (অনূদিত)*, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা : ১৯৬৭ খৃ.
ড. মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ	:	*শাহনুর কুরআন শরীফ;* ঢাকা : ১৯৮৩ খৃ.
মৌ. শাহ কমরজ্জামান	:	*খুলাছাতুল কুরান*, ঢাকা : ১৯৮১ খৃ.
আবু নসর আবদুর রউফ	:	*আদর্শ জবীন চরিত্র মাওলানা মোহাম্মদ তাহের*, কলকাতা : ১৯৯৮ খৃ.
মোহাম্মদ তাহের	:	*আর কোরআন তরজমা ও তাফসীর*, মদনী মিশন, কলকাতা : ১৯৭১ খৃ.
আবদুর রহমান খাঁ	:	*কুরআন শরীফ (অনূদিত)*. প্রভিসিন্সয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৭৯ খৃ.
মোঃ আবদুস সাত্তার	:	*ফরিদপুরে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩ খৃ.
শামছুল হক ফরিদপুরী	:	*হাক্কানী তফছীর*, ঢাকা : ১৯৮২ খৃ.
মুফতী দীন মোহাম্মদ খান	:	*তাফসীরে সূরা ইউসুফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৭ খৃ.
কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন	:	*কানযুল ইরফান ও মোখারুত তাফসীর*, আঞ্জুমান প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, চট্টগ্রাম : ১৯৮৪ খৃ.
মুফতি মুহাম্মদ শফী	:	*তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (মুহিউদ্দীন খান) কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯২ খৃ.
আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	:	*তাফসীরে মাজেদী শরীফ (ওবাইদুর রহমান মল্লিক*

কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৪ খৃ.

সাইয়েদ কুতুব : *ফী যিলালিল কুরআন*, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ও অন্যান্য) কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত, আল কোরআন একডেমী, ঢাকা : ১৯৯৭ কৃ.

ইবনে জারীর তাবারী : *তাফসীরে তাবারী শরীফ* (বঙ্গানুবাদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩ খৃ.

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী : *তাফহীমুল কুরআন (বঙ্গানুবাদিত)*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৫ খৃ.

মুহাম্মদ মতিউর রহমান : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০২ খৃ.

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : *তাফসীরে কাবীর (বঙ্গানুবাদিত)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭ খৃ.

আবু বকর আল জাসসাস : *আহকামুল কুরআন (বঙ্গানুবাদিত)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৮ খৃ.

আশরাফ আলী থানবী : *বয়ানুল কুরআন (বঙ্গানুবাদিত)*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৩৩৬ হিঃ

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান : *হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম: জীবন ও সাধনা*, আন নুর পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০০৩ খৃ.

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : *তফসীরে নূরুল কোরআন*, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৮১ খৃ.

সাইয়েদ মোহাম্মদ সাফওয়ান : *বয়ানুল ইসলাম*, বারকাতী পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১১ খৃ.

মাওলানা মোঃ আবদুল হালিম : *কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, আন নুর পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১৩ খৃ.

মাওলানা মহিউদ্দীন খান : *আল-কাওসার*, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯৪ খৃ.

The Encyclo Padia of Islam (Leiden. 1978) vol. iv

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

সম্পাদিত : *আরাফাত* (সাপ্তাহিক) , বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৬৮ খৃ.

সম্পাদিত : *আলোর প্রতীক* (স্বরণিকা) , জমিয়ত প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯০ খৃ.

সম্পাদিত : সেবা (স্বরণিকা), বায়তুশ শরফ শাহ জাব্বারিয়া হাসপাতাল, চট্টগ্রাম : ২০০১ খৃ.

সম্পাদিত : *অটোগ্রাফ* (সাময়িকী) , আফিকা প্রোডাক্ট, প্রা.লি. ঢাকা : ১৯৯৬ খৃ.

সম্পাদিত : *বিবেক* (সাময়িকী), শেরে বাংলা জাতীয় শিশু একাডেমী, আফিফা প্রোডাক্ট প্রা.লি. ঢাকা : ২০০০ খৃ.

সম্পাদিত : *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, (ত্রৈমাসিক) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০১ খৃ.